বুখারী শরীফ
অষ্টম খন্ড
ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

(অষ্টম খণ্ড)

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (অষ্টম খণ্ড)

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৭১৭/১
ইকাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪১
ISBN : 984-06-0580-1

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯২

দ্বিতীয় সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ২০০০
ভাদ্র ১৪০৭
জমাদিউস সানী ১৪২১

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ অংকনে ঃ সবিহ্-উল-আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য ঃ ২৪০.০০ (দুইশত চল্লিশ টাকা)

BUKHARI SHARIF (8TH VOLUME) Compilation of Hadith Sharif by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Jufi (RH) in Arabic, translated and edited by Editorial Board and published by Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka -1207. September 2000

Price : Tk 240.00 US Dollar : 8.50

সম্পাদনা পরিষদ

১. মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	ঐ
৪. ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	ঐ
৫. মাওলানা রুহুল আমিন খান	ঐ
৬. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস্ সালাম	ঐ
৭. মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান	সদস্য-সচিব

মহাপরিচালকের কথা

হাদীস শরীফের কিতাবসমূহের মধ্যে বুখারী শরীফ বিশুদ্ধতম কিতাব। এই কিতাবখানির সংকলক আমীরুল মু'মিনিন ফিল হাদীস ইমাম আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তাঁর জন্মস্থান বুখারা। সে কারণে তিনি ইমাম বুখারী নামে সমধিক পরিচিত। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীস শরীফ শিক্ষা ও সংগ্রহের মহান উদ্দেশ্যে বহু দেশ ও অঞ্চল সফর করেন। এক-একটি হাদীস সংগ্রহের জন্য সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেন। ছয় লক্ষাধিক হাদীস তিনি সনদের ধারাবিবরনীসহ কণ্ঠস্থ করেন। এই বিরাট সঞ্চয় থেকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রওযা মুবারকের পার্শ্বে মুরাকাবা করে দীর্ঘ ষোল বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আল-জামিউস্ সহীহ্ বা সহীহ্ বুখারী শরীফ সংকলন করেন। এভাবে তিনি হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও চর্চার ইতিহাসে তথা ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে এক অমূল্য অবদান রেখে গেছেন।

ইসলামের বুনিয়াদ স্থাপিত কুরআন ও হাদীসের উপর। তাই কুরআন ও হাদীস চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি তোমাদের নিকট রেখে যাচ্ছি দু'টো জিনিস, যা দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো গোমরাহ্ হবে না – তা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত।"

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেদিনকার আরাফাত ময়দানে সমবেত লাখো সাহাবায়ে কিরাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম তাঁর বাণীর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। এভাবে আল্লাহ্র কালাম ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীসের আলো সমগ্র দুনিয়ায় বিচ্ছুরিত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বুখারী শরীফ অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষী পাঠক সমাজের কাছে এই অমূল্য হাদীস সংকলনের বাংলা তরজমা পৌঁছে দেয়ার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। আল্লাহ্র অশেষ রহমতে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্ প্রকল্পের' আওতায় দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ বুখারী শরীফ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রকাশের পর দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে পবিত্র এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় সম্পাদনার পর এর অষ্টম খণ্ডটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ কবূল করুন। আমীন।

মওলানা আবদুল আউয়াল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য এবং সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক কাল থেকে সারা দুনিয়ায় কুরআনুল করীম চর্চার পাশাপাশি হাদীসের চর্চাও চলে আসছে। বাংলাদেশেও ইসলাম প্রচারের কাল থেকে কুরআনুল করীমের পাশাপাশি হাদীস শরীফের চর্চা সমানভাবে চলে আসলেও বাংলা ভাষায় হাদীস শরীফের তরজমা প্রকাশের ইতিহাস সুদীর্ঘ নয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বিভিন্ন ভাষায় রচিত ইসলামী কিতাবাদি বিশেষ করে বুনিয়াদী কিতাবসমূহ বাংলা ভাষায় প্রকাশের এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'র অন্তর্গত ছয়খানা বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব রয়েছে। আর এজন্য দেশের মশহুর আলিম ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সিহাহ্ সিত্তাহ্ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সম্পূর্ণ বুখারী শরীফ অনুবাদ করে তা দশ খণ্ডে প্রকাশ করে। এ গ্রন্থের দশটি খণ্ডই ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয় সংস্করণের পর্যায়েও দেশের প্রখ্যাত আলিম ও হাদীস বিশারদগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে অনুবাদের ভাষা ও মুদ্রণ প্রমাদসমূহ সংশোধন করে নেয়া হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, এ পর্যায়ে আমরা অনুবাদের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করতে পেরেছি।

বুখারী শরীফের সম্পাদিত অষ্টম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর হুকুম পুংখানুপুংখরূপে পালন করার এবং তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের পাবন্দ হবার তাওফীক দিন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বুখারী শরীফ

(অষ্টম খণ্ড)

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

তাফসীর অধ্যায়

(অবশিষ্ট অংশ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাফসীর অধ্যায়

(অবশিষ্ট অংশ)

سُوْرَةُ يُوْسُفَ

সূরা ইউসুফ

وَقَالَ فُضَيْلٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مُتْكَأً اَلْاُتْرُنْجُ قَالَ فُضَيْلٌ اَلْاُتْرُنْجُ بِالْحَبْشِيَّةِ مُتْكًا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مُتْكًا ، كُلُّ شَيْءٍ قُطِعَ بِالسِّكِّيْنِ * وَقَالَ قَتَادَةُ لَذُوْ عِلْمٍ عَامِلٌ بِمَا عَلِمَ * وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ صُوَاعٌ مَكُّوْكُ الْفَارِسِيِّ الَّذِيْ يَلْتَقِيْ طَرَفَاهُ كَانَتْ تَشْرَبُ بِهِ الْاَعَاجِمُ * وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تُفَنِّدُوْنِ تُجَهِّلُوْنِ * وَقَالَ غَيْرُهُ غَيَابَةٌ كُلُّ شَيْءٍ غَيَّبَ عَنْكَ شَيْئًا فَهُوَ غَيَابَةٌ ، وَالْجُبُّ الرَّكِيَّةُ الَّتِيْ لَمْ تُطْوَا ، بِمُؤْمِنٍ لَنَا بِمُصَدِّقٍ لَنَا اَشُدَّهُ قَبْلَ اَنْ يَاخُذَ فِى النُّقْصَانِ ، يُقَالُ بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغُوْا اَشُدَّهُم وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَاحِدُهَا شَدٌّ وَالْمُتَّكَاُ مَا اتَّكَأْتَ عَلَيْهِ لِشَرَابٍ اَوْلِحَدِيْثٍ اَوْ لِطَعَامٍ وَاَبْطَلَ الَّذِيْ قَالَ الْاُتْرُنْجُ وَلَيْسَ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ الْاُتْرُنْجُ فَلَمَّا احْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِاَنَّهُ الْمُتَّكَاُ مِنْ نَمَارِقَ فَرُّوْ

اِلٰى شَرٍّمَنَّهُ ، فَقَالُوْا اِنَّمَا هُوَ الْمُتْكُ سَاكِنَةَ التَّاءِ ، وَاِنَّمَا الْمُتْكُ طَرَفُ الْبَظْرِ ، مِنْ ذٰلِكَ قِيْلَ لَهَا مَتْكَاءُ وَابْنُ الْمَتْكَاءِ ، فَاِنْ كَانَ ثَمَّ اُتْرُنْجٌ فَاِنَّهُ بَعْدَ الْمُتَّكَاءِ ، شَغَفَهَا يُقَالُ اِلٰى شَغَافِهَا ، وَهُوَ غِلاَفُ قَلْبِهَا ، وَاَمَّا شَعَفَهَا فَمِنَ الْمَشْعُوْفِ ، اَصْبُ اَمِيْلُ ، اَضْغَاثُ اَحْلاَمٍ مَالاَ تَاوِيْلَ لَهُ ، وَالضِّغْثُ مِلْءُ الْيَدِ مِنْ حَشِيْشٍ وَمَا اَشْبَهَهُ ، وَمِنْهُ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا ، لاَ مِنْ قَوْلِهٖ اَضْغَاثُ اَحْلاَمٍ وَاحِدُهَا ضِغْثٌ ، نَمِيْرُ مِنَ الْمِيْرَةِ ، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ مَا يَحْمِلُ بَعِيْرٌ ، اَوٰى اِلَيْهِ ضَمَّ اِلَيْهِ ، السِّقَايَةُ مِكْيَالٌ ، تَفْتَؤُ لاَ تَزَالُ ، حَرَضًا مُحْرَضًا ، يُذْهِبُكَ الْهَمُّ ، تَحَسَّسُوْا تَخَبَّرُوْا ، مُزْجَاةٌ قَلِيْلَةٌ ، غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عَامِلَةٌ مُجَلِّلَةٌ .

ফুযায়ল (র) হুসায়ন (র)মুজাহিদ (র) বলেন, مُتْكَاءً (এক প্রকার) লেবু এবং ফুযায়ল (র) বলেন যে مُتْكًا হাবশী ভাষায় (এক জাতীয়) লেবুকে বলে। ইব্‌ন উআয়না (র) ...... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, مُتْكًا সেসব, যা চাকু দ্বারা কাটা হয়। কাতাদা (র) বলেন, " لَذُوْ عِلْمٍ " সে আলিম, যে তার ইল্‌মের উপর আমল করে। ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, " صُوَاعٌ " ফারসী মাপ–পাত্র, যার উভয় পার্শ্ব মিলানো থাকে ; আজমিগণ এটা দ্বারা পানি পান করে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, " تُفَنِّدُوْنَ " আমাকে মূর্খ মনে কর। অন্য থেকে বর্ণিত ঃ " غَيَابَةٌ " যেসব বস্তু তোমার থেকে গোপন রয়েছে। – " وَالْجُبُّ " – ঐ কূপকে বলে যার মুখ বাঁধা হয়নি। " بِمُؤْمِنٍ لَنَا " তুমি আমার কথায় বিশ্বাসী। " اَشُدَّهُ " অবনতি আরম্ভ হওয়ার আগের বয়স। বলা হয় "بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغُوا اَشُدَّهُمْ" অর্থাৎ সে বা তারা পরিণত বয়সে পদার্পণ করেছে। কেউ কেউ বলেন, এর একবচন " شَدٌّ " (কারো কারো মতে) " اَلْمُتَّكَأُ " যে বস্তুর উপর পানাহার বা কথাবার্তা বলার সময় হেলান দেয়া হয়। যাঁরা " مُتْكًا " অর্থ লেবু বলেছেন এতে তা বাতিল হল। আরবদের ভাষায় 'উতরুঞ্জ' শব্দের ব্যবহার নেই। যখন তাদের প্রতি এই অভিযোগ দ্বারা প্রমাণ করা হয় যে, 'মুত্তাকা' অর্থ বিছানা, তখন তাঁরা আরো খারাপ অর্থের আশ্রয় নিল এবং বলল যে, এখানে مُتْكٌ -এর ت সাকিন। এর অর্থ স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থানের পার্শ্ব। এ থেকে ব্যবহার হয় " مَتْكَاءُ " (যে নারীর সে অংশ কাটা হয়নি) এবং " اِبْنُ الْمَتْكَاءِ " (মাতৃকার পুত্র)। সে ঘটনায় লেবু দেয়া হয়ে থাকলেও তা তাকিয়া দেয়ার পরই হবে। " شَغَفَهَا " তার অন্তরকে আবৃত করল। " مَشْعُوْفٌ " যার অন্তর প্রেমে জ্বালিয়ে দিয়েছে। " اَصْبُ " আমি আসক্ত হয়ে যাব। " اَضْغَاثُ اَحْلاَمٍ " ভ্রান্তিমূলক বা অবান্তর স্বপ্ন যার কোন ব্যাখ্যা নেই " الضِّغْثُ " ঘাসের মুঠা এবং যা এ

জাতীয়। যেমন পূর্বের আয়াতে আছে " خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا " এক মুষ্টি তৃণ লও। এক বচনে "ضِغْثٌ" " نَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ " আমরা খাদ্যসামগ্রী এনে দিব। " نَمِيْرُ " থেকে গঠিত " نَمِيْرَهُ " আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র বোঝাই পণ্য আনব। " اٰوٰى اِلَيْهِ " নিজের কাছে রাখল। " السِّقَايَةُ " – পান পাত্র, পরিমাপ– পাত্র। " تَفْتَؤُ " সর্বক্ষণ থাকবে (حَرَضًا مُحْرَضًا) " খুব দুর্বল হওয়া) " يُذِيْبُكَ الْهَمُّ " দুশ্চিন্তা - তোমাকে শেষ করে দিবে, " تَجَسَّسُوْا " তোমরা অন্বেষণ কর। " مُزْجَاةٌ " - স্বল্প, " غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ عَامِلَةٌ مُجَلِّلَةٌ " আল্লাহ্‌র শাস্তি সকলকে বেষ্টন করে নিয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ : وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ *

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ - আর আল্লাহ্ তোমার প্রতি এবং ইয়াকূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি তা করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম ও ইসহাকের প্রতি।

[٤٣٢٧] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ -

[৪৩২৭] আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সম্মানিত ব্যক্তি, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তি হলেন ইউসুফ (আ), তাঁর পিতা ইয়াকূব (আ), তাঁর পিতা ইসহাক (আ) তাঁর পিতা ইব্‌রাহীম (আ)।

بَابُ قَوْلِهِ : لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهِ اٰيَاتٌ لِّلسَّائِلِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهِ اٰيَاتٌ لِّلسَّائِلِيْنَ - "ইউসুফ এবং তার ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (১২ ঃ ৭)

[٤٣٢٨] حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ النَّاسِ اَكْرَمُ قَالَ

اَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاهُمْ ، قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِيُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِيِّ اللّٰهِ بْنِ نَبِيِّ اللّٰهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ ، قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ ، تَسْأَلُوْنِيْ ، قَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا تَابَعَهُ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ـ

৪৩২৮ মুহাম্মদ .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ব্যক্তি অধিক সম্মানিত ? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহ্র নিকট বেশি সম্মানিত, যে তাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি পরহেজগার। লোকেরা বলল, আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি আল্লাহ্র নবী ইউসুফ (আ)। তিনি তো নবীর পুত্র, নবীর পুত্র, নবীর পুত্র এবং খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর পুত্র। লোকেরা বলল, আমাদের প্রশ্ন এ ব্যাপারে ছিল না। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা আরব বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ। তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, সম্ভবত তোমরা আরব বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ। তারা বলল, হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যারা জাহেলিয়াতে তোমাদের মাঝে উত্তম ছিল, ইসলামেও তারা উত্তম যদি তারা দীন সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী হয়। আবূ উসামা (রা) উবায়দুল্লাহ্র সূত্রে এটাকে সমর্থন ব্যক্ত করেন।

بَابٌ قَوْلِهِ : قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ سَوَّلَتْ زَيَّنَتْ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ সে (ইয়াকুব (আ) বলল, না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে।" (১২ ঃ ১৮) سَوَّلَتْ – সুন্দর করে সাজিয়ে শোভনীয় করে দেখান।

٤٣٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ * قَالَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَيْلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بنَ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا ، فَبَرَّاَهَا اللّٰهُ كُلٌّ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللّٰهُ ، وَاِنْ

كُنْتِ الْمَمْتِ بِذَنْبٍ ، فَاسْتَغْفِرِى اللّٰهَ وَتُوبِى اِلَيْهِ ، قُلْتُ اِنِّى وَاللّٰهِ لاَ اَجِدُ مَثَلاً اِلاَّ اَبَا يُوْسُفَ ، فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ . وَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ -

৪৩২৯ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... যুহ্‌রী (র) উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ির, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব, আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস এবং উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর "ইফ্‌ক[১] সম্পর্কে اهل الافك যা বলেছেন, তা শুনেছি। আল্লাহ্ এটার নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আয়েশা (রা)-কে) বললেন, যদি তুমি নির্দোষ হয়ে থাক তবে অতিশীঘ্র আল্লাহ্ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দিবেন; আর যদি তোমার দ্বারা এ গুনাহ্ সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তওবা কর। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এ সময় আমি ইউসুফ (আ)-এর পিতা (ইয়াকুব (আ)-এর উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই জবাব দেয়ার মতো খুঁজে পাচ্ছি না। (তিনি যা বলেছিলেন)ঃ সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমার সাহায্যস্থল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আমার (নির্দোষিতা ঘোষণা করে) " اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالاِفْكِ " সহ দশটি আয়াত নাযিল করেছেন।

৪২৩০ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَسْرُوْقُ بْنُ الْاَجْدَعِ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ رُوْمَانَ وَهِىَ اُمُّ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا اَنَا وَعَائِشَةُ اَخَذَتْهَا الْحُمّٰى ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَعَلَّ فِىْ حَدِيْثٍ تُحُدِّثَ قَالَتْ نَعَمْ ، وَقَعَدَتْ عَائِشَةُ ، قَالَتْ مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوْبَ وَبَنِيْهِ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ .

৪৩৩০ মূসা (রা) .... আয়েশা (রা)-এর মাতা উম্মে রুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (অপবাদ রটনার সময়) আয়েশা (রা) আমাদের ঘরে জ্বরে আক্রান্ত ছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, সম্ভবত এ অপবাদের কারণে জ্বর হয়েছে। আয়েশা (রা) বললেন, হ্যাঁ। তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন, আমার এবং আপনার উদাহরণ ইয়াকুব (আ) এবং তাঁর পুত্র ইউসুফ (আ)-এর ন্যায়। তার ভাইয়েরা কাহিনী সাজালো, তখন ইয়াকুব (আ) বলেছিলেন, "পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমার সাহায্যস্থল।"

১. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীরা যে অপবাদ রটিয়েছিল এবং আল্লাহ যে তাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন সে সম্পর্কিত হাদীস।

بَابٌ قَوْلِهِ : وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ . قَالَ عِكْرِمَةُ : هَيْتَ لَكَ بِالْحَوْرَانِيَّةِ هَلُمَّ . وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ : تَعَالَهْ -

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "সে [ইউসুফ (আ)] যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিল সে তার থেকে অসৎ কর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল ও বলল, 'এসো', ইকরামা বলেন, " هَيت" আইস হুরানের ভাষা, ইব্‌ন জুবাইর বলেন " تعاله " এসো।

٤٣٣١ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ هَيْتَ لَكَ ، قَالَ وَانَّمَا يَقْرَؤُهَا كَمَا عُلِّمْنَاهَا مَثْوَاهُ مُقَامُهُ ، وَاَلْفَيَا وَجَدَا ، اَلْفَوْا اَبَاءَهُمْ اَلْفَيْنَا وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُوْنَ -

৪৩৩১ আহমদ ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, " هَيْتَ لَكَ " আমরা সেভাবেই পড়তাম, যেভাবে আমাদের শিখানো হয়েছে। " مَثْوٰى " অর্থ স্থান এবং " اَلْفَيَا " অর্থ সে পেয়েছে। এ থেকে " الفوا اباءهم " হয়েছে। এমনিভাবে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে " بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُوْنَ " এর মধ্যে " ت " -কে পেশযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি এভাবে পড়তেন।

٤٣٣٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اَبْطَؤُا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْاِسْلَامِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ ، فَاَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى اَكَلُوا الْعِظَامَ حَتّٰى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانِ ، قَالَ اللّٰهُ : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ . قَالَ اللّٰهُ : اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلاً اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ ، اَفَيُكْشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَمَضَتِ الْبَطْشَةُ -

৪৩৩২ হুমায়দী (র) .... আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, যখন কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইসলামের দাওয়াত অস্বীকার করল, তখন তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করলেন, ইয়া আল্লাহ্! যেমনিভাবে আপনি ইউসুফ (আ)-এর সময় সাত বছর ধরে দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলেন, তেমনিভাবে ওদের ওপর দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন। তারপর কুরাইশগণ এক বছর পর্যন্ত এমন দুর্ভিক্ষের মধ্যে আপতিত হল যে, সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল; এমনকি তারা হাড় পর্যন্ত খেতে শুরু করল; যখন কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে নজর করত, তখন আকাশ ও তার মধ্যে শুধু ধোঁয়া দেখত।

আল্লাহ্ বলেন, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ "সেদিনের অপেক্ষায় থাক, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে।"

আল্লাহ্ আরও বলেন : اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلاً আমি শাস্তি কিছুটা সরিয়ে নিব, নিশ্চয়ই তোমরা (পূর্বাবস্থায়) প্রত্যাবর্তন করবে।" কিয়ামতের দিন তাদের থেকে আযাব দূর করা হবে কি? এবং "دُخَانٌ" ও "بَطْشَةٌ" -এর ব্যাখ্যা আগে বলা হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِ هِنَّ عَلِيْمٌ ، قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ . وَحَاشَ وَحَاشَا تَنْزِيْهٌ وَاسْتِثْنَاءٌ ، حَصْحَصَ وَضَحَ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ "যখন দূত ইউসুফ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হল তখন সে বলল, তুমি তোমরা প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যে সকল নারী হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি! আমার প্রতিপালক তো তাদের চক্রান্ত সম্যক অবগত। বাদশাহ নারীদের বলল, যখন তোমার ইউসুফ থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের অবস্থা কী হয়েছিল? তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! আমাদের ও তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি। حَاشَا وحَاش এটা تَنْزِيْهٌ এবং اِسْتِثْنَاءٌ -এর জন্য। حَصْحَصَ - অর্থ প্রকাশ হয়ে গেল।

٤٣٣٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِث عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَاْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ

شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ مَالَبِثَ يُوْسُفُ لَاَجَبْتُ الدَّاعِىَ ، وَنَحْنُ اَحَقُّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ لَهُ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ـ

৪৩৩৩ সাঈদ ইব্ন তালীদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা লূত (আ)-এর উপর রহম করেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের চরম শত্রুতায় বাধ্য হয়ে, নিজের নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন । যতদিন পর্যন্ত ইউসুফ (আ) বন্দীখানায় ছিলেন, আমি যদি তদ্রূপ (বন্দীখানায়) থাকতাম, তবে পরিত্রাণের জন্য অবশ্যই সাড়া দিতাম[১]। আমরা ইবরাহীম (আ) থেকে সর্বাগ্রে থাকতাম[২] যখন আল্লাহ্ তাঁকে বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে আমার মনের প্রশান্তির জন্য।

بَابُ قَوْلِهِ : حَتّٰى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ .... حَتّٰى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ "এমনকি যখন রাসূলগণ নিরাশ হয়ে গেলেন।"

٤٣٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ وَهُوَ يَسْاَلُهَا عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : حَتّٰى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ ، قَالَ قُلْتُ اَكُذِبُوْا اَمْ كُذِّبُوْا قَالَتْ عَائِشَةُ كُذِّبُوْا ، قُلْتُ فَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا اَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوْهُمْ فَمَا هُوَ بِالظَّنِّ ، قَالَتْ اَجَلْ لَعَمْرِىْ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا بِذٰلِكَ ، فَقُلْتُ لَهَا وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا ، قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذٰلِكَ بِرَبِّهَا ، قُلْتُ فَمَا هٰذِهِ الْاٰيَةُ قَالَتْ هُمْ اَتْبَاعُ الرَّسُوْلِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوْهُمْ ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَاسْتَاخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتّٰى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُوْلُ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ ، وَظَنَّتِ الرُّسُلُ اَنَّ اَتْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوْهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللّٰهِ عِنْدَ ذٰلِكَ ـ

৪৩৩৪ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

১. মুক্তি পাওয়ার জন্য যে কোন নির্দেশ মেনে নিতাম এবং আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিতাম। এ কথার দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্যের বর্ণনা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, ইউসুফ (আ) বন্দীখানায় সাত বছর সাত মাস সাত দিন সাত ঘন্টা ছিলেন।

২. এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিনয়ী ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

আমি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ " حَتّٰى اِذَا اسْتَيْـأَسَ الرُّسُلُ " এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এ আয়াতে শব্দটা " اَكُذِبُوْا " না " كُذِّبُوْا "[১] আয়েশা (রা) বললেন, " كُذِّبُوْا "। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যখন আম্বিয়ায়ে কিরাম পূর্ণ বিশ্বাস করে নিলেন, এখন তাদের সম্প্রদায় তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করবে, তখন "اَلظَّنّ"[২] ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি? আয়েশা (রা) বললেন, হ্যাঁ, আমার জীবনের কসম! তারা পূর্ণ বিশ্বাস করেই নিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বললাম "ظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا " অর্থ কি দাঁড়ায় ? আয়েশা (রা) বললেন, মা'আযাল্লাহ![৩] রাসূলগণ কখনও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা করতে পারেন না। আমি বললাম, তবে আয়াতের অর্থ কি হবে? তিনি বললেন, তারা রাসূলদের অনুসারী, যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং রাসূলদের সত্য বলে স্বীকার করেছে, তারপর তাদের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে (কাফেরদের) নির্যাতন চলছে এবং আল্লাহ্র সাহায্য আসতেও অনেক বিলম্ব হয়েছে, এমনকি যখন রাসূলগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের ঈমান আনা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছেন এবং রাসূলদের এ ধারণা হল যে, এখন তাঁদের অনুসারীরাও[৪] তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করবে, এমতাবস্থায় তাঁদের কাছে আল্লাহ্র সাহায্য এল।

٤٣٣٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةَ ، فَقُلْتُ لَعَلَّهَا كُذِبُوْا مُخَفَّفَةً ، قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ نَحْوَهُ ـ

৪৩৩৫ আবুল ইয়ামান (র) .... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম সম্ভবত كُذِبُوْا – (তাখফীফ সহ)। তিনি বললেন, মা'আযাল্লাহ! ঐরূপ (كُذِبُوْا)।

سُوْرَةُ الرَّعْدِ

সূরা রা'দ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ مَثَلُ الْمُشْرِكِ الَّذِيْ عَبَدَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا غَيْرَهُ كَمَثَلِ الْعَطْشَانِ الَّذِيْ يَنْظُرُ اِلٰى خَيَالِهِ فِي الْمَاءِ مِنْ بَعِيْدٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَلَا يَقْدِرُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سَخَّرَ ذٰلِكَ ، مُتَجَاوِرَاتٌ

১. " كُذِّبُوْا " তাশ্দীদসহ না তাশ্দীদ ব্যতীত।
২. তাঁরা ধারণা করলেন অথবা ভাবলেন।
৩. আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাই।
৪. যারা ঈমান নিয়েছে।

مُتَدَانِيَاتٌ ، الْمَثُلاَتُ وَاحِدُهَا مَثُلَةٌ وَهِيَ الْاَشْبَاهُ وَالْاَمْثَالُ ، وَقَالَ اِلاَّ مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا ، بِمِقْدَارٍ بِقَدَرٍ ، مُعَقِّبَاتٌ مَلاَئِكَةٌ حَفَظَةٌ تُعَقِّبُ الْاُوْلَى مِنْهَا الْاُخْرَى ، وَمِنْهُ قِيْلَ الْعَقِيْبُ يُقَالُ عَقَّبْتُ فِيْ اَثَرِهِ ، اَلْمِحَالُ الْعُقُوْبَةُ ، كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَاءِ ، لِيَقْبِضَ عَلَى الْمَاءِ ، رَابِيًا مِنْ رَبَا يَرْبُوْا ، اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ اَلْمَتَاعُ مَاتَمَتَّعْتَ بِهِ ، جُفَاءً اَجْفَاتِ الْقِدْرُ ، اِذَا غَلَتْ فَعَلاَهَا الزَّبَدُ ، ثُمَّ تَسْكُنُ فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ بِلاَمَنْفَعَةٍ ، فَكَذٰلِكَ يُمَيِّزُ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ ، اَلْمِهَادُ الْفِرَاشُ ، يَدْرَؤُنَ يَدْفَعُوْنَ ، دَرَأْتُهُ ، دَفَعْتُهُ ، سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ اَيْ يَقُوْلُوْنَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ، وَاِلَيْهِ مَتَابِ تَوْبَتِيْ ، اَفَلَمْ يَيْأَسْ لَمْ يَتَبَيَّنْ ، قَارِعَةٌ دَاهِيَةٌ ، فَاَمْلَيْتُ اَطَلْتُ مِنَ الْمَلِيِّ وَالْمَلاَوَةُ وَمِنْهُ مَلِيًّا وَيُقَالُ لِلْوَاسِعِ الطَّوِيْلِ مِنَ الْاَرْضِ ، مَلاً مِنَ الْاَرْضِ ، اَشَقُّ اَشَدُّ مِنَ الْمَشَقَّةِ ، مُعَقِّبٌ مُغَيِّرٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ مُتَجَاوِرَاتٌ طَيِّبُهَا وَخَبِيْثُهَا السِّبَاخُ ، صِنْوَانٌ . النَّخْلَتَانِ اَوْ اَكْثَرُ فِيْ اَصْلٍ وَاحِدٍ ، وَغَيْرُ صِنْوَانٍ وَحْدَهَا ، بِمَاءٍ وَاحِدٍ ، كَصَالِحِ بَنِيْ اٰدَمَ وَخَبِيْثِهِمْ ، اَبُوْهُمْ وَاحِدٌ، اَلسَّحَابُ الثِّقَالُ الَّذِيْ فِيْهِ الْمَاءُ، كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ يَدْعُو الْمَاءَ بِلِسَانِهِ وَيُشِيْرُ اِلَيْهِ بِيَدِهِ فَلاَيَاتِيْهِ اَبَدًا ، سَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا تَمْلَأُ بَطْنَ وَادٍ زَبَدًا رَابِيًا زَبَدُ السَّيْلِ خُبْثُ الْحَدِيْدِ وَالْحِلْيَةِ ـ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, " كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ " – যেমন, কেউ হাত বাড়িয়ে দেয়। এটি মুশরিকের দৃষ্টান্ত যারা ইবাদতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে শরীক করে। যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তি যে দূর থেকে পানি পাওয়ার আশা করে, অথচ পানি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় না। অন্যেরা বলেন, " سَخَّرَ " সে অনুগত হল।" " مُتَجَاوِرَاتٌ " – পরস্পর নিকটবর্তী হল। " اَلْمَثُلاَتُ " (উপমা, দৃষ্টান্ত) " مَثُلَةٌ " -এর বহুবচন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'ওরা কি ওদের পূর্বে যা ঘটেছে তারই অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে ? " " بِمِقْدَارٍ " নির্দিষ্ট পরিমাণ। " مُعَقِّبَاتٌ " অর্থ ফেরেশ্‌তা, যারা একের পর এক সকাল-সন্ধ্যায় বদলী হয়ে থাকে। যেমন " عَقِيْبٌ " পিছনে (বদলী)। যেমন বলা হয় " عَقَّبْتُ فِيْ اَثَرِهِ " আমি তার

পরে (বদলী) এসেছি। " اَلْمِحَالُ " শাস্তি " كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَاءِ " - সে পিপাসার্ত ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজের দুই হাত পানির দিকে প্রসারিত করে দেয়, পানি পাওয়ার জন্য। " رَابِيًا " (বর্ধনশীল) " رَبَا يَرْبُوْا " থেকে গঠিত। " زَبَدٌ " – ভাসমান ফেনা, সর। " اَلْمَتَاعُ " যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, যা উপভোগ করা হয়। " جُفَاءً " বলা হয়, গোশতের পাতিল যখন উত্তপ্ত করা হয়, তখন তার ওপরে ফেনা জমে। এরপর ঠাণ্ডা হয় এবং ফেনার বিলুপ্তি ঘটে। সেরূপ সত্য, বাতিল (মিথ্যা) থেকে আলাদা হয়ে থাকে। " اَلْمِهَادُ " বিছানা " يَدْرَؤُنَ " - তারা দূর করে দেয়। " دَرَأْتُهُ " ও " دَفَعْتُهُ " আমি তাকে দূরে সরিয়ে দিলাম। ফেরেশতারা বলবেন, " سَلَامٌ عَلَيْكُمْ " তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। " وَاِلَيْهِ مَتَابٌ " আমি তার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি। " اَفَلَمْ يَيْأَسْ " - এটা কি তাদের কাছে প্রকাশ পায়নি, " قَارِعَةٌ " আকস্মিক বিপদ " فَاَمْلَيْتُ " আমি অবকাশ দিয়েছি। " مَلِيٌّ " ও " مَلَاوَةٌ " হতে গঠিত। সে অর্থে " مَلِيًّا " ব্যবহৃত। প্রশস্ত ও দীর্ঘ যমীনকে " مَلًا مِنَ الْاَرْضِ " বলা হয়। " اَشَقُّ " (অধিক কঠিন) " مَشَقَّةٌ – اِسْمِ تَفْضِيْلَ " থেকে গঠিত। " مُعَقِّبٌ " পরিবর্তনশীল। মুজাহিদ (র) বলেন, " مُتَجَاوِرَاتٌ " অর্থ, কিছু জমি কৃষি উপযোগী এবং কিছু জমি কৃষির অনুপযোগী। আর তাতে একটা থেকে দুই বা ততোধিক খেজুর গাছ উৎপন্ন হয় এবং কতিপয় যমীনে পৃথক পৃথকভাবে উৎপন্ন হয়। এরূপই অবস্থা আদম (আ)-এর সন্তানদের। কেউ নেক্কার আর কেউ বদকার, অথচ সকলেই আদমের সন্তান। " اَلسَّحَابُ الثِّقَالُ " পানিতে পরিপূর্ণ মেঘমালা। " كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ " পিপাসার্ত ব্যক্তি মুখ দ্বারা পানি চায় এবং হাত দ্বারা পানির দিকে ইশারা করে। তারপর সে সর্বদা তা থেকে বঞ্চিত থাকে। " سَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا " নালাসমূহ, তার পরিমাণ মাফিক প্রবাহিত হয়ে "বাত্‌নে ওয়াদী"[১] কে পরিপূর্ণ করে দেয়। زَبَدًا رَابِيًا প্রবাহিত বন্যার ফেনা। যেমন, লোহা ও অলংকার উত্তপ্ত হওয়ার পরে তার মধ্য থেকে যে ময়লা বের হয়ে আসে।

بَابٌ قَوْلِهِ:اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ، غِيْضَ نُقِصَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى "প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে, আল্লাহ্ তা জানেন। " غِيْضَ " হ্রাস পেল।

٤٣٣٦ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا اللّٰهُ : لَا يَعْلَمُ مَافِيْ غَدٍ اِلَّا اللّٰهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَاتَغِيْضُ الْاَرْحَامُ اِلَّا اللّٰهُ ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَاْتِى الْمَطَرُ اَحَدٌ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا

১. এটা একটা উপত্যকা, যা মদীনার পূর্বদিকে অবস্থিত।

تَدْرِىْ نَفْسٌ بِأَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

৪৩৩৬ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ইলম গায়েব-এর চাবিকাঠি পাঁচটি, যা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ জানে না। তা হলো ঃ আগামী দিন কি হবে, তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। মাতৃগর্ভে কি আছে, তা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ জানে না। বৃষ্টি কখন আসবে, তা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। কোন ব্যক্তি জানে না তার মৃত্যু কোথায় হবে এবং কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে, তা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ জানে না।

سُوْرَةُ اِبْرَاهِيْمَ
সূরা ইবরাহীম

بَابٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :هَادٍ دَاعٍ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : صَدِيْدٌ قَيْحٌ وَدَمٌ . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ، اَيَادِىَ اللّٰهِ عِنْدَكُمْ وَاَيَّامَهُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مِنْ كُلِّ مَاسَاَلْتُمُوْهُ رَغِبْتُمْ اِلَيْهِ فِيْهِ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا يَلْتَمِسُوْنَ لَهَا عِوَجًا . وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ اَعْلَمَكُمْ اٰذَنَكُمْ ، رَدُّوْا اَيْدِيَهُمْ فِىْ اَفْوَاهِهِمْ هٰذَا مَثَلٌ كَفُّوْا عَمَّا اُمِرُوْا بِهِ ، مَقَامِىْ حَيْثُ يُقِيْمُهُ اللّٰهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِنْ وَرَائِهِ قُدَّامِهِ ، لَكُمْ تَبَعًا وَاحِدُهَا تَابِعٌ ، مِثْلُ غَيَبٍ وَغَائِبٍ ، بِمُصْرِخِكُمْ اِسْتَصْرَخَنِى اِسْتَغَاثَنِىْ ، يَسْتَصْرِخُهُ مِنَ الصُّرَاخِ ، وَلاَ خِلاَلَ مَصْدَرُ خَالَلْتُهُ خِلاَلاً وَيَجُوْزُ اَيْضًا جَمْعُ خُلَّةٍ وَخِلاَلٍ ، اُجْتُثَّتْ اُسْتُوْصِلَتْ ـ

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, " هَادٍ " – আহ্বানকারী। মুজাহিদ (র) বলেন, صديد রক্ত ও পুঁজ। ইব্ন 'উয়াইনা বলেন, " اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ " আল্লাহ্র যেসব নিয়ামত তোমাদের উপর রয়েছে এবং যেসব ঘটনা ঘটছে (তা স্মরণ কর)। মুজাহিদ (র) বলেন, " مِنْ كُلِّ مَاسَاَلْتُمُوْهُ " তোমরা যা কিছু আল্লাহ্র কাছে চেয়েছিলে যাতে তোমাদের আগ্রহ ছিল। " يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا " তারা এর বক্রতা (অপব্যাখ্যা) অন্বেষণ করছে। " اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ " তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জানিয়েছেন, তোমাদের অবহিত করেছেন। " رَدُّوْا اَيْدِيَهُمْ فِىْ اَفْوَاهِهِمْ " এটা একটা প্রবাদ বাক্য, যার অর্থ,

তাদের যে বিষয়ে নির্দেশ করা হয়েছিল তা থেকে তারা বিরত রয়েছে। " مَقَامِىْ " সে স্থান যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন। " مِنْ وَرَائِهٖ " তার সামনে " لَكُمْ تَبَعًا " - এর একবচন " تَابِعٌ " যেমন " غَائِبٌ " -এর বহুবচন " غَيْبٌ " । " اسْتَصْرَخَنِىْ " সে আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে। " يَسْتَصْرِخُهٗ " এটা " الصُّرَاخُ " থেকে গঠিত। " وَلَا خِلَالَ " আর কোন বন্ধুত্ব নয়। এটা " خَالَلْتُهٗ خِلَالًا " -এর মাসদার আর " خُلَّةٌ - خِلَالٌ " এর বহুবচনও হতে পারে। " اُجْتُثَّتْ " - মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে।

بَابٌ قَوْلِهٖ : كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا "সে উৎকৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বাকাশে বিস্তৃত, যা প্রতি মওসুমে ফলদান করে।"

৪৩৩৭ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَخْبِرُوْنِىْ بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ اَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَايَتَحَاتُّ وَرَقُهَا وَلَا وَلَا وَلَا تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ وَرَاَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَايَتَكَلَّمَانِ فَكَرِهْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ ، فَلَمَّا لَمْ يَقُوْلُوْا شَيْئًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِىَ النَّخْلَةُ ، فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ لِعُمَرَ يَا اَبَتَاهُ وَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَقَالَ مَامَنَعَكَ اَنْ تَكَلَّمَ قَالَ لَمْ اَرَكُمْ تَكَلَّمُوْنَ فَكَرِهْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ اَوْ اَقُوْلَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ لَاَنْ تَكُوْنَ قُلْتَهَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا ـ

৪৩৩৭ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, বল তো সেটা কোন বৃক্ষ, যা কোন মুসলিম ব্যক্তির মত, যার পাতা ঝরে না, এরূপ নয়, এরূপ নয় [১] এবং এরূপও নয় যা সর্বদা খাদ্য প্রদান করে। ইবন উমর (রা) বলেন, আমার মনে হল, এটা খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু আমি দেখলাম আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) কথা বলছেন না। তাই আমি এ ব্যাপারে কিছু বলা পছন্দ করিনি। অবশেষে যখন কেউ কিছু বললেন না, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সেটা খেজুর গাছ। পরে যখন আমরা উঠে গেলাম, তখন আমি উমর (রা)-কে বললাম, হে

১. বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য তিন প্রকারের- সর্বদা ফল ধরে থাকে, যার বীজ নষ্ট হয় না এবং যা দ্বারা সর্বদা উপকৃত হওয়া যায়।

আব্বা! আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনেও হয়েছিল, তা খেজুর বৃক্ষ। উমর (রা) বললেন, এ কথা বলতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? বললেন, আমি আপনাদের বলতে দেখিনি, তাই আমি কিছু বলতে এবং আমার মত ব্যক্ত করতে অপছন্দ করিনি। উমর (রা) বললেন, অবশ্য যদি তুমি বলতে, তবে তা আমার নিকট এত এত [১] থেকে বেশি প্রিয় হত।

بَابٌ قَوْلِهِ : يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ "যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী, তাদের আল্লাহ্ সু-প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।"

٤٣٣٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ اِذَا سُئِلَ فِى الْقَبْرِ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ : يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ -

৪৩৩৮ আবুল ওয়ালীদ (র) .... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কবরে মুসলমান ব্যক্তিকে যখন প্রশ্ন করা হবে, তখন সে সাক্ষ্য দিবে ঃ "লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্" আল্লাহ্‌র বাণীতে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাণীটি হলো এই ঃ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ....

بَابٌ قَوْلِهِ : اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا اَلَمْ تَعْلَمْ ، كَقَوْلِهِ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ، اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا ، الْبَوَارُ الْهَلاَكُ ، بَارَ يَبُوْرُ بَوْرًا هَالِكِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا "আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" " اَلَمْ تَرَ " (আপনি কি জানেন না) " اَلَمْ تَعْلَمْ " -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, " اَلَمْ تَرَ كَيْفَ " অথবা " اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا " আয়াতে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

" اَلْبَوَارُ " – ধ্বংস। এটা " بَارَ يَبُوْرُ بَوْرًا " থেকে গঠিত। " قَوْمًا بُوْرًا " – অর্থ ধ্বংসশীল সম্প্রদায়।

১. كَذَا وَكَذَا (এত এত) দ্বারা বোঝানো হয়েছে, অধিক সম্পদ, খেজুর বৃক্ষ, পেস্তা-বাদাম বৃক্ষ অথবা মূল্যবান বস্তু।

٤٣٣٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا ، قَالَ هُمْ كُفَّارُ اَهْلِ مَكَّةَ *

৪৩৩৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا এ আয়াত দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে।

سُوْرَةُ الْحِجْرِ

সূরা হিজ্‌র

وَقَالَ مُجَاهِدٌ صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ الْحَقُّ يَرْجِعُ اِلَى اللّٰهِ وَعَلَيْهِ طَرِيْقُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَعَمْرُكَ لَعَيْشُكَ ، قَوْمٌ مُنْكَرُوْنَ اَنْكَرَهُمْ لُوْطٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ : كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ اَجَلٌ ، لَوْمَا تَاْتِيْنَا هَلاَّ تَاتِيْنَا، شِيَعٌ اُمَمٌ ، وَلِلْاَوْلِيَاءِ اَيْضًا شِيَعٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُهْرَعُوْنَ مُسْرِعِيْنَ ، لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ قَالَ سُكِّرَتْ غُشِّيَتْ ، بُرُوْجًا مَنَازِلَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، لَوَاقِحَ مَلاَقِحَ مُلْقَحَةً ، حَمَاءٍ جَمَاعَةُ حَمْأَةٍ ، وَهُوَ الطِّيْنُ الْمُتَغَيِّرُ ، وَالْمَسْنُوْنُ الْمَصْبُوْبُ ، تَوْجَلْ تَخَفْ ، دَابِرَ اٰخِرَ، اَلاِمَامُ كُلُّ مَا اِئْتَمَمْتَ وَاهْتَدَيْتَ بِهِ ، الصَّيْحَةُ الْهَلَكَةُ ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ সঠিক পথ যা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, এবং তাঁর দিকে রয়েছে এ রাস্তা। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, لَعَمْرُكَ অর্থ তোমার জীবনের কসম। قَوْمٌ مُنْكَرُوْنَ এমন অপরিচিত সম্প্রদায়, যাদের লূত (আ) চিনেননি। অন্যেরা বলেন, كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ অর্থ নির্দিষ্ট সময়। لَوْمَا تَاتِيْنَا কেন আমার কাছে আসে না। شِيَعٌ বহু সম্প্রদায়। বন্ধুবর্গকেও شِيَعٌ বলা হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, يُهْرَعُوْنَ অর্থ তারা দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে। لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ

১. শাশ্বত বাণী দ্বারা " لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ " এ বাক্যকে বোঝানো হয়েছে।

প্রত্যক্ষকারীদের জন্য سُكِّرَتْ ঢেকে দেয়া হয়েছে। بُرُوْجًا চন্দ্র-সূর্যের মনযিল। لَوَاقِحَ অর্থাৎ مَلاَقِحَ (ভার - গর্ভ মেঘমালা), এটার একবচন مُلْقِحَةٌ حَمَاءِ حَمْأَةٌ এর বহুবচন পঁচা কাদামাটি। وَالْمَسْنُوْنُ ঢেলে দেয়া হয়েছে। تَوْجَلْ ভীত হও। دَابِرَ অর্থ- শেষাংশ। الْاِمَامُ যার তুমি অনুসরণ করেছ, এবং যার দ্বারা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছ। الصيحة। ধ্বংস।

بَابُ قَوْلِهِ اِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ وَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اِلاَّمَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ وَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ "আর কেউ চুপিসারে সংবাদ [১] শুনতে চাইলে তার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।"[২]

٤٣٤٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ الاَمْرَ فِى السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسِّلْسِلَةِ عَلٰى صَفْوَانٍ قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذٰلِكَ فَاِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا لِلَّذِىْ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُوْا السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُوْا السَّمْعِ هٰكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ اُخَرَ ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ اَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنٰى نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ فَرُبَّمَا اَدْرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ اَنْ يَرْمِىَ بِهَا اِلٰى صَاحِبِهِ فَتُحْرِقُهُ وَرُبَّمَا لَمْ تُدْرِكْهُ حَتّٰى يَرْمِىَ بِهَا اِلَى الَّذِىْ يَلِيْهِ اِلَى الَّذِىْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْهُ حَتّٰى يُلْقُوْهَا اِلَى الاَرْضِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ حَتّٰى يَنْتَهِىَ اِلَى الْاَرْضِ ، فَتُلْقٰى عَلٰى فَمِ السَّاحِرِ ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُصَدِّقُ فَيَقُوْلُوْنَ اَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُوْنُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا لِلْكَلِمَةِ سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ *

৪৩৪০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আকাশে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন ফেরেশতারা তাঁর কথা শোনার

১. আকাশের ফয়সালাসমূহ। ২. আগুনের ফুলকি।

জন্য অতি বিনয়ের সাথে নিজ নিজ পালক ঝাঁড়তে থাকে মসৃণ পাথরের উপর জিঞ্জিরের শব্দের মত। আলী (রা) বলেন, صَفْوَان এর মধ্যে "فَا" সাকিন যুক্ত এবং অন্যরা বলেন, "فَا" ফাতাহ্ যুক্ত। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী ফেরেশতাদের পৌঁছান। "যখন ফেরেশতাদের অন্তর থেকে ভয় দূরীভূত হয়, তখন তারা পরস্পরে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের প্রভু কী বলেছেন ? তখন তারা বলে, যা সত্য তিনি তাই বলেছেন, এবং তিনি সর্বোচ্চ মহান।" চুরি করে কান লাগিয়ে (শয়তানরা) তা শুনে নেয়। শোনার জন্য শয়তানগুলো একের ওপর এক এভাবে থাকে। সুফিয়ান ডান হাতের আঙ্গুলের ওপর অন্য আঙ্গুল রেখে হাতের ইশারায় ব্যাপারটি প্রকাশ করলেন। তারপর কখনও আগুনের ফুলকি শ্রবণকারীকে তার সাথীর কাছে এ কথাটি পৌঁছানোর আগেই আঘাত করে এবং তাকে জ্বালিয়ে দেয়। আবার কখনও সে ফুলকি প্রথম শ্রবণকারী শয়তান পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই সে তার নিচের সাথীকে খবরটি জানিয়ে দেয়। এমনি করে এ কথা[১] পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। কখনও সুফিয়ান বলেছেন, এমনি করে পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর তা জাদুকরের মুখে ঢেলে দেয়া হয় এবং সে তার সাথে শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রচার করে। তাই তার কথা সত্য হয়ে যায়। তখন লোকেরা বলতে থাকে যে, দেখ এ জাদুকর আমাদের কাছে অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছিল ; আমরা তা সঠিক পেয়েছি। বস্তুত আসমান থেকে শোনা কথার কারণেই তা সত্যে পরিণত হয়েছে।

৪৩৪১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ الْاَمْرَ ، وَزَادَ الْكَاهِنِ قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَقَالَ : قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ الْاَمْرَ وَقَالَ عَلٰى فَمِ السَّاحِرِ ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ (قَالَ) سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِسُفْيَانَ اِنَّ اِنْسَانًا رَوَى عَنْكَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَيَرْفَعُهُ اَنَّهُ قَرَاَ فُزِّعَ قَالَ سُفْيَانُ هٰكَذَا قَرَاَ عَمْرٌو فَلَاَدْرِىْ سَمِعَهُ هٰكَذَا اَمْ لاَ ، قَالَ سُفْيَانُ وَهِىَ قِرَائَتُنَا ـ

৪৩৪১ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন.......... এ বর্ণনায় كَاهِن (জ্যোতির্বিদ কথাটি) অতিরিক্ত। .... আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ বর্ণনায় عَلٰى فَمِ السَّاحِرِ। (জাদুকরের মুখের ওপর) উল্লেখ করেছেন। আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আমর থেকে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইকরামা থেকে শুনেছি এবং

১. ফেরেশতাদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা থেকে শয়তান চুরি করে যা শুনে।

তিনি (ইকরামা) বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছি। সুফিয়ান বলেন, হ্যাঁ। আলী বলেন, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি আপনার থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'আমর ইকরামা থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ فُزِّعَ পাঠ করেছেন। সুফিয়ান বললেন, আমি আমরকে এভাবে পড়তে শুনেছি। তবে আমি জানি না, তিনি এভাবেই শুনেছেন কিনা; তবে এ -ই আমাদের পাঠ।

بَابُ قَوْلِهِ وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ كَذَّبَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ "নিশ্চয়ই হিজরবাসীগণ রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।"

٤٣٤٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَصْحَابِ الْحِجْرِ لاَ تَدْخُلُوْا عَلٰى هٰؤُلاَءِ الْقَوْمِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ ، فَاِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ *

৪৩৪২ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিজরবাসিগণ [১] সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামদের বললেন, তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় ছাড়া এ জাতির এলাকায় প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদের ক্রন্দন না আসে, তবে তোমরা তাদের এলাকায় প্রবেশই করবে না। আশংকা আছে, তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছিল তা তোমাদের ওপরও আপতিত হয়ে যায়।

بَابُ قَوْلِهِ : وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِى وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِى وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ "আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়েছি মহা কুরআন।"

٤٣٤٣ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ مَرَّبِىَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا اُصَلِّىْ فَدَعَانِىْ فَلَمْ اٰتِهِ حَتّٰى صَلَّيْتُ ، ثُمَّ اَتَيْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَاتِىَ فَقُلْتُ كُنْتُ اُصَلِّىْ ، فَقَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ : يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ ، ثُمَّ قَالَ اَلاَ

১. 'হিজর' একটি উপত্যকার নাম। সেখানে 'সামুদ' সম্প্রদায় বাস করত।

أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَّرْتُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهُ ـ

৪৩৪৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবু সাঈদ ইব্‌ন মুয়াল্লা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার পাশ দিয়ে গেলেন, তখন আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি আমাকে ডাক দিলেন। আমি সালাত শেষ না করে আসনি। এরপর আমি আসলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, আমার কাছে আসতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল। আমি বললাম, আমি সালাত আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি এ কথা বলেননি, "হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্ এবং রাসূলের ডাকে সাড়া দাও?" তারপর তিনি বললেন, আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগেই কি তোমাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরাটি শিখিয়ে দেব না। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মসজিদ থেকে বরে হতে লাগলেন, আমি তাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, সে সূরাটি হল, "আল্ হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" এটি হল,[১] পুনরাবৃত্ত সাতটি আয়াত এবং মহা কুরআন [২] যা আমাকে দান করা হয়েছে।

٤٣٤٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمُّ الْقُرْاٰنِ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ ـ

৪৩৪৪ আদাম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উম্মুল কুরআন[৩] (সূরা ফাতিহা) হচ্ছে পুনরাবৃত্ত সাতটি আয়াত [৪] এবং মহান কুরআন।

بَابٌ قَوْلُهُ : اَلَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ، الْمُقْتَسِمِيْنَ الَّذِيْنَ حَلَفُوْا وَمِنْهُ لَاُقْسِمُ اَىْ اُقْسِمُ وَيُقْرَأُ لَاُقْسِمُ قَاسَمَهُمَا حَلَفَ لَهُمَا وَلَمْ يَحْلِفَا لَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقَاسَمُوْا تَحَالَفُوْا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে

---

১. সাত আয়াতের অর্থ - সূরায়ে ফাতিহার সাত আয়াত, যে আয়াতগুলো প্রত্যহ নামাযে আমরা বারবার পাঠ করে থাকি।

২. সূরায়ে ফাতিহাকে 'মহা কুরআন' বলা হয়েছে। কারণ, কুরআনের সকল বিষয়বস্তুর মূল কথা এর মধ্যে রয়েছে।

৩. 'উম্মুল কুরআন' বলা হয় সূরা ফাতিহাকে। কুরআন শরীফের সকল বিষয়বস্তু এর মধ্যে সংক্ষেপে রয়েছে বলে 'উম্মুল কুরআন' অর্থাৎ 'কুরআনের মা' বলা হয়।

৪. পূর্বে হাদীসের টীকা দ্র.।

বিভক্ত করেছে। الْـمُقْتَسِمِيْنَ যারা শপথ করেছিল [১] এবং এ অর্থে لَاُقْسِمُ অর্থাৎ (اُقْسِمُ) আমি শপথ করছি এবং لَاُقْسِمُ ও পড়া হয় قَاسَمَهُمَا (ইবলিস) শপথ করেছিল, দু'জনার কাছে। তারা দু'জন (আদম ও হাওয়া) তার জন্য শপথ করেনি। মুজাহিদ (র) বলেন - تَقَسَمُوْا তারা শপথ করেছিল।

٤٣٤٥ حَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَلَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ، قَالَ هُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّؤُهُ اَجْزَاءً فَآمَنُوْا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوْا بِبَعْضِهِ *

৪৩৪৫ ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, "যারা কুরআনকে বিভক্ত করে দিয়েছে।" এরা হল আহ্‌লে কিতাব (ইহুদী)। তারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে দিয়েছে। এরা কোন অংশের ওপর ঈমান এনেছে [২] এবং কোন অংশকে অস্বীকার করেছে। [৩]

٤٣٤٦ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ قَالَ اٰمَنُوْا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوْا بِبَعْضٍ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى -

৪৩৪৬ উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) - كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা কিছু অংশের উপর ঈমান আনে আর কিছু অংশ অস্বীকার করে। এরা হল ইহুদী ও নাসারা।

بَابُ قَوْلُهُ : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاتِيَكَ الْيَقِيْنُ، قَالَ سَالِمٌ الْمَوْتُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاتِيَكَ الْيَقِيْنُ "ইয়াকীন" [৪] তোমার কাছে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত কর।

সালেম বলেন, يَقِيْنُ এখানে মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

১. الْمُقْتَسِمِيْنَ যারা শপথ করেছিল, তারা হল - ইহুদী ও নাসারা। কারও মতে- সে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা লূত (আ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল।
২. যে অংশটুকু তাওরাতের অনুরূপ পেয়েছে। অর্থাৎ তাদের মনঃপূত হয়েছে।
৩. যে অংশটুকু নিজের মনঃপূত হয়নি এবং তাওরাতেও পাওয়া যায়নি।
৪. يَقِيْنُ অর্থ নিশ্চিত বিশ্বাস ; তবে এখানে অর্থ মৃত্যু।

سُوْرَةُ النَّحْلِ

সূরা নাহল

رُوْحُ الْقُدُسِ جِبْرِيْلُ ، نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ، فِىْ ضَيْقٍ ، يُقَالُ اَمْرٌ ضَيْقٌ وَضَيِّقٌ ، مِثْلُ هَيْنٍ وَهَيِّنٍ ، وَلَيْنٍ وَلَيِّنٍ ، وَمَيْتٍ وَمَيِّتٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فِى تَقَلُّبِهِمْ اِخْتِلاَفِهِمْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : تَمِيْدُ تَكَفَّأُ ، مُفْرَطُوْنَ مَنْسِيُّوْنَ وَقَالَ غَيْرُهُ : فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ، هٰذَا مُقَدَّمٌ وَمُوَخَّرٌ ، وَذٰلِكَ اَنَّ الْاِسْتِعَاذَةَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَمَعْنَاهَا الْاِعْتِصَامُ بِاللّٰهِ ، شَاكِلَتِهِ نَاحِيَتِهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ الْبَيَانُ ، الدِّفْأُ مَا اسْتَدْفَاْتَ تُرِيْحُوْنَ بِالْعَشِيِّ ، وَتَسْرَحُوْنَ بِالْغَدَاةِ ، بِشِقٍّ يَعْنِى الْمَشَقَّةَ ، عَلٰى تَخَوُّفٍ تَنَقُّصٍ ، الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، وَهِىَ تُؤَنَّثُ وَتُذَكَّرُ ، وَكَذَالِكَ النَّعَمُ الْاَنْعَامِ جَمَاعَةُ النَّعَمِ سَرَابِيْلَ قُمُص تَقِيْكُمُ الْحَرَّ ، وَامَاسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاسَكُمْ فَاِنَّهَا الدُّرُوْعُ ، دَخَلاً بَيْنَكُمْ كُلُّ شَىْءٍ لَمْ يَصِحَّ فَهُوَ دَخَلٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَفَدَةً مَنْ وَلَدَ الرَّجُلُ السَّكَرُ مَا حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَدَقَةَ ، اَنْكَاثًا هِىَ خَرْقَاءُ ، كَانَتْ اِذَا اَبْرَمَتْ غَزْلَهَا نَقَضَتْهُ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: الْاُمَّةُ مُعَلِّمُ الْخَيْرِ الْقَانِتُ الْمُطِيْعُ -

رُوْحُ الْقُدُسِ অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)।[১] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন "نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ" অর্থাৎ রূহুল আমীন (জিবরাঈল) ওহী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। فِى ضَيْقٍ সংকটে কিংবা সংকুচিত হৃদয়। বলা হয়, اَمْرٌ ضَيْقٌ وَضَيِّقٌ (يا মুশাদ্দাত অথবা সাকিন) যেমন — مَيِّتٌ وَ-مَيْتٌ -لَيِّنٌ-وَ-لَيْنٌ-هَيِّنٌ-وَ-هَيْنٌ এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, "فِىْ تَقَلُّبِهِمْ" অর্থ-

১. رُوْحُ الْقُدُسِ -এর শাব্দিক অর্থ 'পবিত্র আত্মা।' কুরআনে জিবরাঈল (আ)-কে 'রূহুল কুদুস' বলা হয়েছে।

তাদের বিভিন্নমুখী গমনাগমনে। মুজাহিদ (র) বলেন تَمِيدُ আন্দোলিত হয়। مُفْرَطُوْنَ বিস্মৃত অবস্থায় রাখা হবে। অন্যের মতে, "فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰه" এ বাক্যটি আগ-পিছু রয়েছে। কেননা কুরআন পাঠের আগে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্কে আঁকড়িয়ে ধরা شَاكِلَتِهٖ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী। قَصْدُ السَّبِيْلِ (আল্লাহ্র যিম্মায়) সরল পথ প্রদর্শন اَلدِّفْءُ যা দ্বারা তুমি শীত নিবারণ কর। تُرِيْحُوْنَ বিকেল বেলা(পশুচারণ ভূমি থেকে গৃহে) নিয়ে আস। تَسْرَحُوْنَ সকাল বেলায় নিয়ে যাও। بِشِقِّ - কষ্টের সাথে। عَلٰى تَخَوُّفٍ হ্রাস করার মাধ্যমে اَلْاَنْعَامَ لَعِبْرَةً (আনআমের মধ্যে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে) [১] اَنْعَامٌ শব্দটি পুং বাচক ও স্ত্রীবাচক দুইই ব্যবহার হয়। এরূপ اَنْعَامٌ শব্দটি نَعَمْ এর বহুবচন।[২] سَرَابِيْلَ জামাগুলো। تَقِيْكُمُ الْحَرَّ (তাপ থেকে তোমাদের রক্ষা করে) এবং وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاسَكُمْ এ سَرَابِيْلَ মানে বর্ম (যা তোমাদের যুদ্ধ-আঘাত থেকে রক্ষা করে) دَخَلاً بَيْنَكُمْ যে কোন কাজ অযথার্থ হয় তাকে 'দখল' বলে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, حَفَدَةً পৌত্র অর্থাৎ এরাও নিজ সন্তান বলে গণ্য। اَلسَّكَرُ মাদক, যা ফল থেকে তৈরি করা হয়, তা হারাম করা হয়েছে। اَلرِّزْقُ الْحَسَنُ (উত্তম খাদ্য) যা আল্লাহ্ হালাল করেছেন।

ইব্ন উয়াইনা সাদ্কা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, اَنْكَاثًا (টুকরো টুকরো করা) মক্কায় এক নির্বোধ মহিলা যে মজবুত করে সূতা পাকানোর পর তা টুকরো টুকরো করে ফেলত। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, اَلْاُمَّةُ কল্যাণের শিক্ষাদানকারী। اَلْقَانِتُ অনুগত।

بَابُ قَوْلِهِ : وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ "এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে উপনীত করা হবে নিকৃষ্ট বয়সে।"

٤٣٤٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَعْوَرُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَاَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَاوَالْمَمَاتِ *

৪৩৪৭ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দোয়া করতেন (হে আল্লাহ্!) আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, অলসতা থেকে, নিকৃষ্ট বয়স থেকে[৩], কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিত্না থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না থেকে।

১. আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ اَوْيَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ "অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ধরবেন না। ১৬ ঃ ৪৭।

২. اَنْعَامٌ (আনআম) দ্বারা উট, গরু, মেষ, ছাগল ইত্যাদি অহিংস জন্তুকে বোঝায়।

৩. বার্ধক্যজনিত জরা।

سُوْرَةُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

সূরা বনী ইসরাঈল

٤٣٤٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ اِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْاُوَلِ ، وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِىْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَسَيُنْغِضُوْنَ يَهُزُّوْنَ، وَقَالَ غَيْرُهُ : نَغَضَتْ سِنُّكَ اَىْ تَحَرَّكَتْ ، وَقَضَيْنَا اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَخْبَرْنَاهُمْ اَنَّهُمْ سَيُفْسِدُوْنَ ، وَالْقَضَاءُ عَلٰى وَجُوْهٍ وَقَضٰى رَبُّكَ اَمَرَ رَبُّكَ وَمِنْهُ الْحُكْمُ ، اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ وَمِنْهُ الْخَلْقُ ، فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ ، نَفِيْرًا مَنْ يَنْفِرُ مَعَهُ ، وَلِيُتَبِّرُوْا يُدَمِّرُوْا مَاعَلَوْا، حَصِيْرًا مَحْبِسًا مَحْصَرًا ، فَحَقَّ وَجَبَ ، مَيْسُوْرًا لَيِّنًا، خِطْأً اِثْمًا ، وَهُوَ اِسْمٌ مِنْ خَطِئْتُ ، وَالْخَطَا مَفْتُوْحٌ مَصْدَرُهُ مِنَ الْاِثْمِ ، خَطِئْتُ بِمَعْنٰى اَخْطَاتُ لَنْ تَخْرِقَ لَنْ تَقْطَعَ ، وَاِذْهُمْ نَجْوٰى مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا ، وَالْمَعْنٰى يَتَنَاجُوْنَ ، رُفَاتًا حُطَامًا ، وَاسْتَفْزِزْ اِسْتَخِفْ بِخَيْلِكَ الْفُرْسَانِ ، وَالرَّجْلُ الرَّجَّالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ ، مِثْلُ صَاحِبٍ وَصَحْبٍ ، وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ ، حَاصِبًا الرِّيْحُ الْعَاصِفُ ، وَالْحَاصِبُ اَيْضًا مَا تَرْمِى بِهِ الرِّيْحُ ، وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ ، يُرْمٰى بِهِ فِىْ جَهَنَّمَ ، وَهُوَ حَصَبُهَا ، وَيُقَالُ حَصَبَ فِى الْاَرْضِ ذَهَبَ ، وَالْحَصَبُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَصْبَاءِ وَالْحِجَارَةِ، تَارَةً مَرَّةً وَجَمَاعَتُهُ تِيَرَ وَتَارَاتُ ، لَاَحْتَنِكَنَّ لَاَسْتَاصِلَنَّهُمْ يُقَالُ اِحْتَنَكَ فُلاَنٌ مَا عِنْدَ فُلاَنٍ

مِنْ عِلْمٍ اِسْتَقْصَاهُ ، طَائِرَهُ حَظَّهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلُّ سُلْطَانٍ فِيْ الْقُرْاٰنِ فَهُوَ حُجَّةٌ ، وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ لَمْ يُحَالِفْ اَحَدًا ـ

৪৩৪৮ আদম (র) .... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সূরা বনী ইসরাঈল, কাহাফ এবং মরিয়ম প্রথমে অবতীর্ণ অতি উত্তম সূরা। এগুলো আমার পুরানো রক্ষিত সম্পদ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, "فَسَيُنْغِضُوْنَ" তারা তাদের মাথা নাড়াবে। অন্য থেকে বর্ণিত - نَغَضَتْ سِنُّكَ তোমার দাঁত নড়ে গেছে। وَقَضَيْنَا اِلٰى بَنِى اِسْرَائِيْلَ আমি বনী ইসরাঈলকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তারা অচিরেই বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। اَلْقَضَا বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন "وَقَضٰى رَبُّكَ " তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন। 'ফয়সালা' অর্থে, যেমন বলা হয়েছে - اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِ بَيْنَهُمْ 'নিশ্চয় তোমার রব তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন', এবং 'সৃষ্টি করা' অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন - قَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান। "نَفِرًا" দল।[১] যারা তার সাথে চলে। وَلِيُتَبِّرُوْا তাদের প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য। حَصِيْرًا বন্দীখানা। فَحَقَّ অনিবার্য হয়েছে। مَيْسُوْرًا নম্র। خِطْأً পাপ। এটা اِسْمٌ থেকে خَطِئْتُ এবং وَالْخَطَاءُ (জবর সহকারে) তার মাসদার গুনাহের অর্থে। خَطِئْتُ আমি পাপ করেছি। لَنْ تَخْرِقَ কখনও বিদীর্ণ করতে পারবে না। وَاِذْهُمْ نَجْوٰى এটি نَاجَيْتُ থেকে مَصْدَرٌ এর দ্বারা তাদের (জালিমদের) অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থ পরস্পর কানাঘুষা করছে। رُفَاتًا চূর্ণ-বিচূর্ণ। وَاسْتَفْزِزْ উত্তেজিত কর। بِخَيْلِكَ তোমার অশ্বারোহী দ্বারা وَالرَّجْلُ وَالرَّجَّالَةُ (পদাতিক বাহিনী) এর একবচন رَاجِلٌ যেমন صَاحِبٌ এর বহুবচন صَحْبٌ এবং تَاجِرٌ এর বহুবচন تَجْرٌ، حَاصِبًا প্রবাহিত প্রচণ্ড বায়ু এবং حَاصِبٌ যা ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রবাহিত করে। এর থেকেই حَصَبُ جَهَنَّمَ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। অর্থাৎ তারা হলো জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত বস্তু। 'حَصَبَ فِى الْاَرْضِ' যমীনে চলে গেছে। اَلْحَصَبُ اَلْحَصْبَاءُ থেকে গঠিত। অর্থ পাথরগুলো। تَارَةً অর্থ একবার। তার বহুবচন تِيَرَةٌ وَتَارَاتٌ ـ لَاَحْتَنِكَنَّ --- তাদের সমূলে উৎখাত করব। বলা হয় اِحْتَنَكَ فُلَانٌ مَا عِنْدَ فُلَانٍ مِنْ عِلْمٍ – অর্থাৎ অন্যের যে ইলম ছিল তা সে পুরোপুরি হাসিল করে নিয়েছে। طَائِرَهُ তার ভাগ্য। ইব্‌ন আব্বাস (র) বলেন, কুরআন শরীফে যত জায়গায় سُلْطَانٍ শব্দ রয়েছে, তার অর্থ প্রমাণ। وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ অর্থাৎ দুর্দশার কারণে কারো সাথে তার বন্ধুত্ব করতে পারে না।

بَابُ قَوْلِهِ : اَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ তিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে।

---

১. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ جَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا তোমাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম। (১৫ ঃ ৬)

٤٣٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ ح وَحَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهِ بِاِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ ، فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا ، فَاَخَذَ اللَّبَنَ قَالَ جِبْرِئِيلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ ، لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ ـ

৪৩৪৯ আবদান[১] .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করানো হয়, সে রাতে তাঁর সামনে দু'টি পেয়ালা পেশ করা হয়েছিল। তার একটিতে ছিল শরাব এবং আরেকটিতে ছিল দুধ। তিনি উভয়টির দিকে তাকালেন এবং দুধ গ্রহণ করলেন। তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ্র, যিনি আপনাকে ফিতরাতের পথ দেখিয়েছেন। যদি আপনি শরাব গ্রহণ করতেন, তাহলে আপনার উম্মত অবাধ্য হয়ে যেত।

٤٣٥٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَنِى قُرَيْشٌ قُمْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلَّى اللّٰهُ لِىْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ ، زَادَ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ لَمَّا كَذَّبَنِىْ قُرَيْشٌ حِيْنَ اُسْرِىَ بِىْ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ نَحْوَهُ ، قَاصِفًا رِيْحٌ تَقْصِفُ كُلَّ شَىْءٍ *

৪৩৫০ আহমদ ইব্ন সালিহ (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন কুরাইশরা (মিরাজের ঘটনায়) আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগল, তখন আমি হিজরে[২] দাঁড়ালাম। আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিলেন। আমি তা দেখে দেখে তার সকল চিহ্ন তাদের বলে দিতে লাগলাম। ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন শিহাব সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। যখন কুরাইশরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগল, সেই ঘটনার ব্যাপারে যখন আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করানো হয়েছিল ---পরবর্তী অনুরূপ। এমন যা সবকিছু চুরমার করে দেয়। আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করানোর ঘটনাটি যখন কুরাইশরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগল।

---

১. আবদান-উপাধি। পূর্ণাঙ্গ-আবদুল্লাহ্ ইব্ন উসমান।

২. হিজর - বায়তুল্লাহ শরীফের মিযাবে রহমতের নিচে যে অংশটি পাথর দিয়ে ঘেরা তাঁকে হিজর বলা হয়।

بَابُ قَوْلِهٖ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ كَرَّمْنَا وَاَكْرَمْنَا وَاحِدٌ ، ضِعْفَ الْحَيَاةِ عَذَابَ الْحَيَاةِ وَعَذَابَ الْمَمَاتِ ، خِلاَفَكَ وَخَلْفَكَ سَوَاءٌ ، وَنَاٰءَ تَبَاعَدَ ، شَاكِلَتِهٖ نَاحِيَتِهٖ وَهِىَ مِنْ شَكَلْتُهُ، صَرَّفْنَا وَجَّهْنَا ، قَبِيْلاً مُعَايَنَةً وَمُقَابَلَةً ، وَقِيْلَ الْقَابِلَةُ لِاَنَّهَا مُقَابِلَتُهَا ، وَتَقْبَلُ وَلَدَهَا ، خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ، اَنْفَقَ الرَّجُلُ اَمْلَقَ ، وَنَفِقَ الشَّيْءُ ذَهَبَ ، قَتُوْرًا مُقْتِرًا لِلْاَذْقَانِ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ ، وَالْوَاحِدُ ذَقَنٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْفُوْرًا وَافِرًا ، تَبِيْعًا ثَائِرًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَصِيْرًا خَبَتْ طَفِئَتْ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَتُبَذِّرْ لاَتُنْفِقْ فِى الْبَاطِلِ ، ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ رِزْقٍ ، مَثْبُوْرًا مَلْعُوْنًا ، لاَ تَقْفُ لاَتَقُلْ ، فَجَاسُوْا تَيَمَّمُوْا يُزْجِى الْفُلْكَ يُجْرِى الْفُلْكَ ، يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ لِلْوُجُوْهِ -

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى اٰدَمَ এবং আমি মর্যাদা দান করেছি বনী আদমকে। كَرَّمْنَا এবং اَكْرَمْنَا উভয় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ضِعْفَ الْحَيَاتِ ইহজীবনের শাস্তি, মৃত্যুর শাস্তি خِلاَفَكَ এবং خَلْفَكَ উভয় একই অর্থে। (অর্থাৎ-তোমার পিছনে) نَاٰىَ দূরীভূত হল। شَاكِلَةَ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী। এটি شَكَلْتُهُ থেকে উদ্ভূত। صَرَّفْنَا আমরা অভিমুখী করেছি। قَبِيْلاً চাক্ষুষ এবং সম্মুখে। বলা হয় قَابِلَةَ (ধাত্রী যেহেতু প্রসূতির সামনে থাকে এবং সন্তান ধারণ করে। خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ খরচের ভয় اَنْفَقَ الرَّجُلُ এ ব্যক্তিটি অভাবগ্রস্ত হল। نَفِقَ الشَّيْءُ জিনিসটি চলে গেল। قَتُوْرًا অতিশয় কৃপণ। اَذْقَانٌ ذَقَنٌ এর বহুবচন, যার অর্থ হল, উভয় চোয়ালের সংযোগস্থল। মুজাহিদ (র) বলেন مَوْفُوْرًا পরিপূর্ণ। تَبِيْعًا প্রতিশোধ গ্রহণকারী। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ সাহায্যকারী। خَبَتْ নির্বাপিত হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, لاَتُبَذِّرْ অনর্থক ব্যয় করো না। اِبْتِغَاءَ رَحْمَةَ রুজির প্রত্যাশায়। مَثْبُوْرًا অভিশপ্ত। لاَتَقْفُ বলো না। فَجَاسُوْا সংকল্প করেছে। يُزْجِى الْفُلْكَ নৌকা চালাচ্ছে। يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ মুখমণ্ডল[১] (ভূমিতে লুটিয়ে দেয়)। اَنْفَقَ الرَّجُلُ

১. ذَقَنٌ অর্থ থুতনি -এখানে 'থুতনি' বোঝানো হয়েছে।

بَابٌ قَوْلِهِ : وَاِذَ اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا الْاَيَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا الاية
"আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি।"

٤٣٥١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ لِلْحَيِّ اِذَا كَثُرُوْا فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَمِرَ بَنُوْ فُلَانٍ –

৪৩৫১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে কোন গোত্রের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমরা বলতাম - اَمِرَبَنُوْفُلَانٍ অমুক গোত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

٤٣٥٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ اَمِرَ *

৪৩৫২ হুমায়দী সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করে বলেন, اَمِرَ (মীম কাস্রাহ্ যুক্ত)।

بَابٌ قَوْلِهِ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا
"যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, এরা হচ্ছে তাদের বংশধর। তারা ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।"

٤٣٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً ثُمَّ قَالَ اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّ ذٰلِكَ يُجْمَعُ النَّاسُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيْ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَالَا يُطِيْقُوْنَ وَلَا يَحْتَمِلُوْنَ فَيَقُوْلُ النَّاسُ اَلَا تَرَوْنَ مَاقَدْ بَلَغَكُمْ اَلَا

تَنْظُرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ
بِاٰدَمَ فَيَاتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ اَنْتَ اَبُوا الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ
فِيْكَ مِنْ رُوْحِهٖ وَاَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلاَتَرٰى
اِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ اَلاَتَرٰى اِلٰى مَاقَدْ بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ اٰدَمُ اِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ
الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَاِنَّهُ قَدْ
نَهَانِىْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ
، اِذْهَبُوْا اِلٰى نُوْحٍ فَيَاتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا نُوْحُ اِنَّكَ اَنْتَ اَوَّلُ
الرَّسُوْلِ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى
رَبِّكَ اَلاَتَرٰى اِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ اِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ
يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَاِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِىْ دَعْوَةٌ
دَعَوْتُهَا عَلٰى قَوْمِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ ، اِذْهَبُوْا
اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ فَيَاتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اِبْرَاهِيْمُ اَنْتَ نَبِىُّ اللّٰهِ
وَخَلِيْلُهُ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ ، اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ ، اَلاَتَرٰى اِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ
، فَيَقُوْلُ لَهُمْ اِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ
يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَاِنِّى قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ، فَذَكَرَ هُنَّ اَبُوْ
حَيَّانَ فِى الْحَدِيْثِ نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ ، اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ ، اِذْهَبُوْا
اِلٰى مُوْسٰى فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُوْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
فَضَّلَكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهٖ وَبِكَلاَمِهٖ عَلَى النَّاسِ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلاَتَرٰى
اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ اِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ
قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَاِنِّىْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ اُوْمَرْ
بِقَتْلِهَا نَفْسِىْ نَفْسِىْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ اِذْهَبُوْا اِلٰى عِيْسٰى

فَيَاتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَاعِيْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا اِشْفَعْ لَنَا اَلاَ تَرَى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ عِيْسٰى اِنَّ رَبِّىْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِىْ نَفْسِىْ نَفْسِىْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِىْ ، اِذْهَبُوْا اِلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَاتُوْنَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَخَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ ، اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ ، اَلاَتَرَى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ ، فَانْطَلِقُ فَاٰتِىْ تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَاَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلٰى اَحَدٍ قَبْلِىْ ، ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَاَرْفَعُ رَاسِىْ فَاَقُوْلُ : اُمَّتِىْ يَارَبِّ ، اُمَّتِىْ يَارَبِّ اُمَّتِىْ ، فَيُقَالُ يَامُحَمَّدُ اَدْخِلْ مَنْ اُمَّتِكَ مَنْ لاَحِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْاَيْمَنِ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْهَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْاَبْوَابِ ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ ، كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَا ، اَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى -

৪৩৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে গোশ্ত আনা হল এবং তাঁকে সামনের রান পরিবেশন করা হল। তিনি এটা পছন্দ করতেন। তিনি তার থেকে কামড় দিয়ে খেলেন। এরপর বললেন, আমি হব কিয়ামতের দিন মানবকুলের সরদার। তোমাদের কি জানা আছে তা কেন? কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ এমন এক ময়দানে সমবেত হবে, যেখানে একজন আহবানকারীর আহবান সকলে শুনতে পাবে এবং সকলেই এক সঙ্গে দৃষ্টিগোচর হবে। সূর্য নিকটে এসে যাবে। মানুষ এমনি কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হবে যা অসহনীয় ও অসহ্যকর হয়ে পড়বে। তখন লোকেরা বলবে, তোমরা কী বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, তা কি দেখতে পাচ্ছ না ? তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হবেন ? কেউ কেউ অন্যদের বলবে যে, আদমের কাছে চল। তখন সকলে তার কাছে এসে তাঁকে বলবে, আপনি

আবুল বাশার [১]। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে স্বীয় (কুদরতী) হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, এবং তার রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলে তাঁরা আপনাকে সিজ্দা করেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কি অবস্থায় পৌছেছি। তখন আদম (আ) বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার আগেও কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হননি আর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি অমান্য করেছি, নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী, (আমি নিজেই সুপারিশ প্রার্থী) তোমরা অন্যের কাছে যাও, তোমরা নূহ্ (আ)-এর কাছে যাও। তখন সকলে নূহ্ (আ)-এর কাছে এসে বলবে, হে নূহ্ (আ)! নিশ্চয়ই আপনি পৃথিবীর মানুষের প্রতি প্রথম রাসূল। [২] আর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে পরম কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন, আমার রব আজ এত ভীষণ রাগান্বিত যে, পূর্বেও এরূপ রাগান্বিত হননি আর পরে কখনো এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আমার একটি গ্রহণীয় দোয়া ছিল, যা আমি আমার কওমের ব্যাপারে করে ফেলেছি, (এখন) নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী। তোমরা অন্যের কাছে যাও– যাও তোমরা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে। তখন তারা ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, হে ইব্রাহীম (আ)! আপনি আল্লাহ্র নবী এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আপনি আল্লাহ্র বন্ধু [৩]। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি তাদের বলবেন, আমার রব আজ ভীষণ রাগান্বিত, যার আগেও কোন দিন এরূপ রাগান্বিত হননি, আর পরেও কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো তিনটি মিথ্যা বলে ফেলেছিলাম। রাবী আবূ হাইয়ান তাঁর বর্ণনায় এগুলোর উল্লেখ করেছেন - (এখন) নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী, তোমরা অন্যের কাছে যাও– যাও মূসার কাছে। তারা মূসার কাছে এসে বলবে, হে মূসা (আ) ! আপনি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ আপনাকে রিসালতের সম্মান দান করেন এবং আপনার সাথে কথা বলে সমগ্র মানব জাতির উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বললেন, আজ আমার রব ভীষণ রাগান্বিত আছেন, এরূপ রাগান্বিত পূর্বেও হননি এবং পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি তো এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম, যাকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এখন নফ্সী, নফ্সী, নফ্সী। তোমরা অন্যের কাছে যাও– যাও ঈসা (আ)-এর কাছে। তখন তারা ঈসা (আ)-এর কাছে এসে বলবে, হে ঈসা (আ)! আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং কালেমা [৪], যা তিনি মরিয়ম (আ) উপর ঢেলে দিয়েছিলেন। আপনি 'রূহ' [৫]। আপনি দোলনায় থেকে

---

১. 'আবুল বাশার' অর্থ মানব জাতির পিতা।

২. যেহেতু তিনি শরীয়তের হুকুম-আহকামের প্রথম নবী অথবা সমস্ত পৃথিবী প্রলয়ংকরী বন্যায় প্লাবিত হয়ে যাওয়ার পর পৃথিবীর সর্বপ্রথম নবী নূহ্ (আ) বিধায় তাকে 'প্রথম নবী' বলা হয়। তাঁর কওমকে ডুবিয়ে দেয়ার দোয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. 'খলীলুল্লাহ' উপাধি একমাত্র আপনার।

৪. 'কালেমা'-এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, كُنْ শব্দ। যেহেতু এ শব্দটি বলার সাথে সাথে ঈসা (আ) আল্লাহ্র কুদরতে মাতৃগর্ভে আসেন। তাই তাকে 'তার কালেমা' (আল্লাহ্র কালেমা) বলা হয়।

৫. 'রূহ' দ্বারা ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে, যেহেতু তিনি এসে মরিয়মকে তাঁর পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তাই বলা হয় 'তার রূহ'।

মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আজ আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখন ঈসা (আ) বলবেন, আজ আমার রব এত রাগান্বিত যে, এর পূর্বে এরূপ রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি নিজের কোন গুনাহ্‌র কথা বলবেন না। নফ্‌সী, নফ্‌সী, নফ্‌সী, তোমরা অন্য কারও কাছে যাও– যাও মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে। তারা মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে এসে বলবে, ইহা মুহাম্মদ ﷺ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার আগের, পরের সকল গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তখন আমি আরশের নিচে এসে আমার রবের সামনে সিজদা দিয়ে পড়ব। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের এমন সুন্দর পদ্ধতি আমার সামনে খুলে দিবেন, যা এর পূর্বে অন্য কারও জন্য খোলেন নি। এরপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ ﷺ! তোমার মাথা উঠাও। তুমি যা চাও, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবূল করা হবে। এরপর আমি আমার মাথা উঠিয়ে বলব, হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহের ডান পার্শ্বের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিন। এ দরজা ছাড়া অন্যদের সাথে অন্য দরজায়ও তাদের প্রবেশের অধিকার থাকবে। তারপর তিনি বলবেন, যার হাতে আমার প্রাণ, সে সত্তার শপথ! বেহেশতের এক দরজার দুই পার্শ্বে মধ্যবর্তী প্রশস্ততা যেমন মক্কা ও হামীরের মধ্যবর্তী দূরত্ব, অথবা মক্কা ও বস্‌রার মাঝখানের দূরত্ব।

بَابُ قَوْلِهِ : وَاٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا "আর আমি দাউদকে যাবূর দান করেছি।"

٤٣٥٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خُفِّفَ عَلٰى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ ، فَكَانَ يَامُرُ بِدَاۤبَّتِهٖ لِتُسْرَجَ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ اَنْ يَفْرُغَ يَعْنِى الْقُرْاٰنَ -

৪৩৫৪ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দাউদ (আ)-এর ওপর (যাবূর) পড়া এত সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, তিনি তার সওয়ারীর উপর জিন বাঁধার জন্য নির্দেশ দিতেন; জিন বাঁধা শেষ হওয়ার আগেই তিনি পড়ে ফেলতেন তার উপর অবতীর্ণ কিতাব।

بَابُ قَوْلِهِ : قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا "বল, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইলাহ মনে কর, তাদের আহবান কর; তোমাদের দুঃখ -দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি ওদের নেই।"

٤٣٥٥ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ : اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ ، قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعْبُدُوْنَ نَاسًا مِنَ الْجِنِّ ، فَاَسْلَمَ الْجِنُّ وَتَمَسَّكَ هٰؤُلَاءِ بِدِيْنِهِمْ * زَادَ الْاَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ : قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ *

৪৩৫৫ আমর ইব্‌ন আলী (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ তিনি আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, কিছু-মানুষ কিছু জিনকে ইবাদত করত। সেই জিনেরা তো ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। আর ঐ লোকজন তাদের (বাতিল) ধর্ম আঁকড়িয়ে রইল। আশজায়ী সুফয়ান সূত্রে আমাশ (রা) থেকে قُلْ.... زَعَمْتُمْ আয়াতটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন।

بَابُ قَوْلِهٖ : اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ (الاية)

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ "তারা যাদের আহবান করে, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে।"

٤٣٥٦ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ : الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ ، قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْجِنِّ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فَاَسْلَمُوْا *

৪৩৫৬ বিশর ইব্‌ন খালিদ (র.) .... আবদুল্লাহ্ (রা) الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ এ আয়াতটি সম্পর্কে বলেন, কিছু লোক জিনের পূজা করত। পরে জিনগুলো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। তাদের সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهٖ : وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ (হে রাসূল!) "আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি, তা কেবলমাত্র মানুষের পরীক্ষার জন্য।"

٤٣٥٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَاجَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ، قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ *

৪৩৫৭ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاس এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতে رُؤْيَا (স্বপ্নে দেখা নয়, বরং) চোখ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে দেখা বোঝান হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মি'রাজের রাতে প্রত্যক্ষভাবে দেখানো হয়েছিল। আর এখানে الشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ (অভিশপ্ত বৃক্ষ) বলতে 'যাক্কুম'[১] বৃক্ষ বোঝানো হয়েছে।

بَابُ قَوْلُهُ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا، قَالَ مُجَاهِدٌ : صَلاَةَ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا "ফজরের সালাতে কুরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।" মুজাহিদ (র) বলেন, الفَجر দ্বারা এখানে 'সালাতে ফজর' বোঝানো হয়েছে।

٤٣٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ صَلاَةِ الْجَمِيْعِ عَلٰى صَلاَةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ دَرَجَةً وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ وَقُرْاٰنَ[২] الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا *

৪৩৫৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার ফযীলত একাকী নামায পড়ার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশি। আর প্রাতঃকালের সালাতে রাতের ফেরেশতারা এবং দিনের ফেরেশতারা সমবেত হয় (এ প্রসঙ্গে)

১. 'যাক্কুম' বৃক্ষ, যা জাহান্নামীদের খাদ্য হবে। আল্লাহ্‌র বাণী "নিশ্চয়ই 'যাক্কুম' বৃক্ষ হবে পাপীদের খাদ্য। গলিত তাম্রের মত, তা তাদের উদরে ফুটতে থাকবে।" ২৫ঃ৪৩-৪৪ঃ৪৫ঃ জাহান্নামের এ বৃক্ষ এবং মি'রাজ উভয় আপাত দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাই আল্লাহ্ এর দ্বারা মানুষ পরীক্ষা করেন। কে বিশ্বাস করে, আর কে করে না।

২. قُرْاٰن এখানে 'কুরআনের' অর্থ সালাত (নামায) – কাশ্‌শাফ।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পড়ে নিতে পার। وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا (কায়েম করবে) "ফজরের সালাত, ফজরের সালাত" পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।"

بَابُ قَوْلِهٖ : عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী - عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا 'আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমূদে।'

٤٣٥٩ حَدَّثَنِىْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اٰدَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ : اِنَّ النَّاسَ يَصِيْرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًى كُلُّ اُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُوْلُوْنَ يَافُلَانُ اشْفَعْ يَافُلَانُ اشْفَعْ حَتّٰى تَنْتَهِىَ الشَّفَاعَةُ اِلَى النَّبِىِّ فَذٰلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ *

৪৩৫৯ ইসমাঈল ইব্ন আবান (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। প্রত্যেক নবীর উম্মত নিজ নিজ নবীর অনুসরণ করবে। তারা বলবে ঃ হে অমুক (নবী)! আপনি সুপারিশ করুন। হে অমুক (নবী)! আপনি সুপারিশ করুন। (তারা কেউ সুপারিশ করতে রাজী হবেন না)। শেষ পর্যন্ত সুপারিশের দায়িত্ব নবী ﷺ -এর উপর বর্তাবে। আর এ দিনেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রশংসিত স্থানে [১] (মকামে মাহমূদে) প্রতিষ্ঠিত করবেন।[২]

٤٣٦٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ ابْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَوَاهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ *

৪৩৬০ আলী ইব্ন আইয়াশ (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আজান শোনার পর এ দোয়া পড়বে, "হে আল্লাহ ! এ পরিপূর্ণ আহবানের এবং

---

১. 'মাকামে মাহ্মূদ' অর্থ- প্রশংসিত স্থান। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেই সর্বপ্রথম "শাফায়াতকারীর" মর্যাদা দান করে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

২. يبعث – অর্থ প্রতিষ্ঠিত করবেন (জালালায়ন)।

প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রতিপালক, মুহাম্মদ ﷺ-কে ওসীলা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান কর, প্রতিষ্ঠিত কর তাঁকে মকামে মাহমুদে , যার ওয়াদা তুমি করেছ।" কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফায়াত অনিবার্য হয়ে যাবে। এ হাদীসটি হামযা ইব্ন আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতার থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ قَوْلِهِ : وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا، يَزْهَقُ يَهْلِكُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا" "এবং বল, সত্য এসেছে, এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।" — يَزْهَقُ ধ্বংস হবে।

٤٣٦١ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّوْنَ وَثَلاَثُ مِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِيْ يَدِهِ وَيَقُوْلُ : جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ *

৪৩৬১ হুমায়দী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। (মক্কা বিজয়ের দিন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কা'বা ঘরের চতুষ্পার্শ্বে তিনশ' ষাটটি মূর্তি ছিল। তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে তিনি এগুলোকে ঠোকা দিতে লাগলেন এবং বলছিলেন, "সত্য এসেছে আর এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।" (৩৪ ঃ ৪৯) "বল, সত্য এসেছে আর অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।"

بَابُ قَوْلِهِ : وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বাণী ঃ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ "তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে।"

٤٣٦٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا اَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلٰى عَسِيْبٍ اِذْ مَرَّ الْيَهُوْدُ ، فَقَالَ

بَعْضُهُم لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ ؛ فَقَالَ مَا رَائِكُم اِلَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُوْنَهُ فَقَالُوْا سَلُوْهُ فَسَأَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ ، فَاَمْسَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَعَلِمْتُ اَنَّهُ يُوْحَى اِلَيْهِ ، فَقُمْتُ مَقَامِيْ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ : وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً *

৪৩৬২ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে একটি ক্ষেতের মাঝে উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি খেজুর যষ্ঠীতে ভর করে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় কিছু সংখ্যক ইহুদী যাচ্ছিল। তারা একে অন্যকে বলতে লাগল, তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। কেউ বলল, কেন তাকে- জিজ্ঞেস করতে চাইছ? আবার কেউ বলল, তিনি এমন উত্তর দিবেন না, যা তোমরা অপছন্দ কর। তারপর তারা বলল যে, তাঁকে প্রশ্ন কর। এরপরে তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিরত রইলেন, এ সম্পর্কে তাদের কোন উত্তর দিলেন না। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর ওপর ওহী নাযিল হবে। আমি আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন ওহী নাযিল হল, তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً "তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বল, 'রূহ'[১] আমার রবের আদেশ এবং তোমাদের সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে। (১৭ : ৮৫)

بَابُ قَوْلُهُ : وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَلاَتَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَتُخَافِتْ بِهَا "সালাতে স্বর উঁচু করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না। (১৭:১১০)

٤٣٦٣ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ، قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُخْتَفِيْ بِمَكَّةَ كَانَ اِذَا صَلَّى بِاَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ ، فَاِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُوْنَ سَبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ ، اَىْ بِقِرَاءَتِكَ ، فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُوْنَ فَيَسُبُّوا الْقُرْاٰنَ ،

১. 'রূহ' অর্থ আত্মা ও আদেশ। জীবের ক্ষেত্রে এর অর্থ আত্মা এবং আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে এর অর্থ 'আদেশ' যথা رُوْحُ اللّٰهِ। অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশ।

وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ اَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً *

৪৩৬৩ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'সালাতে স্বর উঁচু করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না। এ আয়াতটি এমন সময় অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় অপ্রকাশ্যে অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন তাঁর সাহাবাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন তখন তিনি উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করতেন। মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে গালি দিত। আর গালি দিত যিনি তা অবতীর্ণ করেছেন এবং যিনি তা নিয়ে এসেছেন। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছিলেন, "তুমি তোমার সালাতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে না, যাতে মুশরিকরা শুনে কুরআনকে গালি দেয় এবং তা এত নিম্ন স্বরেও পড়বে না, যাতে তোমার সাহাবীরা শুনতে না পায়, বরং এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।"

٤٣٦٤ حَدَّثَنِيْ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَاطِبْ بِهَا قَالَتْ اُنْزِلَ ذٰلِكَ فِي الدُّعَاءِ

৪৩৬৪ তাল্ক ইব্ন গান্নাম (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। لاَتَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَتُخَاطِبْ بِهَا এ আয়াতটি দোয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

سُوْرَةُ الْكَهْفِ

সূরা কাহাফ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : تَقْرِضُهُمْ تَتْرُكُهُمْ ، وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ جَمَاعَةُ الثَّمَرِ ، بَاخِعٌ مُهْلِكٌ ، اَسَفًا نَدَمًا ، الْكَهْفُ الْفَتْحُ فِيْ الْجَبَلِ ، وَالرَّقِيْمُ الْكِتَابُ ، مَرْقُوْمٌ مَكْتُوْبٌ مِنَ الرَّقْمِ ، رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَلْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا ، لَوْلاَ اَنْ رَبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا ، شَطَطًا اِفْرَاطًا ، اَلْوَصِيْدُ الْفِنَاءُ جَمْعُهُ وَصَائِدُ وَوُصُدٌ ، وَيُقَالُ الْوَصِيْدُ الْبَابُ مُؤْصَدَةٌ مُطْبَقَةٌ ، اٰصَدَ الْبَابَ وَأَوْصَدَ بَعَثْنَاهُمْ اَحْيَيْنَاهُمْ ، اَزْكٰى اَكْثَرُ ، وَيُقَالُ اَحَلُّ ، وَيُقَالُ اَكْثَرُ رِيْعًا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اُكُلَهَا ، وَلَمْ تَظْلِمْ لَمْ تَنْقُصْ ، وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : اَلرَّقِيْمُ اللَّوْحُ مِنْ رَصَاصٍ ، كَتَبَ عَامِلُهُمْ

اَسْمَائَهُمْ ثُمَّ طَرَحَهُ فِيْ خِزَانَتِهِ ، فَضَرَبَ اللّٰهُ عَلٰى اٰذَانِهِمْ فَنَامُوْا ، وَقَالَ غَيْرُهُ وَاَلَتْ تَئِلُ تَنْجُوْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْئِلاً مَحْرِزًا ، لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا لاَ يَعْقِلُوْنَ *

মুজাহিদ (র) বলেন تَقْرِضُهُمْ তাদের ছেড়ে যায়। وَكَانَ لَهُ ثُمُرٌ , স্বর্ণ, রৌপ্য। অন্য থেকে বর্ণিত যে, এটি اَلثَّمَرُ-এর বহুবচন। بَاخِعٌ বিনাশী "اَسَفًا" লজ্জায়। اَلْكَهْفُ পাহাড়ের গুহা। وَالرَّقِيْمُ লিপিবদ্ধ। "مَرْقُوم" লিখিত। رَقِيْمُ [১] থেকে গঠিত। رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ আমি তাদের অন্তরে সবর ঢেলে দিলাম। (অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) "لَوْلاَ اَنْ رَبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا" (যদি আমি তাঁর অন্তরে সবর ঢেলে না দিতাম।) شَطَطًا সীমা অতিক্রম।

مَوْصَدَةٌ - আঙ্গিনা, এর বহুবচন وَصُدُوْصَائِدًا আর বলা হয় اَلْوَصِيْدُ অর্থ দরজা, اَلْوَصِيْدُ অর্থ আবদ্ধ, "اُصَدَ الْبَابَ وَاَوْصَدَه" উভয়ই ব্যবহার হয়। بَعَثْنَاهُمْ আমি তাদের জীবিত করলাম। اَزْكٰى প্রাচুর্য বলা হয় اُحَلُّ যা অধিক হালাল অর্থে ব্যবহৃত এবং বলা হয়, اَكْثَرُرِيْعًا অধিক পরিবর্ধিত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اُكُلَهَا অর্থাৎ ফল وَلَمْ تَظْلِمْ ফলহ্রাস পায়নি। সাঈদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, الرَّقِيْمُ সীসার তৈরী ফলক; যার ওপর সে সময়ের রাজাদের নাম খোদিত করে এবং পরে তাঁর কোষাগারে রেখে দেয়। فَضَرَبَ اللّٰهُ عَلٰى اٰذَانِهِمْ তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। অন্যরা বলেন, وَاَلَتْ تَئِلُ অর্থ, তোমরা নাজাহত থাক। মুজাহিদ (র) বলেন, مَوْئِلاً সংরক্ষিত স্থান। "لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا" অর্থ তারা বুঝে না।

بَابُ قَوْلِهِ : وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।

٤٣٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ ، قَالَ اَلاَتُصَلِّيَانِ ، رَجْمًا بِالْغَيْبِ لَمْ يَسْتَبِنْ ، فُرُطًا نَدَمًا ، سُرَادِقُهَا مِثْلُ السُّرَادِقِ ، وَالْحُجْرَةِ الَّتِي تُطِيْفُ بِالْفَسَاطِيْطِ ، يُحَاوِرُهُ

১. رقم -লিখিত ফলক, যাতে গুহাবাসীর নাম ও বিবরণ খোদিত ছিল।

مِنَ الْمُحَاوَرَةِ ، لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّى اَىْ لٰكِنْ اَنَا هُوَ اللّٰهُ رَبِّى ثُمَّ حَذَفَ الْاَلِفَ وَاَدْغَمَ اِحْدَى النُّوْنَيْنِ فِى الْاُخْرَى، زَلَقًا لَايَثْبُتُ فِيْهِ قَدَمٌ ، هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ مَصْدَرُ الْوَلِىِّ ، عُقُبًا عَاقِبَةٌ وَعُقْبٰى وَعُقْبَةٌ وَاحِدٌ وَهِىَ الْاٰخِرَةُ ، قِبَلًا وَقُبْلًا وَقَبْلًا اِسْتِئْنَافًا ، لِيُدْحِضُوْا لِيُزِلُوْا ، الدَّحْضُ الزَّلَقُ *

৪৩৬৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা রাতের বেলা তাঁর ও ফাতিমা (রা)-এর কাছে এসে বললেন, তোমরা কি সালাত আদায় করছ না ?[১] رَجْمًا بِالْغَيْبِ ব্যাপারটি অস্পষ্ট ছিল। فُرُطًا লজ্জা। سُرَادِقُهَا তার বেষ্টনীর মত। অর্থাৎ ক্ষুদ্র কক্ষসমূহ, যা তাঁবু পরিবেষ্টন করে রেখেছে। يُحَاوِرُهُ শব্দটি "مُحَاوَرَةٌ" থেকে গঠিত। অর্থ কথার - আদান-প্রদান। لٰكِنَّ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ (কিন্তু আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক।) এখানে আসলে ছিল لٰكِنَّ اَنَا هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ কিন্তু 'আলিফ' বিলুপ্ত করে একটা 'নুন' আর একটি 'নুনের' সাথে এদ্গাম করে দেয়া হয় زَلَقًا অর্থ, যার ওপর পা টিকে থাকে না। "هُنَالِكَ الْوِلَايَةُ" (এ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার)[২] اَلْوِلَايَةُ এটি وَلِىٌّ শব্দের মাসদার عُقُبًا-عَاقِبَةً-عُقْبٰى-عُقْبَةً সবগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে, আখিরাত (পরিণাম)। قِبَلًا-قُبُلًا-قَبْلًا - সম্মুখ لِيُدْحِضُوْا (পদস্খলন করে দেয়।) اَلدَّحْضُ থেকে গঠিত। অর্থ পদস্খলন।

بَابُ قَوْلِهٖ : وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتَاهُ لَا اَبْرَحُ حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ، زَمَانًا وَجَمْعُهُ اَحْقَابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِفَتٰـهُ --- حُقُبًا স্মরণ কর যখন মূসা তাঁর খাদিমকে বলেছিলেন, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। "حُقُبًا" অর্থ, যুগ, তার বহুবচন "اَحْقَابٌ"।

٤٣٦٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ نَوْفًا الْبَكَّالِىَّ

---

১. সালাত-এর মর্ম 'তাহাজ্জুদের নামায' (পরবর্তী ঘটনা) আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্ আমাদের জেগে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার তাওফীক দান করেন নি। তখন রাসূলুল্লাহ্ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا এ আয়াত পড়ে চলে গেলেন। (বুখারী, ১ম খণ্ড, তাহাজ্জুদ অধ্যায়)।

২. "هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ" অর্থ, এ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। আল-কুরআন ১৮ ঃ ৪৪

يَزْعُمُ اَنَّ مُوْسٰى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوْسٰى صَاحِبَ بَنِى اِسْرَائِيْلَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مُوْسٰى قَامَ خَطِيْبًا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ، فَسُئِلَ اَىُّ النَّاسِ اَعْلَمُ فَقَالَ اَنَا ، فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَيْهِ ، فَاَوْحٰى اللّٰهُ اِلَيْهِ ، اِنَّ لِىْ عَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ ، قَالَ مُوْسٰى يَا رَبِّ فَكَيْفَ لِىْ بِهِ قَالَ تَأْخُذُ مَعَكَ حُوْتًا فَتَجْعَلُهُ فِىْ مِكْتَلٍ ، فَحَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَهُوَ ثَمَّ ، فَاَخَذَا حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِىْ مِكْتَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ حَتّٰى اِذَا اَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُسَهُمَا فَنَامَا وَاضْطَرَبَ الْحَوْتُ فِى الْمِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِى الْبَحْرِ ، فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا وَاَمْسَكَ اللّٰهُ عَنِ الْحُوْتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِىَ صَاحِبُهُ اَنْ يُخْبِرَهُ بِالْحُوْتِ ، فَانْطَلَقَا بِقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا ، حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوْسٰى لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَائَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ، قَالَ وَلَمْ يَجِدْ مُوْسٰى النَّصَبَ حَتّٰى جَاوَزَا الْمَكَانَ الَّذِىْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا ، قَالَ فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلِمُوْسٰى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا ، فَقَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ، قَالَ رَجَعَا يَقُصَّانِ اٰثَارَهُمَا حَتّٰى انْتَهَيَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى ثَوْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوْسٰى فَقَالَ الْخَضِرُ وَاَنّٰى بِاَرْضِكَ

السَّلاَمُ، قَالَ اَنَا مُوْسٰى ، قَالَ مُوْسٰى بَنِى اِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ اَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلِّمْتَ رُشْدًا، قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ، يَامُوْسٰى اِنِّىْ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ لاَتَعْلَمُهُ اَنْتَ ، وَاَنْتَ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَ اللّٰهُ لاَ اَعْلَمُهُ ، فَقَالَ مُوْسٰى سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلاَ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ ، فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلاَ تَسْاَلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ ، حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَمَرَّتْ سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمُوْهُمْ اَنْ يَحْمِلُوْهُمْ فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوْهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ ، فَلَمَّا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ ، لَمْ يَفْجَا اِلاَّ وَالْخَضِرُ قَدْقَلَعَ لَوْحًا مِنْ اَلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ بِالْقَدُوْمِ ، فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى قَوْمٌ قَدْ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ اِلٰى سَفِيْنَتِهِمْ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا، قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىْ صَبْرًا ، قَالَ لاَ تُوَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا، قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتِ الْاُوْلَى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا ، قَالَ وَجَاءَ عُصْفُوْرٌ فَوَقَعَ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ ، فَنَقَرَ فِى الْبَحْرِ نَقْرَةً ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا عِلْمِىْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ ، اِلاَّ مِثْلُ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ ، مِنْ هٰذَا الْبَحْرِ ، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِيْنَةِ ، فَبَيْنَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، اِذَا بَصُرَ الْخَضِرُ غُلاَمًا يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ، قَالَ وَهٰذَا اَشَدُّ مِنَ الْاُوْلٰى قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍ بَعْدَهَا

فَلاَتُصَاحِبْنِىْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّىْ عُذْرًا ، فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ
قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ
اَنْ يَّنْقَضَّ ، قَالَ مَائِلٌ فَقَامَ الْخَضِرُ فَاَقَامَهُ بِيَدِه ، فَقَالَ مُوْسٰى قَوْمٌ
اَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُوْنَا وَلَمْ يُضَيِّفُوْنَا لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ،
قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ اِلٰى قَوْلِهٖ ذٰلِكَ تَاوِيْلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ
صَبْرًا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِدْنَا اَنَّ مُوْسٰى كَانَ صَبَرَ حَتّٰى يُقَصَّ
اللّٰهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ
وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَاخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ : وَاَمَّا
الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ *

৪৩৬৬ হুমায়দী (র) .... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাসকে বললাম, নওফাল বাক্কালীর ধারণা, খিযিরের সাথী-মূসা তিনি বনী ইসরাঈলের নবী মূসা ছিলেন না। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আল্লাহ্র দুশমন [১] মিথ্যা কথা বলেছে। (ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন) উবায় ইব্ন কা'আব (রা) আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, মূসা (আ) একদা বনী ইসরাঈলের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী ? তিনি বললেন, আমি। এতে আল্লাহ্ তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা এ জ্ঞানের কথাটিকে তিনি আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করেননি। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন, দু-সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে [২] আমার এক বান্দা রয়েছে, সে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। মূসা (আ) বললেন, ইয়া রব, আমি কিভাবে তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারি ? আল্লাহ্ বললেন, তোমার সাথে একটি মাছ নাও এবং সেটা থলের মধ্যে রাখ, যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই। তারপর তিনি একটি মাছ নিলেন এবং সেটাকে থলের মধ্যে রাখলেন। অতঃপর রওনা দিলেন। আর সঙ্গে চললেন তাঁর খাদেম 'য়ূশা' ইব্ন নূন। তাঁরা যখন সমুদ্রের তীরে একটি বিরাট পাথরের কাছে এসে পৌঁছলেন, তখন তারা উভয়ই তাঁর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় মাছটি থলের মধ্যে লাফিয়ে উঠল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে পড়ে গেল। "মাছটি সুড়ংগের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।" আর মাছটি যেখান দিয়ে চলে গিয়েছিল, আল্লাহ্ সেখান থেকে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিলেন এবং সেখানে একটি সুড়ংগের মত হয় গেল। যখন তিনি জাগলেন, তাঁর সাথী তাঁকে মাছটির সংবাদ দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। সেদিনের বাকী সময় ও পরবর্তী রাত তাঁরা চললেন। যখন ভোর হল, মূসা

---

১. নওফাল বাককালী- সে একজন মুসলমান। ইব্ন আব্বাস তাকে আল্লাহ্র দুশমন বলেছেন রাগান্বিত অবস্থায়।
২. 'সঙ্গমস্থলের' অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে, নীল নদের দু'মাথার সঙ্গম বা দজ্লা ও ফুরাত নদীর সঙ্গম বা সীনাই উপত্যকায় উকাবা উপসাগর ও সুয়েজের মিলন স্থান।

(আ) তাঁর খাদেমকে বললেন 'আমাদের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ যে স্থানের [১] নির্দেশ করেছিলেন, সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে মূসা (আ) ক্লান্তি অনুভব করেননি। তখন তাঁর খাদিম তাঁকে বলল, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই এ কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নেমে গেল সমুদ্রে।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মাছটি তার পথ করে সমুদ্রে নেমে গিয়েছিল এবং মূসা (আ) ও তাঁর খাদেমকে তা আশ্চর্যান্বিত করে দিয়েছিল। মূসা (আ) বললেন ঃ "আমরা তো সে স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। তারপর তাঁরা নিজদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারা উভয়ে তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে সে শিলাখণ্ডের কাছে ফিরে আসলেন। সেখানে এসে এক ব্যক্তিকে কাপড় জড়ান অবস্থায় পেলেন। মূসা (আ) তাকে সালাম দিলেন। খিযির (আ) বললেন, তোমাদের এ স্থলে সালাম কোত্থেকে? [২] তিনি বললেন, আমি মূসা। খিযির (আ) জিজ্ঞেস করলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা ? তিনি বললেন, হাঁ, আমি আপনার কাছে এসেছি এ জন্য যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন। তিনি বললেন, তুমি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না।" হে মূসা! আল্লাহ্‌র জ্ঞান থেকে আমাকে এমন কিছু জ্ঞান দান করা হয়েছে যা তুমি জান না আর তোমাকে আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞান থেকে যে জ্ঞান দান করেছেন, তা আমি জানি না। মূসা (আ) বললেন, "আল্লাহ্ চাহেত, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।" তখন খিযির (আ) তাঁকে বললেন, "আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ করই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না, যতক্ষণ আমি তোমাকে সে সম্পর্কে না বলি। তারপর উভয়ে চললেন।" তাঁরা সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন, তখন একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা তাদের নৌকায় উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারে নোকার চালকদের সাথে আলাপ করলেন। তারা খিযির (আ)-কে চিনে ফেলল। তাই তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে নৌকায় উঠিয়ে নিল। "যখন তাঁরা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন" খিযির (আ) কুড়াল দিয়ে নৌকার একটি তক্তা বিদীর্ণ করলেন। (এ দেখে) মূসা (আ) তাঁকে বললেন, এ লোকেরা তো বিনা পারিশ্রমিকে আমাদের বহন করছে, অথচ আপনি এদের নৌকাটি বিনষ্ট করতে চাইছেন। "আপনি নৌকাটি বিদীর্ণ করে ফেললেন, যাতে আরোহীরা ডুবে যায়। আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। মূসা বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মূসা (আ)-এর প্রথমবারের এ অপরাধটি ভুলবশত হয়েছিল। তিনি বললেন, এরপরে একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার পার্শ্বে বসে ঠোঁট দিয়ে সমুদ্রে এক ঠোকর মারল। খিযির (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, এ সমুদ্র হতে চড়ুই পাখিটি যতটুকু পানি ঠোঁটে নিল, আমার ও তোমার জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় ততটুকু। তারপর তাঁরা নৌকা থেকে অবতরণ করে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে লাগলেন। এমন সময় খিযির (আ) একটি বালককে অন্য বালকদের সাথে খেলতে দেখলেন। খিযির (আ)

১. স্থান ঃ যেখানে মাছটি হারানো যাবে।
২. যে এলাকায় বসে মূসা (আ)-এর সাথে খিযির (আ)-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল, সে এলাকায় কোন মুসলমান ছিল না। তাই তিনি মূসা (আ)-এর সালাম পেয়ে আশ্চর্যন্বিত হয়ে এ কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, এ অমুসলিম এলাকায় সালামের প্রচলন কিভাবে হল।

হাত দিয়ে ছেলেটির মাথা ধরে তাকে হত্যা করলেন। মূসা (আ) খিযির (আ)-কে বললেন, "আপনি কি জানের বদলা ছাড়াই এক নিষ্পাপ জানকে হত্যা করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না।" নবী ﷺ বলেন, এ অভিযোগ করাটা ছিল প্রথমটির চাইতেও গুরুতর। (মূসা বললেন) এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আপনার কাছে আমার ওযর-আপত্তি চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে। তারপর উভয়ে চলতে লাগলেন। অবশেষে তারা এক জনপদের কাছে পৌঁছে তার অধিবাসীর কাছে খাদ্য চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর তথায় তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, সেটি ঝুঁকে পড়েছিল। খিযির (আ) নিজ হাতে সেটি সোজা করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, এ লোকদের কাছে আমরা এলাম, তারা আমাদের খাবার দিল না এবং আমাদের মেহমানদারীও করল না। "আপনি তো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। তিনি বললেন, এখানেই তোমার এবং আমার মধ্যে পার্থক্য ঘটল। .... যে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারনি, এ তার ব্যাখ্যা।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার মনোবাঞ্ছা হচ্ছে যে, যদি মূসা (আ) আর একটু ধৈর্যধারণ করতেন, তাহলে আল্লাহ্ তাঁদের আরও ঘটনা আমাদের জানাতেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) এভাবে এ আয়াত পাঠ করতেন - وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَّاخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا
নিচের আয়াতটি এভাবে পাঠ করলেন - وَاَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ

بَابُ قَوْلِهِ: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِيْ الْبَحْرِ سَرَبًا مَذْهَبًا يَسْرُبُ يَسْلُكُ وَمِنْهُ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "যখন তাঁরা দু'জন দু'সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছলেন, তারা তাঁদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। আর মাছটি সুড়ংগের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। سَرَبًا চলার পথ يَسْرُبُ সে চলছে। এর থেকেই বলা হয়েছে "سَارِبٌ بِالنَّهَارِ" দিনে পথ অতিক্রমকারী।"

٤٣٦٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، يَزِيْدُ اَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرَهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ اِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ بَيْتِهِ ، اِذْ قَالَ سَلُوْنِيْ ، قُلْتُ اَيْ اَبَا عَبَّاسٍ جَعَلَنِي اللّٰهُ فِدَاءَكَ بِالْكُوْفَةِ رَجُلٌ قَاصٌّ يُقَالُ لَهُ نَوْفٌ يَزْعَمُ اَنَّهُ لَيْسَ بِمُوْسٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ، اَمَّا عَمْرٌو فَقَالَ لِيْ قَالَ

قَدْ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ ، وَاَمَّا يَعْلَى فَقَالَ لِيْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِيْ أُبَىُّ
بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوْسٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
قَالَ ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْمًا ، حَتّٰى اِذَا فَاضَتِ الْعُيُوْنُ ، وَرَقَّتِ الْقُلُوْبُ وَلَّى
فَاَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ فِى الْاَرْضِ اَحَدٌ اَعْلَمُ مِنْكَ
؟ قَالَ لاَ ، فَعَتَبَ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَى اللّٰهِ ، قِيْلَ بَلٰى ، قَالَ اَىْ رَبِّ
فَاَيْنَ قَالَ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ قَالَ اَىْ رَبِّ اَجْعَلْ لِيْ عِلْمًا اَعْلَمُ ذٰلِكَ بِهٖ
فَقَالَ لِيْ عَمْرٌو قَالَ حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوْتُ وَقَالَ لِيْ يَعْلَى قَالَ خُذْ نُوْنًا
مَيِّتًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاَخَذَ حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِيْ مِكْتَلٍ فَقَالَ لِفَتَاهُ
لاَ اُكَلِّفُكَ اِلاَّ اَنْ تُخْبِرَنِيْ بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوْتُ ، قَالَ مَا كَلَّفْتَ كَثِيْرًا ،
فَذٰلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتَاهُ ، يُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ لَيْسَتْ
عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ فِىْ ظِلِّ صَخْرَةٍ فِيْ مَكَانٍ ثَرْيَانَ اِذْ تَضَرَّبَ
الْحُوْتُ وَمُوْسٰى نَائِمٌ ، فَقَالَ فَتَاهُ لاَ اُوْقِظُهُ ، حَتّٰى اِذَا اسْتَيْقَظَ نَسِىَ
اَنْ يُخْبِرَهُ وَتَضَرَّبَ الْحُوْتُ حَتّٰى دَخَلَ الْبَحْرَ ، فَاَمْسَكَ اللّٰهُ عَنْهُ جِرْيَةَ
الْبَحْرِ حَتّٰى كَاَنَّ اَثَرَهُ فِيْ حَجَرٍ ، قَالَ لِيْ عَمْرٌو هٰكَذَا كَاَنَّ اَثَرَهُ فِيْ
حَجْرٍ وَحَلَّقَ بَيْنَ اِبْهَامَيْهِ وَاللَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا
نَصَبًا ، قَالَ قَدْ قَطَعَ اللّٰهُ عَنْكَ النَّصَبَ ، لَيْسَتْ هٰذِهِ عَنْ سَعِيْدٍ اَخْبَرَهُ
فَرَجَعَا فَوَجَدَا خَضِرًا قَالَ لِيْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ عَلٰى طِنْفِسَةٍ
خَضْرَاءَ عَلٰى كَبِدِ الْبَحْرِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُسَجًّى بِثَوْبِهٖ قَدْ جَعَلَ
طَرَفَهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ وَطَرَفَهُ تَحْتَ رَأْسِهٖ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوْسٰى فَكَشَفَ
عَنْ وَجْهِهٖ وَقَالَ هَلْ بِاَرْضِيْ مِنْ سَلاَمٍ ، مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا مُوْسٰى ، قَالَ

مُوْسٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَمَا شَانُكَ قَالَ جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِيْ مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا ، قَالَ اَمَا يَكْفِيْكَ اَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ، وَاَنَّ الْوَحْيَ يَاتِيْكَ ، يَامُوْسٰى اِنَّ لِيْ عِلْمًا لاَ يَنْبَغِيْ لَكَ اَنْ تَعْلَمَهُ وَاِنَّ لَكَ عِلْمًا لاَيَنْبَغِيْ لِيْ اَنْ اَعْلَمَهُ ، فَاَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ ، وَقَالَ وَاللّٰهِ مَا عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ فِيْ جَنْبِ عِلْمِ اللّٰهِ ، اِلاَّ كَمَا اَخَذَا هٰذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ ، حَتّٰى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ وَجَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ اَهْلَ هٰذَا السَّاحِلِ اِلٰى اَهْلِ هٰذَا السَّاحِلِ الْاٰخَرِ عَرَفُوهُ ، فَقَالُوْا عَبْدُ اللّٰهِ الصَّالِحُ ، قَالَ قُلْنَا لِسَعِيْدٍ خَضِرٌ ، قَالَ نَعَمْ لاَنَحْمِلُهُ بِاَجْرٍ فَخَرَقَهَا وَوَتَّدَ فِيْهَا وَتِدًا فِيْهَا وَتِدًا ، قَالَ مُوْسٰى اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا، قَالَ مُجَاهِدٌ مُنْكَرًا ، قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا كَانَتِ الْأُوْلَى نِسْيَانًا ، وَالْوُسْطَى شَرْطًا ، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا ، قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ، لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ يَعْلَى قَالَ سَعِيْدٌ وَجَدَ غِلْمَانًا يَلْعَبُوْنَ ، فَاَخَذَ غُلاَمًا كَافِرًا ظَرِيْفًا فَاَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِّيْنَ ، قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَمْ تَعْمَلْ بِالْحِنْثِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَرَأَهَا زَكِيَّةً زَاكِيَةً مُسْلِمَةً كَقَوْلِكَ غُلاَمًا زَكِيًّا ، فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهُ قَالَ سَعِيْدٌ بِيَدِهِ هٰكَذَا، وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلَى حَسِبْتُ اَنَّ سَعِيْدًا قَالَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ ، لَوْشِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ سَعِيْدٌ اَجْرًا نَاكُلُهُ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ وَكَانَ اَمَامَهُمْ قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ ، يَزْعُمُوْنَ عَنْ غَيْرِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ هُدَدُ بْنُ بُدَدٍ ،

وَالْغُلاَمُ الْمَقْتُوْلُ اسْمُهُ يَزْعُمُوْنَ جَيْسُوْرٌ مَلِكٌ يَاخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ، فَاَرَدْتُ اِذَا هِيَ مَرَّتْ بِهِ اَنْ يَدَعَهَا لِعَيْبِهَا ، فَاِذَا جَاوَزُوا اَصْلَحُوْهَا فَانْتَفَعُوْابِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ سَدُّوْهَا بِقَارُوْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ بِالْقَارِ ، كَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَكَانَ كَافِرًا فَخَشِيْنَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا اَنْ يَحْمِلَهُمَا حُبُّهُ اَنْ يُتَابِعَاهُ عَلٰى دِيْنِهِ ، فَاَرَدْنَا اَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً لِقَوْلِهِ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ، وَاَقْرَبَ رُحْمًا ، وَاَقْرَبَ رُحْمًا، هُمَا بِهِ اَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْاَوَّلِ ، الَّذِيْ قَتَلَ خَضِرٌ ، وَزَعَمَ غَيْرُ سَعِيْدٍ اَنَّهُمَا اُبْدِلاَ جَارِيَةً ، وَاَمَّا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ عَاصِمٍ فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اِنَّهَا جَارِيَةٌ *

৪৩৬৭ ইবরাহীম ইব্ন মূসা (র) .... সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে তাঁর ঘরে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে আমার কাছে প্রশ্ন কর। আমি বললাম, হে আবূ আব্বাস! আল্লাহ্ আমাকে আপনার উপর উৎসর্গ করুন। কূফায় নওফ নামক একজন বক্তা আছে। সে বলছে যে, (খিযির (আ)- এর সাথে যে মূসার সাক্ষাত হয়েছিল, তিনি বনী ইসরাঈলের (প্রতি প্রেরিত) মূসা নন। তবে, আমর ইব্ন দীনার আমাকে বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এ কথা শুনে বললেন, আল্লাহ্র দুশমন মিথ্যা বলেছে। কিন্তু ইয়ালা (একজন বর্ণনাকারী) আমাকে বলেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) একথা শুনে বললেন, উবায় ইব্ন কাআব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্র রাসূল মূসা (আ) একদিন লোকদের সামনে ওয়াজ করছিলেন। অবশেষে যখন তাদের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল এবং তাদের অন্তর বিগলিত হল, তখন তিনি (ওয়াজ সমাপ্ত করে) ফিরলেন। এক ব্যক্তি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ পৃথিবীতে আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ আছে? তিনি বললেন, না। এতে আল্লাহ্ তার উপর অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা, তিনি এ কথাটি আল্লাহ্র উপর হাওয়ালা করেননি।[১] তখন তাকে বলা হল, নিশ্চয় আছে। মূসা (আ) বললেন, হে রব! তিনি কোথায়? আল্লাহ্ বললেন, তিনি দু-সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে। মূসা (আ) বললেন, হে রব! আপনি আমাকে এমন চিহ্ন বলুন, যার সাহায্যে আমি তার পরিচয় লাভ করতে পারি। বর্ণনাকারী ইব্ন জুরাইহ বলেন, আম্র আমাকে এভাবে বলেছেন যে, তাকে (সেখানে পাবে), যেখানে মাছটি তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর ইয়ালা আমাকে এভাবে বলেছেন, একটি মৃত মাছ নাও যেখানে মাছটির মধ্যে প্রাণ দেয়া হবে (সেখানেই তাকে পাবে)। তারপর মূসা (আ) একটি মাছ নিলেন এবং তা থলের মধ্যে রাখলেন। তিনি তার খাদেমকে বললেন, আমি তোমাকে শুধু এ দায়িত্ব দিচ্ছি যে, মাছটি যে স্থানে তোমার থেকে চলে যাবে, সে স্থানটির কথা আমাকে বলবে। খাদেম বলল, এ তো বড় দায়িত্ব নয়। এরই বিবরণ রয়েছে

আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীতেঃ "আর যখন মূসা বললেন, তাঁর খাদেমকে অর্থাৎ ইউশা ইব্‌ন নূনকে"। সাঈদ (বর্ণনাকারী) এর বর্ণনায় নামের উল্লেখ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তিনি একটি বড় পাথরের ছায়ায় ভিজা মাটির কাছে অবস্থান করছিলেন, তখন মাছটি লাফিয়ে উঠল। মূসা (আ) তখন নিদ্রায় ছিলেন। তাঁর খাদেম (মনে মনে) বললেন, তাঁকে এখন জাগাব না। অবশেষে যখন তিনি জাগালেন, তখন তাকে মাছের খবর বলতে ভুলে গেল। আর মাছটি লাফিয়ে সমুদ্রে ঢুকে পড়ল। আল্লাহ্ তা'আলা মাছটির চলার পথে পানি বন্ধ করে দিলেন। পরিণামে যেন পাথরের মধ্যে চিহ্ন পড়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমর আমাকে বলেছেন যে, যেন পাথরের মধ্যে চিহ্ন এরূপ হয়ে রইল, বলে তিনি তাঁর দুটি বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তার পাশের আঙ্গুলগুলো এক সাথে মিলিয়ে বৃত্তাকার বানিয়ে দেখালেন। (মূসা (আ) বললেন) "আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" ইউশা বললেন, আল্লাহ্ আপনার থেকে ক্লান্তি দূর করে দিয়েছেন। সাঈদের বর্ণনায় এ কথার উল্লেখ নেই। খাদেম তাঁকে মাছের পালিয়ে যাবার সংবাদ দিলেন। তারপর তাঁরা উভয়ে ফিরে এলেন এবং খিযির (আ)-কে পেলেন। বর্ণনাকারী ইব্‌ন যুরাইজ বলেন, উসমান ইব্‌ন আবূ সুলায়মান আমাকে বলেছেন যে, মূসা (আ) খিযির (আ)-কে পেলেন সমুদ্রের বুকে সবুজ বিছানার ওপর। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, তিনি চাদরমুড়ি দিয়েছিলেন। চাদরের এক পার্শ্ব ছিল তাঁর দু'পায়ের নিচে এবং অন্য পার্শ্ব ছিল তাঁর মাথার ওপর। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, আমার এ অঞ্চলেও কি সালাম আছে? তুমি কে? তিনি বললেন, আমি মূসা! খিযির (আ) বললেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার ব্যাপার কী? মূসা (আ) বললেন, আমি এসেছি, "সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন।" তিনি বললেন, তোমার কাছে যে তাওরাত রয়েছে, তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? তোমার কাছে তো ওহী আসে। হে মূসা! আমার কাছে যে জ্ঞান আছে তা তোমার জানা সমীচীন নয়। আর তোমার কাছে যে জ্ঞান আছে তা আমার জানা উচিত নয়। এ সময় একটি পাখি এসে তার ঠোঁট দিয়ে সমুদ্র থেকে পানি নিল। (এ দৃশ্য দেখে) খিযির (আ) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কাছে আমার ও তোমার জ্ঞান এতটুকু, যতটুকু এ পাখিটি সমুদ্র হতে তার ঠোঁটে করে নিয়েছে। অবশেষ তাঁরা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন, তাঁরা ছোট খেয়া নৌকা পেলেন, যা এ-পারের লোকদের ও-পারে এবং ও-পারের লোকদের এ-পারে বহন করত। নৌকার লোকেরা খিযিরকে চিনতে পারল। তারা বলল, আল্লাহ্‌র নেক বান্দা। ইয়ালা বলেন, আমরা সাঈদকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি খিযির সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ (তারা বলল) আমরা তাঁকে পারিশ্রমিক নিয়ে বহন করব না। এরপর খিযির (আ) তাদের নৌকা (এর এক স্থান) বিদীর্ণ করে দিলেন এবং একটি গোঁজ দিয়ে তা বন্ধ করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি কি আরোহীদের নিমজ্জিত করার জন্য নৌকাটি বিদীর্ণ করলেন? আপনি তো গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। মুজাহিদ (র) বলেন, إمرًا অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজ। "তিনি (খিযির) বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না।" প্রথমটি ছিল মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে ভুল, দ্বিতীয়টি শর্তস্বরূপ এবং তৃতীয় ইচ্ছাকৃত বলে গণ্য। "মূসা (আ) বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবে না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবে না।" (এরপর) তাঁরা এক বালকের সাক্ষাৎ পেলেন, খিযির তাকে হত্যা করে ফেললেন। ইয়ালা বলেন, সাঈদ বলেছেন, খিযির (আ) বালকদের খেলাধুলা করতে দেখতে পেলেন। তিনি একটি চটপটে কাফের বালককে ধরলেন এবং তাকে পার্শ্বে শুইয়ে যবেহ

করে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, "আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন অপরাধ ছাড়াই? "সে তো কোন গুনাহর কাজ করেনি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) এখানে زَكِيَّةً পড়তেন। زَاكِيَةً ভাল মুসলমান। যেমন তুমি পড় "غُلَامًا زَكِيًّا" তারপর তারা দু'জন চলতে লাগল এবং একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর পেল। খিযির (আ) সেটাকে সোজা করে দিলেন। সাঈদ তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন এরূপ, এবং তিনি তাঁর হাত উঠিয়ে সোজা করলেন। ইয়ালা বলেন, আমার মনে হয় সাঈদ বলেছিলেন, খিযির (আ) প্রাচীরের ওপর দু'হাতে স্পর্শ করলেন এবং প্রাচীর দাঁড়িয়ে গেল। মূসা (আ) বললেন, "لَوْشِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا" আপনি ইচ্ছা করলে এ জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। সাঈদ বলেন, أَجْرًا দ্বারা এখানে খাদ্যদ্রব্য বোঝানো হয়েছে। وَكَانَ وَرَاءَهُمْ এর অর্থ তাদের সামনে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ আয়াতে أَمَامَهُمْ مَلِكٌ (তাদের সামনে ছিল এক রাজা) পড়েন। সাঈদ ব্যতীত অন্য বর্ণানকরীরা সে রাজার নাম বলেছেন "হুদাদ ইব্‌ন বুদাদ" আর হত্যাকৃত বালকটির[১] নাম ছিল "জাইসুর'। সে রাজা প্রত্যেকটি (ভাল) নৌকা বল প্রয়োগে ছিনিয়ে নিত। খিযির (আ)-এর নৌকা বিদীর্ণ করার উদ্দেশ্য ছিল, (সে অত্যাচারী রাজা) ত্রুটিযুক্ত নৌকা দেখলে তা ছিনিয়ে নেবে না। তারপর যখন অতিক্রম করে গেল, তখন তাদের নৌকা মেরামত করে নিল এবং তা ব্যবহার যোগ্য করে তুলল। কেউ বলে, নৌকার ছিদ্রটা মেরামত করেছিল সীসা গলিয়ে, আবার কেউ বলে, আলকাত্‌রা মিলিয়ে নৌকা মেরামত করেছিল। "তার পিতা-মাতা ছিল মু'মিন।" আর সে বালকটি ছিল কাফের। আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা তাদের বিব্রত করবে। অর্থাৎ তার স্নেহ ভালবাসায় তাদের তার ধর্মের অনুসারী করে ফেলবে। "এরপর আমি চাইলাম যে, তাদের প্রতিপালক যেন তাদের ওর পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, সে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর।" খিযির (আ) যে বালকটিকে হত্যা করেছিলেন সে বালকটির চেয়ে পরবর্তী বালকটির প্রতি তার পিতামাতা অধিক স্নেহশীল ও দয়াশীল হবেন। (ইব্‌ন জুরাইয বলেন) সাঈদ ব্যতীত অন্য সকল বর্ণনাকারী বলেছেন যে, এর অর্থ হল, সে বালকটির পরিবর্তে আল্লাহ্ তাদের একটি কন্যা সন্তান দান করেন। দাউদ ইব্‌ন আবূ আনিস বলেন, এখানে কন্যা সন্তান বোঝানো হয়েছে।

بَابُ قَوْلُهُ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَائَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا اِلٰى قَوْلِهٖ عَجَبًا ، صُنْعًا عَمَلاً ، حِوَلاً تَحَوُّلاً ، قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ، فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ، اِمْرًا وَنُكْرًا دَاهِيَةً ، يَنْقَضُّ يَنْقَاضُ كَمَا تَنْقُضُ السِّنُّ ، لَتَّخِذْتَ وَاتَّخَذْتَ وَاحِدٌ ، رُحْمًا مِنَ الرُّحْمِ وَهِىَ اَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحْمَةِ وَنَظُنُّ اَنَّهُ مِنَ الرَّحِيْمِ ، وَتُدْعٰى مَكَّةُ اُمَّ رُحْمٍ اَىِ الرَّحْمَةُ تَنْزِلُ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ 'যখন তারা আরও অগ্রসর হল, মূসা তাঁর সাথীকে বললেন, আমাদের নাস্তা আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। (বলল আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা

১. খিযির (আ) যে বালকটিকে হত্যা করেছিল।

যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম ? শয়তান এ কথা বললো আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।) মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। صُنْعًا কাজ حِوَلاً ঘুরে যাওয়া, পরিবর্তন হওয়া। قَالَ ذَالِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا "মূসা বললেন, আমরা তো সে স্থানটি অনুসন্ধান করছিলাম। এরপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। اِمْرًا ও نُكْرًا উভয়ের একই অর্থ, অন্যায় কাজ يَنْقَضُّ শব্দের অর্থ-নিপতিত হবে। اتَّخَذْتَ-لَتَخِذْتَ উভয়ের একই অর্থ। رُحْمًا শব্দটি رَحِمٌ থেকে গঠিত। অত্যধিক দয়া ও করুণা। কারও মতে, এটা "رَحِيْمٌ" থেকে গঠিত। মক্কাকে বলা হয় "اُمُّ رُحْمٍ" যেহেতু সেখানে রহমত নাযিল হয়।

৪৩৬৮ حَدَّثَنِىْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ نَوْفًا الْبَكَّالِىَّ يَزْعُمُ اَنَّ مُوْسٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لَيْسَ بِمُوْسَى الْخَضِرِ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَامَ مُوْسٰى خَطِيْبًا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ، فَقِيْلَ لَهُ اَىُّ النَّاسِ اَعْلَمُ، قَالَ اَنَا فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَيْهِ وَاَوْحٰى اِلَيْهِ بَلٰى عَبْدٌ مِنْ عِبَادِىْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ اَىْ رَبِّ كَيْفَ السَّبِيْلُ اِلَيْهِ قَالَ تَاخُذُ حُوْتًا فِىْ مِكْتَلٍ فَحَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَاتَّبِعْهُ قَالَ فَخَرَجَ مُوْسٰى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ وَمَعَهُمَا الْحُوْتُ حَتّٰى انْتَهَيَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَنَزَلَا عِنْدَهَا ، قَالَ فَوَضَعَ مُوْسٰى رَأْسَهُ فَنَامَ ، قَالَ سُفْيَانُ وَفِىْ حَدِيْثِ غَيْرِ عَمْرٍو قَالَ وَفِى اَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا الْحَيَاةُ لَايُصِيْبُ مِنْ مَائِهَا شَىْءٌ الَّاحَيِىَ ، فَاَصَابَ الْحُوْتَ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ قَالَ فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ الْمِكْتَلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مُوْسٰى قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَائَنَا الْاٰيَةَ قَالَ وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتّٰى جَاوَزَ مَا اُمِرَبِهِ ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ

نَسِيْتُ الْحُوْتَ الْآيَةَ قَالَ فَرْجَعَا يَقُصَّانِ فِى اٰثَارِهِمَا فَوَجَدَا فِى الْبَحْرِ كَالطَّاقِ مَمَرَّ الْحُوْتِ ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَبًا ، وَلِلْحُوْتِ سَرَبًا ، قَالَ فَلَمَّا انْتَهَيَا اِلَى الصَّخْرَةِ ، اِذْهُمَا بِرَجُلٍ مُسَجًّى بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوْسٰى قَالَ وَاَنّٰى بِاَرْضِكَ السَّلَامُ ، فَقَالَ اَنَا مُوْسٰى ، قَالَ مُوْسٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَامُوْسٰى اِنَّكَ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَهُ اللّٰهُ لَا اَعْلَمُهُ وَاَنَا عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ اللّٰهُ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ بَلْ اَتَّبِعُكَ قَالَ فَاِنْ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْئَلْنِى عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا . فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوْهُمْ فِىْ سَفِيْنَتِهِمْ بِغَيْرِ نَوْلٍ يَقُوْلُ بِغَيْرِ اَجْرٍ فَرَكِبَا السَّفِيْنَةَ قَالَ وَوَقَعَ عُصْفُوْرٌ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ فَغَمَسَ مِنْقَارَهُ الْبَحْرَ ، فَقَالَ الْخَضِرُ لِمُوْسٰى مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِى وَعِلْمُ الْخَلَائِقِ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ اِلاَّ مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ مِنْقَارَهُ ، قَالَ فَلَمْ يَفْجَا مُوْسٰى اِذْ عَمَدَ الْخَضِرُ اِلٰى قَدُوْمٍ فَخَرَقَ السَّفِيْنَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ اِلٰى سَفِيْنِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ الْاٰيَةَ ، فَانْطَلَقَا اِذَا هُمَا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ ، فَاَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأسِهِ فَقَطَعَهُ قَالَ لَهُ مُوْسٰى اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ، قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا اِلٰى قَوْلِهِ فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَاَقَامَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى اِنَّا دَخَلْنَا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُوْنَا وَلَمْ يُطْعِمُوْنَا لَوْ شِئْتَ

لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ، قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ . سَاُنَبِّئُكَ بِتَاوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِدْنَا اَنَّ مُوْسٰى صَبَرَ حَتّٰى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ اَمْرِهِمَا ، قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَاُ وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَاخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا ، وَاَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا

৪৩৬৮ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, নওফুল বাক্‌কালীর ধারণা, বনী ইসরাঈলের মূসা, খিযির (আ)-এর সাথী মূসা একই ব্যক্তি নয়। এ কথা শুনে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র শত্রু মিথ্যা বলেছে। উবায় ইব্‌ন কা'আব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, (একদা) মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, আমি। আল্লাহ্ তাঁর এ কথায় অসন্তুষ্ট হলেন। কেননা, তিনি এ কথাটি আল্লাহ্‌র দিকে নিসবত করেননি। আল্লাহ্ তাঁর উপর ওহী নাযিল করে বললেন, (হে মূসা!) দু-সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে আমার এক বান্দা আছে, সে তোমার চাইতে অধিক জ্ঞানী। মূসা (আ) বললেন, হে রব! আমি তাঁর কাছে কিভাবে যেতে পারি ? আল্লাহ্ বললেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হও। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই তার অনুসরণ করবে। মূসা (আ) রওয়ানা হলেন এবং তার সাথে ছিল তাঁর খাদেম ইউশা ইব্‌ন নূন। তারা মাছ সাথে নিলেন। তারা চলতে চলতে সমুদ্রের তীরে একটি বিশাল শিলাখণ্ডের কাছে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তারা বিশ্রামের জন্য থামলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মূসা (আ) শিলাখণ্ডের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। সুফিয়ান বলেন, আমর ইব্‌ন দীনার ছাড়া সকল বর্ণনাকারী বলেছেন, শিলাখণ্ডটির তলদেশে একটি ঝরনা ছিল, তাঁকে হায়াত বলা হত। কেননা, যে মৃতের ওপর তার পানি পড়ে, সে অমনি জীবিত হয়ে ওঠে। সে মাছটির ওপরও ঐ ঝরনার পানি পড়ল এবং সাথে সাথে সে লাফিয়ে উঠল। তারপর মাছটি বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। এরপরে মূসা (আ) যখন জেগে উঠলেন। "মূসা তাঁর খাদেমকে বললেন, 'আমাদের নাস্তা আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে স্থান সম্পর্কে তাঁকে বলা হয়েছিল সে স্থান অতিক্রম করার পর থেকেই তিনি ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। তাঁর খাদেম ইউশা ইব্‌ন নূন তাঁকে বললেন, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম ? বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে (সে স্থানে) প্রত্যাবর্তন করলেন। তারা সমুদ্রে মাছটির চলে যাওয়ার জায়গায় সুড়ঙ্গের মত দেখতে পেলেন, যা মূসা (আ)-এর সাথী যুবককে আশ্চর্যান্বিত করে দিল। যখন তাঁরা শিলাখণ্ডের কাছে পৌঁছলেন, সেখানে এ ব্যক্তিকে কাপড় আবৃত অবস্থায় দেখতে পেলেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের এলাকায় সালামের প্রথা কিভাবে এল ? মূসা (আ) বললেন, আমি মূসা। তিনি (খিযির (আ)) বললেন, বনী ইসরাঈলের মূসা (আ)? মূসা (আ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তারপর বললেন, "সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন- এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি? খিযির (আ) বললেন, হে মূসা ! তুমি আল্লাহ্ কর্তৃক যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছ, তা আমি (সম্পূর্ণভাবে) জানি

না। আর আমি আল্লাহ্‌র থেকে যে 'ইলম' লাভ করেছি তাও (সম্পূর্ণভাবে) তুমি জান না। মূসা (আ) বললেন, আমি আপনার অনুসরণ করব। খিযির (আ) বললেন, আচ্ছা তুমি যদি আমার অনুসরণ করই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না, যতক্ষণ না আমি সে বিষয়ে তোমাকে কিছু বলি। তারপর তাঁরা সমুদ্রের তীর দিয়ে চলতে লাগলেন। একটি নৌকা তাঁদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, নৌকার লোকেরা খিযির (আ)-কে দেখে চিনতে পারল। তারা বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদের নৌকায় উঠিয়ে নিল। তাঁরা নৌকায় আরোহণ করলেন। এ সময় একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার অগ্রভাগে বসলো। পাখিটি সমুদ্রে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। খিযির (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, তোমার, আমার ও সৃষ্টিজগতের জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় অতখানি, যতখানি এ চড়ুই পাখি তার ঠোঁট দিয়ে সমুদ্র থেকে পানি উঠাল। বর্ণনাকারী বলেন, মূসা (আ) স্থান পরিবর্তন করেননি।

খিযির (আ) অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছে করলেন। এমতাবস্থায় খিযির (আ) নৌকা বিদীর্ণ করে দিলেন। তখন মূসা (আ) তাঁকে বললেন, এরা আমাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে তাদের নৌকায় নিয়ে এল আর আপনি আরোহীদের নিমজ্জিত করার জন্য নৌকাটি বিদীর্ণ করে দিলেন। আপনি তো এক গর্হিত কাজ করেছেন। তারপর তাঁরা আবার চলতে লাগলেন (পথে) এবং দেখতে পেলেন যে, একটি বালক কতগুলো বালকের সাথে খেলা করছে। খিযির (আ) সে বালকটির শিরোশ্ছেদ করে দিলেন। মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন অপরাধ ছাড়াই ? আপনি তো এক গর্হিত কাজ কর ফেলেছেন। তিনি বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না? মূসা (আ) বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি, তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; আমার ওযরের চূড়ান্ত হয়েছে। তারপর তাঁরা উভয় চলতে লাগলেন। তাঁরা এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছলেন এবং তাদের কাছে খাদ্য চাইলেন, তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর সেখানে তাঁরা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল। বর্ণনাকারী হাতের ইশারায় দেখালেন যে, এভাবে খিযির (আ) পতনোন্মুখ প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মূসা (আ) খিযির (আ)-কে বললেন, আমরা যখন এ জনপদে প্রবেশ করছিলাম, তখন জনপদের অধিবাসীরা আমাদের মেহমানদারী করেনি এবং আমাদের খেতে দেয়নি। এ জন্য আপনি ইচ্ছা করলে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। খিযির (আ) বললেন, এখানেই তোমার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। যে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারনি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মূসা (আ) যদি আর একটু ধৈর্যধারণ করতেন তবে আমরা তাদের দু'জনের ঘটনাবলী সম্পর্কে আরও জানতে পারতাম। সাঈদ বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) "وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ" এর স্থানে "أَمَامَهُمْ مَلِكٌ" পড়তেন। অর্থ "তাদের সম্মুখে ছিল এক রাজা, যে বল প্রয়োগে সকল ভাল নৌকা ছিনিয়ে নিত। আর বালকটি ছিল কাফের।"

بَابُ قَوْلِهِ : قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ বল, আমি কি তোমাদের সংবাদ দিব কর্মে ক্ষতিগ্রস্তদের ?

৪৩৬৯ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ اَبِىْ : قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً ، هُمُ الْحَرُوْرِيَّةُ قَالَ لاَ هُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى ، اَمَّا الْيَهُوْدُ فَكَذَّبُوْا مُحَمَّدًا ﷺ وَاَمَّا النَّصَارٰى كَفَرُوْا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوْا لاَ طَعَامَ فِيْهَا وَلاَ شَرَابَ ، وَالْحَرُوْرِيَّةُ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيْهِمُ الْفَاسِقِيْنَ (اَلاٰيَةَ)

৪৩৬৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... মুসায়াব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে[১] জিজ্ঞেস করলাম, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً এ আয়াতে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা "হারুরী"[২] গ্রামের অধিবাসী। তিনি বললেন, না, তারা হল ইহুদী ও খৃস্টান। কেননা, ইহুদীরা মুহাম্মদ ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং খৃস্টানরা জান্নাতকে অস্বীকার করত এবং বলত, সেখানে কোন খাদ্য-পানীয় নেই। আর "হারুরীরা হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করার পরও তা ভঙ্গ করে। সা'দ তাদের বলতেন 'ফাসিক'।

بَابُ قَوْلُهُ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তারা এমন যারা অস্বীকার করে নিজেদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি এবং তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়।

٤٣٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهُ لَيَاتِى الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ . وَقَالَ اقْرَؤُا : فَلاَنُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا * وَعَنْ يَحْيٰى بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ مِثْلَهُ *

৪৩৭০ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন একজন খুব মোটা ব্যক্তি আসবে ; কিন্তু সে আল্লাহ্‌র নিকট মশার ডানার চেয়েও ক্ষুদ্র

১. সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্‌কাস।

২. কুফার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম। আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে 'খারিজী সম্প্রদায়ের' আন্দোলন এ গ্রাম থেকেই শুরু হয়।

হবে। তারপর তিনি বলেন, পাঠ করো, "কিয়ামতের দিন তাদের কাজের কোন গুরুত্ব রাখব না।[১] ইয়াহ্ইয়াহ ইব্‌ন বুকায়র (র) .... আবূ যিনাদ (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

سُوْرَةُ مَرْيَمَ

সূরা মরিয়ম

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَبْصِرْ بِهِمْ وَاَسْمِعْ . اللّٰهُ يَقُوْلُهُ وَهُمُ الْيَوْمَ لاَيَسْمَعُوْنَ وَلاَ يُبْصِرُوْنَ ، فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ يَعْنِيْ قَوْلَهُ اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ ، اَلْكُفَّارُ يَوْمَئِذٍ اَسْمَعُ شَيْءٍ وَاَبْصَرُهُ لاَرْجُمَنَّكَ لاَشْتِمَنَّكَ ، وَرِئْيًا ، مَنْظَرًا . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : تَؤُزُّهُمْ تُزْعِجُهُمْ اِلَى الْمَعَاصِيْ اِزْعَاجًا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اِدًّا عِوَجًا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وِرْدًا عِطَاشًا اَثَاثًا مَالاً ، اِدًّا قَوْلاً عَظِيْمًا ، رِكْزًا صَوْتًا عِتِيًا خُسْرَانًا ، بُكِيًا جَمَاعَةُ بَاكٍ ، صُلِيًا صَلِيَ يَصْلَى ، نَدِيًا وَالنَّادِيْ مَجْلِسًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَدَعْهُ *

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তারা আজ (দুনিয়ায়) কোন উপদেশ শুনছে না এবং কোন নিদর্শন দেখছে না এবং তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। অথচ কিয়ামতের দিন কাফিরেরা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে। لَاَرْجُمَنَّكَ আমি অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে বিচূর্ণ করে দিব। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ " لاَشْتِمَنَّكَ " অবশ্যই আমি তোমাকে গালি দিব। رِئْيًا দৃশ্য। ইব্‌ন উয়াইনা (র) বলেন, " تَؤُزُّهُمْ " শয়তান তাদের পাপের দিকে চরম ভাবে প্ররোচিত করছে। মুজাহিদ (র) বলেন, اِدًّا বক্রতা। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, وِرْدًا - তৃষ্ণার্ত। اَثَاثًا - মাল। اِدًّا কঠোর বাক্য। رِكْزًا ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ। "عِتِيًّا" অবাধ্য[২]। بُكِيًّا ক্রন্দনকারী একটি দল। "صُلِيًّا" (প্রবেশ করা)। صَلِيَ - يَصْلَى এর মাসদার। "نَدِيًّا" এবং اَلنَّادِيْ বৈঠক। মুজাহিদ (র) বলেন, فَلْيَمْدُدْ কাজেই সে যেন তা ছেড়ে দেয়।

---

১. পুণ্য মনে করে তারা যে সকল কর্ম করেছে, তাদের কোন ওযন থাকবে না। অর্থাৎ সেগুলো কোন কাজে আসবে না।

২. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ " اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا " যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য। ১৬ ঃ ৬৯

بَابُ قَوْلُهُ : وَانْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিন সম্বন্ধে।"...............

٤٣٧١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ اَمْلَحَ فَيُنَادِىْ مُنَادِيًا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا ؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ ، هٰذَا الْمَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَاٰهُ . ثُمَّ يُنَادِىْ يَا اَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ يَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا ؟ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ ، هٰذَا الْمَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَاٰهُ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ فَلاَمَوْتَ ، وَيَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ فَلاَمَوْتَ . ثُمَّ قَرَأَ: وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُوَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ وَهٰؤُلاَءِ فِىْ غَفْلَةٍ اَهْلُ الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ *

৪৩৭১ উমর ইব্ন হাফ্স ইব্ন গিয়াস (র) .... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকৃতিতে আনা হবে। তখন একজন সম্বোধনকারী ডাক দিয়ে বলবেন, হে জান্নাতবাসী ! তখন তাঁরা ঘাড় মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। সম্বোধনকারী বলবে, তোমরা কি একে চিন ? তারা বলবেন হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা প্রত্যেকেই তাকে দেখেছে। তারপর সম্বোধনকারী আবার ডেকে বলবেন, হে জাহান্নামবাসী ! জাহান্নামীরা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে, তখন সম্বোধনকারী বলবে তোমরা কি একে চিন ? তারা বলবে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা তারা প্রত্যেকেই তাকে দেখেছে। তারপর (সেটি) যবেহ করা হবে। আর ঘোষক বলবেন, হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে (এখানে) থাক। তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী ! চিরদিন (এখানে) থাক। তোমাদের আর মৃত্যু নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করলেন। اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُوَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ "তাদের সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে অথচ এখন তারা গাফিল, তারা অসতর্ক দুনিয়াবাসী-অবিশ্বাসী।"

بَابُ قَوْلِهِ : وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করব না (যা রয়েছে আমাদের সম্মুখে ও পেছনে।)

٤٣٧٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجِبْرِئِيْلَ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَزُوْرَنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا فَنَزَلَتْ : وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا *

৪৩৭২ আবূ নুয়াইম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার জিবরাঈলকে বললেন, আপনি আমার সঙ্গে যতবার সাক্ষাৎ করেন, তার চাইতে বেশি সাক্ষাৎ করতে আপনাকে কিসে বাধা দেয় ?[১] তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, "আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করব না, যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে।"

بَابُ قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "তুমি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই।"

٤٣٧٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابًا قَالَ جِئْتُ الْعَصَىَ ابْنَ وَائِلٍ السَّهْمِىَّ اَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِىْ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لاَ اُعْطِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقُلْتُ لاَ حَتّٰى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثُ ، قَالَ وَاِنِّىْ لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوْثٌ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ اِنَّ لِىْ هُنَاكَ مَالاً وَّوَلَدًا فَاَقْضِيْكَهُ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا ، رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ وَشُعْبَةُ وَحَفْصٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ *

৪৩৭৩ হুমায়দী (র) .... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (খাব্বাব) বলেন, আমি আস ইব্ন ওয়ায়েল সাহ্মীর নিকট গেলাম ; তার কাছে আমার কিছু

১. কিছু কালের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহী বন্ধ ছিল। এতে রাসূল (সা) খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরে জিবরাঈল (আ) উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করেন।

পাওনা ছিল, তা আদায় করার জন্য। আস ইব্‌ন ওয়ায়েল বলল, আমি তোমার প্রাপ্য তোমাকে দিব না, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদের প্রতি অবিশ্বাস না কর।[১] তখন আমি বললাম, না, এমনকি তুমি মরে গিয়ে আবার জীবিত হয়ে আসলেও তা হওয়ার নয়। আস ইব্‌ন ওয়ায়েল বলল, আমি কি মরে যাবার পরে আবার জীবিত হব ? আমি বললাম, হ্যাঁ। আস ইব্‌ন ওয়ায়েল বলল, নিশ্চয়ই তথায়ও আমার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি থাকবে, তা থেকে আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ 'তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই।"

এ হাদীসখানা সাওরী (র) .... আ'মাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

بَابُ قَوْلُهُ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدِ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا قَالَ مَوْثِقًا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ? عهد অর্থ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি।

٤٣٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ ابْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ سَيْفًا فَجِئْتُ اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَاُعْطِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قُلْتُ لاَاَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صلعم حَتّٰى يُمِيْتَكَ اللّٰهُ ثُمَّ يُحْيِيْكَ قَالَ اِذَا اَمَاتَنِى اللّٰهُ ثُمَّ بَعَثَنِى وَلِىْ مَالٌ وَّوَلَدٌ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا قَالَ مَوْثِقًا لَمْ يَقُلِ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ سَيْفًا وَلاَ مَوْثِقًا

৪৩৭৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) .... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় থাকাকালে কর্মকারের কাজ করতাম। এ সময় আস্ ইব্‌ন ওয়ায়েলকে একখানা তরবারি বানিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর একদিন আমার সে (তরবারির) পাওনার তাগাদায় তাঁর নিকট আসলাম। সে বলল, মুহাম্মদকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত তোমার পাওনা দেব না। আমি বললাম, মুহাম্মদকে অস্বীকার করব না। এমনকি আল্লাহ্ তোমাকে মৃত্যু দিবার পর তোমাকে পুনরায় জীবিত করা পর্যন্ত। সে বলল, আল্লাহ্ যখন আমাকে মৃত্যুর পরে আবার জীবিত করবেন, তখন আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও থাকবে। (সেখানে তোমার পাওনা দিয়ে দিব) এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ 'তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। সে কে অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ? রাবী বলেন, عهد

১. অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-কে নবী হিসেবে অস্বীকার করা।

এর অর্থ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। আশ্‌জায়ী (র) সুফিয়ান থেকে বর্ণনার মধ্যে سَيْفًا (তরবারি) শব্দ এবং مَوْثِقًا(প্রতিশ্রুতি) শব্দ উল্লেখ করেননি।

بَابُ قَوْلُهُ كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "কখনই নয়, তারা যা বলে, আমি তা অনতিবিলম্বে লিখে রাখব এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।"

٤٣٧٥ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الضُّحٰى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِىْ دَيْنٌ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ فَاَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ اُعْطِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَكْفُرُ حَتّٰى يُمِيْتَكَ اللّٰهُ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ فَذَرْنِىْ حَتّٰى اَمُوْتَ ثُمَّ اُبْعَثَ فَسَوْفَ اُوْتٰى مَالاً وَوَلَدًا فَاَقْضِيْكَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا *

৪৩৭৫ বিশর ইব্‌ন খালিদ (র) .... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে কর্মকার ছিলাম। সে সময় আস ইব্‌ন ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি পাওনা তাগাদা করতে তার কাছে আসলে সে বলল, আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার কর। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি অস্বীকার করব না। এমনকি আল্লাহ্ তোমাকে মেরে ফেলার পর আবার তোমাকে জীবিত করার পরেও নহে। বলল, তাহলে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও আমি মরে আবার জীবিত হয়ে ওঠা পর্যন্ত। তখন তো আমাকে সম্পদ-সন্তান দেয়া হবে। তখন তোমাকে পরিশোধ করে দেব। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই।

بَابُ قَوْلِهِ : عَزَّ وَجَلَّ : وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْجِبَالُ هَدًّا هَدْمًا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ সে যে বিষয়ের কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, الْجِبَالُ هَدًّا -এর অর্থ, পহাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

٤٣٧٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى

عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا وَكَانَ لِىْ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَاَتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِىْ لاَ اَقْضِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ، قَالَ قُلْتُ لَنْ اَكْفُرَبِهِ حَتّٰى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ ، قَالَ وَاِنِّىْ لَمَبْعُوْثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ اَقْضِيْكَ اِذَا رَجَعْتُ اِلٰى مَالٍ وَوَلَدٍ قَالَ فَنَزَلَتْ اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا . اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا *

৪৩৭৬ ইয়াহ্ইয়া (র) .... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম এবং আস ইব্ন ওয়ায়েলের নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি তার তাগাদা দিতে তার কাছে আসলাম। সে বলল, আমি তোমাকে পরিশোধ করব না, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করবে। তিনি (খাব্বাব) বললেন, আমি কখনও তাঁকে অস্বীকার করব না, এমনকি তুমি মরার পরে জীবিত হওয়া পর্যন্তও না। আস্ বলল, আমি যখন মৃত্যুর পরে আবার জীবিত হব তখন অবিলম্বে আমি সম্পদ ও সন্তানের দিকে প্রত্যাবর্তন করব এবং তোমাকে পরিশোধ করে দেব। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।

"তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে, অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ? কখনই না ; সে যা বলে অবিলম্বে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। সে যে বিষয়ের কথা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা।"

سُوْرَةُ طٰهٰ

সূরা তাহা

قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ بِالنَّبَطِيَّةِ طٰهَ يَا رَجُلُ ، يُقَالُ كُلُّ مَالَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ اَوْفِيْهِ تَمْتَمَةٌ اَوْ فَافَاةٌ فَهِىَ عُقْدَةٌ ، اَزْرِىْ ظَهْرِىْ ، فَيُسْحِتَكُمْ يُهْلِكَكُمْ ، الْمُثْلَى تَانِيْثُ الْاَمْثَلِ ، يَقُوْلُ بِدِيْنِكُمْ ، يُقَالُ خُذِ الْمُثْلٰى خُذِ الْاَمْثَلَ ،

ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا يُقَالُ هَلْ اَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ يَعْنِى الْمُصَلّٰى الَّذِىْ يُصَلّٰى فِيْهِ ، فَاَوْجَسَ اَضْمَرَ خَوْفًا فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ خِيْفَةً لَكَسْرَةِ الْخَاءِ ، فِىْ جُذُوْعِ اَىْ عَلٰى جُذُوْعِ ، خَطْبُكَ بَالُكَ ، مِسَاسَ مَصْدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا ، لَنَنْسِفَنَّهُ لَنُذَرِّيَنَّهُ ، قَاعًا يَعْلُوْهُ الْمَاءُ ، وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِىْ مِنَ الْاَرْضِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ ، الْحُلِىُّ الَّذِىْ اسْتَعَارُوْا مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ ، فَقَذَفْتُهَا فَاَلْقَيْتُهَا ، اَلْقَى صَنَعَ ، فَنَسِىَ مُوْسٰى هُمْ يَقُوْلُوْنَهُ اَخْطَاَ الرَّبَّ ، لاَ يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلاً الْعِجْلُ ، هَمْسًا حِسَّ الْاَقْدَامِ ، حَشَرْتَنِى اَعْمٰى عَنْ حُجَّتِىْ ، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا فِىْ الدُّنْيَا . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : اَمْثَلُهُمْ اَعْدَلُهُمْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَضْمًا لاَيُظْلَمُ فَيُهْضَمُ مِنْ حَسَنَاتِهِ عِوَجًا وَادِيًا ، اَمْتًا رَابِيَةً ، سِيْرَتَهَا حَالَتَهَا الْاُوْلٰى ، النُّهٰى النُّقَى ، ضَنْكًا الشَّقَاءُ ، هَوٰى شَقِىَ ، الْمُقَدَّسِ الْمُبَارَكِ ، طُوًى اسْمُ الْوَادِىْ ، بِمِلْكِنَا بِاَمْرِنَا ، مَكَانًا سُوًى مَنْصَفٌ بَيْنَهُمْ ، يَبَسًا يَابِسًا ، عَلٰى قَدَرٍ مَوْعِدٍ ، لاَتَنِيَا تَضْعُفَا *

ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, নাবতী ভাষায় "طٰهٰ" এর অর্থ يَارَجُلُ , হে ব্যক্তি! যে সকল ব্যক্তি কোন অক্ষর স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে না অথবা 'তা' অথবা 'ফা' উচ্চারণে তুতলিয়ে যায়, তাকে "عقده" বলা হয়। اَزْرِىْ আমার পিঠ। "فَيُسْحِتُكُمْ" সে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। اَلْمُثْلٰى এটা الاَمْثَلُ -এর স্ত্রীলিঙ্গ। বলা হয়, "خُذِالْمُثْلٰى -خُذِالاَمْثَلَ" উত্তম পন্থা অবলম্বন কর ثم اتواصفًا । এরপর তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও। বলা হয়, "তুমি কি আজ সারিতে এসেছ ?" অর্থাৎ সালাতের নির্ধারিত জায়গায় যেখানে সালাত আদায় করা হয়। فَاَوْجَسَ তিনি অন্তরে গোপন করলেন। خِيْفَةً মূলে خَوْفًا ছিল। অক্ষরটি 'কাস্‌রার' কারণে "وَاوْ" টি "يَاء" দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। فِىْ جُذُوْعِ (খেজুর বৃক্ষের) কাণ্ডের উপরে। خَطْبُكَ তোমার ব্যাপার। مِسَاس -স্পর্শ করা) শব্দটি مَاسَّهُ -مِسَاسًا এর মাসদার لَنَنْسِفَنَّهُ - অবশ্যই আমি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বিক্ষিপ্ত করব। قَاعًا এমন জায়গা যার ওপর দিয়ে পানি চলে যায়। اَلصَّفْصَفُ সমতল ভূমি। মুজাহিদ (র) বলেন, "مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ" অর্থাৎ সে সব অলংকার, যা তারা ফিরআওনের

বংশধর হতে ধার করে এনেছিল। فَقَذَفْتُهَا আমি তা নিক্ষেপ করলাম। اَلْقٰى সে তৈরি করল। فَنَسِىَ অর্থাৎ মূসা (আ) ভুলে গিয়েছেন। তারা বলতে লাগল, তিনি রবকে চিনতে ভুল করেছেন। "لاَيَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلاً" অর্থাৎ গো বৎস তাদের কথার উত্তর দিতে পারে না। هَمْسًا পদধ্বনি। حَشَرْتَنِى اَعْمٰى আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে আমার প্রমাণাদি থেকে। كُنْتُ بَصِيْرًا আমার তো দুনিয়ায় চক্ষু ছিল। ইব্‌ন উয়াইনা বলেন, "اَمْثَلُهُمْ" (জ্ঞানী ব্যক্তি) অর্থাৎ তাদের মধ্যে মধ্যম পন্থী। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, هَضْمًا -এর অর্থ, অবিচার করা হবে না যাতে তার পুণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। عِوَجًا বক্রতা, উপত্যকা اَمْتًا উঁচু ভূমি, টিলা। سِيْرَتَهَا তার অবস্থা। النُّهٰى সংযমী, পরহিজগার। ضَنْكًا দুর্ভাগ্য। هَوٰى দুর্ভাগা হওয়া। الْمُقَدَّس বরকতময় طُوًى একটি উপত্যকার নাম। بِمَلْكِنَا আমাদের নির্দেশে। مَكَانٌ – سُوًى তাদের মধ্যবর্তী স্থান। يَبَسًا শুষ্ক। عَلٰى قَدَرٍ প্রতিশ্রুত সময়ে لاَتَنِيَا তোমরা উভয়ে দুর্বল হয়ো না।

بَابُ قَوْلُهُ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছি।"

٤٣٧٧ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْتَقٰى اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى لِاٰدَمَ اَنْتَ الَّذِىْ اَشْقَيْتَ النَّاسَ وَاَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالَ لَهُ اٰدَمُ اَنْتَ الَّذِىْ اِصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهٖ ، وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهٖ ، وَاَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَوَجَدْتَّهَا كُتِبَ عَلَىَّ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِىْ ، قَالَ نَعَمْ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى اَلْيَمُّ الْبَحْرُ *

৪৩৭৭ সাল্‌ত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আদম (আ) ও মূসা (আ) মিলিত হলেন। মূসা (আ) আদম (আ)-কে বললেন, আপনি তো সে ব্যক্তি, মানব জাতিকে কষ্টের মধ্যে ফেলেছেন এবং তাদের জান্নাত থেকে বহিষ্কার করিয়েছেন ? আদম (আ) তাঁকে বললেন, আপনি তো সে ব্যক্তি, আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রিসালাতের জন্য মনোনীত করে নিয়েছেন, এবং বাছাই করেছেন আপনাকে নিজের জন্য এবং আপনার ওপর তাওরাত নাযিল করেছেন? মূসা (আ) বললেন, হ্যাঁ। আদম (আ) বললেন, আপনি তাতে অবশ্যই পেয়েছেন যে, আমার সৃষ্টির আগেই আল্লাহ্ তা'আলা তা আমার জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। মূসা (আ) বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এভাবে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হলেন। اَلْيَمُّ সমুদ্র।

بَابُ قَوْلُهُ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لاَتَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشٰى فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আমি অবশ্যই মূসার প্রতি ওহী নাযিল করেছিলাম এ মর্মে ; আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রজনীতে বের হও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুকনো পথ বের করে নাও। পশ্চাৎ থেকে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এ আশংকা করো না এবং ভয় করো না। তারপর ফিরআউন তার সেনাবাহিনীসহ তাদের পেছনে ধাওয়া করল। আর সমুদ্র তাদের সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করল। আর ফিরআউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ দেখায় নি।"

٤٣٧٨ حَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَالْيَهُوْدُ تَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَسَاَلَهُمْ فَقَالُوْا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ ظَهَرَ فِيْهِ مُوْسٰى عَلٰى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَحْنُ اَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْهُمْ فَصُوْمُوْهُ ٭

৪৩৭৮ ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় এলেন, তখন ইহুদীরা আশুরার দিন সওম পালন করত। তিনি তাদের (সওমের কারণ) জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, এ দিনে মূসা (আ) ফিরআউনের ওপর জয় লাভ করেছিলেন। তখন নবী বললেন, আমরাই তো তাদের চাইতে মূসা (আ)-এর নিকটবর্তী। এরপর (মুসলিমদের নির্দেশ দিলেন) তোমরা এ দিন সিয়াম পালন কর।

بَابُ قَوْلُهُ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى "সে যেন কিছুতেই তোমাদের জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, যাতে তোমরা কষ্টে পতিত হও।"

٤٣٧٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ النَّجَّارِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ حَاجَّ مُوْسٰى اٰدَمَ فَقَالَ لَهُ اَنْتَ الَّذِىْ اَخْرَجْتَ

النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَاَشْقَيْتَهُمْ قَالَ قَالَ اٰدَمُ يَامُوْسٰى اَنْتَ الَّذِىْ اَصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ ، اَتَلُوْمُنِى عَلٰى اَمْرٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَىَّ ، قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِىْ اَوْ قَدَّرَهُ عَلَىَّ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى *

৪৩৭৯ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মূসা (আ) আদম (আ)-এর সঙ্গে যুক্তি উত্থাপন করে বললেন, আপনি তো সে ব্যক্তি, আপনার গুনাহ্ দ্বারা মানব জাতিকে জান্নাত থেকে বের করেছেন এবং তাদের দুঃখ-কষ্টে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আদম (আ) বললেন, হে মূসা (আ) ! আপনি তো সে ব্যক্তি, আল্লাহ্ পাক আপনাকে রিসালতের দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য মনোনীত করেছেন। তবুও কি আপনি আমাকে এমন বিষয়ের জন্য ভর্ৎসনা করবেন, যা আল্লাহ্ আমার সৃষ্টির আগেই আমার সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, অথবা বললেন, আমার সৃষ্টির পূর্বেই তা আমার সম্পর্কে নির্ধারণ করে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, এ (যুক্তির মাধ্যমে) আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হলেন।

سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاءِ

সূরা আম্বিয়া

٤٣٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَنِىْ اِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفُ وَمَرْيَمُ وَطٰهٰ وَالْاَنْبِيَاءُ هُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْاُوَلِ وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِىْ وَقَالَ قَتَادَةُ جُذَاذًا قَطَّعَهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ فِىْ فَلَكٍ مِثْلُ فَلْكَةِ الْمِغْزَلِ ، يَسْبَحُوْنَ يَدُوْرُوْنَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَفَشَتْ رَعَتْ ، يُصْحَبُوْنَ يُمْنَعُوْنَ ، اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ، قَالَ دِيْنُكُمْ دِيْنٌ وَاحِدٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ : حَصَبُ حَطَبُ بِالْحَبَشِيَّةِ . وَقَالَ غَيْرُهُ اَحَسُّوْا تَوَقَّعُوْهُ مِنْ

اَحْسَسْتُ خَامِدِيْنَ هَامِدِيْنَ ، حَصِيْدٌ مُسْتَأْصَلٌ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ ، لاَ يَسْتَحْسِرُوْنَ لاَ يُعْيُوْنَ ، وَمِنْهُ حَسِيْرٌ وَحَسَرْتُ بَعِيْرِيْ ، عَمِيْقٌ بَعِيْدٌ ، نُكِّسُوْا رُدُّوْا ، صَنْعَةَ لَبُوْسٍ الدُّرُوْعُ ، تَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ اِخْتَلَفُوْا ، اَلْحَسِيْسُ وَالْحِسُّ وَالْجَرْسُ وَالْهَمْسُ وَاحِدٌ ، وَهُوَ مِنَ الصَّوْتِ الْخَفِيِّ ، آذَنَّاكَ ، اَعْلَمْنَاكَ ، آذَنْتُكُمْ اِذَا اَعْلَمْتَهُ فَاَنْتَ وَهُوَ عَلٰى سَوَاءٍ لَمْ تَغْدِرْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ تُفْهَمُوْنَ ، اِرْتَضٰى رَضِيَ التَّمَاثِيْلُ الْاَصْنَامُ ، السِّجِلُّ الصَّحِيْفَةُ *

৪৩৮০ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বনী ইসরাঈল, কাহ্ফ, মরিয়ম, 'তাহা' এবং 'আম্বিয়া' প্রথমে অবতীর্ণ অতি উত্তম সূরা। এগুলো আমার পুরনো রক্ষিত সম্পদ। কাতাদা (র) বলেন, "جُذَاذًا" অর্থ টুক্‌রা টুক্‌রা করা। হাসান বলেন "فِى فَلَكٍ" "(কক্ষ পথ) সূতা কাটার চরকির মত। يَسْبَحُوْنَ ঘুরছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "نَفَشَتْ" মানে চরে খেয়েছিল। يُصْحَبُوْنَ বাধা দেয়া হবে। "اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً" অর্থাৎ তোমাদের দীন একই দীন। ইকরামা বলেন , "حَصَبُ" অর্থ, হাবশী ভাষায় জ্বালানি কাঠ। অন্যরা বলেন, "اَحَسُّوْا" অর্থ তারা আঁচ করেছিল। আর এ শব্দটি "اَحْسَسْتُ" থেকে উদ্ভূত। خَامِدِيْنَ নির্বাপিত। حَصِيْدٌ - কর্তিত শস্য। শব্দটি একবচন, দ্বিবচন, বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়। لاَيَسْتَحْسِرُوْنَ ক্লান্তিবোধ করে না। এর থেকে উদ্ভূত حَسِيْرٌ-"حَسَرْتُ بَعِيْرِىْ" আমি আমার উটকে ক্লান্ত করে দিয়েছি। عَمِيْقٌ অর্থ দূরত্ব। "نُكِّسُوْا" উল্টিয়ে দেয়া হয়েছে। صَنْعَةَ لَبُوْسٍ অর্থাৎ বর্মাদি। "تَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ" অর্থ তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। اَلْحَسِيْسُ ؛ الحِسُّ ؛ الْجَرْسُ اَلْهَمْسُ এগুলোর একই অর্থ– মৃদু আওয়াজ। اٰذَنَّاكَ আমি তোমাকে জানিয়েছি। اٰذَنْتُكُمْ যখন তুমি তাকে জানিয়ে দিলে তখন তুমি আর সে একই পর্যায়ের। তুমি চুক্তি ভঙ্গ করলে না। মুজাহিদ (র) বলেন, لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের বুঝিয়ে দেয়া হবে। اِرْتَضٰى সে সম্মত হল। التَّمَاثِيْلُ মূর্তিসমূহ। السِّجِلُّ লিপিবদ্ধ কাগজ।

بَابُ قَوْلُهُ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ كَانَ بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ "যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম।

٤٣٨١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ شَيْخٌ مِنَ النَّخَعِ عَنْ سَعِيْدِ ابْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ، كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ . ثُمَّ اِنَّ اَوَّلَ مَنْ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ اَلاَ اِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ اُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُبِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اَصْحَابِيْ فَيُقَالُ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ ، فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ اِلٰى قَوْلِهِ شَهِيْدٌ . فَيُقَالُ اِنَّ هٰؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ *

৪৩৮১ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ভাষণে বলেন, কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সামনে বিবস্ত্র এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত হবে। (এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন) كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ "যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; আমার উপর এ ওয়াদা রইল; অবশ্যই আমি তা কার্যকর করব।" এরপর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পোশাক পরিধান করানো হবে ইব্রাহীম (আ)-কে। জেনে রাখ, আমার উম্মতের মধ্য থেকে বহু লোককে উপস্থিত করা হবে। এরপর তাদের ধরে বাম (জাহান্নামের) দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, হে রব। এরা তো আমার সঙ্গী-সাথী (উম্মত)। এরপর বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার পরে ওরা নতুন কাজে (ইসলামের মধ্যে) (বিদ'আত) লিপ্ত হয়েছে। তখন আমি সে কথা বলব, যেমন আল্লাহ্‌র নেক বান্দা (ঈসা (আ) বলেছিলেন ঃ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٍ "যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী ; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের প্রত্যক্ষকারী এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী।" এরপর বলা হবে, তুমি এদের কাছ থেকে চলে আসার পর এরা মুরতাদ হতে চলেছে।

سُورَةُ الْحَجِّ

সূরা হাজ্জ

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : الْمُخْبِتِيْنَ الْمُطْمَئِنِّيْنَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْ أُمْنِيَّتِهِ إِذَا حَدَّثَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِيْ حَدِيْثِهِ يَبْطُلُ اللّٰهُ مَا يُلْقِيْ الشَّيْطَانُ وَيُحْكِمُ أَيَاتِهِ . وَيُقَالُ أُمْنِيَّتُهُ قِرَائَتُهُ الاَّ اَمَانِيَّ يَقْرَؤُنَ وَلاَ يَكْتُبُوْنَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَشِيْدٌ بِالْقَصَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ يَسْطُوْنَ يَفْرُطُوْنَ مِنَ السَّطْوَةِ وَيُقَالُ يَسْطُوْنَ يَبْطُشُوْنَ وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ أُلْهِمُوْا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِسَبَبٍ بِحَبْلٍ اِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ تَذْهَلُ تُشْغَلُ .

ইব্‌ন উয়াইনা (র) বলেন اَلْمُخْبِتِيْنَ বিনয়ী, শান্তিপ্রাপ্ত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, فِيْ أُمْنِيَّتِهِ অর্থাৎ যখন তিনি কোন কথা বলেন, তখন শয়তান তাঁর কথার সাথে নিজের কথা মিলিয়ে দেয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের সে মিলানো কথা মিটিয়ে দিয়ে তাঁর আয়াতকে সুদৃঢ় করেন। কেউ কেউ বলেন, "أُمْنِيَّتِهِ" অর্থাৎ তার কিরাআত (পাঠ) الاَّ اَمَانِيَّ। তাঁরা পড়তে জানতেন লিখতে জানতেন না। মুজাহিদ (র) বলেন, "مَشِيْدٌ" অর্থাৎ চুন-সুরকি দ্বারা দৃঢ় নির্মিত। অন্যরা বলেন, يَسْطُوْنَ অর্থাৎ বাড়াবাড়ি করে। এটি سَطْوَةٌ থেকে উদ্ভূত। বলা হয় "يَسْطُوْنَ" অর্থাৎ মজবুত করে ধরে। "وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ" অর্থাৎ তাদের অন্তরে পবিত্র বাক্য[১] ঢেলে দেয়া হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, "بِسَبَبٍ" রজ্জু দ্বারা যা ঘরের ছাদের দিকে। تَذْهَلُ তুমি বিস্মৃত হবে।

بَابٌ قَوْلُهُ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَتَرَ النَّاسَ سُكَارٰى "এবং মানুষকে দেখবে মাতাল।"

٤٣٨٢ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا اٰدَمُ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ،

১. পবিত্র বাক্য দ্বারা 'কালেমায়ে তাওহীদ' অথবা 'কুরআন'কে বোঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, এর দ্বারা 'ইসলাম'কে বোঝানো হয়েছে।

فَيُنَادَى بِصَوْتٍ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكَ اَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا اِلَى النَّارِ، قَالَ يَارَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارُ ؟ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ اَرَاهُ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَحِيْنَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيْبُ الْوَلِيْدُ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ . فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى النَّاسِ حَتّٰى تَغَيَّرَتْ وُجُوْهُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ يَاجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ، ثُمَّ اَنْتُمْ فِى النَّاسِ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِيْ جَنْبِ الثَّوْرِ الْاَبْيَضِ اَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جَنْبِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ . وَاِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، وَقَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ : تَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى . وَقَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ ، وَقَالَ جَرِيْرٌ وَعِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ : سَكْرٰى وَمَا هُمْ بِسَكْرٰى *

৪৩৮২ উমর ইব্ন হাফ্স (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে আদম! তিনি বলবেন, হে রব! আমার সৌভাগ্য, আমি হাজির। তারপর তাকে উচ্চস্বরে ডেকে বলা হবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমার বংশধর থেকে একদলকে বের করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে আস। আদম (আ) বলবে, হে রব, জাহান্নামের দলের পরিমাণ কি ? বলবে, প্রতি হাজার থেকে আমার ধারণা যে, বললেন, নয়শত নিরান্নব্বই, এ সময় গর্ভবতী মহিলা গর্ভপাত করবে শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং তুমি মানুষকে দেখবে মাতাল; অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন। (পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন) ঃ এ কথা লোকদের কাছে ভয়ানক মনে হল, এমনকি তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এরপর নবী ﷺ বললেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন তো ইয়াজুজ-মাজূজ থেকে নেয়া হবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন। আবার মানবকুলের মধ্যে তোমাদের তুলনা হবে যেমন, সাদা গরুর পার্শ্ব মধ্যে যেন একটি কালো পশম অথবা কালো গরুর পার্শ্বে যেন একটি সাদা পশম। আমি অবশ্য আশা রাখি যে, জান্নাতবাসীদের মধ্যে তোমরাই হবে এক-চতুর্থাংশ। (রাবী বলেন) আমরা সবাই খুশীতে বলে উঠলাম, 'আল্লাহু আকবর'। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ। আমরা বলে উঠলাম, 'আল্লাহু আকবর'। তারপর তিনি বললেন, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের

অর্ধেক। আমরা বলে উঠলাম, 'আল্লাহু আকবর'। আমাশ থেকে উসামার বর্ণনায় রয়েছে "تَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى" এবং তিনি (সন্দেহাতীতভাবে) বলেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। জারীর, ঈসা, ইব্‌ন ইউনুস ও আবূ মুআবিয়ার বর্ণনায় سَكْرٰى এবং "وَمَا هُمْ بِسَكْارٰى" রয়েছে।

بَابٌ قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ شَكٍّ فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرُنِ اطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ، اِلٰى قَوْلِهِ : ذٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيْدُ اَتْرَفْنَاهُمْ وَسَّعْنَاهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে দ্বিধার সাথে।" حَرْفٍ অর্থ দ্বিধা।

فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ .... ذٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيْدُ যখন "তার কল্যাণ হয় তখন তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং যখন কোন বিপর্যয় ঘটে তখন সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে ও আখিরাতে" .... এ হল চরম বিভ্রান্তি–বাক্য পর্যন্ত। "اَتْرَفْنَاهُمْ" অর্থ আমি তাদের প্রশস্ততা দান করলাম।

٤٣٨٣ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْمَدِيْنَةَ فَاِنْ وَلَدَتِ امْرَاَتُهُ غُلَامًا وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ قَالَ هٰذَا دِيْنٌ صَالِحٌ وَاِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ ، قَالَ هٰذَا دِيْنُ سُوْءٍ *

৪৩৮৩ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হারিস (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ সম্পর্কে বলেন, কোন ব্যক্তি মদীনায় আসার পর যদি তার স্ত্রী পুত্র-সন্তান প্রসব করত এবং তার ঘোড়ায় বাচ্চা দিত, তখন বলত এ দীন ভাল। আর যদি তার স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তান না হত এবং তার ঘোড়াও বাচ্চা না দিত, তখন বলত, এ ধর্ম খারাপ।

بَابٌ قَوْلُهُ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ "এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে বিতর্ক করছে।"

٤٣٨٤ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّهُ كَانَ يُقْسِمُ فِيْهَا اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فِىْ حَمْزَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَعُتْبَةَ وَصَاحِبَيْهِ يَوْمَ بَرَزُوْا فِىْ يَوْمِ بَدْرٍ . رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ وَقَالَ عُثْمَانُ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ قَوْلَهُ ‌*

৪৩৮৪ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিন্‌হাল (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত সম্পর্কে কসম খেয়ে বলেন, এ আয়াত هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ (এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ। তারা তাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে বিতর্ক করে)। হামযা এবং তাঁর দু'সঙ্গী এবং উত্‌বা ও তার দু'সঙ্গীর ব্যাপারে, নাযিল হয়েছে, যেদিন তারা বদরের যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সঙ্গে মুকাবিলা করেছিল। সুফিয়ান আবূ হাশিম সূত্রে এবং উসমান. .... এ বক্তব্যটি আবূ মিজলাযের উক্তি হিসাবে বর্ণনা করেন।

٤٣٨٥ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اَنَا اَوَّلُ مَنْ يَجْثُوْ بَيْنَ يَدَىِ الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُوْمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَيْسٌ وَفِيْهِمْ نَزَلَتْ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ بَارَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ عَلِىٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ ‌*

৪৩৮৫ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিন্‌হাল (র) .... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমিই সর্বপ্রথম কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হয়ে নালিশ নিয়ে দাঁড়াব। কায়েস বলেন, এ ব্যাপারেই هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন. এরাই বদরের যুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিপক্ষের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ আলী, হামযা ও উবায়দা, শায়বা ইব্‌ন রাবীয়া, উতবা ইব্‌ন রাবীয়া এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উত্‌বা।

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ

সূরা মু'মিনীন

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : سَبْعَ طَرَائِقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ ، لَهَا سَابِقُوْنَ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ خَائِفِيْنَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ بَعِيْدٌ بَعِيْدٌ ، فَاسْئَالِ الْعَادِّيْنَ الْمَلاَئِكَةَ ، لَنَا كِبُوْنَ لَعَادِلُوْنَ ، كَالِحُوْنَ عَابِسُوْنَ ، مِنْ سُلاَلَةِ الْوَلَدُ وَالنُّطْفَةُ السُّلاَلَةُ ، وَالْجِنَّةُ وَالْجُنُوْنُ وَاحِدٌ ، وَالْغُثَاءُ الزُّبَدُ وَمَا ارْتَفَعَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ *

ইব্ন উয়াইনা বলেন, سَبْعَ طَرَائِقَ এর অর্থ সপ্তাকাশ। لَهَا سَابِقُوْنَ সৌভাগ্য তাদের ওপর অগ্রগামী। قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ তাদের অন্তর সব সময় ভীত ও সন্ত্রস্ত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ বহুদূর, বহুদূর। فَاسْئَلِ الْعَادِّيْنَ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করুন। لَنَا كِبُوْنَ তারা (সরল পথ থেকে) বিচ্যুত। كَالِحُوْنَ বীভৎস হয়ে যাবে। مِنْ سُلاَلَةَ সন্তান। نُطْفَةٌ নির্গত বীর্য। وَالْجِنَّةُ وَالْجُنُوْنُ এ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত (উন্মাদ)। وَالْغُثَاءُ অর্থ, ফেনা, যা পানির ওপরে ভাসে এবং তা কোন উপকারে আসে না।

سُوْرَةُ النُّوْرِ

সূরা নূর

مِنْ خِلاَلِهِ مِنْ بَيْنِ اَضْعَافِ السَّحَابِ ، سَنَا بَرْقِهِ الضِّيَاءُ مُذْعِنِيْنَ يُقَالُ لِلْمُسْتَخْذِيْ مُذْعِنٌ ، اَشْتَاتًا وَشَتّٰى وَشَتَاتٌ وَشَتٌّ وَاحِدٌ . وَقَالَ سَعْدِبْنُ عَيَّاضٍ الثُّمَالِى الْمِشْكٰوةُ الْكَوَّةُ بِلِسَانِ الْحَبْشَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سُوْرَةٌ اَنْزَلْنَاهَا بَيَّنَّاهَا . وَقَالَ غَيْرُهُ سُمِّىَ الْقُرْاٰنُ لِجَمَاعَةِ

السُّوْرِ وَسُمِّيَتِ السُّوْرَةُ لاَنَّهَا مَقْطُوْعَةٌ مِنَ الْاُخْرٰى ، فَلَمَّا قُرِنَ بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ سُمِّى قُرْاٰنًا . وَقَوْلُهُ تَعَالٰى : اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ تَالِيْفَ بَعْضِهِ اِلٰى بَعْضٍ فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ فَاِذَا جَمَعْنَاهُ وَاَلَّفْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ اَىْ مَا جُمِعَ فِيْهِ فَاعْمَلْ بِمَا اَمَرَكَ وَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللّٰهُ . وَيُقَالُ لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْاٰنٌ اَىْ تَالِيْفٌ وَسُمِّىَ الْفُرْقَانُ لاَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ . وَيُقَالُ لِلْمَرْاَةِ مَاقَرَاَتْ بِسَلاً قَطُّ اَىْ لَمْ تَجْمَعْ فِىْ بَطْنِهَا وَلَدًا وَقَالَ فَرَّضْنَا هَا اَنْزَلْنَا فِيْهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً ، وَمَنْ قَرَاَ فَرَضْنَاهَا يَقُوْلُ فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ وَعَلٰى مَنْ بَعْدَكُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ : اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا لَمْ يَدْرُوْا لِمَا بِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ *

مِنْ خِلاَلِهِ মেঘমালার মাঝ থেকে। বিদ্যুতের আলো। سَنَابَرْقِهِ বিনীত হওয়া। مُذْعِنِيْنَ বিনীত হওয়া। বিনয়ী ব্যক্তিকে مُذْعِنٌ বলা হয়। اَشْتَاتًا (দলে দলে) شَتٌّ – شَتّٰى – و – شَتَاتٌ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সা'দ ইব্ন আয়ায সুমালী বলেন, الْمِشْكٰوةُ হাবশী ভাষায় 'তাক'। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا" (এমন একটি সূরা) যার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আমি প্রদান করেছি। অন্য থেকে বর্ণিত, সূরার সমষ্টিকে কুরআন নাম দেয়া হয়েছে। সূরার নামকরণ করা হয়েছে একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন বলে। তারপর যখন পরস্পরকে মিলানো হয়, তখন তাকে 'কুরআন' বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ" এর এক অংশকে অন্য অংশের সাথে সংযোজিত করা। "فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ" তারপর যখন আমি তাকে একত্রিত করি ও সংযোজন করে দেই তখন তুমি অনুসরণ করবে সে কুরআনের অর্থাৎ যা একত্রিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, সে কাজ করবে এবং যে কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকবে। বলা হয়, لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْاٰنٌ অর্থাৎ (তার কাব্যে সামঞ্জস্য) নেই)। আর কুরআনকে ফুরকান এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, তা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। আর বলা হয়, স্ত্রীলোকের জন্য مَاقَرَأَتْ بِسَلاً قَطُّ অর্থাৎ তার পেটে সন্তান আসেনি। আর বলে, "فَرَّضْنَا" (তাশদীদ যুক্ত অবস্থায়) অর্থাৎ আমি তাতে বিভিন্ন ফরয নাযিল করেছি। আর যাঁরা "فَرَضْنَاهَا" (তাশদীদ -বিহীন) পড়েন তিনি এর অর্থ করেন, আমি তোমাদের এবং তোমাদের পরবর্তীদের উপর ফরয করেছি। মুজাহিদ (র) বলেন, "اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا" এর অর্থ (সে সব বালক যারা স্বল্প বয়সের কারণে বুঝে না।

بَابٌ قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ .... لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ " এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এ হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।"

৪৩৮৬ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ عُوَيْمِرًا اَتَى عَاصِمَ ابْنَ عَدِىٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِىْ عَجْلاَنَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ فِىْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ اَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ ، فَاَتَى عَاصِمٌ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسَائِلَ فَسَاَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ لاَ اَنْتَهِىْ حَتّٰى أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ اَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فِيْكَ وَفِىْ صَاحِبَتِكَ ، فَاَمَرَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمُلاَعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ فَلاَعَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِى الْمُتَلاَعِنَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرُوْا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَسْحَمَ اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ ، عَظِيْمَ الاَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَلاَ اَحْسِبُ عُوَيْمِرًا اِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا . وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اُحَيْمِرَ كَاَنَّهُ وَحَرَةٌ

فَلاَ اَحْسِبُ عُوَيْمِرًا اِلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِىْ نَعَتَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيْقِ عُوَيْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ نُسِبَ اِلَى اُمِّهِ.

৪৩৮৬ ইসহাক (র) .... সালাহ ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। উয়াইমির (রা) আসিম ইব্ন আদীর নিকট আসলেন। তিনি আজ্লান গোত্রের সর্দার। উয়াইমির তাঁকে বললেন, তোমরা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল, যে তার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষ দেখতে পায়। সে কি তাকে হত্যা করবে ? এরপর তো তোমরা তাকেই হত্যা করবে অথবা সে কী করবে ? তুমি আমার তরফ থেকে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস কর। তারপর আসিম নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ....। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের প্রশ্ন অপছন্দ করলেন। তারপর উয়াইমির (রা) তাঁকে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের প্রশ্ন না-পছন্দ করেছেন ও দূষণীয় মনে করেছেন। তখন উয়াইমির বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বিরত হব না। তারপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে অন্য একটি পুরুষকে দেখতে পেল সে কী তাকে হত্যা করবে! তখন তো আপনারা তাকে (কিসাস স্বরূপ) হত্যা করে ফেলবেন অথবা, সে কী করবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার ও তোমার স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামী-স্ত্রী দু-জনকে 'লিয়ান' করার নির্দেশ দিলেন; যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তারপর উয়াইমির তার স্ত্রীর সাথে লিয়ান করলেন। এরপরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (এরপরও) যদি আমি তাকে রাখি, তবে তার প্রতি আমি জালিম হবো। তারপর তিনি তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। অতএব, তাদের পরবর্তী লোকদের জন্য, যারা পরস্পর 'লিয়ান' করে এইটি সুন্নতে পরিণত হল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লক্ষ্য কর! যদি মহিলাটি একটি কালো ডাগর চক্ষু, বড় পাছা ও বড় পা বিশিষ্ট সন্তান জন্ম দেয়, তবে আমি মনে করব, উয়াইমিরই তার সম্পর্কে সত্য বলেছে এবং যদি সে লাল গিরগিটির মত একটি লাল বর্ণের সন্তান প্রসব করে তবে আমি মনে করব, উয়াইমির তার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। এরপর সে এমন একটি সন্তান প্রসব করল, যার গুণাবলী রাসূলুল্লাহ ﷺ উয়াইমির সত্যবাদী হওয়ার পক্ষে বলেছিলেন। তারপর সন্তানটিকে মায়ের দিকে সম্পৃক্ত করে পরিচয় দেয়া হত।

بَابُ قَوْلِهِ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ *

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ

"এবং পঞ্চমবারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার ওপর নেমে আসবে আল্লাহ্‌র লানত।"

٤٣٨٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَبُوْ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رَجُلاً رَأٰى مَعَ امْرَاَتِهٖ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِمَا مَا ذُكِرَ فِى الْقُرْاٰنِ مِنَ التَّلاَعُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قُضِىَ فِيْكَ وَفِىْ امْرَاَتِكَ ، قَالَ فَتَلاَعَنَا وَاَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً اَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَاَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعٰى اِلَيْهَا ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِى الْمِيْرَاثِ اَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهَا *

৪৩৮৭ সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) আবূ রবী (র) .... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনি আমাকে বলুন তো, একজন তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল। সে কী তাকে হত্যা করবে ? পরিণামে আপনারা তাকে হত্যা করবেন অথবা সে আর কি করতে পারে ! তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'জন সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন, যা কুরআন শরীফে পরস্পর লা'নত করা সম্পর্কে বর্ণিত। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার ও তোমার স্ত্রী সম্পর্কে ফয়সালা হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তারা উভয়ে পরস্পর 'লিয়ান' করল। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তারপর সে তার স্ত্রীকে পৃথক করে দিল। এরপর তা নিয়মে পরিণত হল যে, লিয়ানকারী উভয়কে পৃথক করে দেয়া হবে। মহিলাটি গর্ভবতী ছিল, তার স্বামী তার গর্ভ অস্বীকার করল। সুতরাং সন্তানটিকে তার মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ডাকা হত। তারপর উত্তরাধিকার স্বত্বে এ নিয়ম চালু হল যে, সন্তান মায়ের 'মিরাস' পাবে। আর মাতাও সন্তানের 'মিরাস' পাবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তার ব্যাপারে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

بَابٌ قَوْلُهُ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ "তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী।"

٤٣٨٨ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَاَتَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيِّنَةَ

اَوْحَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَى اَحَدُنَا عَلٰى امْرَاَتِه رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ الْبَيِّنَةُ وَالاَّ حَدٌّ فِىْ ظَهْرِكَ ، فَقَالَ هِلاَلٌ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنِّىْ لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللّٰهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِىْ مِنَ الْحَدِّ ، فَنَزَلَ جِبْرِئِيْلُ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ : وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ ، فَقَرَأَ حَتّٰى بَلَغَ اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ، فَانْصَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَجَاءَ هِلاَلٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوْهَا وَقَالُوْا اِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لاَ اُفْضِحُ قَوْمِىْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبْصِرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ، سَابِغَ الْاَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذٰلِكَ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْلاَ مَا مَضٰى مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَانَ لِىْ وَلَهَا شَانٌ *

৪৩৮৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হিলাল ইব্‌ন উমাইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে শারীক ইব্‌ন সাহমার সাথে তার স্ত্রীর ব্যভিচারের অভিযোগ করল। নবী ﷺ বললেন, সাক্ষী (হাযির কর) নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে পড়বে। হিলাল বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যখন আমাদের কেউ তার স্ত্রীর উপর অন্য কাউকে দেখে তখন সে কী সাক্ষী তালাশ করতে যাবে? তখন নবী করীম ﷺ বলতে লাগলেন, সাক্ষী, নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে। হিলাল বললেন, শপথ সে সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা এমন বিধান অবতীর্ণ করবেন, যা আমার পিঠকে শাস্তি থেকে মুক্ত করে দিবেন। তারপর জিবরাঈল (আ) এলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উপর নাযিল করা হলঃ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ .... الصَّادِقِيْنَ "যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে" থেকে নবী ﷺ পাঠ করলেন, "যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে" পর্যন্ত। তারপর নবী ﷺ ফিরলেন এবং তার স্ত্রীকে [১] ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। হিলাল এসে সাক্ষী দিলেন। [২] আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তো জানেন যে, তোমাদের

১. খাওলা।
২. আনীত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে শপথ করলেন।

দু'জনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী। তবে কি তোমাদের মধ্যে কেউ তওবা করবে? স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল। সে যখন পঞ্চমবারের কাছে পৌছল, তখন লোকেরা তাকে বাধা দিল এবং বলল, নিশ্চয়ই এটি তোমার ওপর অবশ্যম্ভাবী। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এ কথা শুনে সে দ্বিধাগ্রস্ত হল এবং ইতস্তত করতে লাগল। এমনকি আমরা মনে করতে লাগলাম যে, সে নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্তন করবে। পরে সে বলে উঠল, আমি চিরকালের জন্য আমার বংশকে কলুষিত করব না। সে তার সাক্ষ্য পূর্ণ করল।[১] নবী ﷺ বললেন, এর প্রতি দৃষ্টি রেখ, যদি সে কাল ডাগর চক্ষু, বড় পাছা ও মোটা নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে ও সন্তান শারীক ইব্ন সাহমার। পরে সে অনুরূপ সন্তান জন্ম দিল। তখন নবী ﷺ বললেন, যদি এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব কার্যকর না হত, তা হলে অবশ্যই আমার ও তার মধ্যে কী ব্যাপার যে ঘটত।

بَابٌ قَوْلُهُ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃআল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ "এবং পঞ্চমবারে বলে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহ্‌র গযব।"

٤٣٨٩ حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً رَمٰى اِمْرَاَتَهُ فَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَلاَعَنَا كَمَا قَالَ اللّٰهُ ثُمَّ قَضٰى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْاَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ *

৪৩৮৯ মুকাদ্দাম ইব্ন মুহাম্মাদ (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে তার স্ত্রীর উপর (যেনার) অভিযোগ আনে এবং সে তার স্ত্রী সন্তানের অস্বীকার করে, রাসূল উভয়কে লিয়ান করতে আদেশ দেন। আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে বলেছেন, সেভাবে সে লিয়ান করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ সিদ্ধান্ত দিলেন যে, সন্তানটি স্ত্রীর আর তিনি লিয়ানকারী দু'জনকে পৃথক করে দিলেন।

بَابٌ قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ . اَفَّاكٌ كَذَّابٌ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ .... عَظِيْمٌ "যারা

১. পঞ্চমবার শপথ করল।

এ অপবাদ রচনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল; একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।" افاك এর অর্থ অতি মিথ্যাবাদী।

٤٣٩٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَالَّذِيْ تَوَلَّى كِبْرَهُ قَالَتْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ لَوْلَا جَاؤُا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِذَا لَمْ يَاتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ *

৪৩৯০ আবূ নুয়াইম (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে এ অপবাদের প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল, সে হল আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়। যখন তোমরা তা শ্রবণ করলে, তখন কেন বললে না; এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ্ পবিত্র, এ তো এক গুরুতর অপবাদ। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি ? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহ্র বিধানে মিথ্যাবাদী।"

٤٣٩١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا ، فَبَرَّاَهَا اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ، وَكُلٌّ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً مِّنَ الْحَدِيْثِ وَبَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَاِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ اَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضٍ الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ اَقْرَعَ بَيْنَ اَزْوَاجِهِ ، فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَقْرَعَ بَيْنَنَا فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِيْ فَخَرَجْتُ

مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَاَنَا اُحْمَلُ فِيْ هَوْدَجِي وَاُنْزَلُ فِيْهِ فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَافِلِيْنَ ، اٰذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ ، فَقُمْتُ حِيْنَ اٰذَنُوْا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَانِي اَقْبَلْتُ اِلٰى رَحْلِيْ فَاِذَا عِقْدٌ لِيْ مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ ، فَالْتَمَسْتُ عِقْدِيْ وَحَبَسَنِيْ ابْتِغَاؤُهُ ، وَاَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَرْحَلُوْنَ لِيْ فَاحْتَمَلُوْا هَوْدَجِيْ فَرَحَلُوْهُ عَلٰى بَعِيْرِى الَّذِيْ كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُوْنَ اَنِّيْ فِيْهِ ، وَكَانَ النِّسَاءُ اِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْقِلُهُنَّ اللَّحْمُ اِنَّمَا تَاْكُلُ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِيْنَ رَفَعُوْهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوْا الْجَمَلَ وَسَارُوْا فَوَجَدْتُ عِقْدِيْ بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلاَمُجِيْبٌ فَاَقَمْتُ مَنْزِلِى الَّذِيْ كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ اَنَّهُمْ سَيَفْقِدُوْنِيْ فَيَرْجِعُوْنَ اِلَيَّ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسَةٌ فِيْ مَنْزِلِيْ غَلَبَتْنِيْ عَيْنِيْ فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَاَدْلَجَ فَاَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِيْ فَرَأٰى سَوَادَ اِنْسَانٍ نَائِمٍ ، فَاَتَانِيْ فَعَرَفَنِيْ حِيْنَ رَاٰنِيْ ، وَكَانَ يَرَانِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِيْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِيْ بِجِلْبَابِيْ وَاللّٰهِ مَا كَلَّمَنِيْ كَلِمَةً وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتّٰى اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلٰى يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا ، فَانْطَلَقَ يَقُوْدُ بِى الرَّاحِلَةَ . حَتّٰى اَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوْا مُوْغِرِيْنَ فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِيْ تَوَلَّى الْاِفْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ

ابْنَ سَلُوْلَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيْضُوْنَ فِيْ قَوْلِ اَصْحَابِ الْاِفْكِ لاَ اَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ وَهُوَ يَرِيْبُنِيْ فِيْ وَجْعِيْ اَنِّيْ لاَ اَعْرِفُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِيْ كُنْتُ اَرٰى مِنْهُ حِيْنَ اَشْتَكِيْ ، اِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيْكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَذَاكَ الَّذِيْ يَرِيْبُنِيْ وَلاَ اَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتّٰى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهْتُ فَخَرَجَتْ مَعِيْ اُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ اِلاَّ لَيْلاً اِلٰى لَيْلٍ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا وَاَمْرُنَا اَمْرُ الْعَرَبِ الْاَوَّلِ فِى التَّبَرُّزِ قِبَلَ الْغَائِطِ فَكُنَّا نَتَأَذّٰى بِالْكُنُفِ اَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوْتِنَا ، فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ ، وَهِيَ ابْنَةُ اَبِيْ رُهْمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَاُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ اُثَاثَةَ فَاَقْبَلْتُ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِيْ قَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَانِنَا فَعَثَرَتْ اُمُّ مِسْطَحٍ فِيْ مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ اَتَسُبِّيْنَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا قَالَتْ اَيْ هَنْتَاهْ اَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قَالَ قَالَتْ قُلْتُ وَمَا قَالَ قَالَتْ كَذَاوَكَذَا فَاَخْبَرَتْنِيْ بِقَوْلِ اَهْلِ الْاِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلٰى مَرَضِيَ فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِ وَدَخَلَ عَلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعْنِيْ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِيْكُمْ فَقُلْتُ اَتَاذَنُ لِيْ اَنْ اٰتِيَ اَبَوَيَّ قَالَتْ وَاَنَا حِيْنَئِذٍ اُرِيْدُ اَنْ اَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ فَاَذِنَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجِئْتُ اَبَوَيَّ فَقُلْتُ لاُمِّيْ يَا اُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَابُنَيَّةُ هَوِّنِيْ عَلَيْكِ ، فَوَاللّٰهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَاَةٌ قَطُّ وَضِيْئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا

وَلَهَا ضَرَائِرُ اِلاَّ كَثَّرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهٰذَا ؟ قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتّٰى اَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَاُلِىْ دَمْعٌ ، وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتّٰى اَصْبَحْتُ اَبْكِىْ ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَاُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْتَامِرُهُمَا فِىْ فِرَاقِ اَهْلِه ، قَالَتْ فَاَمَّا . اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَاَشَارَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالَّذِىْ يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ اَهْلِه، وَبِالَّذِىْ يَعْلَمُ لَهُمْ فِىْ نَفْسِه مِنَ الْوُدِّ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَكَ وَمَا نَعْلَمُ اِلاَّ خَيْرًا . وَاَمَّا عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُضَيِّقِ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَاِنْ تَسْاَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرِيْرَةَ فَقَالَ اَىْ بَرِيْرَةُ ، هَلْ رَاَيْتِ مِنْ شَىْءٍ يَرِيْبُكِ ؟ قَالَتْ بَرِيْرَةُ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ اِنْ رَاَيْتُ عَلَيْهَا اَمْرًا اَغْمِصُهُ عَلَيْهَا اَكْثَرَ مِنْ اَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ اَهْلِهَا فَتَاتِى الدَّجِنُ فَتَاكُلُهُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَعْذَرَ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ ابْنِ سَلُوْلَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْذِرُنِىْ مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِىْ اَذَاهُ فِى اَهْلِبَيْتِىْ ، فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلاَّ خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ اِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلاَّ مَعِىْ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَعْذِرُكَ مِنْهُ اِن كَانَ مِنَ الْاَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ ، وَاِنْ كَانَ مِنْ اِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ ، اَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا اَمْرَكَ ، قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلاً صَالِحًا ، وَلٰكِنْ

احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلٰى قَتْلِهِ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَانَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ ، فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ الْاَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتّٰى هَمُّوْا اَنْ يَقْتَتِلُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتّٰى سَكَتُوْا وَسَكَتَ قَالَتْ فَمَكَثْتُ يَوْمِىْ ذٰلِكَ لاَ يَرْقَاُلِىْ دَمْعٌ وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، قَالَتْ فَاصْبَحَ اَبَوَاىَ عِنْدِىْ وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا ، لاَاَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، وَلاَ يَرْقَاُلِىْ دَمْعٌ يَظُنَّانِ اَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِىْ ، قَالَتْ فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِىْ وَاَنَا اَبْكِىْ فَاسَاذَنَتْ عَلَىَّ امْرَاَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ ، فَاَذِنْتُ لَهَا ، فَجَلَسَتْ تَبْكِىْ مَعِىْ ، قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ، قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِىْ مُنْذُ قِيْلَ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُوْحٰى اِلَيْهِ فِىْ شَانِىْ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ : يَا عَآئِشَةُ فَانَّهُ قَدْ بَلَغَنِىْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَاِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّءُكِ اللّٰهُ ، وَاِنْ كُنْتِ اَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِى اللّٰهَ وَتُوْبِىْ اِلَيْهِ ، فَاِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ، ثُمَّ تَابَ اِلَى اللّٰهِ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، قَالَتْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِىْ حَتّٰى مَااُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً ، فَقُلْتُ لاَبِىْ اَجِبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا قَالَ ، قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لاُمِّى اَجِيْبِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ مَا اَدْرِىْ مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَقُلْتُ وَاَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لاَ اَقْرَاُ كَثِيْرًا

مِنَ الْقُرْاٰنِ اِنِّىْ وَاللّٰه لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هٰذَا الْحَدِيْث حَتّٰى اسْتَقَرَّ فِىْ اَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِه فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ اِنِّى بَرِيْئَةٌ ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّىْ بَرِيْئَةٌ لاَ تُصَدِّقُوْنِىْ بِذٰلِك ، وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِاَمْرٍ ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّىْ مِنْهُ بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّىْ ، وَاللّٰه مَا اَجِدُلَكُمْ مَثَلاً اِلاَّ قَوْلَ اَبِىْ يُوْسُفَ قَالَ : فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى تَصِفُوْنَ . قَالَتْ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلٰى فِرَاشِىْ ، قَالَتْ وَاَنَا حِيْنَئِذٍ اَعْلَمُ اَنِّىْ بَرِيْئَةٌ ، وَاَنَّ اللّٰهَ مُبَرِّئِىْ بِبَرَاءَتِىْ ، وَلٰكِنْ وَاللّٰه مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ مُنْزِلٌ فِىْ شَانِىْ وَحْيًا يُتْلَى وَلَشَانِىْ فِىْ نَفْسِىْ كَانَ اَحْقَرَ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِىَّ بِاَمْرٍ يُتْلَى وَلٰكِنْ كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ يَّرَى رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ فِى النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِى اللّٰهُ بِهَا ، قَالَتْ فَوَاللّٰه مَارَامَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ وَلاَ خَرَجَ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَيْت حَتّٰى اُنْزِلَ عَلَيْه فَاَخَذَهُ مَا كَانَ يَاخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاء، حَتّٰى اِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ ، وَهُوَ فِىْ يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِىْ يُنْزَلُ عَلَيْه ، قَالَتْ فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ سُرِّىَ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَكَانَتْ اَوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا يَا عَائِشَةُ اَمَّا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّاك ، فَقَالَتْ اُمِّى قُوْمِىْ اِلَيْه ، قَالَتْ فَقُلْتُ وَاللّٰه لاَ اَقُوْمُ اِلَيْه وَلاَ اَحْمَدُ اِلاَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْك عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوْهُ الْعَشْرَ الْآيَات كُلَّهَا ، فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذَا فِىْ بَرَائَتِىْ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْق رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحِ بْنِ اُثَاثَةَ لِقَرَابَتِه مِنْهُ وَفَقْرِه ، وَاللّٰه لاَاُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحٍ شَيْئًا اَبَدًا بَعْدَ الَّذِىْ قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَلاَ

يَاتَلِ أُوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوا أُوْلِى الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بَلٰى وَاللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لِىْ فَرَجَعَ اِلٰى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِىْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ وَاللّٰهِ لاَاَنْزِعُهَا مِنْهُ اَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْاَلُ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ عَنْ اَمْرِىْ ، فَقَالَ يَازَيْنَبُ مَا ذَاعَلِمْتِ اَوْ رَاَيْتِ ؟ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، اَحْمِىْ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ ،مَا عَلِمْتُ اِلاَّ خَيْرًا ، قَالَتْ وَهِىَ الَّتِىْ كَانَتْ تَسَامِيْنِىْ مِنْ اَزْوَاجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِالْوَرَعِ ، وَطَفِقَتْ اُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا ، فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْاِفْكِ *

৪৩৯১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... ইব্ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া ইব্ন যুবায়র, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিব, আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস, উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদ (র) নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলেন, যখন অপবাদকারীরা তাঁর প্রতি অপবাদ এনেছিল এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাদের অভিযোগ থেকে নির্দোষ থাকার বর্ণনা দেন। তাদের প্রত্যেকেই ঘটনার অংশ বিশেষ আমাকে অবহিত করেন। অবশ্য তাদের পরস্পর পরস্পরের বর্ণনা সমর্থন করে, যদিও তাদের মধ্যে কেউ অন্যের তুলনায় এ ঘটনাটি বেশি সংরক্ষণ করেছে। তবে উরওয়া আয়েশা (রা) থেকে আমাকে এরূপ বলেছিলেন যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোথাও সফরে বের হতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে লটারী দিতেন। এতে যার নাম উঠত, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হতেন। আয়েশা (র) বলেন, অতএব, কোন এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় আমাদের মধ্যে লটারী দিলেন, তাতে আমার নাম উঠল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে। আমাকে হাওদায় করে উঠানো হতো এবং তাতে করে নামানো হতো। এ ভাবেই আমরা চললাম। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুদ্ধ শেষ করে ফিরলেন এবং ফেরার পথে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম। একদা (মনজিল থেকে) রওয়ানা দেয়ার জন্য রাত থাকতেই ঘোষণা দিলেন। এ ঘোষণা দিলে আমি উটে চড়ে সৈন্যদের অবস্থানস্থল থেকে কিছু দূরে চলে গেলাম। আমার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে যখন সওয়ারীর কাছে এলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, জাফারের দানা খচিত আমার হারটি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। আমি তা খোঁজ করতে লাগলাম।

খোঁজ করতে আমার একটু দেরী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে এ সকল লোক যারা আমাকে সওয়ার করাতো তারা, আমি আমার হাওদার ভেতরে আছি মনে করে, আমার হাওদা উটের পিঠে রেখে দিল। কেননা এ সময় শরীরের গোশত আমাকে (হালকা পাতলা ছিলাম) ভারী করেনি। আমরা তো খুব অল্প-খাদ্য গ্রহণ করতাম। আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা এক বালিকা। সুতরাং হাওদা উঠাবার সময় তা যে খুব হালকা, তা তারা বুঝতে পারেনি এবং তারা উট হাঁকিয়ে রওয়ানা দিল। সেনাদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার হার পেয়ে গেলাম এবং যেখানে তারা ছিল সেখানে ফিরে এলাম। তখন সেখানে এমন কেউ ছিল না, যে ডাকবে বা ডাকে সাড়া দিবে। আমি যেখানে ছিলাম সে স্থানেই থেকে গেলাম। এ ধারণায় বসে থাকলাম যে, যখন কিছুদূর গিয়ে আমাকে দেখতে পাবে না, তখন এ স্থানে অবশ্যই খুঁজতে আসবে। সেখানে বসা অবস্থায় আমার চোখে ঘুম এসে গেল, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আর সৈন্যবাহিনীর পিছনে সাফওয়ান ইব্‌ন মু'আত্তাল সুলামী যাকওয়ানী ছিলেন। তিনি শেষ রাতে রওয়ানা দিয়ে ভোর বেলা আমার এ স্থানে এসে পৌঁছলেন। তিনি একজন মানুষের আকৃতি নিদ্রাবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি আমার কাছে এসে আমাকে দেখে চিনতে পারলেন। কেননা, পর্দার হুকুম নাযিল হবার আগে আমাকে দেখেছিলেন। কাজেই আমাকে চেনার পর উচ্চকণ্ঠে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন" পড়লেন। পড়ার আওয়াজে আমি উঠে গেলাম এবং আমি আমার চাদর দিয়ে চেহারা ঢেকে নিলাম। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি আমার সঙ্গে কোন কথাই বলেননি এবং তাঁর মুখ হতে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" ছাড়া আর কোন কথা আমি শুনিনি। এরপর তিনি তাঁর উষ্ট্রী বসালেন এবং সামনের দুই পা নিজ পায়ে দাবিয়ে রাখলেন। আর আমি তাতে আরোহণ করলাম। তখন সাফওয়ান উষ্ট্রীর লাগাম ধরে চললেন। শেষ পর্যন্ত আমরা সৈন্যবাহিনীর নিকট এ সময় গিয়ে পৌঁছলাম, যখন তারা দুপুরের প্রচণ্ড উত্তাপের সময় অবতরণ করে। (এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে) যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হল। আর যে ব্যক্তি এ অপবাদের নেতৃত্ব দেয়, সে ছিল (মুনাফিক সরদার) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সলূল। তারপর আমি মদীনায় এসে পৌঁছলাম এবং পৌঁছার পর আমি দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলাম। আর অপবাদকারীদের কথা নিয়ে লোকেরা রটনা করছিল। আমি এসব কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে এতে আমাকে সন্দেহে ফেলেছিল যে, আমার অসুস্থ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে রকম স্নেহ-ভালবাসা দেখাতেন, এবারে তেমনি ভালবাসা দেখাচ্ছেন না। শুধু এতটুকুই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে আসতেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার অবস্থা কী ? তারপর তিনি ফিরে যেতেন। এই আচরণই আমাকে সন্দেহে ফেলেছিল ; অথচ আমি এই অপপ্রচার সম্বন্ধে জানতেই পারিনি। অবশেষে একটু সুস্থ হওয়ার পর মিসতাহের মায়ের সঙ্গে মানাসের দিকে বের হলাম। সে জায়গাটিই ছিল আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার স্থান। আর আমরা কেবল রাতের পর রাতেই বাইরে যেতাম। এ ছিল এ সময়ের কথা যখন আমাদের ঘরসংলগ্ন পায়খানা নির্মিত হয়নি। আমাদের অবস্থা ছিল, অনেকটা প্রাচীন আরবদের নিচু ময়দানের দিকে বের হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারা। কেননা, ঘর-সংলগ্ন পায়খানা নির্মাণ আমরা কষ্টকর মনে করতাম। কাজেই আমি ও মিসতাহের মা বাইরে গেলাম। তিনি ছিলেন আবূ রুহ্‌ম ইব্‌ন আব্‌দ মানাফের কন্যা এবং মিসতাহের মায়ের মা ছিলেন সাখর ইব্‌ন আমিরের কন্যা, যিনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খালা ছিলেন। আর তার পুত্র ছিলেন 'মিসতাহ্ ইব্‌ন উসাসাহ'। আমি ও উম্মে মিসতাহ্ আমাদের প্রয়োজন সেরে ঘরের দিকে ফিরলাম। তখন মিসতাহের মা তার চাদরে হোঁচট খেয়ে বললেন,'মিসতাহ্' ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, তুমি খুব

খারাপ কথা বলছ, তুমি কি এমন এক ব্যক্তিকে মন্দ বলছ, যে বদরের যুদ্ধে হাজির ছিল? তিনি বললেন, হে আত্মভোলা! তুমি কি শোননি সে কি বলেছে ? আমি বললাম, সে কি বলেছে ? তিনি বললেন, এমন এমন। এ বলে তিনি অপবাদকারীদের মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত খবর দিলেন। এতে আমার অসুখের মাত্রা বৃদ্ধি পেল। যখন আমি ঘরে ফিরে আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করে বললেন, তুমি কেমন আছ ? তখন আমি বললাম, আপনি কি আমাকে আমার আব্বা-আম্মার নিকট যেতে অনুমতি দিবেন ? তিনি বললেন, তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের থেকে আমার এ ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জেনে নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে (আসার জন্য) অনুমতি দিলেন। আমি আব্বা-আম্মার কাছে চলে গেলাম এবং আমার আম্মাকে বললাম, ও গো আম্মা ! লোকেরা কী বলাবলি করছে ? তিনি বললেন, বৎস! তুমি তোমার মন হালকা রাখ। আল্লাহ্র কসম! এমন কমই দেখা যায় যে, কোন পুরুষের কাছে এমন সুন্দরী রূপবতী স্ত্রী আছে, যাকে সে ভালবাসে এবং তার সতীনও আছে; অথচ তার ত্রুটি বের করা হয় না। রাবী বলেন, আমি বললাম, 'সুবহান আল্লাহ্'! সত্যি কি লোকেরা এ ব্যাপারে বলাবলি করছে ? তিনি বলেন, আমি সে রাত কেঁদে কাটালাম, এমন কি ভোর হয়ে গেল, তথাপি আমার কান্না থামল না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। আমি কাঁদতে কাঁদতেই ভোর করলাম। যখন ওহী আসতে দেরী হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ও উসামা ইব্ন যায়িদ (রা)-কে তাঁর স্ত্রীর বিচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শের জন্য ডাকলেন। তিনি বলেন, উসামা ইব্ন যায়েদ তাঁর সহধর্মিণী (আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা এবং তাঁর অন্তরে তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসা সম্পর্কে যা জানেন তার আলোকে তাঁকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার পরিবার সম্পর্কে আমরা ভাল ধারণাই পোষণ করি। আর আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহ্ আপনার উপর কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি এবং তিনি ছাড়া বহু মহিলা রয়েছেন। আর আপনি যদি দাসীকে জিজ্ঞেস করেন, সে আপনার কাছে সত্য ঘটনা বলবে। তিনি (আয়েশা (রা)) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারীরাকে ডাকলেন এবং বললেন, হে বারীরা! তুমি কি তার কাছ থেকে সন্দেহজনক কিছু দেখেছ ? বারীরা বলল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম! আমি এমন কোন কিছু তাঁর মধ্যে দেখতে পাইনি, যা আমি গোপন করতে পারি। তবে তাঁর মধ্যে সবচাইতে বেশি যা দেখেছি, তা হল, তিনি একজন অল্পবয়স্কা বালিকা। তিনি কখনও তাঁর পরিবারের আটার খামির রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। আর বক্রীর বাচ্চা এসে তা খেয়ে ফেলত। এরপরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মিম্বরে) দাঁড়ালেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সলূলের বিরুদ্ধে তিনি সমর্থন চাইলেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরের উপর থেকে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, ঐ ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ থেকে আমাকে সাহায্য করতে পারে, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহ্র কসম ! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালই জানতে পেরেছি এবং তারা এমন এক পুরুষ সম্পর্কে অভিযোগ এনেছে, যার সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছুই জানি না। সে কখনও আমাকে ছাড়া আমার ঘরে আসেনি। এ কথা শুনে সা'দ ইব্ন মু'আয আনসারী (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার বিরুদ্ধে আমি আপনাকে সাহায্য করব, যদি সে আউস গোত্রের হয়, তবে আমি তার গর্দান মেরে দিব। আর যদি আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের লোক হয়, তবে আপনি নির্দেশ দিলে আমি আপনার নির্দেশ

কার্যকর করব। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর সা'দ ইব্‌ন উবাদা দাঁড়ালেন; তিনি খাযরাজ গোত্রের সর্দার। তিনি পূর্বে একজন নেক্‌কার লোক ছিলেন। কিন্তু এ সময় স্ব-গোত্রের পক্ষপাতিত্ব তাকে উত্তেজিত করে তোলে। কাজেই তিনি সা'দকে বললেন, চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি মিথ্যা বলেছ, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতা তুমি রাখ না। তারপর উসায়দ ইব্‌ন হুদায়র দাঁড়ালেন, যিনি সা'দের চাচাতো ভাই। তিনি সা'দ ইব্‌ন উবায়দাকে বললেন, চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি মিথ্যা বলছ। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি নিজেও মুনাফিক এবং মুনাফিকের পক্ষে প্রতিবাদ করছ। এতে আউস এবং খাযরাজ উভয় গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল, এমনকি তারা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বরে দাঁড়ানো ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের থামাতে লাগলেন। অবশেষে তারা থামল। নবী ﷺ ও নীরব হলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি সেদিন এমনভাবে কাটালাম যে, আমার চোখের অশ্রুও থামেনি এবং চোখে ঘুমও আসেনি। আয়েশা (রা) বলেন, সকালবেলা আমার আব্বা-আম্মা আমার কাছে আসলেন, আর আমি দু'রাত এবং একদিন (একাধারে) কাঁদছিলাম। এর মধ্যে না আমার ঘুম হয় এবং না আমার চোখের পানি বন্ধ হয়। তাঁরা ধারণা করছিলেন যে, এ ক্রন্দনে আমার কলজে ফেটে যাবে। আয়েশা (রা) বলেন, এর পূর্বে তারা যখন আমার কাছে বসা ছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম, ইত্যবসরে জনৈকা আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার জন্য অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সে বসে আমার সাথে কাঁদতে লাগল। আমাদের এ অবস্থার মধ্যেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে প্রবেশ করলেন এবং সালাম দিয়ে বসলেন। আয়েশা (রা) বলেন এর পূর্বে যখন থেকে এ কথা রটনা চলেছে, তিনি আমার কাছে বসেননি। এ অবস্থায় তিনি একমাস অপেক্ষা করেছেন, আমার সম্পর্কে ওহী আসেনি। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশাহুদ পাঠ করলেন। তারপর বললেন, হে আয়েশা ! তোমার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা আমার কাছে পৌঁছেছে, তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাক, তবে অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পবিত্রতা ব্যক্ত করে দিবেন। আর যদি তুমি কোন পাপে লিপ্ত হয়ে থাক, তবে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর কাছে তওবা কর। কেননা, বান্দা যখন তার পাপ স্বীকার করে নেয় এবং আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করে, তখন আল্লাহ্ তার তওবা কবূল করেন। আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কথা শেষ করলেন, তখন আমার চোখের পানি এমনভাবে শুকিয়ে গেল যে, এক ফোঁটা পানিও অনুভব করছিলাম না। আমি আমার পিতাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে (তিনি যা কিছু বলেছেন তার) জবাব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কি জবাব দিব, তা আমার বুঝে আসছে না। তারপর আমার আম্মাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জবাব দিন। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কি জবাব দিব। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি নিজেই জবাব দিলাম, অথচ আমি একজন অল্প বয়স্কা বালিকা, কুরআন খুব বেশি পড়িনি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি, আপনারা এ ঘটনা শুনেছেন, এমনকি তা আপনাদের অন্তরে বসে গেছে এবং সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি আমি বলি যে, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন যে, আমি নির্দোষ ; তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি আপনাদের কাছে এ বিষয় স্বীকার করে নেই, অথচ আল্লাহ্ জানেন, আমি তা থেকে নির্দোষ ; তবে আপনারা আমার এই উক্তি বিশ্বাস করে নিবেন। আল্লাহ্‌র কসম! এ ক্ষেত্রে আমি আপনাদের জন্য ইউসুফ (আ)-এর পিতার উক্তি ব্যতীত আর কোন দৃষ্টান্ত পাচ্ছি না। তিনি

বলেছিলেন, "فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ .... عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ" "পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ ; সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাওয়া যায়। তিনি বলেন, এরপর আমি আমার চেহারা ঘুরিয়ে নিলাম এবং কাত হয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তিনি বলেন, এ সময় আমার বিশ্বাস ছিল যে আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দিবেন। কিন্তু আল্লাহ্র কসম ! আমি তখন এ ধারণা করতে পারিনি যে, আল্লাহ্ আমার সম্পর্কে এমন ওহী অবতীর্ণ করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। আমার দৃষ্টিতে আমার মর্যাদা এর চাইতে অনেক নিচে ছিল। বরং আমি আশা করেছিলাম যে, হয়ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিদ্রায় কোন স্বপ্ন দেখবেন, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা আমার নির্দোষিতা জানিয়ে দেবেন। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়াননি এবং ঘরের কেউ বের হননি। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি ওহী নাযিল হতে লাগল এবং তাঁর শরীর ঘামতে লাগল। এমনকি যদিও শীতের দিন ছিল, তবুও তাঁর উপর যে ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল এর বোঝার ফলে মুক্তার মত তাঁর ঘাম ঝরছিল। যখন ওহী শেষ হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাসছিলেন। তখন তিনি প্রথম যে বাক্যটি বলেছিলেন, তা হলে ঃ হে আয়েশা ! আল্লাহ্ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করেছেন। এ সময় আমার মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো প্রশংসা করব না। আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন পূর্ণ দশ আয়াত পর্যন্ত। "اِنَّ الَّذِيْنَ جَاۤءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ" যারা এ অপবাদ রচনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার নির্দোষিতার আয়াত অবতীর্ণ করলেন, তখন আবূ বক্র সিদ্দীক (রা) যিনি মিস্তাহ্ ইব্ন উসাসাকে নিকটবর্তী আত্মীয়তা এবং দারিদ্র্যের কারণে আর্থিক সাহায্য করতেন, তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! মিস্তাহ্ আয়েশা সম্পর্কে যা বলেছে, এরপর আমি তাকে কখনই কিছুই দান করব না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তার আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না। তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন ? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আবূ বক্র (রা) এ সময় বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই পছন্দ করি যে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করেন। তারপর তিনি মিস্তাহ্র সাহায্য আগের মত দিতে লাগলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি এ সাহায্য কখনও বন্ধ করব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জয়নব বিন্ত জাহশকেও আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে জয়নব ! (আয়েশা সম্পর্কে) কী জান আর কী দেখেছ ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার কান ও চোখকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পরহেযগারীর কারণে রক্ষা করেন। আর তাঁর বোন হাম্না তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে মুকাবিলা করে এবং অপবাদ আনয়নকারী যারা ধ্বংস হয়েছিল তাদের মধ্যে সেও ধ্বংস হল।

بَابٌ قَوْلُهُ وَلَوْ لَافَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ

فِيْمَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : تَلَقَّوْنَهُ يَرْوِيْهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ ، تُفِيْضُوْنَ تَقُوْلُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার কারণে কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত।" মুজাহিদ (র) বলেন, "تَلَقَّوْنَهُ" এর অর্থ, এক অপরের থেকে বর্ণনা করতে লাগল। تُفِيْضُوْنَ তোমরা বলাবলি করতে লাগলে।

٤٣٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ اُمِّ رُوْمَانَ اُمِّ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا رُمِيَتْ عَائِشَةُ خَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا *

৪৩৯২ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) .... আয়েশা (রা)-এর মা উম্মে রূমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আয়েশা (রা)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া হল তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

بَابٌ قَوْلُهُ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيْنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যখন তোমরা মুখে মুখে এ ঘটনা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ মনে করেছিলে, যদিও আল্লাহ্র নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয়।

٤٣٩٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُم قَالَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقْرَأُ اِذْ تَلِقُوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَلَوْ لاَ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ *

৪৩৯৩ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) .... ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে ل এর জের ও ق এর পেশ দিয়ে পড়তে শুনেছি। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) "এবং তোমরা যখন এ কথা শ্রবণ করলে, তখন কেন বললে না; এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়, আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান, এ তো এক গুরুতর মিথ্যা অপবাদ।

٤٣٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ

عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهَا عَلٰى عَائِشَةَ وَهِيَ مَغْلُبَةٌ ، قَالَتْ اَخْشٰى أَنْ يُثْنِيْ عَلَيَّ، فَقِيْلَ ابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ وُجُوْهِ الْمُسْلِمِيْنَ ، قَالَت ائْذَنُوْا لَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِيْنَكَ ؟ قَالَتْ بِخَيْرٍ اِنِ اتَّقَيْتُ ، قَالَ فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ زَوْجَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا غَيْرَكِ ، وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ ، وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلاَفَهُ ، فَقَالَتْ دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَثْنٰى عَلَيَّ وَوَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا *

৪৩৯৪ মুহাম্মাদ ইব্নুল মুসান্না (র) .... ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) আয়েশা (রা)-এর ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। এ সময় তিনি [আয়েশা (রা)] মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি ভয় করছি, তিনি আমার কাছে এসে আমার প্রশংসা করবেন। তখন তাঁর [আয়েশা (রা)]-এর কাছে বলা হল, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাচাতো ভাই এবং সম্মানিত মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বললেন, তবে তাঁকে অনুমতি দাও। তিনি (এসে) জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কাছে আপনার অবস্থা কেমন লাগছে? তিনি বললেন, আমি যদি নেক হই তবে ভালই আছি। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, আল্লাহ্ চাহেত আপনি নেকই আছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণী এবং তিনি আপনাকে ছাড়া আর কোন কুমারীকে বিয়ে করেননি এবং আপনার সাফাই আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর তাঁর পেছনে ইব্ন যুবায়র (রা) প্রবেশ করলেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা) আমার কাছে এসেছিলেন এবং আমার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আমি এ-ই পছন্দ করি যে, আমি লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম।

٤٣٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اِسْتَأْذَنَ عَلٰى عَائِشَةَ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ نِسْيًا مَنْسِيًّا *

৪৩৯৫ মুহাম্মাদ ইব্নুল মুসান্না (র) .... কাসিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। পরবর্তী অংশ উক্ত হাদীসের অনুরূপ। এতে نِسْيًا مَنْسِيًا (স্মৃতি থেকে হয়ে বিস্মৃত যেতাম।) অংশটি নেই।

بَابٌ قَوْلُهُ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهِ اَبَدًا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আল্লাহ্ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন (তোমরা যদি মু'মিন হও তবে) কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।"

٤٣٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ

اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، قُلْتُ اَتَأْذَنِيْنَ لِهٰذَا ؟ قَالَتْ اَوَلَيْسَ قَدْ اَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ، قَالَ سُفْيَانُ تَعْنِىْ ذَهَابَ بَصَرِهٖ فَقَالَ :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَاتُزَنُّ بِرِيْبَةٍ * وَتُصْبِحُ غَرْثٰى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ

قَالَتْ لٰكِنْ اَنْتَ *

৪৩৯৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ....মাসরূক (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাসান ইব্‌ন সাবিত এসে (তাঁর ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, এ লোকটিকে কি আপনি অনুমতি দিবেন ?[১] তিনি (আয়েশা) (রা) বললেন, তার উপর কি কঠিন শাস্তি আপতিত হয়নি ? সুফিয়ান (রা) বলেন, এর দ্বারা আয়েশা (রা) তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার কথা উদ্দেশ্য করেছেন। হাসান ইব্‌ন সাবিত আয়েশা (রা)-এর প্রশংসায় নিম্নের ছন্দ দু'টি পাঠ করলেন, (আমার প্রিয়তমা) একজন, পবিত্র ও জ্ঞানী মহিলা যার চরিত্রে কোন সন্দেহ করা হয় না। সতীধর্মী মহিলাদের গোশ্‌ত ভক্ষণ থেকে মুক্ত অবস্থায় ভোরে ওঠে। (অর্থাৎ তিনি কারও গীবত করেন না) আয়েশা (রা) বললেন, কিন্তু তুমি (এ চরিত্রের নও)।

بَابٌ قَوْلُهٗ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

٤٣٩٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ قَالَ اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلٰى عَائِشَةَ فَشَبَّبَ وَقَالَ:حَصَانٌ رَزَانٌ مَاتُزَنُّ بِرِيْبَةٍ * وَتُصْبِحُ غَرْثٰى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ *

قَالَتْ لَسْتَ كَذَاكَ قُلْتُ تَدْعِيْنَ مِثْلَ هٰذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَقَالَتْ وَاَىُّ عَذَابٍ اَشَدُّ مِنَ الْعَمٰى وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

৪৩৯৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান ইব্‌ন সাবিত আয়েশা (রা) কাছে এসে নিচের শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন। সে একজন পবিত্র মহিলা যার চরিত্রে

১. কেননা সে, আয়েশা (রা)-এর ইফ্‌কের ঘটনার সাথে জড়িত ছিল।

কোন সন্দেহ করা হয় না। সে সতীধর্মী মহিলাদের গোশ্ত ভক্ষণ থেকে মুক্ত অবস্থায় ভোরে ওঠে। আয়েশা (র) বললেন, 'তুমি তো এরূপ নও।' (মাসরূক বললেন) আমি বললাম, আপনি এমন এক ব্যক্তিকে কেন আপনার কাছে আসতে দিলেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি এর বিরাট অংশ নিজের উপর নিয়েছে, তার জন্য তো রয়েছে কঠিন শাস্তি। আয়েশা (রা) বললেন, 'দৃষ্টিহীনতার চেয়ে কঠোর শাস্তি আর কী হতে পারে ? তিনি আরও বললেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তরফ হতে জবাব দিতেন।

بَابٌ قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ، وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ وَلاَ يَأْتَلِ اُوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُوْلِى الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

* وَقَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِى الَّذِىْ ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهٖ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىَّ خَطِيْبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ : اَشِيْرُوْا عَلَىَّ فِىْ اُنَاسٍ اَبَنُوْا اَهْلِىْ ، وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىَّ مِنْ سُوْءٍ وَاَبَنُوهُمْ بِمَنْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ ، وَلاَ يَدْخُلُ بَيْتِىْ قَطُّ اِلاَّ وَاَنَا حَاضِرٌ ، وَلاَغِبْتُ فِىْ سَفَرٍ اِلاَّ غَابَ مَعِىْ، فَقَامَ سَعْدُبْنُ عِبَادَةَ فَقَالَ ائْذَنْ لِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ نَضْرِبَ اَعْنَاقَهُمْ ، وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ اُمُّ حَسَّانَ ابْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذٰلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَالَ كَذَبْتَ اَمَا وَاللّٰهِ اَنْ لَوْ كَانُوْا مِنَ الْاَوْسِ مَا اَحْبَبْتَ اَنْ تَضْرِبَ اَعْنَاقَهُمْ حَتّٰى كَادَ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْاَوْسِ وَالْخَزْرَجِ شَرٌّ فِى الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمْتُ ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذٰلِكَ الْيَوْمِ خَرَجْتُ لِبَعْضِ

حَاجَتِىْ وَمَعِىْ اُمُّ مِسْطَحٍ فَعَثَرَتُ وَقَالَتْ تَعِس مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ اَىْ اُمِّ تَسُبِّيْنَ ابْنَك وَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرَتُ الثَّانِيَةَ فَقَالَت تَعَس مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا تَسُبِّيْنَ ابْنَكِ ثُمَّ عَثَرْتُ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ تَعِس مِسْطَحٌ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ وَاللّٰه مَااَسُبُّهُ اِلاَّ فِيْكَ فَقُلْتُ فِىْ اَىِّ شَأْنِىْ قَالَتْ فَبَقَرَتْ لِىْ الْحَدِيْث فَقُلْتُ وَقَدْ كَانَ هٰذَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ وَاللّٰهِ فَرَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِىْ كَانَّ الَّذِىْ خَرَجْتُ لَهُ لاَ اَجِدُ مِنْهُ قَلِيْلاً وَلاَ كَثِيْرًا ، وَوُعِكْتُ فَقُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰه ﷺ اَرْسِلْنِىْ اِلٰى بَيْتِ اَبِىْ فَأَرْسَلَ مَعِىَ الْغُلاَمَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ اُمَّ رُوْمَانَ فِى السُّفْلِ وَاَبَا بَكْرٍ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرأ ، فَقَالَتْ اُمِّىْ مَاجَاءَبِكِ يَا بُنَيَّةُ ؟ فَاَخْبَرتُهَا وَذَكَرتُ لَهَا الْحَدِيث وَاِذَا هُوَلَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مِثْلَ مَابَلَغَ مِنِّىْ فَقَالَتْ يَا بُنَيْةُ خَفِّضِى عَلَيْكِ الشَّأنَ فَانَّهُ وَاللّٰه لَقَلَّمَا كَانَت امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ اِلاَّحَسَدنَهَا وَقِيْلَ فِيْهَا وَاِذَا هُوْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلَغَ مِنِّىْ ، قُلْتُ وَقَدْ عَلِمَ بِهِ اَبِىْ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ وَرَسُوْلُ اللّٰه وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ فَسَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ صَوْتِىْ وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لاُمِّىْ مَا شَأنُهَا ؟ قَالَتْ بَلَغَهَا الَّذِىْ ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ قَالَ اَقْسَمْتُ عَلَيْكِ اَىْ بُنَيَّةُ اِلاَّ رَجَعْتِ اِلٰى بَيْتِك فَرَجَعْتُ وَلَقَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتِىْ فَسَأَلَ عَنِّىْ خَادِمَتِى فَقَالَتْ لاَ وَاللّٰه مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا اِلاَّ اَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتّٰى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأكُلَ خَمِيْرَهَا اَوْ عَجِيْنَهَا ، وَانْتَهَرْهَا بَعْضُ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اصْدُقِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَسْقَطُوْا لَهَا بِهِ ، فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰه مَاعَلِمْتُ

عَلَيْهَا اِلاَّ مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلٰى تِبْرِ الذَّهَبِ الْاَحْمَرِ، وَبَلَغَ الْاَمْرُ اِلٰى ذٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ اُنْثٰى قَطُّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقُتِلَ شَهِيْدًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَتْ وَاَصْبَحَ اَبَوَاىْ عِنْدِى فَلَمْ يَزَلاَ حَتّٰى دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اَكْتَنَفَنِىْ اَبَوَاىَ عَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ ، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ : يَا عَائِشَةُ اِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوْأً اَوْ ظَلَمْتِ فَتُوْبِى اِلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ ، قَالَتْ وَقَدْ جَائَتِ امْرَاَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَهِىَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ ، فَقُلْتُ الاَتَسْتَحِىْ مِنْ هٰذِهِ الْمَرأَةِ اَنْ تَذْكُرَ شَيْئًا ، فَوَعَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَالْتَفَتُّ اِلٰى اَبِىْ ، فَقُلْتُ اَجِبْهُ، قَالَ فَمَاذَا اَقُوْلُ ، فَالْتَفَتُّ اِلٰى اُمِّىْ ، فَقُلْتُ اَجِيْبِيْهِ ، فَقَالَتْ اَقُوْلُ مَاذَا ، فَلَمَّا لَمْ يَجِيْبَاهُ ، تَشَهَّدْتُ فَحَمِدْتُ اللّٰهَ وَاَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ اَمَّا بَعْدُ : فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ اِنِّىْ لَمْ اَفْعَلْ ، وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ اِنِّىْ لَصَادِقَةٌ ، مَاذَاكَ بِنَافِعِىْ عِنْدَكُمْ لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ بِهٖ وَاُشْرِبَتْهُ قُلُوْبُكُمْ ، وَاِنْ قُلْتُ اِنِّىْ فَعَلْتُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّىْ لَمْ اَفْعَلْ لَتَقُوْلُنَّ قَدْ بَائَتْ اعْتَرَفَتْ بِهٖ عَلٰى نَفْسِهَا ، وَاِنِّى وَاللّٰهِ مَا اَجِدُ لِىْ وَلَكُمْ مَثَلاً ، وَالْتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوْبَ فَلَمْ اَقْدِرْ عَلَيْهِ ، اِلاَّ اَبَا يُوْسُفَ حِيْنَ قَالَ : فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ . وَاُنْزِلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَاعَتِهٖ فَسَكَتْنَا فَرُفِعَ عَنْهُ وَاِنِّىْ لاَتَبَيَّنُ السُّرُوْرَ فِىْ وَجْهِهٖ وَهُوَ كَمْسَحِ جَبِيْنَهُ وَيَقُوْلُ اَبْشِرِىْ يَاعَائِشَةُ فَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَرَائَتَكِ قَالَتْ وَكُنْتُ اَشَدُّ مَا كُنْتُ غَضَبًا ، فَقَالَ لِى اَبَوَاىَ قُوْمِىْ اِلَيْهِ

، فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لاَ اَقُوْمُ اِلَيْهِ وَلاَ اَحْمَدُهُ وَلاَ اَحْمَدُكُمَا ، وَلٰكِنْ اَحْمَدُ اللّٰهَ الَّذِىْ اَنْزَلَ بَرَائَتِىْ لَقَدْ سَمِعْتُمُوْهُ فَمَا اَنْكَرْتُمُوْهُ وَلاَ غَيَّرْتُمُوْهُ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ اَمَّا زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِدِيْنِهَا ، فَلَمْ تَقُلْ اِلاَّ خَيْرًا ، وَاَمَّا اُخْتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِىْ يَتَكَلَّمُ فِيْهِ مِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمُنَافِقُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ وَهُوَ الَّذِىْ كَانَ يَسْتَوْشِيْهِ وَيَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ ، قَالَتْ فَحَلَفَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنْ لاَ يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ اَبَدًا، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلاَ يَأْتَلِ اُوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ، يَعْنِىْ اَبَا بَكْرٍ ، وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُوْلِى الْقُرْبٰى الْمَسَاكِيْنَ ، يَعْنِىْ مِسْطَحًا ، اِلٰى قَوْلِهٖ : اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ، حَتّٰى قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بَلٰى وَاللّٰهِ يَا رَبَّنَا اِنَّا لَنُحِبُّ اَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَعَادَلَهُ بِمَا ، كَانَ يَصْنَعُ *

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ 'যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না। আর আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র পথে যারা গৃহ ত্যাগ করেছে, তাদের কিছুই দেবে না। তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করেন ? আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আবূ উসামা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল যা রটনা হয়েছে এবং আমি তার কিছুই জানতাম না। তখন আমার ব্যাপারে ভাষণ দিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন। তিনি প্রথমে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। তারপর আল্লাহ্র প্রতি যথাযোগ্য হাম্‌দ ও সানা পাঠ করলেন। এরপরে বললেন, হে মুসলিমগণ ! যে সকল লোক আমার স্ত্রী সম্পর্কে অপবাদ দিয়েছে, তাদের ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দাও। আল্লাহ্র কসম! আমি আমার পরিবারের ব্যাপারে মন্দ কিছুই জানি না। তাঁরা এমন এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছে, আল্লাহ্র কসম, তার সম্পর্কেও আমি কখনও মন্দ কিছু জানি না এবং সে কখনও আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে প্রবেশ করে না এবং আমি যখন কোন সফরে গিয়েছি সেও আমার সাথে সফরে গিয়েছে। সা'দ ইব্‌ন উবাদা দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে

তাদের শিরশ্ছেদ করার অনুমতি দিন। এর মধ্যে বনী খাযরাজ গোত্রের এক ব্যক্তি, যে হাস্সান ইব্ন সাবিতের মাতার আত্মীয় ছিল, সে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি মিথ্যা বলেছ, জেনে রাখ, আল্লাহ্র কসম! যদি সে (অপবাদকারী) ব্যক্তিরা আউস্ গোত্রের হত, তাহলে তুমি শিরশ্ছেদ করতে পছন্দ করতে না। (তাদের পারস্পরিক বিতর্ক এমন এক পর্যায়ে গেল যে) আউস ও খাযরাজের মধ্যে মসজিদেই একটা দুর্ঘটনা ঘটবার আশংকা দেখা দিল। আর আমি এ বিষয় কিছুই জানি না। সেদিন সন্ধ্যায় যখন আমি আমার প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলাম, তখন উম্মে মিসতাহ্ আমার সাথে ছিলেন এবং তিনি হোঁচট খেয়ে বললেন, 'মিস্তাহ্ ধ্বংস হোক'! আমি বললাম, হে উম্মে মিসতাহ ! তুমি তোমার সন্তানকে গালি দিচ্ছ ? তিনি নীরব থাকলেন। তারপর দ্বিতীয় হোঁচট খেয়ে বললেন, 'মিসতাহ্ ধ্বংস হোক'। আমি তাকে বললাম, 'তুমি তোমার সন্তানকে গালি দিচ্ছ ?' তিনি (উম্মে মিসতাহ্) তৃতীয় বার পড়ে গিয়ে বলল, 'মিসতাহ্ ধ্বংস হোক'। আমি এবারে তাঁকে ধমক দিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তাকে তোমার কারণেই গালি দিচ্ছি। আমি বললাম আমার ব্যাপারে ? আয়েশা (রা) বলেন, তখন তিনি আমার কাছে সব ঘটনা বিস্তারিত বললেন। আমি বললাম, তাই হচ্ছে নাকি ? তিনি বললেন, হাঁ আল্লাহ্র কসম ! এরপর আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম এবং যে প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম তা একেবারেই ভুলে গেলাম। এরপর আমি আরও অসুস্থ হয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললাম যে, আমাকে আমার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিন। তিনি একটি ছেলেকে আমার সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আমি যখন ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন উম্মে রূমানকে নিচে দেখতে পেলাম এবং আবূ বক্র (রা) ঘরের ওপরে পড়ছিলেন। আমার আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস! কিসে তোমাকে এনেছে ? আমি তাকে সংবাদ দিলাম এবং তাঁর কাছে ঘটনা বললাম। এ ঘটনা তার ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করেনি, যেমন আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি বললেন, হে বৎস, এটাকে তুমি হাল্কাভাবে গ্রহণ কর, কেননা, এমন সুন্দরী নারী কমই আছে, যার স্বামী তাঁকে ভালবাসে আর তার সতীনরা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না এবং তার বিরুদ্ধে কিছু বলে না। বস্তুত তার ওপর ঘটনাটি অতখানি প্রভাব বিস্তার করেনি যতখানি আমার উপর করেছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার আব্বা [আবূ বক্র (রা)] কি এ ঘটনা জেনেছেন ? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও কি ? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও এ ঘটনা জানেন। তখন আমি অশ্রু বাইয়ে কাঁদতে লাগলাম। আবূ বক্র (রা) আমার কান্না শুনতে পেলেন। তখন তিনি ঘরের ওপরে পড়ছিলেন। তিনি নিচে নেমে আসলেন এবং আমার আম্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার কী হয়েছে ? তিনি বললেন, তার সম্পর্কে যা রটেছে তা তার গোচরীভূত হয়েছে। এতে আবূ বক্রের চোখের পানি ঝরতে লাগল। তিনি বললেন, হে বৎস! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি তোমার ঘরের দিকে অবশ্য ফিরে যাও। আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে আসলেন। তিনি আমার খাদেমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আল্লাহ্র কসম, আমি এ ছাড়া তাঁর কোন দোষ জানি না যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন এবং বকরী এসে তাঁর খামির অথবা বললেন, গোলা আটা খেয়ে যেত। তখন কয়েকজন সাহাবী তাকে ধমক দিয়ে বললেন , রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে সত্য কথা বল। এমনকি তাঁরা তাঁর নিকট ঘটনা খুলে বললেন। তখন সে বলল, সুবহান আল্লাহ্, আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না, যা একজন স্বর্ণকার তার এক টুকরা লাল খাঁটি স্বর্ণ সম্পর্কে জানে। এ ঘটনা সে ব্যক্তির কাছেও পৌঁছল যার সম্পর্কে এ অভিযোগ উঠেছে। তখন তিনি বললেন, সুবহান

আল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আমি কখনও কোন মহিলার পর্দা খুলিনি। আয়েশা (রা) বলেন, পরবর্তী সময়ে এ (অভিযুক্ত) লোকটি আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ রূপে নিহত হন। তিনি বলেন, ভোর বেলায় আমার আব্বা ও আম্মা আমার কাছে এলেন। তাঁরা এতক্ষণ থাকলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করে আমার কাছে এলেন। এ সময় আমার ডানে ও বামে আমার আব্বা আমাকে ঘিরে বসা ছিলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) আল্লাহ্ তা'আলার হাম্দ ও সানা পাঠ করে বললেন, হে আয়েশা ! তুমি যদি কোন গুনাহ্র কাজ বা অন্যায় করে থাক তবে আল্লাহ্র কাছে তওবা কর, কেননা, আল্লাহ্ তাঁর বান্দার তওবা কবূল করে থাকেন। তখন জনৈক আনসারী মহিলা দরজার কাছে বসা ছিল। আমি বললাম, আপনি কি এ মহিলাকেও লজ্জা করছেন না, এসব কিছু বলতে ? তবুও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে উপদেশ দিলেন। তখন আমি আমার আব্বার দিকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জবাব দিন। তিনি বললেন, আমি কী বলব ? এরপরে আমি আমার আম্মার দিকে লক্ষ্য করে বললাম আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জবাব দিন। তিনিও বললেন, আমি কী বলব ? যখন তাঁরা কেউই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কোন জবাব দিলেন না, তখন আমি কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে আল্লাহ্র যথোপযুক্ত হাম্দ ও সানা পাঠ করলাম। এরপর বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি যদি বলি যে, আমি এ কাজ করিনি এবং আমি যে সত্যবাদী এ সম্পর্কে আল্লাহ্ই সাক্ষী, তবে তা আপনাদের নিকট আমার কোন উপকারে আসবে না। কেননা, এ ব্যাপারটি আপনারা পরস্পরে বলাবলি করেছেন এবং তা আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। আর আমি যদি আপনাদের বলি, আমি তা করেছি অথচ আল্লাহ্ জানেন যে আমি এ কাজ করিনি, তবে আপনারা অবশ্যই বলবেন যে সে তার নিজের দোষ নিজেই স্বীকার করেছে। আল্লাহ্র কসম! আমি আমার এবং আপনাদের জন্য আর কোন দৃষ্টান্ত পাচ্ছি না। তখন আমি ইয়াকূব (আ.)-এর নাম স্মরণ করার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারিনি,-তাই বললাম, যখন ইউসুফ (আ)-এর পিতার অবস্থা ব্যতীত, যখন তিনি বলেছিলেন, (তোমরা ইউসুফ সম্পর্কে যা বলছ তার প্রেক্ষিতে) পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যকারী। ঠিক এ সময়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হল। আমরা সবাই নীরব রইলাম। ওহী শেষ হলে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেহারায় খুশীর নমুনা দেখতে পেলাম। তিনি তাঁর কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে বলছিলেন, হে আয়েশা, তোমার জন্য খোশখবর! আল্লাহ্ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় আমি অত্যন্ত রাগান্বিত ছিলাম। আমার আব্বা ও আম্মা বললেন, 'তুমি উঠে তাঁর কাছে যাও', (এবং তার শুকরিয়া আদায় কর)। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁর দিকে যাব না এবং তাঁর শুক্রিয়া আদায় করব না। আর আপনাদেরও শুক্রিয়া আদায় করব না। কিন্তু আমি একমাত্র আল্লাহ্র প্রশংসা করব, যিনি আমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। আপনারা (অপবাদ রটনা) শুনছেন কিন্তু তা অস্বীকার করেননি এবং তার পাল্টা ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি। আয়েশা (রা) আরও বলেন, জয়নাব বিন্তে জাহাশকে আল্লাহ্ তাঁর দীনদারীর কারণে তাঁকে রক্ষা করেছেন। তিনি (আমার ব্যাপারে) ভাল ছাড়া কিছুই বলেননি। কিন্তু তার বোন হামনা ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে নিজেও ধ্বংস হল। যারা এই ব্যাপারে কটুক্তি করত তাদের মধ্যে ছিল মিস্তাহ্, হাস্সান ইব্ন সাবিত এবং মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়। সে-ই এ সংবাদ সংগ্রহ করে ছড়াত। আর পুরুষদের মধ্যে সে এবং হামনাই এ ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করত। রাবী বলেন, তখন আবূ বক্র (রা) কখনও মিসতাহ্কে কোন প্রকার উপকার করবেন না বলে কসম খেলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও

প্রাচুর্যের অধিকারী অর্থাৎ (আবূ বকর) তারা যেন কসম না করে যে তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে অর্থাৎ মিসতাহ্কে কিছুই দেবে না। তোমরা কি চাও না আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন ? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" আবূ বক্র (রা) বললেন, হাঁ আল্লাহ্র কসম! হে আমাদের রব! আমরা অবশ্যই এ চাই যে, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিবেন। তারপর আবূ বক্র (রা) আবার মিস্তাহকে আগের মত আচরণ করতে লাগলেন।

بَابُ قَوْلُهُ وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ. وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ يُوْنُس قَالَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاُوَلَ لَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ : وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ، شَقَّقْنَ مُرُوْطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهٖ *

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ "তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে।"

আহমাদ ইব্ন শাবিব (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা প্রাথমিক যুগের মুহাজির মহিলাদের উপর রহম করুন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত "তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে" নাযিল করলেন, তখন তারা নিজ চাদর ছিঁড়ে ওড়না হিসাবে ব্যবহার করল।

٤٣٩٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جَيُوْبِهِنَّ اَخَذْنَ اُزُرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِىْ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا *

৪৩৯৮ আবূ নু'আইম (র) .... সাফিয়া বিন্তে শায়বা (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলতেন, যখন এ আয়াত "তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দ্বারা আবৃত করে" অবতীর্ণ হল তখন মুহাজির মহিলারা তাদের তহবন্দের পার্শ্ব ছিঁড়ে তা ওড়না হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল।

سُوْرَةُ الْفُرْقَانُ

সূরা ফুরকান

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَبَاءً مَنْثُوْرًا مَاتَسْفِىْ بِهِ الرِّيْحُ ، مَدَّالظِّلَّ مَا بَيْنَ

طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ ، سَاكِنًا دَائِمًا ، عَلَيْهِ دَلِيْلاً طُلُوْعُ الشَّمْسِ ، خِلْفَةً مَنْ فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ عَمَلٌ اَدْرَكَهُ بِالنَّهَارِ اَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ اَدْرَكَهُ بِاللَّيْلِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَمَاشَيْءٌ اَقَرَّ لِعَيْنِ الْمُؤْمِنِ مِنْ اَنْ يَّرٰى حَبِيْبَهُ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُبُوْرًا وَيْلاً وَقَالَ غَيْرُهُ السَّعِيْرُ مُذَكَّرٌ وَالتَّسَعُّرُ وَالْاِضْطِرَامُ التَّوَقُّدُ الشَّدِيْدُ ، تُمْلٰى عَلَيْهِ تُقْرَأُ عَلَيْهِ ، مِنْ اَمْلَيْتُ وَاَمْلَلْتُ ، اَلرَّسُّ الْمَعدِنُ جَمْعُهُ رِسَاسٌ ، مَا يَعْبَأُ يُقَالُ مَا عَبَأْتُ بِهِ شَيْئًا ، لاَ يُعْتَدُّ بِهِ ، غَرَامًا هَلاَكًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَعَتَوْا طَغَوْا . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَاتِيَةٍ عَتَتْ عَنِ الْخُزَّانِ .

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, " هَبَاءً مَنْثُورًا " এর অর্থ যা কিছু বায়ু উড়িয়ে নেয়। "مَدَّ الظِّلَّ" ফজরের উদয় থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত সময়। سَاكِنًا তার উপরস্থিত। دَلِيلاً এর অর্থ সূর্যের উদয়। خِلْفَةً যার রাতের আমল ছুটে যায়, সে তা দিনে আদায় করে আর যার দিনের কাজ ছুটে যায়, সে তা রাতে আদায় করে। হাসান বলেন, هَبْ لَنَا مِن اَزْوَاجِنَا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্যে; মু'মিনের চোখে এ ছাড়া আর কিছু প্রীতিপ্রদ নয় যে, সে তার প্রিয়জনকে পায় আল্লাহ্‌র অনুগত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ثُبُورًا এর অর্থ ধ্বংস। কেউ বলেন, سَعِيرٌ পুংলিঙ্গ, এবং تَسَعُّرٌ وَالاضطِرَامُ ভীষণ ভাবে, অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া। تُملى عَلَيه এর অর্থ, তার প্রতি পড়া হয়। এ শব্দ اَملَيتُ অথবা اَملَلتُ থেকে গঠিত। اَلرَّسُّ খনি, এর বহুবচন رِسَاسٌ বলা হয়। مَا عَبَأتُ بِه شَيئًا অর্থাৎ যা গ্রাহ্য করা না হয়। غَرَامًا ধ্বংস। মুজাহিদ (র) বলেন, وَعَتَوا এর অর্থ তারা অবাধ্য হয়েছে। ইব্‌ন উয়াইনা বলেন, عَاتِيَةٍ এর অর্থ নিয়ন্ত্রণকারীর নিয়ন্ত্রণ লংঘন করেছে।

بَابٌ قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ اُولٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلاً *

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "যাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে, তাদেরই স্থান অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।"

٤٣٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلٰى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ اَلَيْسَ الَّذِي اَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلٰى اَنْ يُمْشِيَهُ عَلٰى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَتَادَةُ بَلٰى وَعِزَّةِ رَبِّنَا .

৪৩৯৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ (র)..........আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র নবী ﷺ কিয়ামতের দিন কাফেরদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্র করা হবে ? তিনি বললেন, যিনি এ দুনিয়ায় তাকে দুপায়ের উপর চালাতে পারছেন, তিনি কি কিয়ামতের দিন মুখে ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম হবেন না। ? কাতাদা (র) বলেন, নিশ্চয়ই,আমার রবের ইজ্জতের কসম!

بَابٌ قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ، اَلْعُقُوْبَةَ *

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আর তারা আল্লাহ্র সঙ্গে কোন ইলাহ্কে ডাকে না। আল্লাহ্ই যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে।" "الاثام" মানে শাস্তি।

٤٤٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ * قَالَ وَحَدَّثَنِيْ وَاصِلٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ اَوْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللّٰهِ اَكْبَرُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَن يَطْعَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ اَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ ، قَالَ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ *

৪৪০০ মুসাদ্দাদ (র) .... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, অথবা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোন্টি ?

তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি জবাব দিলেন, তোমার সন্তানকে এ আশংকায় হত্যা করা যে, তারা তোমার খাদ্যে অংশীদার হবে। আমি বললাম, এরপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, এরপর হচ্ছে তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এ কথার সমর্থনে এ আয়াত নাযিল হয়। "এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না।"

٤٤٠١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ بْنُ اَبِىْ بَزَّةَ اَنَّه سَأَلَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ، فَقَالَ سَعِيْدٌ قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَىَّ ، فَقَالَ هٰذِهِ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ ، الَّتِىْ فِىْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ *

৪৪০১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... কাসিম ইব্‌ন আবূ বাযযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ির (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কেউ কোন মু'মিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে; তবে কি তার জন্য তওবা আছে? আমি তাঁকে এ আয়াত পাঠ করে শোনালাম وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ "আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না।" সাঈদ (রা) বললেন, তুমি যে আয়াত আমার সামনে পাঠ করলে, আমিও এমনিভাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সামনে এ আয়াত পাঠ করেছিলাম। তখন তিনি বললেন, এ আয়াতটি মক্কী। সূরা নিসার মধ্যের মাদানী আয়াতটি একে রহিত করে দিয়েছে।

٤٤٠٢ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بِنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْكُوْفَةِ فِىْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فَرَحَلْتُ فِيْهِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَزَلَتْ فِىْ آخِرِ مَانَزَلَ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَىْءٌ *

৪৪০২ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাশ্‌শার মু'মিনের হত্যার ব্যাপারে কূফাবাসী মতভেদ করতে লাগল। আমি (এ ব্যাপারে) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে গেলাম (এবং তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম)। তখন তিনি বললেন, (মু'মিনের হত্যা

সম্পর্কিত) এ আয়াত সর্বশেষে নাযিল হয়েছে। একে অন্য কিছু রহিত করেনি।

٤٤٠٣ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ . قَالَ لاَ تَوْبَةَ لَهُ وَعَنْ قَوْلِ جَلَّ ذِكْرُهُ لاَيَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ . قَالَ كَانَتْ هٰذِهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ .

৪৪০৩ আদম (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ (তাদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তার জন্য তওবা নেই। এরপরে আমি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لاَيَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ আয়াত মুশরিকদের ব্যাপারে।[১]

بَابٌ قَوْلُهُ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا *

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।"

٤٤٠٤ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ اَبْزٰى سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ تَعَالٰى وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ . وَقَوْلِهِ : وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ حَتّٰى بَلَغَ اِلاَّ مَنْ تَابَ فَسَأَلْتُه فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ اَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللّٰهِ وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَاَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا ، اِلٰى قَوْلِهِ: غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

৪৪০৪ সা'দ ইব্‌ন হাফ্‌স (র)..........সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আবযা (রা) বলেন, ইব্‌ন আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তাকে তার শাস্তি জাহান্নাম" এবং আল্লাহ্‌র এ বাণী ঃ "এবং আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া, তারা তাকে হত্যা করে না" এবং "কিন্তু যারা তওবা করে" পর্যন্ত, সম্পর্কে।

১. জাহিলী যুগের মুশ্‌রিকদের সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে।

আমিও তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি জবাবে বললেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল তখন মক্কাবাসী বলল, আমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করেছি, আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করেছি এবং আমরা অশ্লীল কার্যকলাপ করেছি। তারপর আল্লাহ্ ত'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।" .... আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু .... পর্যন্ত।

بَابُ قَوْلِهِ اِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا *

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তারা নহে, যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

٤٤٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا اَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَمَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبْزٰى اَنْ اَسْاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنَ الْاٰيَتَيْنِ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَىْءٌ ، وَعَنْ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ، قَالَ نَزَلَتْ فِيْ اَهْلِ الشِّرْكِ .

৪৪০৫ আবদান (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্‌যা (রা) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এ দুটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا আমি তাকে (এ আয়াত সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, এ আয়াতকে অন্য কিছু রহিত (মানসূখ) করেনি এবং وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (আব্বাস (রা)) বললেন, এ আয়াত মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

بَابُ قَوْلِهِ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا هَلَكَةً *

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য ধ্বংস।" لِزَامًا অর্থ ধ্বংস।

٤٤٠٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ خَمْسٌ

قَدْ مَضَيْنَ الدُّخَانُ وَالْقَمَرُ وَالرُّوْمُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا هَلاَكًا *

৪৪০৬ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র) .... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি ঘটনা ঘটে গেছে ধূম্রাচ্ছন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া, রোমকদের পরাজয়, প্রবলভাবে পাকড়াও এবং ধ্বংসের। لِزَامًا অর্থ ধ্বংস।

سُوْرَةُ الشُّعَرَاءِ

সূরা শু'আরা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : تَبْعَثُوْنَ تَبْنُوْنَ ، هَضِيْمٌ يَتَفَتَّتُ اذا مُسَّ ، مُسَحَّرِيْنَ اَلْمَسْحُوْرِيْنَ لَيْكَةُ جَمعُ لَيك وَلأَيكَةُ جَمْعُ اَيْكَةَ وَهِىَ جَمْعُ شَجَرٍ، يَوم الظُّلَّة اظْلاَلُ الْعَذَاب ايَّاهُمْ ، مَوْزُوْنٍ مَعْلُومٍ كَالطَّوْدِ الْجَبَل ، الشِّرْذِمَةُ طَائِفَةٌ قَلِيْلَةٌ، فِى السَّاجِدِيْنَ اَلْمُصَلِّيْنَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ كَانَّكُمْ ، الرِّيْعُ الاَيْفَاعُ مِنَ الاَرْضِ وَجَمْعَهُ رِيْعَةٌ وَاَرْيَاعٌ وَاحِدُ الرِّيْعَةُ ، مَصَانِعَ كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوَ مَصْنَعَةٌ ، فَرِهِيْنَ مَرِحِيْنَ ، فَارِهِيْنَ بِمَعْنَاهُ ، وَيُقَالُ فَارِهِيْنَ حَاذِقِيْنَ ، تَعْثَوْا هُوَ اَشَدُّ الْفَسَادِ ، وَعَاث يَعِيْثُ عَيْثًا ، اَلْجِبِلَّةُ الْخَلْقُ ، جُبِلَ خُلِقَ ، وَمِنْهُ جُبُلاً وَجِبِلاً وَجُبْلاً يَعْنِى الْخَلْقَ *

মুজাহিদ (র) বলেন- تَبْعَثُوْنَ তোমরা নির্মাণ করে থাক। هَضِيْمٌ স্পর্শ করা মাত্রই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। الْمُسَحُوْرِيْنَ জাদুগ্রস্ত। لَيْكَ وَاللَّيْكَةُ ও اَيْكَةُ اَلاَيْكَةُ বহুবচন -অর্থ, বৃক্ষ সমাবেশ। يَوْمِ الظُّلَّة অর্থ যেদিকে শাস্তি তাদের আচ্ছাদিত করবে। مَوْزُوْنٍ জ্ঞাত। كَالطَّوْدِ পর্বতের ন্যায়। الشِّرْذِمَةُ ছোট দল। فِى السَّاجِدِيْنَ অর্থাৎ সালাত আদায়কারী। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ যেন তোমরা স্থায়ী থাকবে। الرِّيْعُ যমীনের উঁচু অংশ। এর বহুবচন وَرِيْعَةٌ এবং اَرْيَاعٌ তার একবচন। مَصَانِعَ প্রত্যেক ইমারতকে مَصْنَعَةٌ বলা হয়। فَرِهِيْنَ

অহংকারীরা। فَارِهِينَ مَامِرِ حَيْن একই অর্থের। فَارِهِينَ বলা হয় দক্ষদের। تَعْثَوْ ভয়ঙ্কর ফ্যাসাদ। এটি "يَا" দ্বারাও ব্যবহৃত হয়। যথা- عَاثَ - يَعِيثُ -عَيْثًا । الجِبِلَّةُ সৃষ্টি جُبِلَ এর অর্থ- সৃষ্টি করা হয়েছে। جُبُلاً - جِبِلاً - جُبْلاً সবগুলোর অর্থ সৃষ্টি।

بَابُ قَوْلِه وَلاَتُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ . وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَاى اَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهِ الْغَبَرَةُ وَالْقَتَرَةُ ، اَلْغَبَرَةُ هِيَ الْقَتَرَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ 'আমাকে লাঞ্ছিত করো না পুনরুত্থান দিবসে।'

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তহমান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন ইব্‌রাহীম (আ) তাঁর পিতাকে ধূলি-ময়লা অবস্থায় দেখতে পাবেন। الْغَبَرَةُ এর অর্থ ধূলি-ময়লা।

٤٤٠٧ حَدَّثَنَا اِسْمعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَخِي عَنِ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلْقى اِبْرَاهِيمُ اَبَاهُ ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اِنَّكَ وَعَدْتَنِى اَن لاَ تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَيَقُولُ اللّهُ : اِنِّى حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ .

৪৪০৭ ইসমাঈল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, (হাশরের ময়দানে ইব্‌রাহীম (আ) তাঁর পিতার সাক্ষাত পেয়ে (তাকে এ অবস্থায় দেখে) বলবেন, ইয়া রব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি কাফেরদের উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।

بَابُ قَوْلِه وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الاَقْرَبِينَ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ اَلِنْ جَانِبَكَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তোমার নিকটের আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও এবং (মু'মিনদের প্রতি) বিনয়ী হও। (اَخْفِضْ جَنَاحَكَ) "তোমার পার্শ্ব নম্র রাখ।"

٤٤٠٨ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِيْ يَابَنِى فِهْرٍ يَابَنِى عَدِيٍّ لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوْا فَجَعَلَ الرَّجُلُ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَّخْرُجَ اَرْسَلَ رَسُوْلاً لِيَنْظُرَ مَاهُوَ فَجَاءَ اَبُوْ لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ اَرَاَيْتَكُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِيْ تُرِيْدُ اَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ اَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ ؟ قَالُوْا نَعَمْ ، مَاجَرَّبْنَا عَلَيْكَ الاَّ صِدْقًا ، قَالَ فَاِنِّى نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ ، فَقَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ، فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَتَبَّ مَا اَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ *

৪৪০৮ উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাফা (পর্বতে) আরোহণ করলেন এবং ডাকতে লাগলেন, হে বনী ফিহ্র! হে বনী আদী ! কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে। অবশেষে তারা একত্রিত হল। যে নিজে আসতে পারল না, সে তার প্রতিনিধি পাঠাল, যাতে দেখতে পায়, ব্যাপার কী ? সেখানে আবূ লাহাব ও কুরাইশগণও আসল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, বল তো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুসৈন্য উপত্যকায় এসে পড়েছে, তারা তোমাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করতে উদ্যত, তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে ? তারা বলল, হ্যাঁ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্য পেয়েছি। তখন তিনি বললেন, "আমি তোমাদের সম্মুখে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি।" আবূ লাহাব (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে) বলল, সারাদিন তোমার উপর ধ্বংস আসুক ! এজন্যই কি তুমি আমাদের একত্র করেছ ? তখন নাযিল হয়, "ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু-হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি।"

٤٤٠٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ، قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا اَنْفُسَكُمْ لاَ اُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ، يَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ

شَيْئًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ لاَ أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ شَيْئًا ، وَيَافَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ﷺ سَلِيْنِيْ مَاشِئْتِ مِنْ مَالِيْ لاَأُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا * تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ *

৪৪০৯ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ (তোমার নিকটের আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও) এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায় ! অথবা অনুরূপ বাক্য, নিজেদের কিনে নাও। আমি আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে বনী আব্দ মানাফ ! আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব ! আমি আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে তোমার কোনই উপকারে আসব না। হে আল্লাহ্র রাসূলের ফুফু সুফিয়া! আমি তোমার নাজাতের ব্যাপারে কোনই উপকার করতে পারব না। হে মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা চাও নিয়ে যাও, কিন্তু আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষার ব্যাপারে আমি তোমার কোনই উপকারে আসব না। আস্‌বাগ (র) .... ইব্ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

سُوْرَةُ النَّمْلِ

সূরা নম্‌ল

وَالْخَبْءُ مَاخَبَّأْتَ ، لاَ قِبَلَ لَهُمْ لاَ طَاقَةَ ، اَلصَّرْحُ كُلُّ مِلاَطٍ أُتُّخِذَ مِنَ الْقَوَارِيْرِ ، وَالصَّرْحُ الْقَصْرُ وَجَمَاعَتُهُ صُرُوْحٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ سَرِيْرٌ كَرِيْمٌ حُسْنُ الصَّنْعَةِ وَغَلاَءُ الثَّمَنِ مُسْلِمِيْنَ طَائِعِيْنَ ، رَدِفَ اقْتَرَبَ ، جَامِدَةً قَائِمَةً ، أَوْزِعْنِي اجْعَلْنِيْ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : نَكِّرُوْا غَيِّرُوْا ، وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ يَقُوْلُهُ سُلَيْمَانُ الصَّرْحُ بِرْكَةُ مَاءٍ ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْمَانُ قَوَارِيْرَ اَلْبَسَهَا اِيَّاهُ *

اَلْخَبْأُ যা তুমি গোপন কর। لاَ قِبَلَ لَهُمْ তাদের কোন শক্তি নেই। اَلصَّرْحُ কাচ মিশ্রিত গারা[১] এবং صَرْحٌ প্রাসাদকেও বলা হয়। এর বহুবচন صُرُوْحٌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ তার সিংহাসন অতি সম্মানিত, শিল্প কর্মে উত্তম এবং বহু মূল্য। مِنْ مُسْلِمِيْنَ অনুগত হয়ে। رَدِفَ নিকটবর্তী হয়েছে। جَامِدَةً স্থির। اَوْزِعْنِىْ আমাকে করে দাও। মুজাহিদ (র) বলেন, نَكِّرُوْا। পরিবর্তন করে দাও। وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ (আমাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে) একথা সুলায়মান (আ) বলেন,। وَالصَّرْحُ পানির একটি হাউস। সুলায়মান (আ) সেটি কাচ দ্বারা আবৃত করে দিয়েছিলেন।

سُوْرَةُ الْقَصَصِ

সূরা কাসাস

يَقَالُ اِلاَّ وَجْهَهُ اِلاَّ مُلْكَهُ ، وَيُقَالُ اِلاَّ مَااُرِيْدَ بِهِ وَجَهُ اللّٰهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ فَعُمِيَتَ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ الْحُجَجُ

বলা হয়, اِلاَّ وَجْهَهُ। তাঁর রাজত্ব ব্যতীত এবং এ-ও বলা হয়, যে কার্যাবলী দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য, তা ব্যতীত (সবই ধ্বংস হবে)। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْاَنْبَاءُ। অর্থ প্রমাণাদি।

بَابٌ قَوْلُهُ اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তুমি যাকে ভালবাস ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন।"

٤٤١٠. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَقَالَ اَىْ عَمِّ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ

১. অট্টালিকার ইট-পাথরের গাঁথুনি ও প্রয়োজনীয় উপাদান।

الْـمُطَّلِب فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْه وَيُعِيْدَانِه ، بِتِلْكَ الْمَقَالَة حَتّٰى قَالَ اَبُوْ طَالِبٍ اٰخِرَ مَاكَلَّمَهُمْ عَلٰى مِلَّة عَبْدِ الْـمُطَّلِبِ وَاَبٰى اَنْ يَقُوْلَ لَااِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ وَاللّٰه لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اَنْهَ عَنْكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ . وَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْ اَبِيْ طَالِبٍ ، فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰه ﷺ اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ * قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اُوْلِىْ الْقُوَّةِ لَا يَرْفَعُهَا اَلْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ ، لَتَنُوْءُ لَتُثْقِلُ ، فَارِغًا اِلاَّ مِنْ ذِكْرِ مُوْسٰى ، اَلْفَرِحِيْنَ الْـمَرِحِيْنَ ، قُصِّيْهِ اتَّبِعِيْ اَثَرَهُ ، وَقَدْ يَكُوْنُ اَنْ يَقُصَّ الْكَلَامَ ، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ عَنْ جُنُبٍ عَنْ بُعْدٍ عَنْ جَنَابَةٍ وَاحِدٌ وَعَنْ اجْتِنَابٍ اَيْضًا ، نَبْطِشُ ، وَنَبْطُشُ يَأْتَمِرُوْنَ يَتَشَاوَرُوْنَ ، الْعُدْوَانُ وَالْعَدَاءُ وَالتَّعَدِيْ وَاحِدٌ ؛ اٰنَسَ اَبْصَرَ ، اَلْجِذْوَةُ قِطْعَةٌ غَلِيْظَةٌ مِنَ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيْهَا لَهَبٌ ، وَالشِّهَابُ فِيْهِ لَهَبٌ ، وَالْحَيَّاتُ اَجْنَاسٌ اَلْجَانُّ وَالْاَفَاعِيْ وَالْاَسَاوِدُ ، رِدْاً مُعِيْنًا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُصَدِّقُنِيْ . وَقَالَ غَيْرُهُ سَنَشُدُّ سَنُعِيْنُكَ ، كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا ، مَقْبُوْحِيْنَ مُهْلَكِيْنَ وَصَّلْنَا بَيَّنَّاهُ وَاَتمَمْنَاهُ ، يُجْبٰى يُجْلَبُ بَطِرَتْ اَشِرَتْ ، فِيْ اُمِّهَا رَسُوْلاً ، اُمُّ الْقُرٰى مَكَّةُ وَمَا حَوْلَهَا ، تُكِنُّ تُخْفِيْ ، اَكْنَنْتُ الشَّيْءَ اَخْفَيْتُهُ ، وَكَنَنْتُهُ خَفَيْتُهُ وَاَظْهَرْتُهُ وَيْكَ اَنَّ اللّٰهَ مِثْلُ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ، يُوَسِّعُ عَلَيْهِ ، وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ *

৪৪১০ আবুল ইয়ামান (র) .... মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবূ তালিবের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে আসলেন। তিনি সেখানে আবূ জাহ্ল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরাকে উপস্থিত পেলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে চাচা! আপনি বলুন "লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহু।" এ 'কালেমা' দ্বারা আমি আপনার জন্য (কিয়ামতে) আল্লাহ্‌র কাছে (আপনার মুক্তির) দাবি করতে পারব। আবূ জাহ্‌ল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ উমাইয়া বলল, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ছেড়ে দেবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারবার তার কাছে এ 'কালেমা' পেশ করতে লাগলেন। আর তারা সে উক্তি বারবার করতে থাকল। অবশেষে আবূ তালিব তাঁদের সঙ্গে সর্বশেষ এ কথা বললেন, আমি 'আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর আছি, এবং কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পাঠ করতে অস্বীকার করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম। আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাকব। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, নবী ও মু'মিনদের জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা আবূ তালিব সম্পর্কে নাযিল করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, "তুমি যাকে ভালবাস (ইচ্ছা করলেই) তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন أُولِى الْقُوَّةِ লোকের একটি দল সে চাবিগুলো বহন করতে সক্ষম ছিল না। لَتَنُوْءُ বহন করা কষ্টসাধ্য ছিল। فَارِغًا মূসা (আ)-এর স্মরণ ছাড়া সব কিছু থেকে খালি ছিল। الْفَرِحِيْنَ দম্ভকারিগণ! قُصِّيْهِ তার চিহ্ন অনুসরণ কর। কথার বর্ণনা অর্থেও প্রয়োগ হয়। "نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ عَنْ جُنُبٍ" এখানে "جنب" অর্থ দূর থেকে। "عَنْ جَنَابَةٍ" "عَنْ اِجْتِنَابٍ" এর অর্থ একই। يَبْطِشُ يَبْطُشُ উভয়ই পড়া হয়। يَأْتَمِرُوْنَ পরস্পর পরামর্শ করছে। وَالتَّعَدِّىْ - الْعَدَاءُ - وَاعْدْوَانُ একই অর্থে, সীমা অতিক্রম করা। انس দেখা الْجَذْوَةُ কাঠের মোটা টুকরা যাতে শিখা নেই। الشِّهَابُ যাতে শিখা আছে। اَلْحَيَّاتُ বহু প্রকার সাপ; যেমন, চিকন জাতি, অজগর, কালনাগ (ইত্যাদি) رِدْاً সাহায্যকার। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, يُصَدِّقُنِىْ (তিনি قَاف-কে পেশ দিয়ে পড়েন। অন্য থেকে বর্ণিত سَنَشُدُّ আমরা শীঘ্র তোমাকে সাহায্য করব। যখন তুমি কোন জিনিসকে শক্তিশালী করলে, তখন তুমি যেন তার জন্য বাহুবল প্রদান করলে। যখন আরবগণ কাউকে সাহায্য করেন তখন বলে থাকেন "جَعَلْتُ لَهُ عَضُدًا" (বাহুবল প্রদান করলে) مَقْبُوْحِيْنَ ধ্বংসপ্রাপ্ত। وَصَّلْنَا আমি তা বর্ণনা করেছি; আমি তা পূর্ণ করেছি। يُجْبٰى আমদানি করা হয়। بَطِرَتْ দম্ভ করল। اُمُّ الْقُرٰى - امهارسولا মক্কা এবং তার চতুর্দিককে বলা হয়। تُكِنُّ গোপন করছ। আরবগণ বলে থাকেন اَكْنَنْتُ الشَّىْءَ আমি তা গোপন করেছি। كَنَنْتُهُ এর অর্থও আমি তা লুকিয়েছি; আমি প্রকাশ করেছি। "وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ" - "اَلَمْ تَرَاَنَّ اللّٰهَ" সমার্থক (তুমি কি দেখনি?) "يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ شَاءَ وَيَقْدِرُ" আল্লাহ্ যার জন্য চান খাদ্য প্রসারিত করে দেন, আর যার থেকে চান সংকুচিত করে দেন।

بَابٌ قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান।"

٤٤١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

الْعُصْفُرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ، قَالَ اِلٰى مَكَّةَ *

৪৪১১ মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাতিল (র)......... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ এর অর্থ মক্কার দিকে।

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ

সূরা আন্‌কাবূত

قَالَ مُجَاهِدٌ : وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ضَلَلَةً فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ ، عَلِمَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَلِيُمَيِّزُ اللّٰهُ ، كَقَوْلِهِ : لِيُمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ ، اَثْقَالاً مَعَ اَثْقَالِهِمْ اَوْزَارِهِمْ *

মুজাহিদ বলেছেন, وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ অর্থাৎ পথভ্রষ্ট। فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ আল্লাহ্ আগে থেকেই তা জানতেন। এইখানে ব্যবহার হয়েছে فَلِيُمَيِّزُ اللّٰهُ (যেন আল্লাহ্ তা'আলা চিহ্নিত করেন)-এর অর্থে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لِيُمَيِّزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ ، اَثْقَالاً مَعَ اَثْقَالِهِمْ (যেন আল্লাহ্ তা'আলা খবীছকে পৃথক করেছেন) অর্থাৎ তাদের অপরাধের সাথে।

سُوْرَةُ الرُّوْمِ

সূরা রূম

فَلاَ يَرْبُوْ مَنْ اَعْطٰى يَبْتَغِيْ اَفْضَلَ فَلاَ اَجْرَالَهُ فِيْهَا قَالَ مُجَاهِدٌ يُحْبَرُوْنَ يُنَعَّمُوْنَ ، فَلاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ يُسَوُّوْنَ الْمَضَاجِعَ ، اَلْوَدْقُ الْمَطَرُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فِى الْاٰلِهَةِ وَفِيْهِ تَخَافُوْنَهُمْ اَنْ يَرِثُوْكُمْ كَمَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، يَصَّدَّعُوْنَ يَتَفَرَّقُوْنَ ، فَاصْدَعْ وَقَالَ غَيْرُهُ ضُعْفٌ وَضَعْفٌ لُغَتَانِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ السُّوْأٰى

اَلْاِسَاءَةُ جَزَاءُ الْمُسِيْئِيْنَ *

فَلَا يَرْبُوْا অর্থাৎ যে এ আশায় দান করে যে, এর চেয়ে উত্তম বিনিময় পাবে, এতে তার কোন সওয়াব নেই। মুজাহিদ (র) বলেন, يُحْبَرُوْنَ তারা নিয়ামত প্রাপ্ত হবে। فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ অর্থাৎ তাদের বিশ্রাম স্থল তৈরি করছে। اَلْوَدْقُ বৃষ্টি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ এ আয়াত আল্লাহ্ সম্পর্কে। تَخَافُوْنَهُمْ তোমরা কি পসন্দ কর যে, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদের অংশীদার হোক, যেমন তোমরা পরস্পরের উত্তরাধিকার হও। يَصَّدَّعُوْنَ পৃথক পৃথক হয়ে যাবে। فَاصْدَعْ স্পষ্ট বর্ণনা কর। ইব্‌ন আব্বাস ছাড়া অন্যে বলেন, ضُعْفٌ এবং ضَعْفٌ উভয়ের অর্থ একই। মুজাহিদ (র) বলেন, اِسَاءَةُ এবং سُوْأَى এর অর্থ অপরাধীকে যথাযোগ্য শাস্তি দেয়া।

৪৪১২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ وَالْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِىْ كِنْدَةَ فَقَالَ يَجِىْءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِاَسْمَاعِ الْمُنَافِقِيْنَ وَاَبْصَارِهِمْ ، يَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَفَزِعْنَا فَاَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَغَضِبَ ، فَجَلَسَ فَقَالَ مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ يَقُوْلَ لِمَا لَا يَعْلَمُ لَا اَعْلَمُ ، فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ قُلْ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ وَاَنَّ قُرَيْشًا اَبْطَؤُا عَنِ الْاِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ ، فَاَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتّٰى هَلَكُوْا فِيْهَا وَاَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَجَاءَهُ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَاِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا فَادْعُ اللّٰهَ ، فَقَرَأَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ ، اِلٰى قَوْلِهِ عَائِدُوْنَ . اَفَيُكْشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الْاٰخِرَةِ اِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوْا اِلٰى كُفْرِهِمْ ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى يَوْمَ بَدْرٍ ،

وَلِزَامًا يَوْمَ بَدْرٍ، اَلَمْ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ، اِلٰى سَيَغْلِبُوْنَ ، وَالرُّوْمُ قَدْ مَضٰى.

بَابُ قَوْلُهُ لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ لِدِيْنِ اللّٰهِ ، خَلْقُ الْاَوَّلِيْنَ دِيْنُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْفِطْرَةُ الْاِسْلاَمُ *

৪৪১২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাসীর (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কিন্‌দাবাসীদের সামনে বলছিল, কিয়ামতের দিন ধোঁয়া আসবে এবং মুনাফিকদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেবে। এ কথা শুনে আমরা ভীত হয়ে পড়লাম। এরপর আমি ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিকট এলাম। তখন তিনি তাকিয়ায় ঠেস লাগিয়ে বসেছিলেন। (এ সব ঘটনা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, যার জানা আছে সে যেন তা বলে, আর যে না জানে সে যেন বলে, আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। জ্ঞানের মধ্যে এটাও একটা জ্ঞান যে, যার যে বিষয় জানা নেই সে বলবে "আমি এ বিষয়ে জানি না।" আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে বলেছেন, হে নবী ! আপনি বলুন, "আমি আল্লাহ্‌র দীনের দিকে আহবানের জন্য তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। কুরাইশগণ ইসলাম গ্রহণে দেরী করতে লাগল, সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জন্য বদদোয়া করেন। "হে আল্লাহ্ ! আপনি তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় সাত বছর (দুর্ভিক্ষ) দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।" তারপর তারা এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষের মধ্যে পতিত হলো যে, তারা তাতে ধ্বংস হয়ে গেল এবং মৃত জন্তু ও তার হাড় খেতে বাধ্য হলো। তারা (দুর্ভিক্ষের দরুন) আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ধোঁয়ার মত দেখতে পেল। তারপর আবূ সুফিয়ান তাঁর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ ! তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ও তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছ ; অথচ তোমার গোত্রের লোকেরা এখন ধ্বংস হয়ে গেল। সুতরাং আমাদের (এ দুর্ভিক্ষ থেকে) বাঁচার জন্য দোয়া কর। তখন তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ ، اِلٰى قَوْلِهِ عَائِدُوْنَ "অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ .... ।" তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। অবশেষে দুর্ভিক্ষের অবসান হলো কিন্তু তারা কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এদের উদ্দেশ্যেই নাযিল করলেন, যেদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করব। اَلْبَطْشَةَ এবং لِزَامًا দ্বারা বদরের যুদ্ধ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আলিফ, লাম, মীম। রোমকগণ পরাজিত হয়েছে। .... এবং পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। রোমকগণের ঘটনা অতিবাহিত হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোনই পরিবর্তন নেই।" خَلْقُ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র সৃষ্টি) এর অর্থ-আল্লাহ্‌র দীন। যেমন خَلْقُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ دِيْنُ الْاَوَّلِيْنَ পূর্ববর্তীদের দীন। الْفِطْرَةَ ইসলাম।

٤٤١٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ الاَّيُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ *

৪৪১৩ আব্‌দান (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সকল মানব শিশুই ফিত্‌রাত (ইসলাম)-এর ওপর জন্ম গ্রহণ করে। তারপর তার পিতা ও মাতা তাকে ইহুদী, নাসারা অথবা অগ্নিউপাসক বানিয়ে দেয়। যেমন জানোয়ার পূর্ণ বাচ্চার জন্ম দেয়। তোমরা কি তার মধ্যে কোন ত্রুটি পাও? পরে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। (আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ কর) যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এ-ই সরল দীন।

سُوْرَةُ لُقْمَانَ

সূরা লুক্‌মান

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لاَتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ "আল্লাহ্‌র কোন শরীক করো না। নিশ্চয়ই শির্‌ক চরম জুলুম।"

٤٤١٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالُوْا اَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ اِيْمَانَه بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ اَلاَ تَسْمَعُ اِلٰى قَوْلِ لُقْمَانَ لاِبْنِهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

৪৪১৪ কুতায়বা ইব্‌ন সা'দ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হল (আল্লাহ্‌র বাণী) ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি। এটি

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবাদের উপর খুবই কঠিন (ভারী) মনে হল। তখন তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তারা তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ আয়াত দ্বারা এ অর্থ বোঝানো হয়নি। তোমরা লুকমানের বাণী, যা তিনি তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ শিরক করা বড় জুলুম, তা কি শোননি ?

بَابٌ قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তাঁরই কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান (অর্থাৎ কখন ঘটবে)।"

٤٤١٥ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْ حَيَّانَ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ اِذْ اَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِيْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِيْمَانُ ؟ قَالَ الْاِيْمَانُ : اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُوْلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْاٰخِرِ، قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْلاَمُ ؟ قَالَ الْاِسْلاَمُ : اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِحْسَانُ ؟ قَالَ الْاِحْسَانُ : اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ مَا الْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَلٰكِنْ سَاُحَدِّثُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْاَةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا ، وَاِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا فِيْ خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ : اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي الْاَرْحَامِ ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رُدُّوْا عَلَيَّ فَاَخَذُوْا لِيَرُدُّوْا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ *

৪৪১৫ ইসহাক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের

সাথে বসেছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঈমান কী ? তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌তে ঈমান আনবে এবং তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনবে এবং (কিয়ামতে) আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ ও পুনরুত্থানের ওপর ঈমান আনবে।" লোকটি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইসলামী কী ? তিনি বললেন, ইসলাম (হল) আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ও তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না এবং সালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত দিবে ও রমযানের সিয়াম পালন করবে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ইহ্‌সান কী? তিনি বললেন, ইহ্‌সান হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইবাদত এমন একাগ্রতার সাথে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে (মনে করবে) আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন। লোকটি আরও জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, সে বেশি জানে না। তবে আমি তোমার কাছে এর (কিয়ামতের) কতগুলো লক্ষণ বলছি। তা হল, যখন দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, এটা তার (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার) একটি নিদর্শন। আর যখন দেখবে, নগ্নপদ ও নগ্নদেহ লোকেরা মানুষের নেতা হবে, এও তার একটি লক্ষণ। এটি ঐ পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানেন না ঃ (১) 'কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকটই রয়েছে। (২) তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করান, (৩) তাঁরই জ্ঞানে রয়েছে, মাতৃগর্ভে কি আছে। এরপরে সে লোকটি চলে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন। সাহাবাগণ তাঁকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পাননি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তিনি জিবরাঈল, লোকদের তাদের দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন।

٤٤١٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَأَ : اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ *

৪৪১৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, গায়েবের [১] চাবি পাঁচটি। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে।

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ

সূরা সাজ্‌দা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَهِيْنٌ ضَعِيْفٌ ، نُطْفَةُ الرَّجُلِ ، ضَلَلْنَا هَلَكْنَا . وَقَالَ ابْنُ

১. অদৃশ্য ঃ দৃষ্টির অন্তরালের বস্তু, যা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত যেমন, আল্লাহ্, ফেরেশতা, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি।

عَبَّاسٍ الْجُرُزُ الَّتِىْ لَاتُمْطَرُ اِلاَّ مَطَرًا لاَ يُغْنِىْ عَنْهَا شَيْئًا نَهْدِ نُبَيِّنُ .

মুজাহিদ (র) বলেন, مَهِيْنٌ দুর্বল অর্থাৎ পুরুষের শুক্র। ضَلَلْنَا আমরা ধ্বংস হয়েছি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْجُرُزُ ঐ মাটি যেখানে এত সামান্য বৃষ্টি হয়, যাতে তার কোন উপকারে আসে না। نَهْدِ তাকে সঠিক পথ বলে দিয়েছি।

بَابٌ قَوْلُهُ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ "কেউই জানে না, তাদের জন্য কি লুকায়িত রয়েছে।"

٤٤١٧ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : اَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ * قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ مِثْلَهُ قِيْلَ لِسُفْيَانَ رِوَايَةً قَالَ فَاَىُّ شَىْءٍ * قَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ قَرَأَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قُرَّاتٍ *

৪৪১৭ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব সামগ্রী তৈরি করে রেখেছি, যা কোন নয়ন দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন অন্তকরণের চিন্তায় আসেনি। আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, তোমরা চাইলে (প্রমাণ স্বরূপ) এ আয়াত তিলাওয়াত কর ঃ কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন শীতলকারী কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে।

সুফিয়ান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। আবূ সুফিয়ান (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি এ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন ? তিনি বললেন, তা নয়তো কি ?

আবূ মু'আবীয়া (র) .... আবূ সালিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা (রা) "قُرَّاتٍ" "আলিফ" এবং লম্বা 'তা' সহ) পাঠ করেছিলেন।

٤٤١٨ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لاَعَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ، ذُخْرًا بَلْهَ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ *

৪৪১৮ ইসহাক ইব্‌ন নাস্‌র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস তৈরি করে রেখেছি, সঞ্চিতরূপে যা কোন নয়ন দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন ব্যক্তির মনেও তার কল্পনা সৃষ্টি হয়নি। আর যা তোমাদের অবহিত করা হয়েছে, তা ছাড়া। তারপর এ আয়াত পাঠ করলেন, কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন শীতলকারী কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।

سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ

সূরা আহ্‌যাব

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : صَيَاصِيْهِمْ قُصُوْرِهِمْ *

মুজাহিদ (র) বলেন, صَيَاصِيْهِمْ তাদের মহল।

٤٤١٩ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ مُؤْمِنٍ اِلاَّ وَاَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، اِقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ، فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوْا ، فَاِنْ تَرَكَ دَيْنًا ، اَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِىْ وَاَنَا مَوْلاَهُ .

৪৪১৯ ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল মুন্‌যির (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দুনিয়া ও আখিরাতে সকল মু'মিনের জন্য আমিই ঘনিষ্ঠতম। তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াত পাঠ করতে পার।
"নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের চাইতে বেশি ঘনিষ্ঠ।" সুতরাং কোন মু'মিন কোন মাল-সম্পদ রেখে গেলে তার নিকটআত্মীয় সে যে-ই হোক, হবে তার উত্তরাধিকারী, আর যদি ঋণ অথবা অসহায় সন্তানাদি রেখে যায় সে যেন আমার কাছে আসে, আমি তার অভিভাবক।

بَابٌ قَوْلُهُ اُدْعُوْهُمْ لاِبَائِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اُدْعُوْهُمْ لاِبَائِهِمْ "তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক।"

٤٤٢٠ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوْهُ اِلاَّ زَيْدَ ابْنَ مُحَمَّدٍ حَتّٰى نَزَلَ الْقُرْاٰنُ : اُدْعُوْهُمْ لاِبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ .

৪৪২০ মুয়াল্লা ইব্‌ন আসাদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আযাদকৃত গোলাম যায়িদ ইব্‌ন হারিসাকে আমরা "যায়িদ ইব্‌ন মুহাম্মদ-ই" ডাকতাম, যে পর্যন্ত না এ আয়াত নাযিল হয়। তোমরা তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটিই অধিক ন্যায়সংগত।

بَابٌ قَوْلُهُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً نَحْبَهُ عَهْدَهُ ، اَقْطَارِهَا جَوَانِبِهَا ، اَلْفِتْنَةَ لاَتَوْهَا لاَعْطَوْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً "তাদের কেউ কেউ তার অঙ্গীকার পূরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাতে কোন পরিবর্তন করেনি।" نَحْبَهُ তার অঙ্গীকার। اَقْطَارِهَا তার পার্শ্বসমূহ। اَلْفِتْنَةَ لاَتَوْهَا তারা তা গ্রহণ করত।

٤٤٢١ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُرٰى هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْ اَنَسِ بْنِ النَّضْرِ : مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ *

৪৪২১ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মনে করি, এ আয়াত আনাস ইব্ন নায্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। "মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।"

٤٤٢٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا نَسَخْنَا الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ فَقَدْتُ اٰيَةً مِنْ سُوْرَةِ الْاَحْزَابِ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا لَمْ اَجِدْهَا مَعَ اَحَدٍ اِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ الَّذِىْ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ .

৪৪২২ আবুল ইয়ামান (র) .... যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন সহীফা থেকে কুরআন লিপিবদ্ধ করছিলাম তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত অবিদ্যমান পেলাম, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে (অধিক পরিমাণ) তিলাওয়াত করতে শুনেছি। (অবশেষে) সেটি খুযায়মা আনসারী ব্যতীত অন্য কারও কাছে পেলাম না; যার সাক্ষী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'জন পুরুষ সাক্ষীর সমান গণ্য করেছেন। (আয়াতটি হল) مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ

بَابُ قَوْلِهِ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ، اَلتَّبَرُّجُ اَنْ تُخْرِجَ مَحَاسِنَهَا ، سُنَّةَ اللّٰهِ اسْتَنَّهَا جَعَلَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ .... سَرَاحًا جَمِيْلاً
"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন ঃ তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর তবে আস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দেই।" اَلتَّبَرُّجُ আপন সৌন্দর্য প্রকাশ করা। سُنَّةَ اللّٰهِ যে নীতি আল্লাহ্ নির্ধারণ করেছেন।

٤٤٢٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهَا حِيْنَ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ يُخَيِّرَ اَزْوَاجَهُ ،

فَبَدَأَ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكَ اَمْرًا فَلاَ عَلَيْكَ اَنْ تَسْتَعْجِلِيْ حَتّٰى تَسْتَأْمِرِيْ اَبَوَيْكِ وَقَدْ عَلِمَ اَنَّ اَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَأْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهٖ ، قَالَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ : يَااَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِلٰى تَمَامِ الْاٰيَتَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهٗ فَفِي اَيِّ هٰذَا اَسْتَأْمِرُ اَبَوَيَّ فَاِنِّي اُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ .

بَابٌ قَوْلُهٗ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا . وَقَالَ قَتَادَةُ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ اَلْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ وَالْحِكْمَةِ وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا اُمِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَخْيِيْرِ اَزْوَاجِهٖ بَدَأَ بِيْ فَقَالَ اِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ اَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ اَنْ لاَ تَعْجَلِيْ ، حَتّٰى تَسْتَأْمِرِي اَبَوَيْكِ ، قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ اَنَّ اَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَأْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهٖ ، قَالَتْ ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ جَلَّ ثَنَاؤُهٗ قَالَ : يَااَيُّهَا النَّبِيُّ ﷺ قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا اِلٰى اَجْرًا عَظِيْمًا قَالَتْ فَقُلْتُ فَفِيْ اَيِّ هٰذَا اَسْتَأْمِرُ اَبَوَيَّ ، فَاِنِّي اُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ ، قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ اَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ * تَابَعَهٗ مُوْسٰى بْنُ اَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاَبُوْ سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ .

৪৪২৩ আবুল ইয়ামান (র) .... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাছে এলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সহধর্মিণীগণের ইখতিয়ার দেয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন,[১]

১. খায়বারের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণ তাদের ভরণ-পোষণের জন্য কিছু আর্থিক অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানান। এতে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ ঘটনার দিকেই এর ইঙ্গিত।

তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রথম আমাকে দিয়ে শুরু করলেন এবং বললেন, আমি তোমার কাছে একটি কথা উল্লেখ করছি। তাড়াহুড়ো না করে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে উত্তর দেবে। তিনি এ কথা ভালভাবেই জানতেন যে, আমার আব্বা-আম্মা তাঁর (রাসূল) ﷺ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ কখনও দিবেন না। আয়েশা (রা) বলেন, (আমাকে এ কথা বলার পর) তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন, আল্লাহ্ বলছেন, "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন। তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর ......। তখন আমি তাঁকে বললাম, তাতে আমার আব্বা-আম্মা থেকে পরামর্শ নেবার কী আছে? আমি তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের জীবনই চাই।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ আর যদি তোমরা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও আখিরাতের জীবন কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।

কাতাদাহ (রা) বলেন, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ এর মধ্যে "اٰيٰتِ" দ্বারা কুরআন, সুন্নাত এবং হিকমত বোঝানো হয়েছে। লাইস (র) .... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাঁর সহধর্মিণীদের ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়ার নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি প্রথমে আমাকে বললেন, তোমাকে একটি বিষয় সম্পর্কে বলব। তাড়াহুড়ো না করে তুমি তোমার আব্বা ও আম্মার সঙ্গে পরামর্শ করে নিবে। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি অবশ্যই জানতেন, আমার আব্বা-আম্মা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলবেন না। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ ﷺ قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا اِلٰى اَجْرًا عَظِيْمًا "হে নবী ! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর ...... মহা প্রতিদান পর্যন্ত। আয়েশা (রা) বলেন, এর মধ্যে আমার আব্বা-আম্মার সাথে পরামর্শের কী আছে ? আমি তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের জীবন চাই। আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ-এর অন্যান্য সহধর্মিণী আমার অনুরূপ জবাব দিলেন।

بَابٌ قَوْلُهُ وَتُخْفِى فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ .... اَنْ تَخْشَاهُ "তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন কর, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত।

٤٤٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ هٰذِهِ الاٰيَةَ :

وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَااللّٰهُ مُبْدِيْهِ ، نَزَلَتْ فِيْ شَانِ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ .

৪৪২৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) .... "আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি, وَتُخْفِي فِيْ نَفْسِكَ مَااللّٰهُ مُبْدِيْهِ "(তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছ, আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন।)" জয়নব বিনতে জাহ্‌শ এবং যায়িদ ইব্‌ন হারিসা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

بَابٌ قَوْلُهُ : تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تُرْجِيْ تُوَخِّرُ ، اَرْجِئْهُ اَخِّرْهُ .

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ...... فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ "তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার কাছ থেকে দূর রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার কাছে স্থান দিতে পার। আর তুমি যাকে দূরে রেখেছ, তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই।" ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, تُرْجِيْ দূরে রাখতে পার। اَرْجِئْهُ তাকে দূরে সরিয়ে দাও, অবকাশ দাও।

٤٤٢٥ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغَارُ عَلَى اللاَّتِيْ وَهَبْنَ اَنْفُسَهُنَّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَقُوْلُ اَتَهَبُ الْمَرْاَةُ نَفْسَهَا ، فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ، قُلْتُ مَا اَرٰى رَبَّكَ اِلاَّ يُسَارِعُ فِيْ هَوَاكَ *

৪৪২৫ যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব মহিলা নিজকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে হেবাস্বরূপ ন্যস্ত করে দেন, তাদের আমি ঘৃণা করতাম। আমি (মনে মনে) বলতাম, মহিলারা কি নিজেকে অর্পণ করতে পারে ? এরপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আপনার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন। আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই।"

তখন আমি বললাম, আমি দেখছি যে, আপনার রব আপনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই দ্রুত পূরণ করেন।

٤٤٢٦ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِيْ يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ اَنْ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ جُنَاحَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ ؟ قَالَتْ كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُ اِنْ كَانَ ذَاكَ اِلَيَّ فَاِنِّيْ لاَ اُرِيْدُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ اُوْثِرَ عَلَيْكَ اَحَدًا ، تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ سَمِعَ عَاصِمًا .

بَابُ قَوْلُهُ لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لاَ يَسْتَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا . يُقَالُ اِنَاهُ اِدْرَاكُهُ ، اَنٰى يَأْنِىْ اَنَاةً لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنَ قَرِيْبًا : اِذَا وَصَفْتَ صِفَةُ الْمُؤَنَّث قُلْتَ قَرِيْبَةً ، وَاِذَا جَعَلْتَهُ ظَرْفًا وَبَدَلاً ، وَلَمْ تُرِدِ الصِّفَةَ ، نَزَعْتَ الْهَاءَ مِنَ الْمُوَنَّثِ ، وَكَذٰلِكَ لَفْظُهَا فِى الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ لِلذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى *

৪৪২৬ হাব্বান ইব্‌ন মূসা (র) মু'আয (র) সূত্রে .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্ত্রীদের সঙ্গে অবস্থানের পালার ব্যাপারে আমাদের থেকে অনুমতি চাইতেন এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরও, "আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট হতে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনর নিকট স্থান দিতে পারেন এবং আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে আপনার কোন অপরাধ নেই।" এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মু'আয বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এর

উত্তরে কি বলতেন ? তিনি বললেন, আমি তাঁকে বলতাম, এ বিষয়ের অধিকার যদি আমার থেকে থাকে তাহলে আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার ব্যাপারে কাউকে অগ্রাধিকার দিতে চাইনে। আব্বাদ বিন আব্বাদ 'আসম থেকে অনুরূপ শুনেছেন ।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ .... عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا "(হে মু'মিনগণ!) তোমাদের অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে আহারের জন্য নবীর গৃহে প্রবেশ করবে না; বরং যখন তোমাদের ডাকা হয় তখন তোমরা প্রবেশ করবে। আহারের শেষে তোমরা চলে যাবে, তোমরা পরস্পর আলাপ-আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়বে না, কারণ তোমাদের এ আচরণ নবীকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচবোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরালে থেকে চাবে, এ বিধান তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তার পত্নীদের বিয়ে করা কখনও সঙ্গত নহে। আল্লাহ্র কাছে এটি গুরুতর অপরাধ।" বলা হয় أَنَاه খাদ্য পরিপাক হওয়া। এটা أَنَاةً – أَنَا – يَأْنِىْ থেকে গঠিত। لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنَ قَرِيْبًا সম্ভবত কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। যদি তুমি اَلْمُؤَنَّث হিসেবে ব্যবহার কর, তবে قَرِيْبَةً বলবে। আর যদি صِفَتَ না ধর ظَرفٌ বা بَدَلُ হিসাবে ব্যবহার কর তবে 'তা' নিয়ে সংযোগ করবে না। তদ্রূপ এ শব্দটি একবচন, দ্বি-বচন, বহুবচন এবং مُذَكَّرْ ، اَلْمُؤَنَّث সব ক্ষেত্রেই একবচন রূপে ব্যবহৃত হবে।

٤٤٢٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَلَوْ اَمَرْتَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْحِجَابِ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ الْحِجَابِ *

৪৪২৭ মুসাদ্দাদ (র) .... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার কাছে ভাল ও মন্দ লোক আসে। আপনি যদি উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের ব্যাপারে পর্দার আদেশ দিতেন (তবে ভাল হত) তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন।

٤٤٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ مِجْلَزٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوْا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُوْنَ ، وَاِذَا هُوَ كَاَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوْا فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ ، فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ

لِيَدْخُلَ فَاِذَا الْقَوْمُ جُلُوْسٌ ، ثُمَّ اِنَّهُمْ قَامُوْا ، فَانْطَلَقْتُ ، فَجِئْتُ ، فَاَخْبَرْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوْا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ ، فَذَهَبْتُ اَدْخُلُ فَاَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اَلاٰيَةَ *

৪৪২৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ রকাশী (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জয়নাব বিন্‌ত জাহশ্‌কে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিয়ে করেন, তখন তিনি লোকদের দাওয়াত দিলেন। লোকেরা আহারের পর বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। তিনি উঠে যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, কিন্তু লোকেরা উঠছিল না। এ অবস্থা দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি উঠে যাওয়ার পর যারা উঠবার তারা উঠে গেল। কিন্তু তিন ব্যক্তি বসেই রইল। নবী ﷺ ঘরে প্রবেশের জন্য ফিরে এসে দেখেন, তারা তখনও বসে রয়েছে (তাই হুযুর (স) চলে গেলেন)। এরপর তারাও উঠে গেল। আমি গিয়ে নবী ﷺ -কে তাদের চলে যাওয়ার সংবাদ দিলাম। তারপর তিনি এসে প্রবেশ করলেন। এরপরও আমি প্রবেশ করতে চাইলে তিনি আমার ও তার মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوابُيُوْتَ النَّبِىِّ ﷺ "হে মু'মিনগণ ! তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না.......... শেষ পর্যন্ত।

٤٤٢٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِك اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِهٰذِهِ الاٰيَةِ الْحِجَابِ لَمَّا اُهْدِيَتْ زَيْنَبُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَتْ مَعَهُ فِى الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَامًا ، وَدَعَا الْقَوْمَ فَقَعَدُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ ، فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمْ قُعُوْدٌ يَتَحَدَّثُوْنَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ اِلٰى قَوْلِهٖ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ فَضُرِبَ الْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ *

৪৪২৯ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি পর্দার আয়াত সম্পর্কে লোকদের চেয়ে বেশি জানি। যখন নবী ﷺ-এর নিকট যয়নাবকে বাসর যাপনের জন্য পাঠানো হয় এবং তিনি তাঁর ঘরে তাঁর সঙ্গে অবস্থান করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাবার তৈরি করে লোকদের দাওয়াত দিলেন। তারা (খাওয়ার পর) বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাইরে

গিয়ে আবার ঘরে ফিরে এলেন, তখনও তারা বসে আলাপ-আলোচনা করছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন। "হে মু'মিনগণ, তোমাদের অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে আহারের জন্য নবী ﷺ গৃহে প্রবেশ করবে না।" .... পর্দার আড়াল থেকে' পর্যন্ত। এরপর পর্দার বিধান কার্যকর হল এবং লোকেরা চলে গেল।

٤٤٣٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بُنِىَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ فَأُرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا فَيَجِىْءُ قَوْمٌ فَيَاكُلُوْنَ وَيَخْرُجُوْنَ ثُمَّ يَجِىْءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُوْنَ وَيَخْرُجُوْنَ فَدَعَوْتُ حَتّٰى مَا اَجِدُ اَحَدًا اَدْعُوْ فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا اَجِدُ اَحَدًا اَدْعُوْهُ ، قَالَ اَرْفَعُوْا طَعَامَكُمْ ، وَبَقِىَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُوْنَ فِى الْبَيْتِ ، فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَانْطَلَقَ اِلٰى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ، كَيْفَ وَجَدْتَ اَهْلَكَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ ، فَتَقَرّٰى حُجَرَ نِسَائِهِ ، كُلِّهِنَّ يَقُوْلُ لَهُنَّ كَمَا يَقُوْلُ عَائِشَةَ ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ فَاِذَا ثَلاَثَةٌ مِنْ رَهْطٍ فِىْ الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُوْنَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ شَدِيْدَ الْحَيَاءِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا اَدْرِىْ اَخْبَرْتُهُ اَوْ اُخْبِرَ اَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوْا فَرَجَعَ حَتّٰى اِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِىْ اُسْكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَاُخْرٰى خَارِجَةً اَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ ، وَاُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ *

৪৪৩০ আবূ মা'আমার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জয়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শের বাসর যাপন উপলক্ষে নবী ﷺ কিছু রুটি-গোশ্‌তের ব্যবস্থা করলেন। তারপর খানা খাওয়াবার জন্য আমাকে লোকদের ডেকে আনতে পাঠালেন। একদল লোক এসে খেয়ে বের হয়ে গেল। তারপর আর একদল এসে খেয়ে বের হয়ে গেল। এরপর আবার আমি ডাকতে গেলাম; কিন্তু কাউকে আর ডেকে পেলাম না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আর কাউকে ডেকে পাচ্ছি না। তিনি বললেন, খানা উঠিয়ে নাও। তখন তিন ব্যক্তি ঘরে রয়ে গেল, তারা কথাবার্তা বলছিল। তখন নবী ﷺ বের হয়ে আয়েশা

(রা)-এর হুজরার দিকে গেলেন এবং বললেন, আস্‌সালামু আলায়কুম ইয়া আহলাল বায়ত ওয়া রহমাতুল্লাহ্! আয়েশা (রা) বললেন, ওয়া আলায়কা ওয়া রাহমাতুল্লাহ্। আল্লাহ্ আপনাকে বরকত দিন, আপনার স্ত্রীকে কেমন পেলেন ? এভাবে তিনি পর্যায়ক্রমে সব স্ত্রীর হুজরায় গেলেন এবং আয়েশাকে যেমন বলেছিলেন তাদেরও অনুরূপ বললেন। আর তাঁরা তাঁকে সে জবাবই দিয়েছিলেন, যেমন আয়েশা (রা) দিয়েছিলেন। তারপর নবী ﷺ ফিরে এসে সে তিন ব্যক্তিকেই ঘরে আলাপরত দেখতে পেলেন। নবী ﷺ খুব লাজুক ছিলেন। (তাই তাদের দেখে লজ্জা পেয়ে) আবার আয়েশা (রা)-এর হুজরার দিকে গেলেন। তখন, আমি স্মরণ করতে পারছি না, অন্য কেউ না আমি তাকে লোকদের বের হয়ে যাওয়ার খবর দিলাম। তিনি ফিরে এসে দরজার চৌকাঠের ভিতরে এক পা ও বাইরে এক পা রেখে আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন।

٤٤٣١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَنِيْ بِزَيْنَبَ اَبْنَةِ جَحْشٍ فَاَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَّلَحْمًا ثُمَّ خَرَجَ اِلٰى حُجَرِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيْحَةَ بِنَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُوْ لَهُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُوْنَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ اِلٰى بَيْتِهِ رَاٰى رَجُلَيْنِ جَرٰى بِهِمَا الْحَدِيْثُ فَلَمَّا رَاٰهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَاٰى الرَّجُلَانِ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ فَمَا اَدْرِيْ اَنَا اَخْبَرْتُهُ بِخُرُوْجِهِمَا اَمْ اُخْبِرَ فَرَجَعَ حَتّٰى دَخَلَ الْبَيْتَ وَاَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَاُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنِيْ حُمَيْدٌ سَمِعَ اَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৪৪৩১ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) .... আনাস্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, জয়নাব বিন্ত জাহ্‌শের সাথে বাসর উদ্‌যাপনের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওয়ালীমা করলেন। লোকদের তিনি গোশ্‌ত-রুটি তৃপ্তি সহকারে খাওয়ালেন। তারপর তিনি উম্মুল মু'মিনীনদের কক্ষে যাওয়ার জন্য বের হলেন। যেমন বাসর রাত্রির ভোরে তার অভ্যাস ছিল যে, তিনি তাঁদের সালাম দিতেন ও তাঁদের জন্য দোয়া করতেন এবং তাঁরাও তাঁকে সালাম করতেন, তাঁর জন্য দোয়া করতেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে দু'ব্যক্তিকে আলাপরত দেখতে পেলেন। তাদের দেখে তিনি ঘর থেকে ফিরে গেলেন। সে দু'জন নবী ﷺ -কে ঘর থেকে ফিরে যেতে দেখে দ্রুত বের হয়ে গেল। এরপরে, আমার স্মরণ নেই যে আমি তাঁকে তাদের বের হয়ে যাওয়ার সংবাদ দিলাম,

না অন্য কেউ দিল। তখন তিনি ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা লটকিয়ে দিলেন এবং পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٤٤٣٢ حَدَّثَنِىْ زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَاضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَ كَانَتْ امْرَاَةً جَسِيْمَةً لاَ تَخْفٰى عَلٰى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأٰهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ اَمَا وَاللّٰهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِىْ كَيْفَ تَخْرُجِيْنَ ، قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ وَاِنَّهُ لَيَتَعَشّٰى وَفِىْ يَدِهٖ عَرْقٌ ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِىْ فَقَالَ لِىْ عُمَرُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ فَأَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ ، وَاِنَّ الْعَرْقَ فِىْ يَدِهٖ مَاوَضَعَهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ اُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ .

৪৪৩২ যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর সাওদা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যান। সাওদা এমন মোটা শরীরের অধিকারিণী ছিলেন যে, পরিচিত লোকদের থেকে তিনি নিজকে গোপন রাখতে পারতেন না। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তাঁকে দেখে বললেন, হে সাওদা! জেনে রাখ, আল্লাহ্র কসম, আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকতে পারবে না। এখন দেখ তো, কেমন করে বাইরে যাবে ? আয়েশা (রা) বলেন, (এ কথা শুনে) সাওদা (রা) ফিরে আসলেন। আর এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে রাতের খানা খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল টুকরা হাড়। সাওদা (রা) ঘরে প্রবেশ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম। তখন উমর (রা) আমাকে এমন এমন কথা বলেছে। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকট ওহী নাযিল করেন। ওহী অবতীর্ণ হওয়া শেষ হল, হাড় টুকরা তখনও তাঁর হাতেই ছিল, তিনি তা রাখেননি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, অবশ্যই প্রয়োজনে তোমাদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

بَابٌ قَوْلُهُ : اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىْ اٰبَائِهِنَّ وَلاَ اَبْنَائِهِنَّ وَلاَ اِخْوَانِهِنَّ وَلاَ اَبْنَاءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلاَ اَبْنَاءِ اَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَائِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ اِنَّ

اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ সকল বিষয় জ্ঞাত। নবী ﷺ-এর পত্নীদের জন্য কোন গুনাহ্ নেই, তাদের পিতা, পুত্র, ভাই ভাতিজা, ভাগিনা, সাধারণ মহিলা এবং দাসীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু দেখেন।

٤٤٣٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ اَفْلَحُ اَخُوْا اَبِىْ الْقُعَيْسِ بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ . فَقُلْتُ لاَ اٰذَنُ لَهُ حَتّٰى اسْتَأْذَنَ فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَاِنَّ اَخَاهُ اَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ اَرْضَعَنِىْ وَلٰكِنْ اَرْضَعَتْنِىْ اِمْرَاَةُ اَبِىْ الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَفْلَحَ اَخَا اَبِى الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ ، فَأَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ حَتّٰى اسْتَاذِنَكَ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَمَا يَمْنَعُكِ اَنْ تَأْذَنِيْنَ عَمَّكِ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ اَرْضَعَنِىْ وَلٰكِنْ اَرْضَعَتْنِىْ امْرَاَةُ اَبِى الْقُعَيْسِ ، فَقَالَ ائْذَنِىْ لَهُ فَاِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذٰلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ حَرِّمُوْا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُوْنَ مِنَ النَّسَبِ .

৪৪৩৩ আবুল ইয়ামান (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর, আবুল কু'আয়স এর ভাই-আফ্লাহ আমার কাছে প্রবেশ করার অনুমতি চায়। আমি বললাম, এ ব্যাপারে যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুমতি না দিবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দিতে পারি না। কেননা তার ভাই আবূ কুআয়স সে নিজে আমাকে দুধ পান করাননি। কিন্তু আবুল কু'আয়াসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আবুল কু'আয়াসের ভাই-আফলাহ্ আমার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইছিল। আমি এ বলে অস্বীকার করেছি যে, যতক্ষণ আপনি এ ব্যাপারে অনুমতি না দেবেন, ততক্ষণ আমি অনুমতি দেব না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার চাচাকে (তোমার সাথে দেখা করার) অনুমতি দিতে কিসে বাধা দিয়েছে? আমি বললাম, সে ব্যক্তি তো আমাকে দুধ পান করাননি; কিন্তু আবুল কু'আয়াসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছে। এরপর তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন, তোমার হাত ধুলি ধূসরিত হোক, তাকে অনুমতি দাও, কেননা, সে তোমার চাচা। উরওয়া বলেন, এ কারণে আয়েশা (রা) বলতেন বংশের দিক দিয়ে যা হারাম মনে কর, দুধ পানের কারণেও তা হারাম জান।

بَابٌ قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا * قَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ : صَلاَةُ اللّٰهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلاَئِكَةِ وَصَلاَةُ الْمَلاَئِكَةِ الدُّعَاءُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُصَلُّوْنَ يُبَرِّكُوْنَ ، لَنُغْرِيَنَّكَ لَنُسَلِّطَنَّكَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতারা নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করেন। হে মু'মিনগণ! (তোমরাও) তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ কর।

আবুল আলীয়া (র) বলেন, আল্লাহ্র সালাতের অর্থ নবীর প্রতি ফেরেশতাদের সামনে আল্লাহ্র প্রশংসা। ফেরেশতার সালাতের অর্থ- দোয়া। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, يُصَلُّوْنَ -এর অর্থ-বরকতের দোয়া করছেন। لَنُغْرِيَنَّكَ অর্থ আমি তোমাকে বিজয়ী করব।

٤٤٣٤ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ ، قَالَ قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ *

৪৪৩৪ সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... কা'ব ইব্‌ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উপর সালাম (প্রেরণ করা) আমরা জানতে পেরেছি; কিন্তু সালাত কি ভাবে? তিনি বললেন, তোমরা বলবে, "হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদের পরিজনের উপর রহমত অবতীর্ণ কর, যেমনিভাবে ইব্‌রাহীম-এর পরিজনের উপর তুমি রহমত অবতীর্ণ করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত, মর্যাদাবান। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ-এর উপর এবং মুহাম্মদ-এর পরিজনের প্রতি বরকত অবতীর্ণ কর। যেমনিভাবে তুমি বরকত অবতীর্ণ করেছ ইব্‌রাহীমের পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত, মর্যাদাবান।

٤٤٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ

الْهَادِعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا التَّسْلِيْمُ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ ؟ قَالَ قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ، وَقَالَ اَبُوْ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ *

৪৪৩৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ তো হল সালাম পাঠ ; কিন্তু কেমন করে আমরা আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করব ? তিনি বললেন, তোমরা বলবে, "হে আল্লাহ্ ! আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেভাবে রহমত অবতীর্ণ করেছেন ইব্রাহীমের পরিজনের প্রতি এবং মুহাম্মাদ ﷺ প্রতি ও মুহাম্মাদের পরিজনের প্রতি বরকত অবতীর্ণ করুন, যেভাবে বরকত অবতীর্ণ করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি। তবে বর্ণনাকারী আবূ সালিহ লায়েস থেকে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ও তার পরিজনের প্রতি বরকত অবতীর্ণ করুন যেমন আপনি বরকত অবতীর্ণ করেছেন ইব্রাহীমের পরিজনের প্রতি।

٤٤٣٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ يَزِيْدَ ، وَقَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ : لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مُوْسٰى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا وَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا *

৪৪৩৬ ইব্রাহীম ইব্ন হামযা (র) .... ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি (এমনিভাবে) বলেন, যেমনভাবে ইব্রাহীম (আ)-এর উপর রহমত নাযিল করেছেন। আর বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি এবং মুহাম্মদের পরিজনের প্রতি, যেভাবে বরকত অবতীর্ণ করেছেন ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি এবং ইব্রাহীমের পরিবারের প্রতি।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছে। ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, "মূসা (আ) ছিলেন বড় লজ্জাশীল ব্যক্তি। আর এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্র এ বাণী, হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ওদের অভিযোগ থেকে পবিত্র করেছেন। আর তিনি ছিলেন আল্লাহ্র কাছে অতি সম্মানিত।

سُوْرَةُ سَبَا

সূরা সাবা

يُقَالُ مُعَاجِزِيْنَ مُسَابِقِيْنَ ، بِمُعْجِزِيْنَ بِفَائِتِيْنَ ، مُعَاجِزِيْنَ مُغَالِبِيْنَ ، سَبَقُوْا فَاتُوْا ، لاَيُعْجِزُوْنَ لاَيَفُوْتُوْنَ ، يَسْبِقُوْنَا يُعْجِزُوْنَا ، قَوْلُهُ بِمُعْجِزِيْنَ بِفَائِتِيْنَ وَمَعْنٰى مُعَاجِزِيْنَ مُغَالِبِيْنَ ، يُرِيْدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنْ يُظْهِرَ عَجْزَ صَاحِبِهٖ مِعْشَارٌ عُشْرٌ اَلْاُكُلُ الثَّمَرُ ، بَاعِدْ وَبَعِدْ وَاحِدٌ . قَالَ مُجَاهِدٌ : لاَيَعْزُبُ لاَ يَغِيْبُ ، اَلْعَرِمُ السَّدَّمَاءُ اَحْمَرُ ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ فِيْ السَّدِّ ، فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ ، وَحَفَرَ الْوَادِيَ فَارْتَفَعَتَا عَنِ الْجَنْبَتَيْنِ ، وَغَابَ عَنْهُمَا الْمَاءُ فَيَبِسَتَا وَلَمْ يَكُنِ الْمَاءُ الْاَحْمَرُ مِنَ السَّدِّ وَلٰكِنْ كَانَ عَذَابًا اَرْسَلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ . وَقَالَ عَمْرُوبْنُ شُرَحْبِيْلَ : اَلْعَرِمُ الْمُسَنَّاةُ بِلَحْنِ اَهْلِ الْيَمَنِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : اَلْعَرِمُ الْوَادِيْ ، اَلسَّابِغَاتُ الدُّرُوْعُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يُجَازٰى يُعَاقَبُ ، اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ بِطَاعَةِ اللّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى وَاحِدٌ وَاثْنَيْنِ التَّنَاوُشُ الرَّدُّ مِنَ الْاٰخِرَةِ اِلَى الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ مِنْ مَالٍ اَوْ وَلَدٍ اَوْ زَهْرَةٍ بِاَشْيَاعِهِمْ بِاَمْثَالِهِمْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :كَالْجَوَابِ كَالْجَوْبَةِ مِنَ الْاَرْضِ ، اَلْخَمْطُ الْاَرَاكُ ،

وَالْاَثْلُ الطَّرْفَاءُ ، الْعَرْمُ الشَّدِيْدُ .

مُعَاجِزِيْنَ প্রতিযোগিতাকারী بِمُعْجِزِيْنَ ব্যর্থকারী। مُعَاجِزِيْنَ - বিজয়ী হওয়ার প্রয়াসী। سَبَقُوْا ছুটে গিয়েছে, পরিত্রাণ পেয়েছে। لَايُعْجِزُوْنَ তারা ছুটে যেতে পারবে না, ছাড়া পাবে না। يَسْبِقُوْنَا আমাদের অক্ষম করবে। مُعْجِزِيْنَ ব্যর্থকারী। مُعَاجِزِيْنَ পরস্পর বিজয়ী হওয়ার প্রত্যাশী। প্রত্যেকেই তার প্রতিপক্ষের অক্ষমতা প্রকাশ করতে চায়। مِعْشَارٌ এক-দশমাংশ। الْاُكُلُ ফল, بَعِّدْ – بَاعِدْ একই অর্থ, দূরত্ব করে দাও। মুজাহিদ (র) বলেন, لَايَعْزُبُ অদৃশ্য হয় না। الْعَرِمُ বাঁধ, আল্লাহ্ তা'আলা সে বাঁধের মধ্য দিয়ে লাল পানি প্রবাহিত করে তা ফাটিয়ে ধ্বংস করে দেন এবং একটি উপত্যকা খুদে ফেলেন। ফলে তার দু'পার্শ্ব উঁচু হয়ে তা থেকে পানি সরে পড়ে এবং উভয় পার্শ্ব শুকিয়ে যায়। এ লাল পানি বাঁধ থেকে আসেনি, বরং তা ছিল তাদের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত আযাব, যা তিনি যেখান থেকে ইচ্ছা পাঠিয়েছিলেন। আমর ইব্ন শুরাহ্বিল (র) বলেন, الْعَرْمُ ইয়ামানবাসীদের ভাষায় কুঁজের মত উঁচু। অন্য থেকে বর্ণিত। الْعَرْمُ অর্থ, উপত্যকা, اَلسَّابِغَاتُ বর্মসমূহ। মুজাহিদ (র) বলেন, يُجَازٰى শাস্তি দেয়া হবে। اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ আল্লাহ্র আনুগত্য। مَثْنٰى وَفُرَادٰى এর একা এবং দুই দুইজন। التَّنَاوُشُ পরজগত থেকে দুনিয়ার দিকে ফিরে আসা। بَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ অর্থাৎ সম্পদ, সন্ততি বা জাকঁ-জমক। بِاَشْيَاعِهِمْ তাদের মত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, كَالْجَوَابُ যমীনে হাউজ সদৃশ। خَمْطًا বিস্বাদ বৃক্ষ। اَثْلٌ ঝাউ গাছ। اَلْعَرِمُ কঠিন।

بَابٌ قَوْلُهُ فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ 'এমনকি যখন তাদের মন থেকে আতংক দূরীভূত হয়, তখন তারা বলে তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন ? তারা বলবে, সত্যই। আর তিনি উচ্চ ও মহান।

৪৪৩৭ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ الْاَمْرَ فِى السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَاَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفْوَانٍ فَاِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا لِلَّذِىْ قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هٰكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ

بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا ، وَبَدَّدَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ ، فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا اِلٰى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْاٰخَرُ اِلٰى مَنْ تَحْتَهُ حَتّٰى يُلْقِيَهَا عَلٰى لِسَانِ السَّاحِرِ اَوِ الْكَاهِنِ ، فَرُبَّمَا اَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ اَنْ يُلْقِيَهَا ، وَرُبَّمَا اَلْقَاهَا قَبْلَ اَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُقَالُ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ .

৪৪৩৭ আল হুমায়দী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আকাশে কোন ফয়সালা করেন তখন ফেরেশতারা আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি অতি বিনীতভাবে তাদের পাখা ঝাড়তে থাকে ; যেন মসৃণ পাথরের উপর শিকলের আওয়াজ। "যখন তাদের মনের আতংক বিদূরিত হয় তারা (একে অপরকে) জিজ্ঞেস করে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন ? তারা (উত্তরে) বলেন, তিনি যা বলেছেন, সত্যই বলেছেন। তিনি মহান উচ্চ। যে সময়ে লুকোচুরিকারী (শয়তান) তা শোনে, আর লুকোচুরিকারী এরূপ একের ওপর এক। সুফিয়ান তাঁর হাত উপরে উঠিয়ে আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে দেখান। তারপর শয়তান কথাগুলো শুনে নেয় এবং প্রথমজন তার নিচের জনকে এবং সে তার নিচের জনকে পৌঁছিয়ে দেয়। এমনিভাবে এ সংবাদ দুনিয়ার জাদুকর ও জ্যোতিষের মুখে পৌঁছে দেয়। কোন কোন সময় কথা পৌঁছানোর পূর্বে তার উপর অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হয় আবার অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে সে কথা পৌঁছিয়ে দেয় এবং এর সাথে শত মিথ্যা মিশিয়ে বলে। এরপর লোকেরা বলাবলি করে। সে কি অমুক দিন অমুক অমুক কথা আমাদের বলেনি ? এবং সেই কথা যা আসমান থেকে শুনে এসেছে তার জন্য সব কথা সত্য বলে মনে করে।

بَابُ قَوْلُهُ اِنْ هُوَ اِلاَّ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "সে তো আমাদের সম্মুখে এক আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী মাত্র।"

٤٤٣٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَاصَبَاحَاهْ فَاجْتَمَعَتْ اِلَيْهِ قُرَيْشٌ قَالُوْا مَلَكَ ؟ قَالَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ اَوْ يُمَسِّيْكُمْ اَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُوْنِيْ ؟ قَالُوْا بَلٰى ، قَالَ فَاِنِّيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ

بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّالَكَ ، اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ، فَاَنزَلَ اللّٰهُ ، تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ *

৪৪৩৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন সাফা (পাহাড়ে) আরোহণ করে 'ইয়া সাবাহাহ, বলে সকলকে ডাক দিলেন। কুরাইশগণ তাঁর কাছে সমবেত হয়ে বলল, তোমার ব্যাপার কী ? তিনি বললেন, তোমরা বল তো, আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুবাহিনী সকাল বা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত ; তবে কি তোমরা আমার এ কথা বিশ্বাস করবে ? তারা বলল, অবশ্যই। তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের জন্য এক আসন্ন কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী। একথা শুনে আবূ লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। এই জন্যই কি আমাদেরকে সমবেত করেছিলে ? তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন ঃ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ "আবূ লাহাবের দুহাত ধ্বংস হোক।"

سُوْرَةُ فَاطِرٍ

সূরা ফাতির

قَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْقِطْمِيْرُ لِفَافَةُ النَّوَاةِ ، مُثْقَلَةٌ مُثَقَّلَةٌ . وَقَالَ غَيْرُهُ : اَلْحَرُوْرُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلْحَرُوْرُ بِاللَّيْلِ ، وَالسَّمُوْمُ بِالنَّهَارِ ، وَغَرَابِيْبُ اَشَدُّ سَوَادٍ ، اَلْغِرْبِيْبُ الشَّدِيْدُ السَّوَادِ -

মুজাহিদ (র) বলেন, قِطْمِيْرُ (কিতমীর) অর্থ - খেজুরের আটির পর্দা। مُثْقَلَةٌ (بِالتَّخْفِيْفِ) অর্থ مُثَقَّلَةٌ (بِالتَّشْدِيْدِ) ভারাক্রান্ত ব্যক্তি। অন্যরা বলেছেন, اَلْحَرُوْرُ (আল-হারূর) অর্থ- দিবাভাগে সূর্যের উত্তাপ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাতের উত্তাপকে اَلْحَرُوْرُ এবং দিনের উত্তাপকে سَمُوْمُ বলা হয়। غَرَابِيْبُ অর্থ اَشَدُّ سَوَادٍ অর্থাৎ নিকষ কালো اَلْغِرْبِيْبُ। (আল্‌গিরবীব) অর্থ الشَّدِيْدِ السَّوَادِ। অধিক কালো।

سُوْرَةُ يٰسٓ

সূরা ইয়াসীন

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فَعَزَّزْنَا شَدَّدْنَا ، يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ، كَانَ حَسْرَةً

عَلَيْهِمْ اسْتِهْزَاؤُهُمْ بِالرُّسُلِ ، أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ لاَيَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الْآخَرِ ، وَلاَ يَنْبَغِيْ لَهُمَا ذٰلِكَ ، سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِيْثَيْنِ ، نَسْلَخُ مُخْرِجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الْاٰخَرِ وَيَجْرِيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مِثْلِهِ مِنَ الْاَنْعَامِ ، فَكِهُوْنَ مُعْجَبُوْنَ ، جُنْدٌ مُحْضَرُوْنَ عِنْدَ الْحِسَابِ ، وَيُذْكَرُ عَنْ عِكْرِمَةَ : اَلْمَشْحُوْنِ الْمُوْقَرُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَائِرُكُمْ مَصَائِبُكُمْ ، يَنْسِلُوْنَ يَخْرُجُوْنَ ، مَرْقَدِنَا مَخْرَجِنَا ، اَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ ، مَكَانَتِهِمْ وَمَكَانُهُمْ وَاحِدٌ .

মুজাহিদ (র) বলেন, فَعَزَّزْنَا অর্থ شَدَّدْنَا আমি শক্তিশালী করলাম। يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ -এর অর্থ দুনিয়াতে রাসূলদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার ফলে আখিরাতে তাদের অবস্থা দুঃখজনক হবে। أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ এর অর্থ- একটির আলো অপরটির আলোর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এবং চন্দ্র ও সূর্যের জন্য তা সম্ভব নয়। سَابِقُ النَّهَارِ -এর অর্থ রাত্র এবং দিন উভয়ই একে অপরের পেছনে অবিরাম অব্যাহত গতিতে পরিভ্রমণ করছে। نَسْلَخُ অর্থ (রাত-দিন) উভয়ের মধ্যে একটিকে আমি অপরটি থেকে অপসারিত করি এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। مِنْ مِثْلِهِ অর্থ مِنَ الْاَنْعَامِ - অনুরূপ চতুষ্পদ জন্তু। فَكِهُوْنَ -এর অর্থ مُعْجَبُوْنَ আনন্দিত। جُنْدٌ مُحْضَرُوْنَ -এর অর্থ- হিসাবের সময় তাদের উপস্থিত করা হবে তাদের বাহিনীরূপে। ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, اَلْمَشْحُوْنِ -এর অর্থ হচ্ছে اَلْمُوْقَرُ -বোঝাইকৃত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, طَائِرُكُمْ -এর অর্থ مَصَائِبُكُمْ - তোমাদের বিপদাপদ। يَنْسِلُوْنَ -এর অর্থ يَخْرُجُوْنَ - তারা বেরিয়ে আসবে। مَرْقَدِنَا -এর অর্থ مَخْرَجِنَا আমাদের বের হবার স্থান। اَحْصَيْنَاهُ - হিফাযত করেছি আমি প্রতিটি বস্তুকে। مَكَانَتِهِمْ এবং مَكَانُهُمْ একই, -তাদের স্থানে।

بَابٌ قَوْلُهُ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ "এবং সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এ পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।"

৪৪৩৯ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوْبِ

الشَّمْسِ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اَتَدْرِيْ اَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ ؟ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ ، حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

৪৪৩৯ আবূ নু'আয়ম (র) .... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সূর্যাস্তের সময় আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। তিনি বললেন, হে আবূ যার! তুমি কি জান সূর্য কোথায় ডুবে ? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বললেন, সূর্য চলে, অবশেষে আরশের নিচে গিয়ে সিজ্‌দা করে। নিম্নবর্ণিত আয়াত وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -এ এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এ পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

٤٤٤٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا . قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ *

৪৪৪০ হুমায়দী (র) .... আবূ যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مُسْتَقَرٍّ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেছেন, সূর্যের গন্তব্যস্থল আরশের নিচে।

سُوْرَةُ الصّٰفّٰتِ

সূরা সাফ্‌ফাত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ يُرْمَوْنَ ، وَاصِبٌ دَائِمٌ ، لَا زِبٌ لَازِمٌ ، تَأْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ يَعْنِى الْحَقَّ الْكُفَّارُ تَقُوْلُهُ لِلشَّيْطَانِ ، غَوْلٌ وَجَعُ بَطْنٍ ، يُنْزَفُوْنَ لَا تَذْهَبُ عُقُوْلُهُمْ ، قَرِيْنٌ شَيْطَانٌ ، يُهْرَعُوْنَ كَهَيْئَةِ الْهَرْوَلَةِ ، يَزِفُّوْنَ النَّسَلَانُ فِى الْمَشْيِ ، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ، قَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ

الْـمَـلاَئِكَةُ بِنَاتُ اللّٰهِ وَأُمَّهَاتُهُمْ بِنَاتُ سَرْوَاتِ الْجِنِّ . وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ انَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ، سَتُحْضَرُ لِلْحِسَابِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ الْـمَـلاَئِكَةُ ، صِرَاطِ الْجَحِيْمِ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ وَوَسَطِ الْجَحِيْمِ ، لَشَوْبًا يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ ، وَيُسَاطُ بِالْحَمِيْمِ ، مَدْحُوْرًا مَطْرُوْدًا ، بَيْضٌ مَكْنُوْنٌ اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُوْنُ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ، يُذْكَرُ بِخَيْرٍ ، يَسْتَسْخِرُوْنَ يَسْخَرُوْنَ ، بَعْلاً رَبًّا *

মুজাহিদ (র) বলেছেন, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ-এ বর্ণিত مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ অর্থ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ মানে সকল স্থান থেকে। وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ-এর মাঝে فَيَقْذِفُوْنَ-এর অর্থ يُرْمَوْنَ নিক্ষিপ্ত হবে তাদের প্রতি। وَاصِبٌ অর্থ دَائِمٌ - অবিরাম বা অব্যাহত। لاَزِبٌ অর্থ لاَزِمٌ – আঠালো। تَأْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ-এর অর্থ تَأْتُوْنَنَا عَنِ الْحَقِّ - তোমরা তো হক, কল্যাণ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের আশ্বাসসহ আমাদের কাছে আসতে, এ কথাগুলো কাফিররা শয়তানকে বলবে। غَوْلٌ অর্থ وَجَعُ بَطْنٍ - পেটের ব্যথা। يُنْزَفُوْنَ অর্থ তাদের বুদ্ধি নষ্ট হবে না। قَرِيْنٌ অর্থ শয়তান। يُهْرَعُوْنَ-এর অর্থ هَرْوَلَةٌ - দ্রুত পদক্ষেপে চলা। يَزِفُّوْنَ - দ্রুতগতিতে পথ চলা। وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا - কুরাইশ কাফেররা বলত, ফেরেশতা আল্লাহ্র কন্যা এবং তাদের মা জিন নেতাদের কন্যারা। আল্লাহ্ বলেন, وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اَنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ জিনেরা জানে, তাদেরও উপস্থিত করা হবে – তাদের হাজির করা হবে শাস্তির জন্য।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ 'আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান দ্বারা ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে। صِرَاطِ الْجَحِيْمِ অর্থ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ এবং وَسَطِ الْجَحِيْمِ - জাহান্নামের পথে বা জাহান্নামের মধ্যে। لَشَوْبًا তাদের খাদ্য ফুটন্ত পানি মিশ্রিত। مَدْحُوْرًا অর্থ مَطْرُوْدًا - বিতাড়িত। بَيْضٌ مَكْنُوْنٌ অর্থ اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُوْنُ - সুরক্ষিত মুক্তা। وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ - আর তাদের যশোগাথা আলোচিত হতে থাকবে। يَسْتَسْخِرُوْنَ অর্থ يَسْخَرُوْنَ - তারা উপহাস করত। بَعْلاً অর্থ رَابًّا - দেবমূর্তি।

بَابٌ قَوْلُهُ وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - **ইউনুস ছিল রাসূলদের একজন।**

٤٤٤١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى

وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَنْبَغِىْ لاَحَدٍ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا مِنِ ابْنِ مَتّٰى *

৪৪৪১ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ (ইউনুস) ইব্‌ন মাত্তার চেয়ে উত্তম বলে দাবি করা কারো জন্য সমীচীন নয়।

٤٤٤٢ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِىٍّ مِنْ بَنِىْ عَامِرِ بْنِ لُوَىٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ قَالَ مَنْ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى فَقَدْ كَذَبَ *

৪৪৪২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যে বলে, আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, সে মিথ্যা বলে।

سُوْرَةُ ص

সূরা সাদ

٤٤٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةِ فِىْ ص قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ، وَكَانَ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ فِيْهَا *

৪৪৪৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আওওআম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মুজাহিদকে সূরা সাদ-এর সাজদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, (এ বিষয়ে) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি পাঠ করলেন, اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ 'তাদেরই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তাঁদের পথের অনুসরণ কর। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এতে সিজদা করতেন।"

৪৪৪৪ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِىُّ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَةِ ص فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ اَيْنَ سَجَدْتَ؟ فَقَالَ اَوَ مَا تَقْرَأُ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ، فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ اُمِرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ اَنْ يَقْتَدِىَ بِهِ فَسَجَدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، عُجَابٌ عَجِيْبٌ ، اَلْقِطُّ الصَّحِيْفَةُ ، هُوَ هَاهُنَا صَحِيْفَةُ الْحَسَنَاتِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فِىْ عِزَّةٍ مُعَازِيْنَ ، الْمِلَّةُ الْاٰخِرَةُ مِلَّةُ قُرَيْشٍ ، اَلْاِخْتِلَاقُ الْكَذِبُ ، اَلْاَسْبَابُ طُرُقُ السَّمَاءِ فِىْ اَبْوَابِهَا . جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ ، يَعْنِىْ قُرَيْشًا ، اُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ الْقُرُوْنُ الْمَاضِيَّةُ فَوَاقٍ رُجُوْعٍ ، قِطَّنَا عَذَابَنَا ، اَتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا اَحَطْنَابِهِمْ ، اَتْرَابٌ اَمْثَلٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلْاَيْدُ الْقُوَّةُ فِى الْعِبَادَةِ ، اَلْاَبْصَارُ الْبَصَرُ فِى اَمْرِ اللّٰهِ ، حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ مِنْ ذِكْرٍ ، طَفِقَ مَسْحًا يَمْسَحُ اَعْرَافَ الْخَيْلِ وَعَرَاقِيْبَهَا ، اَلْاَصْفَادِ الْوَثَاقِ *

৪৪৪৪ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আওওআম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুজাহিদকে সূরা সাদ-এর সাজদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, (এ সূরায়) সাজদা কোত্থেকে ? তিনি বললেন, তুমি কি কুরআনের এ আয়াত পড়নি وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ "আর তার বংশধর দাউদ ও সুলায়মান - তাদেরই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তাঁদের পথের অনুসরণ কর। দাউদ তাঁদের অন্যতম, তোমাদের নবীকে যাদের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই নবী এ সূরায় সাজ্‌দা করেছেন। عُجَابٌ অর্থ عَجِيْبٌ - অত্যাশ্চর্য اَلْقِطُّ অর্থ صَحِيْفَةٌ - লিপি। এখানে صَحِيْفَةٌ দ্বারা নেক লিপি বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, فِىْ عِزَّةٍ অর্থ مُعَازِيْنَ - ঔদ্ধত্য। الْمِلَّةُ الْاٰخِرَةُ মানে مِلَّةُ قُرَيْشٍ কুরাইশদের ধর্মাদর্শ। اَلْاِخْتِلَاقُ অর্থ الْكَذِبُ -মিথ্যা। اَلْاَسْبَابُ আকাশের পথসমূহ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ - এ বাহিনীও সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত

فَوَاقٍ। অতীতকাল। الْقُرُوْنُ الْمَاضِيَةُ অর্থাৎ أُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ হবে অর্থাৎ কুরাইশ সম্প্রদায়। اتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا অর্থ - عَذَابَنَا - আমাদের শাস্তি। قِطَّنَا অর্থ رُجُوْعٍ প্রত্যাবর্তন। -অর্থ أَحَطْنَا بِهِمْ- আমি তাদের বেষ্টন করে রেখেছি। أَتْرَابٌ মানে - أَمْثَلٌ - সমবয়স্কা। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইবাদতে শক্তিশালী ব্যক্তি। الْاَبْصَارُ - এর মর্ম الْبَصَرُ فِيْ أَمْرِ اللّٰهِ - আল্লাহ্‌র কাছে সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি। حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ অর্থ - مِنْ ذِكْرِ - আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে। طَفِقَ مَسْحًا তিনি ঘোড়াগুলোর পা ও গলায় হাত বুলাতে লাগলেন। الْاَصْفَادُ মানে الْوَثَاقُ - শৃঙ্খল (বাঁধন)

بَابُ قَوْلُهُ هَبْ لِيْ مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِيْ لاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ انَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ هَبْ لِيْ مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِيْ لاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ انَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ
"হে আমার রব! আমাকে দান করুন এমন এক রাজ্য, যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়। আপনি তো পরম দাতা।" (৩৮ ঃ ৩৫)

٤٤٤٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ عِفْرِيْتًا مِّنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ ، اَوْكَلِمَةً نَحْوَهَا ، لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ فَاَمْكَنَنِى اللّٰهُ مِنْهُ وَاَرَدْتُ اَنْ اَرْبِطَهُ اِلٰى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيْ الْمَسْجِدِ حَتّٰى تُصْبِحُوْا وَتَنْظُرُوْا اِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ اَخِيْ سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِيْ لاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ . قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئًا

৪৪৩৬ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, গতরাতে অবাধ্য জিনের একটি দৈত্য আমার কাছে এসেছিল অথবা এ ধরনের কিছু কথা তিনি বললেন, আমার সালাত নষ্ট করার জন্য। তখন আল্লাহ্ আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করলেন। আমার ইচ্ছা করলাম, মসজিদের খুঁটিগুলোর একটির সাথে ওকে বেঁধে রাখতে, যাতে ভোরে তোমরা সকলে ওটা দেখতে পাও। তখন আমার ভাই হযরত সুলায়মান (আ)-এর দোয়া স্মরণ হল, قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِيْ لاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়।" রাবী রাওহ্ বলেন, এরপর নবী ﷺ তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন।

بَابٌ قَوْلُهُ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ "আমি বানোয়াটকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

৪৪৪৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهٖ وَمَنْ لَمْ يَعلَم فَلْيَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ يَقُوْلَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهٖ ﷺ قُلْ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدُّخَانِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا قُرَيْشًا اِلَى الْاِسْلَامِ فَاَبْطَؤُا عَلَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اَعِنِّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَاَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ فَحَصَّتْ كُلَّ شَىْءٍ حَتّٰى اَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْجُلُوْدَ حَتّٰى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ دُخَانًا مِنَ الْجُوْعِ . قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ . قَالَ فَدَعَوْا رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ . ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ اِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيْلاً اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ اَفَيُكْشَفُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَكُشِفَ ثُمَّ عَادُوْا فِىْ كُفْرِهِمْ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ *

৪৪৪৬ কুতায়বা (র) .... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, হে লোকসকল! যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জানে সে তা বর্ণনা করবে। আর যে না জানে, তার বলা উচিত, আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কেননা অজানা বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এ কথা বলাও জ্ঞানের লক্ষণ। আল্লাহ্ তাঁর নবী ﷺ -কে বলেছেন, 'বল, এর (কুরআন বা তাওহীদ প্রচারের) জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি বানোয়টকারীদের অন্তর্ভুক্ত

নই।" (কুরআনে বর্ণিত) ধূম্র সম্পর্কে শীঘ্র আমি তোমাদের বলব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরাইশদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলে তারা (এ দাওয়াতে সাড়া দিতে) বিলম্ব করল। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! হযরত ইউসুফ (আ)-এর জীবনকালের দুর্ভিক্ষের সাত বছরের মত দুর্ভিক্ষ দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। এরপর দুর্ভিক্ষ তাদেরকে গ্রাস করে নিল। শেষ হয়ে গেল সমস্ত কিছু। অবশেষ তারা মৃত জন্তু ও চামড়া খেতে লাগল। তখন তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় চোখে আকাশ ও তার মধ্যে ধোঁয়া দেখত। আল্লাহ্ বললেন, "অতএব তুমি সেদিনের অপেক্ষা কর, যেদিন ধোঁয়া হবে আকাশে, এবং তা আচ্ছন্ন করে ফেলবে সকল মানুষ। এ তো মর্মন্তুদ শাস্তি।" রাবী বলেন, তারপর তারা দোয়া করল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ আযাব থেকে মুক্তি দাও, আমরা ঈমান আনব। তারা কিভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে ? তাদের কাছে তো এসেছে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাদাতা এক রাসূল। তারপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিল তাঁর থেকে এবং বলল, সে তো শিখানো বুলি আওড়ায়, সে তো এক উন্মাদ। আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করছি। তোমরা তো অবশ্য তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। (ইব্‌ন মাসউদ বলেন), কিয়ামতের দিনও কি তাদের থেকে আযাব রহিত করা হবে ? তিনি (ইব্‌ন মাসউদ) বলেন, আযাব দূর করা হলে তারা পুনরায় কুফ্‌রীর দিকে ফিরে গেল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বদর যুদ্ধের দিন তাদের পাকড়াও করলেন। আল্লাহ্ বলেন, যেদিন আমি তোমাদের কঠোরভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি তোমাদের শাস্তি দেবই।

سُوْرَةُ الزُّمَرُ

সূরা যুমার

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَّقِىْ بِوَجْهِهِ يُجَرُّ عَلٰى وَجْهِهِ فِى النَّارِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَفَمَنْ يُلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَنْ يَأْتِىْ اٰمِنًا ، ذِىْ عِوَجٍ لَبْسٍ ، وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ مَثَلٌ لاِلِهَتِهِمُ الْبَاطِلِ ، وَالاِلٰهِ الْحَقِّ ، وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ بِالْاَوْثَانِ ، خَوَّلْنَا اَعْطَيْنَا ، وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ الْقُرْاٰنِ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ هٰذَا الَّذِىْ اَعْطَيْتَنِىْ عَمِلْتُ بِمَا فِيْهِ مُتَشَاكِسُوْنَ الشَّكِسُ الْعَسِرُ لاَ يَرْضٰى بِالْاِنْصَافِ ، وَرَجُلاً سَلَمًا ، وَيُقَالُ سَالِمًا صَالِحًا ، اِشْمَاَزَّتْ نَفَرَتْ بِمَفَازَتِهِمْ مِنَ الْفَوْزِ ، حَافِّيْنَ اَطَافُوْا بِهِ مُطِيْفِيْنَ ، بِحِفَافَيْهِ بِجَوَانِبِهِ ،

مُتَشَابِهًا لَيْسَ مِنَ الْاِشْتِبَاهِ وَلٰكِن يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِى التَّصْدِيْقِ *

মুজাহিদ (র) বলেছেন, يُتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ অধঃমুখী করে তাদের জাহান্নামের দিকে হেঁচড়িয়ে নেয়া হবে। এ আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াতের মতই, "যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, সে শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে?" ذِىْ عِوَجٍ মানে ذِىْ لَبْسٍ - সন্দেহ যুক্ত। وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ মুশরিকদের বাতিল মাবূদ এবং হক মাবূদের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ - তারা তোমাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। এখানে دُوْنِهٖ মানে প্রতিমা। خَوَّلْنَا অর্থ - اَعْطَيْنَا - আমি অনুগ্রহ করলাম। وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ -এর صدق মানে কুরআন। وَصَدَّقَ بِهٖ মু'মিনগণ কিয়ামতের দিন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! এই সে কুরআন যা আপনি আমাকে দিয়েছেন এবং আমি তার বিধানসমূহের ওপর আমল করেছি। اَلرَّجُلُ مُتَشَاكِسُوْنَ -ঐ উদ্ধত পশু প্রকৃতির ব্যক্তি, যে ইনসাফে সন্তুষ্ট নয়। وَرَجُلاً سَلَمًا -এর অর্থ যোগ্য বা নেককার سَالِمًا صَالِحًا যেমন বলা হয়। اِشْمَأَزَّتْ অর্থ نَفَرَتْ - পলায়ন করে। بِمَفَازَتِهِمْ - فَوْزٍ থেকে নিষ্পন্ন : সাফল্যসহ। حَافِّيْنَ অর্থ مُطِيْفِيْنَ اَطَافُوْا بِهٖ -তারা ঘুরবে ; তাওয়াফ করবে। بِحِفَافِيْهِ মানে بِجَوَانِبِهٖ - চতুষ্পার্শ্বে। مُتَشَابِهًا - اِشْتِبَاهِ ধাতু থেকে গঠিত নয়: কুরআন সত্যায়নের ব্যাপারে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

بَابٌ قَوْلُهُ قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ "বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৩৯ ঃ ৫৩)

٤٤٤٧ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ بْنَ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ يَعْلٰى اِنَّ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ، كَانُوْا قَدْ قَتَلُوْا وَاَكْثَرُوْا ، وَزَنَوْا وَاَكْثَرُوْا فَاَتَوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَالُوْا اِنَّ الَّذِىْ تَقُوْلُ وَتَدْعُوْ اِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْتُخْبِرُنَا اَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ : وَالَّذِيْنَ لاَ

يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ . وَنَزَلَ قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ *

৪৪৪৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের কিছু লোক অত্যধিক হত্যা করে এবং অত্যধিক ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তারপর তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে এল এবং বলল, আপনি যা বলেন এবং আপনি যেদিকে আহবান করেন, তা অতি উত্তম। আমাদের যদি জানিয়ে দিতেন যে, আমরা যা করেছি, তার কাফ্‌ফারা কি ? এর প্রেক্ষিতে নাযিল হয় 'এবং যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না, আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন, তাকে না-হক হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আরো নাযিল হল ঃ "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছ, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।

بَابٌ قَوْلُهُ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না।'

٤٤٤٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْاَحْبَارِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّا نَجِدُ اَنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ السَّمٰوَاتِ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْاَرَضِيْنَ عَلٰى اِصْبَعٍ ، اَلشَّجَرَ عَلٰى اِصْبَعٍ ، وَالْمَاءَ عَلٰى اَصْبَعٍ وَالثَّرٰى عَلٰى اِصْبَعٍ ، وَسَائِرَ الْخَلاَئِقِ عَلٰى اِصْبَعٍ ، فَيَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَاقَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ *

৪৪৪৮ আদম (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদী আলিমদের থেকে জনৈক আলিম রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ ! আমরা (তাওরাতে দেখতে) পাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। যমীনকে এক আঙ্গুলের উপর, বৃক্ষসমূহকে এক আঙ্গুলের উপর, পানি এক আঙ্গুলের উপর, মাটি এক আঙ্গুলের উপর এবং অন্যান্য সৃষ্টি জগত এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। তারপর বলবেন, আমিই বাদশাহ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা সমর্থনে হেসে ফেললেন; এমনকি তাঁর সামনের দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঠ করলেন, তারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না।

بَابٌ قَوْلُهُ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তার করায়ত্ত। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যার শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

٤٤٤٩ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ ، وَيَطْوِى السَّمٰوَاتِ بِيَمِيْنِهِ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ *

৪৪৪৯ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে নিজ মুঠায় নিবেন এবং আকাশমণ্ডলীকে ভাঁজ করে তাঁর ডান হাতে নিবেন, তারপর বলবেন, আজ আমিই মালিক, দুনিয়ার বাদশারা কোথায়?

بَابٌ قَوْلُهُ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى - فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ "এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, ফলে যাদের আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। এরপর আবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে। (৩৯ ঃ ৬৮)

٤٤٥٠ - حَدَّثَنِى الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنِّى اَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الْاٰخِرَةِ ، فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى مُتَعَلِّقٌ بِالْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِىْ اَكَذٰلِكَ كَانَ اَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ *

৪৪৫০ হাসান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, শেষ বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর যে সর্বপ্রথম মাথা উঠাবে, সে আমি। তখন আমি মূসা (আ)-কে দেখব আরশের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায়। আমি জানি না, তিনি আগে থেকেই এভাবে ছিলেন, না শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর।

٤٤٥١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ ، قَالُوْا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا ؟ قَالَ اَبَيْتُ ، قَالَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً ؟ قَالَ اَبَيْتُ ، قَالَ اَرْبَعُوْنَ شَهْرًا قَالَ اَبَيْتُ ، وَيَبْلٰى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْاِنْسَانِ اِلاَّ عَجْبَ ذَنَبِهٖ فِيْهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ *

৪৪৫১ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দুইবার ফুঁৎকারের মাঝে ব্যবধান চল্লিশ। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবূ হুরায়রা, চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমার জানা নেই। তারপর তারা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ বছর? এবারও তিনি অস্বীকার করলেন। এরপর তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি চল্লিশ মাস। এবারও তিনি অস্বীকার করলেন, এবং বললেন, মেরুদণ্ডের হাড় ব্যতীত মানুষের সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ দ্বারাই সৃষ্টি জগত আবার সৃষ্টি করা হবে।

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ

সূরা মু'মিন

قَالَ مُجَاهِدٌ : حٰمٓ مَجَازُهَا مَجَازُ اَوَائِلِ السُّوَرِ ، وَيُقَالُ بَلْ هُوَ اسْمٌ لِقَوْلِ شُرَيْحِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفَى الْعَبَسِىِّ : يُذَكِّرُنِىْ حَامِيْمَ وَالرُّمْحُ شَاجِرٌ فَهَلاَّ تَلاَ حَامِيْمَ قَبْلَ التَّقَدُّمِ الطَّوْلُ التَّفَضُّلُ ، دَاخِرِيْنَ خَاضِعِيْنَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اِلَى النَّجَاةِ الْاِيْمَانِ ، لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ ، يَعْنِى الْوَثَنَ ، يُسْجَرُوْنَ تُوْقَدُ بِهِمِ النَّارُ ، تَمْرَحُوْنَ تَبْطَرُوْنَ ، وَكَانَ الْعَلاَءُ ابْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ النَّارَ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِمَ تُقَنِّطُ النَّاسَ ، قَالَ وَاَنَا اَقْدِرُ اَنْ اُقَنِّطَ النَّاسَ ،

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ : يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ، وَيَقُوْلُ : وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ ، وَلٰكِنَّكُمْ تُحِبُّوْنَ اَنْ تُبَشَّرُوا بِالْجَنَّةِ عَلٰى مَسَاوِئِ اَعْمَالِكُمْ وَاِنَّمَا بَعَثَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ اَطَاعَهُ ، وَمُنْذِرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ *

মুজাহিদ (র) বলেছেন, অন্যান্য সূরাতে حم শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এখানেও তা অনুরূপভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন حم এই সূরার নাম। এর প্রমাণস্বরূপ তাঁরা শুরায়হ্ ইব্‌ন আবূ আওফা আবাসীর কবিতাটি পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন , يُذَكِّرُنِىْ حَامِيْمَ وَالرَّمْحُ شَاجِرٌ فَهَلاَّ تَلاَ حَامِيْمَ قَبْلَ التَّقَدُّمِ (জঙ্গে জামালের মধ্যে) বর্শা যখন উভয় দিক থেকে বর্ষিত হচ্ছিল, তখন আমার حَامِيْمَ স্মরণ এল। হায় ! যুদ্ধে আসার পূর্বে কেন حم পাঠ করা হল না। الطَّوْلُ অর্থ التَّفَضُّلُ - সম্মানিত হওয়া। دَاخِرِيْنَ অর্থ خَاضِعِيْنَ - লাঞ্ছিত বা বিনয়ী। মুজাহিদ (র) বলেন, اِلَى النَّجَاةِ -এর نَجَاةِ অর্থ ঈমান। لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ -এর لَهُ মানে প্রতিমা। يُسْجَرُوْنَ - অর্থ তাদের জন্য আগুন জ্বালানো হবে تَمْرَحُوْنَ - তোমরা দম্ভ করতে।

হযরত আলা ইব্‌ন যিয়াদ (র) লোকদেরকে জাহান্নামের ভয় দেখাতেন। ফলে জনৈক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি লোকদের নিরাশ করে দিচ্ছেন কেন ? তিনি বললেন, (আল্লাহ্‌র রহমত থেকে) লোকদের নিরাশ করে দিতে পারি। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন, "হে আমার বান্দাগণ ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।" আরও বলেছেন,"সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।" বস্তুত তোমরা চাও, পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তোমাদের জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হোক। কিন্তু তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুহাম্মাদ ﷺ -কে ঐ সমস্ত লোকদের সুসংবাদদাতারূপে পাঠিয়েছেন, যারা তাঁর আনুগত্য করে এবং যারা তাঁর নাফরমানী করবে তাদের জন্য তিনি ভীতি প্রদর্শনকারী।

٤٤٥٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ اَخْبِرْنِىْ بِاَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ اِذْ اَقْبَلَ عُقْبَةُ اَبِىْ مُعَيْطٍ فَاَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوٰى ثَوْبَهُ فِىْ عُنُقِهِ ، فَخَنَقَهُ

خَنْقًا شَدِيْدًا ، فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ ، فَاَخَذَ بِمَنْكِبِهٖ وَدَفَعَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ ، وَقَدْ جَاۤئَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّبِّكُمْ *

৪৪৫২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... উরওয়া ইব্ন যুবায়ির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইবনুল আ'স (রা)-কে বললাম, মুশরিকরা রাসূল ﷺ -এর সাথে কঠোরতম কি আচরণ করেছে, সে সম্পর্কে আপনি আমাকে বলুন। তিনি বললেন, একদা রাসূল ﷺ কা'বা শরীফের আঙ্গিনায় সালাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় উকবা ইব্ন আবূ মু'আইত আসল এবং সে রাসূল ﷺ -এর ঘাড় ধরল এবং তার কাপড় দিয়ে তাঁর গলায় পেচিয়ে খুব শক্ত করে চিপ দিল। এ সময় (হঠাৎ) আবূ বক্র (রা) উপস্থিত হয়ে তার ঘাড় ধরে রাসূল ﷺ থেকে তাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি এ ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে 'আমার রব আল্লাহ্' ; অথচ তিনি তোমাদের রবের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছেন।

سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَةِ

সূরা হা-মীম আস্সাজ্দা

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ائْتِيَا طَوْعًا اَعْطِيَا ، قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ اَعْطَيْنَا وَقَالَ الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ اِنِّىْ اَجِدُ فِى الْقُرْاٰنِ اَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَىَّ قَالَ فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُوْنَ ، وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ ، وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ، فَقَدْ كَتَمُوْا فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ ، وَقَالَ : وَالسَّمَاءُ بَنَاهَا اِلٰى قَوْلِهٖ دَحَاهَا ، فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الْاَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ اِلٰى طَائِعِيْنَ فَذَكَرَ فِىْ هٰذِهٖ خَلْقَ الْاَرْضِ قَبْلَ السَّمَاءِ وَقَالَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ، عَزِيْزًا حَكِيْمًا ، سَمِيْعًا بَصِيْرًا ، فَكَاَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضٰى فَقَالَ فَلاَ

اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فِى النَّفْخَةِ الاُوْلى ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّموَاتِ وَمَنْ فِى الاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ وَلاَ يَتَسَاءَلُوْنَ ثُمَّ فِى النَّفْخَةِ الْاٰخِرَةِ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ ، وَاَمَّا قَوْلُهُ : مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ ، وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ لاَهْلَ الْاِخْلاَصِ ذُنُوْبَهُمْ ، وَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ تَعَالَوْا نَقُوْلُ لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِيْنَ فَخُتِمَ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ فَتَنْطِقُ اَيْدِيْهِمْ ، فَعِنْدَ ذٰلِكَ عُرِفَ اَنَّ اللّٰهَ لاَ يُكْتَمُ حَدِيْثًا وَعِنْدَهُ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَلاٰيَةَ وَخَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاءَ ، ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ فِى يَوْمَيْنِ اٰخَرَيْنِ ، ثُمَّ دَحَا الْاَرْضَ ، وَدَحْوُهَا اَنْ اَخْرَجَ مِنْهَا الْمَاءَ وَالْمَرْعٰى ، وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالْجِمَالَ وَالْاٰكَامَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ يَوْمَيْنِ اٰخَرَيْنِ ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ دَحَاهَا ، وَقَوْلُهُ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَجُعِلَتِ الْاَرْضُ وَمَا فِيْمَا مِنْ شَيْءٍ فِيْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَخُلِقَتِ السَّموَاتُ فِيْ يَوْمَيْنِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا سَمّٰى نَفْسَهُ ذٰلِكَ وَذٰلِكَ قَوْلُهُ اَىْ لَمْ يَزَلْ كَذٰلِكَ فَاِنْ اللّٰهَ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا اِلاَّ اَصَابَ بِهِ الَّذِيْ اَرَادَ فَلاَ يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنُ فَاِنَّ كُلاًّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَمْنُوْنٍ مَحْسُوْبٍ ، اَقْوَاتَهَا اَرْزَاقَهَا فِى كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا مِمَّا اَمَرَ بِهِ ، نَحِسَاتٍ مَشَائِيْمَ ، قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ ، تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمِ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، اهْتَزَّتْ بِالنَّبَاتِ ، وَرَبَتِ ارْتَفَعَتْ . وَقَالَ غَيْرُهُ : مِنْ اَكْمَامِهَا حِيْنَ تَطْلُعُ ، لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ اَىْ بِعَمَلِى اَنَا مَحْقُوْقٌ بِهٰذَا ، سَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ ، قَدَّرَهَا سَوَاءً ، فَهَدَيْنَاهُمْ دَلَلْنَاهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، كَقَوْلِهِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ، وَكَقَوْلِهِ هَدَيْنَاهُ

السَّبِيْلَ ، وَالْهُدَى الَّذِى هُوَ الْاِرْشَادُ بِمَنْزِلَةِ اَصْعَدْنَاهُ مِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ : اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ، يُوْزَعُوْنَ يُكَفُّوْنَ ، مِنْ اَكْمَامِهَا قِشْرُ الْكُفُرَّى هِىَ الْكُمُّ ، وَلِىُّ حَمِيْمٌ اَلْقَرِيْبُ ، مِنْ مَحِيْصٍ حَاصَ حَادَ ، مِرْيَةٌ وَمُرْيَةٍ وَاحِدٍ اَىِ امْتِرَاءُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ الْوَعِيْدُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلَّتِى هِىَ اَحْسَنُ الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الاَسَاءَةِ فَاِذَا فَعَلُوْهُ عَصَمَهُمُ اللّٰهُ ، وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ ، كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ .

তাউস (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "ائتيا طوعًا" অর্থ "اعطيا" অর্থাৎ তোমরা উভয় আস; তারা উভয়ে বলল, "اتينا طائعين" অর্থাৎ আমরা এলাম। মিনহাল (র) সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করল, আমি কুরআনে এমন বিষয় পাচ্ছি, যা আমার কাছে পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে। আল্লাহ্ বলেছেন, যে দিন (যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে) সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ খবর নেবে না।" আবার বলেছেন, "তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে খোঁজ খবর নেবে।" "তারা আল্লাহ্ থেকে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না।" আবার বলেন, (তারা বলবে) "হে আমাদের রব! আমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।" এতে বোঝা যাচ্ছে যে, তারা আল্লাহ্ থেকে নিজেদের মুশরিক হবার বিষয়টিকে লুকিয়ে রাখবে। (তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন), না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন. ...... এরপর পৃথিবীকে করেছেন সুবিস্তৃত পর্যন্ত।" এখানে আকাশকে যমীনের পূর্বে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন ; কিন্তু অন্য এক স্থানে বর্ণিত আছে যে, "তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।" এখানে যমীনকে আকাশের পূর্বে সৃষ্টির কথা উল্লেখ রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ বলেছেন, وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ، عَزِيْزًا حَكِيْمًا ، سَمِيْعًا بَصِيْرًا উপরোক্ত আয়াতসমূহের প্রেক্ষিতে বোঝা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত গুণাবলী প্রথমে আল্লাহ্‌র মধ্যে ছিল ; কিন্তু এখন নেই। (জনৈক ব্যক্তির এসব প্রশ্ন শুনার পর) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন , "যে দিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না।" এ আয়াতের সম্পর্ক হল প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সাথে। কেননা, ইরশাদ হয়েছে যে, এরপর শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। এ সময় পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অন্যের খোঁজ খবর নেবে না। তারপর শেষবারের মত শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার পর তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে এক আয়াতে আছে, "তারা আল্লাহ্ থেকে কোন কথাই গোপন করতে পারে না।" অন্য আয়াতে আছে "মুশরিকগণ বলবে যে, আমরা তো মুশরিক ছিলাম না।" এর সমাধান হচ্ছে এই যে, কিয়ামতের দিন প্রথমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মুখলিস এবং অকপট লোকদের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। এ দেখে মুশরিকরা বলবে, আস! আমরাও বলব, (ইয়া আল্লাহ! আমরাও তো মুশ্রিক ছিলাম না। তখন আল্লাহ্ পাক তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেবেন। তখন তাদের হাত কথা বলবে। এ সময় প্রকাশ পাবে যে, "তাদের কোন কথাই আল্লাহ্ থেকে গোপন রাখা যাবে না।" এবং এ সময়ই কাফিরগণ আকাঙক্ষা করবে (......... হায় ! যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত)। তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে সমাধান হচ্ছে এই যে, প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা দু'দিনে যমীন সৃষ্টি করেছেন। এরপর আসমান সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তাকে বিন্যস্ত করেন দু'দিনে। তারপর তিনি যমীনকে বিস্তৃত করেছেন। যমীনকে বিস্তৃত করার অর্থ হচ্ছে, এর মাঝে পানি ও চারণভূমির বন্দোবস্ত করা, পাহাড় পর্বত-টিলা, উট এবং আসমান ও মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা। এ সবকিছুও তিনি আরো দু'দিনে সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্র বাণী ঃ دَحَاهَا -এর মধ্যে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে : وَخَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ 'এবং তিনি দু'দিনে যমীন সৃষ্টি করেছেন" এ কথাও ঠিক ; তবে যমীন এবং যত কিছু যমীনের মধ্যে বিদ্যমান আছে এসব তিনি চার দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করা হয়েছে দু'দিনে।

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا সম্বন্ধে উত্তর এই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেই এ সমস্ত বিশেষণযুক্ত নামের দ্বারা নিজের নামকরণ করেছেন। উল্লিখিত গুণবাচক নামের অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সর্বদাই এই গুণে গুণান্বিত থাকবেন। কারণ, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যখন কারো প্রতি কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী করেই থাকেন, সুতরাং কুরআনের আলোচ্য বিষয়ের একটিকে অপরটির বিপরীত সাব্যস্ত করবে না। কেননা, এগুলো সব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ (র) বলেছেন ممنون অর্থ مَحْسُوْبٌ অর্থাৎ গণনাকৃত। اَقْوَاتَهَا অর্থ اَرْزَاقَهَا -তাদের জীবিকা। فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرُهَا অর্থ যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। نحسَاتٍ অর্থ অশুভ। وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম তাদের সহচর। تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ অর্থ তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা। আর এ সময়টি হচ্ছে عِنْدَالْمَوْت মৃত্যুর সময়। اهْتَزَّتْ অর্থ اهْتَزَتْ بِالنَّبَات অর্থাৎ ফলে ফুলে আন্দোলিত হয়ে উঠে। رَبَت অর্থ ارْتَفَعَت অর্থাৎ বেড়ে যায় এবং স্ফীত হয়ে উঠে। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যেরা বলেছেন, من اَكْمَامِهَا অর্থ حِيْنَ تَطْلُعُ যখন তা আবরণ হতে বিকশিত হয়। لَيَقُوْلَنَّ هذالى অর্থ بِعَمَلى অর্থাৎ আমলের ভিত্তিতে এ সমস্ত অনুগ্রহের হকদার আমিই। سَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ অর্থ قَدَّهَا سَوَاءً অর্থাৎ আমি সমভাবে নির্ধারণ করেছি। فَهَدَيْنَاهُمْ অর্থাৎ আমি তাদেরকে ভাল-মন্দ সম্বন্ধে পথ বাতলিয়ে দিয়েছি। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "এবং আমি তাকে দু'টি পথই দেখিয়েছি।" অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, "আমি তাকে ভাল পথের নির্দেশ দিয়েছি।" هِدَايَةٌ অর্থ

اِرْشَادٌ অর্থ পথ দেখানো এবং গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া। এ অর্থেই কুরআনে বর্ণিত আছে যে, "তাদেরই আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন। يُوْزَعُوْنَ অর্থ يُكَفُّوْنَ তাদের আটক রাখা হবে। مِنْ اَكْمَامِهَا অর্থ বাকলের উপরের আবরণ। এটাকে كُمٌّ ও বলা হয়। وَلِيٌّ حَمِيْمٌ এর অর্থ وَلِيٌّ قَرِيْبٌ অর্থাৎ নিকটতম বন্ধু। مِنْ مَحِيْصٍ শব্দটি حَاصَ عَنْهُ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে, সে তার থেকে পলায়ন করেছে। مِرْيَةٌ এবং مِرِيَة একার্থবোধক শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে সন্দেহ। মুজাহিদ বলেছেন, اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ (তোমাদের যা ইচ্ছা কর) বাক্যটি মূলত সতর্কবাণী হিসাবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ -এর মর্মার্থ হচ্ছে, রাগের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং অন্যায় আচরণকে ক্ষমা করে দেয়া। যখন কোন মানুষ ক্ষমা ও ধৈর্যধারণ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হেফাজত করেন এবং তার শত্রুকে তার সামনে নত করে দেন। ফলে সে তার অন্তরংগ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়।

بَابُ قَوْلِهٖ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ "তোমাদের চক্ষু, কান এবং তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না। কিন্তু তোমরা মনে করতে তোমরা যা কিছু করেছ তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না।" (৪১ঃ ২২)

٤٤٥٣ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ الاٰيَةَ قَالَ كَانَ رَجُلاَنِ مِنْ قُرَيْشٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ ثَقِيْفَ اَوْ رَجُلاَنِ مِنْ ثَقِيْفَ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ فِيْ بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَتُرَوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ حَدِيْثَنَا قَالَ بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئِنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ ، فَاُنْزِلَتْ : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ الاٰيَةَ .

৪৪৫৩ সাল্‌ত ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) .... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমাদের কর্ণ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে– এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না।" আয়াত সম্পর্কে বলেন, কুরাইশ গোত্রের দুই ব্যক্তি ছিল, যাদের জামাতা ছিল বনী সাকীফ গোত্রের অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) দুই ব্যক্তি ছিল বনী সাকীফ গোত্রের আর তাদের জামাতা ছিল কুরাইশ গোত্রের। তারা সকলেই একটি ঘরে ছিল। তারা পরস্পর বলল, তোমার কি ধারণা, আল্লাহ্ কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন ? একজন বলল, তিনি আমাদের কিছু কথা শুনছেন। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, তিনি যদি আমাদের কিছু কথা শুনতে পান, তাহলে সব কথাও শুনতে পাবেন। তখন নাযিল হল ঃ "তোমাদের কান ও তোমাদের চোখ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না। .... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

بَابُ قَوْلُهُ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الْاٰيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তা তোমাদের ধারণা .... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٤٤٥٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَيْشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ اَوْثَقَفِيَّانِ وَقُرَيْشِيٌّ كَثِيْرَةٌ شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ قَلِيْلَةٌ فِقْهُ قُلُوْبِهِمْ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَتُرَوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَا نَقُوْلُ ، قَالَ الْاٰخَرُ يَسْمَعُ اِنْ جَهَرْنَا ، وَلاَ يَسْمَعُ اِنْ اَخْفَيْنَا وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنْ كَانَ يَسْمَعُ اِذَا جَهَرْنَا فَاِنَّهُ يَسْمَعُ اِذَا اَخْفَيْنَا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ اَبْصَارُكُمْ وَلاَجُلُودُكُمْ الْاٰيَةَ وَكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهٰذَا فَيَقُوْلُ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ اَوِ ابْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ اَوْ حُمَيْدٌ اَحَدُهُمْ اَوْ اِثْنَانِ مِنْهُمْ ثُمَّ ثَبَتَ عَلٰى مَنْصُوْرٍ وَتَرَكَ ذٰلِكَ مِرَارًا غَيْرَ وَاحِدَةٍ .

৪৪৫৪ হুমায়দী (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'বা শরীফের কাছে দু'জন কুরাইশী এবং একজন সাকাফী অথবা দু'জন সাকাফী ও একজন কুরাইশী একত্রিত হয়। তাদের পেটের মেদ ছিল বেশি ; কিন্তু অন্তরের বুদ্ধি ছিল কম। তাদের একজন বলল, তোমাদের কি ধারণা, আমরা যা বলছি তা কি আল্লাহ শুনছেন ? উত্তরে অপর এক ব্যক্তি বলল, আমরা যদি জোরে বলি, তাহলে তিনি শুনতে পান। আর যদি চুপে চুপে বলি, তাহলে তিনি শুনতে পান না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমরা জোরে বললে যদি

তিনি শুনতে পান, তাহলে চুপে চুপে বললেও তিনি শুনতে পাবেন। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন, 'তোমাদের চোখ, কান এবং তোমাদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এ থেকে তোমরা কখনো নিজেদের লুকাতে পারবে না ....(আয়াতের শেষ পর্যন্ত) । হুমায়দী বলেন, সুফিয়ান এ হাদীস বর্ণনার সময় বলতেন, মানসূর বলেছেন, অথবা ইব্ন আবূ নাজীহ্ অথবা হুমায়দ তাঁদের একজন বা দু'জন। এরপর তিনি মানসূরের উপরই নির্ভর করেছেন এবং একাধিকবার তিনি সন্দেহ বর্জন করে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ قَوْلُهُ فَإِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ إِنْ يَّسْتَعْبِتُوْا فَمَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "এখন তারা ধৈর্যধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের আবাস এবং তারা ক্ষমা চাইলেও তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে না।" (৪১ ঃ ২৪)

٤٤٥٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنَحْوِهٖ *

৪৪৫৫ আম্‌র ইব্‌ন আলী (র) ....আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

سُوْرَةُ الشُّوْرٰى

সূরা শূরা

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَقِيْمًا لاَ تَلِدُ ، رُوْحًا مِنْ أَمْرِنَا الْقُرْاٰنُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ نَسْلٌ بَعْدَ نَسْلٍ ، لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا لاَخُصُوْمَةَ ، طَرْفٍ خَفِيٍّ ذَلِيْلٍ . وَقَالَ غَيْرُهُ ، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ يَتَحَرَّكْنَ وَلاَ يَجْرِيْنَ فِى الْبَحْرِ ، شَرَعُوا ابْتَدَعُوْا .

হযরত ইব্‌ন আব্বাস থেকে বর্ণিত। عَقِيْمًا অর্থ বন্ধ্যা। رُوْحًا مِنْ أَمْرِنَا -এর দ্বারা আল কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন- يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ -এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে

গর্ভাশয়ের মধ্যে ধারাবাহিক বংশ পরম্পরার সাথে সৃষ্টি করতে থাকবেন। لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا অর্থ আমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। طَرْفٍ خَفِيٍّ অর্থাৎ অবনমিত। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যদের থেকে বর্ণিত। فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ -এর অর্থ নৌযানগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে আন্দোলিত হতে থাকে ; কিন্তু চলতে পারবে না। شَرَعُوْا - তারা আবিষ্কার করেছে।

بَابٌ قَوْلُهُ اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -আত্মীয়ের সৌহার্দ ব্যতীত।

٤٤٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ، فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَجِلْتَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِلاَّ كَانَ لَهُ فِيْهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ اِلاَّ اَنْ تَصِلُوْا مَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ *

৪৪৫৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা তাকে اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর (কাছে উপস্থিত) হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়ির (রা) বললেন, এর অর্থ নবী পরিবারের আত্মীয়তার বন্ধন। (এ কথা শুনে) ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তুমি তাড়াহুড়া করে ফেললে। কুরাইশের কোন শাখা ছিল না যেখানে নবী ﷺ-এর আত্মীয়তা ছিল না। রাসূল ﷺ তাদের বলেছেন, আমার এবং তোমাদের মাঝে যে আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে তার ভিত্তিতে তোমরা আমার সঙ্গে আত্মীয়সুলভ আচরণ কর। এই আমি তোমাদের থেকে কামনা করি।

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ

সূরা যুখ্রুফ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَلٰى اُمَّةٍ عَلٰى اِمَامٍ ، وَقِيْلَهُ يَارَبِّ تَفْسِيْرُهُ ، اَيَحْسَبُوْنَ

اَنَا لاَ نَسْمَعَ سِرَّهُمْ وَنَجْوَهُمْ وَلاَ نَسْمَعُ قِيْلَهُمْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَوْلاَ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً ، لَوْلاَ اَنْ اَجْعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ كُفَّارًا لَجَعَلْتُ لِبُيُوْتِ الْكُفَّارِ سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ مِنْ فِضَّةٍ وَهِيَ دَرَجٌ وَسُرُرَ فِضَّةٍ ، مُقْرِنِيْنَ مُطِيْقِيْنَ ، اٰسَفُوْنَا اَسْخَطُوْنَا يَعْشُ يَعْمٰى . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ اَىْ تُكَذِّبُوْنَ بِالْقُرْاٰنِ ثُمَّ لاَ تُعَاقَبُوْنَ عَلَيْهِ ، وَمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ، مُقْرِنِيْنَ يَعْنِيْ الْاِبِلَ وَالْخَيْلَ الْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ الْجَوَارِيْ جَعَلْتُمُوْهُنَّ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ، فَكَيْفَ تَحْكُمُوْنَ لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ، يَعْنُوْنَ الْاَوْثَانَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَالَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اَلْاَوْثَانُ اِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ فِيْ عَقِبِهِ وَلَدِهِ مُقْتَرِفِيْنَ يَمْشُوْنَ مَعًا ، سَلَفًا قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَثَلاً عِبْرَةً ، يَصِدُّوْنَ يَضِجُّوْنَ ، مُبْرِمُوْنَ مُجْمِعُوْنَ ، اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّنِيْ بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ الْعَرَبُ تَقُوْلُ نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءُ وَالْخَلاَءُ وَالْوَاحِدُ وَالْاِثْنَانِ وَالْجَمِيْعُ مِنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ يُقَالُ فِيْهِ بَرَاءٌ لاَنَّهُ مَصْدَرٌ وَلَوْ قَالَ بَرِئٌ لَقِيْلَ فِي الْاِثْنَيْنِ بَرِيْئَانِ وَفِي الْجَمِيْعِ بَرِيْؤُنَ ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّنِيْ بَرِيْءٌ بِالْيَاءِ ، وَالزُّخْرُفُ الذَّهَبُ ، مَلاَئِكَةً يَخْلُفُوْنَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

মুজাহিদ (র) বলেছেন, عَلٰى اُمَّةٍ অর্থ এক নেতার অনুসারী। وَقِيْلَهُ يَارَبِّ -এর ব্যাখ্যা এই যে, কাফিররা কি মনে করে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না এবং আমি তাদের কথাবার্তা শুনি না? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, وَلَوْلاَ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدًا অর্থাৎ যদি সমস্ত মানুষের কাফের হয়ে যাবার আশংকা না থাকত, তাহলে আমি কাফেরদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য নির্মিত ছাদ এবং রৌপ্য নির্মিত মা'রিজ অর্থাৎ সিঁড়ি আর রৌপ্য নির্মিত পালঙ্ক। مُقْرِنِيْنَ সামর্থ্যবান লোক। اٰسَفُوْنَا - তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল। يَعْشُ অন্ধ হয়ে যায়। মুজাহিদ বলেছেন,

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ তোমরা কুরআন শরীফকে মিথ্যা মনে করবে, তারপর এজন্য কি তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে না ? وَمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ পূর্ববর্তী লোকদের দৃষ্টান্ত। مُقْرِنِيْنَ উট, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে বোঝানো হয়েছে। يُنَشَّأُ فِى الْحِلْيَةِ অর্থাৎ কন্যা সন্তান ; এদের তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তান সাব্যস্ত করছ– এ তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ আয়াতাংশে বর্ণিত هُمْ সর্বনাম-এর দ্বারা মূর্তিকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন, مَالَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ অর্থাৎ এ সম্বন্ধে প্রতিমাদের কোন জ্ঞান নেই। فِىْ عَقِبِهٖ অর্থাৎ তার সন্তানদের মধ্যে مُقْتَرِنِيْنَ অর্থ এক সাথে তারা চলে আসছিল। سَلَفًا দ্বারা উদ্দেশ্য ফিরাউন স ম্প্রদায়। কেননা, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মতের কাফেরদের জন্য তারা হচ্ছে অগ্রগামী দল এবং তারা হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের এক নমুনা। يَصِدُّوْنَ অর্থাৎ তারা শোরগোল আরম্ভ করে দেয়। مُبْرِمُوْنَ অর্থাৎ আমিই তো সিদ্ধান্তকারী। اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ অর্থাৎ মু'মিনদের অগ্রণী। اِنَّنِىْ بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ আরবরা বলে, نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءُ وَالْخَلَاءُ - আমরা তোমার থেকে পৃথক تَثْنِيَةٌ – جَمْعٌ – مُذَكَّرٌ – مُؤَنَّثٌ – وَاحِدٌ – সকল ক্ষেত্রে بَرَاءٌ শব্দটি সমভাবে ব্যবহৃত হয়। কেননা, এ শব্দটি হচ্ছে مَصْدَرٌ। যদি بَرِىءٌ বল, তাহলে اثْنَيْنِ -এর মধ্যে বলা হবে بَرِيْئَانِ এবং جَمْعٌ এ-র মধ্যে বলা হবে بَرِيْئُوْنَ আবদুল্লাহ্ اِنَّنِىْ بَرِىْءٌ (ياء দ্বারা) পাঠ করতেন। زُخْرُفٌ অর্থ স্বর্ণ। مَلٰئِكَةً يَخْلُفُوْنَ অর্থাৎ তারা পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হতো।

بَابٌ قَوْلُهُ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ الْاٰيَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ - "তারা চীৎকার করে বলবে, হে মালিক ! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের নিঃশেষ করে দেন।"

٤٤٥٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ، وَقَالَ قَتَادَةُ مَثَلاً لِلْاٰخِرِيْنَ عِظَةً . وَقَالَ غَيْرُهُ مُقْرِنِيْنَ ضَابِطِيْنَ ، يُقَالُ فُلَانٌ مُقْرِنٌ لِفُلَانٍ ضَابِطٌ لَهُ ، وَالْاَكْوَابُ الْاَبَارِيْقُ اَلَّتِىْ لاَ خَرَاطِيْمَ لَهَا اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ اَىْ مَا كَانَ فَاَنَا اَوَّلُ الْاٰنِفِيْنَ وَهُمَا لُغَتَانِ رَجُلٌ عَابِدٌ وَعَبِدٌ . وَقَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَارَبِّ ، وَيُقَالُ اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ الْجَاحِدِيْنَ

مِنْ عَبَدَ يَعْبَدُ وَقَالَ قَتَادَةُ فِىْ أُمِّ الْكِتَابِ ، جُمْلَةِ الْكِتَابِ اَصْلِ الْكِتَابِ ، اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيْنَ مُشْرِكِيْنَ ، وَاللّٰه لَوْ اَنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّهُ اَوَائِلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ لَهَلَكُوْا ، فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا . وَمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ عُقُوْبَةُ الْاَوَّلِيْنَ جُزْاً عِدْلاً *

৪৪৫৭ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র) .... ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে মিম্বরে পড়তে শুনেছি وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ (তারা চীৎকার করে বলবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের নিঃশেষ করে দেন।) কাতাদা বলেন, مَثَلاً لِلْاٰخِرِيْنَ এর অর্থ পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ। কাতাদা (র) ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্‌সির বলেছেন, مُقْرِنِيْنَ -নিয়ন্ত্রণকারী। বলা হয় فُلاَنٌ مُقْرِنٌ فُلاَنٌ অর্থাৎ তার নিয়ন্তা। اَلْاَكْوَابُ অর্থ হাত বিহীন পানপাত্র। اَوَّلُ عَابِدِيْنَ অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কোন সন্তান নেই– এ কথা প্রত্যাখ্যানকারী সর্বপ্রথম আমি নিজেই। رَجُلٌ عَابِدٌ وَعَبِدٌ দুই ধরনের ব্যবহার রয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) (قيله يارب) -এর পরিবর্তে وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَارَبِّ পাঠ করতেন। কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ -এ বর্ণিত عَابِدِيْنَ শব্দটি عَبِدَ يَعْبَدُ থেকে ; যার অর্থ অস্বীকারকারী। কাতাদা (র) বলেন أُمِّ الْكِتَابِ অর্থাৎ মূল কিতাব। اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيْنَ -এর মাঝে উল্লিখিত مُسْرِفِيْنَ -এর অর্থ مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ আমি কি তোমাদের হতে এই উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নেব এই কারণে যে, তোমরা মুশরিক ? আল্লাহ্‌র কসম, এ উম্মতের প্রাথমিক অবস্থায় যখন (কুরাইশগণ) আল-কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন যদি তাকে প্রত্যাহার করা হত, তাহলে তাঁরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যেত। فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا . وَمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ -এর মাঝে বর্ণিত مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ -এর অর্থ তাদের মধ্যে যারা তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল, তাদের আমি ধ্বংস করেছিলাম। আর এভাবেই চলে এসেছে পূর্ববর্তী লোকদের শাস্তির দৃষ্টান্ত। جُزْء অর্থ সমকক্ষ।

سُوْرَةُ الدُّخَانُ

সূরা দুখান

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : رَهْوًا طَرِيْقًا يَابِسًا ، عَلَى الْعَالَمِيْنَ عَلٰى مَنْ بَيْنَ

ظَهْرِيْهِ ، فَاعْتُلُوْهُ ادْفَعُوْهُ . وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ اَنْكَحْنَاهُمْ حُوْرًا عِيْنًا يَحَارُ فِيْهَا الطَّرْفُ ، تَرْجُمُوْنِ الْقَتْلَ ، وَرَهْوًا سَاكِنًا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، كَالْمُهْلِ اَسْوَدُ كَمُهْلِ الزَّيْتِ . وَقَالَ غَيْرُه تُبَّعٍ مُلُوْكُ الْيَمَنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمَّى تُبَّعًا لاَنَّهُ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ ، وَالظِّلُّ يُسَمَّى تُبَّعًا لاَنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ .

মুজাহিদ (র) বলেন, رَهْوًا -শুষ্ক পথ। عَلَى الْعَالَمِيْنَ -সমকালীন লোকদের উপর। فَاعْتُلُوْهُ -নিক্ষেপ কর তাকে। وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ -আমি তাদের ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরদের সাথে বিয়ে দেব, যাদেরকে দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। تَرْجُمُوْنِ -হত্যা করা। رَهْوًا -স্থির। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, كَالْمُهْلِ -যায়তুনের গাদের মত কাল। অন্যরা বলেছেন, تُبَّعٍ -ইয়ামানের বাদশাদের উপাধি। তাদের একজনের পর যেহেতু অপরজনের আগমন ঘটত, এজন্য তাদের প্রত্যেক বাদশাহ্‌কেই تُبَّعٍ বলা হত। ছায়াকেও تُبَّعٍ বলা হয়। কেননা, ছায়া সূর্যের অনুসরণ করে।

بَابٌ قَوْلُهُ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ قَالَ قَتَادَةُ : فَارْتَقِبْ فَانْتَظِرْ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ "অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ।" (৪৪ ঃ ১) কাতাদা (র) বলেন, فَارْتَقِبْ -অপেক্ষা কর।

٤٤٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَضٰى خَمْسٌ الدُّخَانُ وَالرُّوْمُ وَالْقَمَرُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ *

৪৪৫৮ আবদান (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি নিদর্শনই বাস্তবায়িত হয়ে গিয়েছে। ধোঁয়া (দুর্ভিক্ষ), রোম (পরাজয়), চন্দ্র (দ্বিখণ্ডিত হওয়া),পাকড়াও (বদর যুদ্ধে) এবং ধ্বংস।

بَابٌ قَوْلُهُ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ - "তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে, এ হবে মর্মন্তুদ শাস্তি।" (৪৪ ঃ ১১)

٤٤٥٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا لاَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِيْنَ كَسِنِيِّ يُوْسُفَ ، فَاَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتّٰى اَكَلُوْا الْعِظَامَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ فَيَرٰى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ . فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ . قَالَ فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَسْقِ اللّٰهَ لِمُضَرَ فَاِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ ، قَالَ لِمُضَرَ اِنَّكَ لَجَرِيْءٌ ، فَاَسْتَسْقٰى فَسُوْقُوْا . فَنَزَلَتْ : اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ ، فَلَمَّا اَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوْا اِلٰى حَالِهِمْ حِيْنَ اَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ . قَالَ يَعْنِيْ يَوْمَ بَدْرٍ *

৪৪৫৯ ইয়াহ্ইয়া (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন, অবস্থা এ জন্য যে, কুরাইশরা যখন রাসূল ﷺ-এর নাফরমানী করল, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে এমন দুর্ভিক্ষের দোয়া করলেন, যেমন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময়ে। তারপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার কষ্ট এমনভাবে আপতিত হ'ল যে, তারা হাড্ডি খেতে আরম্ভ করল। তখন মানুষ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তাড়নায় তারা আকাশ ও তাদের মধ্যে শুধু ধোঁয়ার মত দেখতে পেত। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ নাযিল করলেন, "অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেদিনের, যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মন্তুদ শাস্তি।" বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট (কাফেরদের পক্ষ থেকে) এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুদার গোত্রের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন। তারা তো ধ্বংস হয়ে গেল। তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন, মুদার গোত্রের জন্য দোয়া করতে বলছ। তুমি তো খুব সাহসী। তারপর তিনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন এবং বৃষ্টি হল। তখন নাযিল হল, তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। যখন তাদের সচ্ছলতা ফিরে এলো, তখন আবার নিজেদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল। তারপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন, "যেদিন আমি তোমাদের প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি তোমাদের প্রতিশোধ নেবই। বর্ণনাকারী বলেন, অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন।

بَابٌ قَوْلُهُ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ "তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে এ শাস্তি থেকে মুক্তি দান কর, নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনব।" (৪৪ ঃ ১২)

٤٤٦٠. حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ تَقُوْلَ لِمَا لاَ تَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ اِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا غَلَبُوْا النَّبِيَّ ﷺ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَاَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ اَكَلُوْا فِيْهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجَهْدِ ، حَتّٰى جَعَلَ اَحَدُهُمْ يَرٰى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ ، كَهَيْئَةِ ، الدُّخَانِ مِنَ الْجُوْعِ ، قَالُوْا رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ، فَقِيْلَ لَهُ اِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَادُوْا ، فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوْا ، فَانْتَقَمَ اللّٰهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ، اِلٰى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ .

৪৪৬০ ইয়াহ্‌ইয়া (র) ....মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, একথা বলাও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ তার নবী ﷺ -কে বলেছেন, "বল, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি বানোয়াটকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" কুরাইশরা যখন নবী ﷺ -এর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করল এবং বিরোধিতা করল, তখন তিনি দোয়া করলেন, ইয়া আল্লাহ্! হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময়কার সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষের দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। তারপর দুর্ভিক্ষ তাদেরকে পাকড়াও করল। ক্ষুধার জ্বালায় তারা হাড্ডি এবং মরা খেতে আরম্ভ করল। এমনকি তাদের কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় তার ও আকাশের মাঝে শুধু ধোঁয়ার মতই দেখতে পেত। তখন তারা বলল, "হে আমাদের রব! আমাদের থেকে এ শাস্তি সরিয়ে নাও, নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনব।" তাঁকে বলা হল, যদি আমি তাদের থেকে শাস্তি রহিত করে দেই, তাহলে তারা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। তারপর তিনি তাঁর রবের নিকট দোয়া করলেন। আল্লাহ্ তাদের থেকে শাস্তি রহিত করে দিলেন ; কিন্তু তারা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এল। তাই আল্লাহ্ বদর

যুদ্ধের দিন তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াত يَوْمَ تَاتِىْ .... اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ পর্যন্ত।

بَابٌ قَوْلُهُ اَنِّىْ لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ، اَلذِّكْرُ وَالذِّكْرٰى وَاحِدٌ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَنِّىْ لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ "তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে ? তাদের নিকট তো এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্য দানকারী এক রাসূল"। (৪৪ ঃ ১৩) اَلذِّكْرُ এবং الذكرى একার্থবোধক শব্দ।

٤٤٦١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا دَعَا قُرَيْشًا كَذَّبُوْهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ ، فَاَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ يَعْنِىْ كُلَّ شَىْءٍ حَتّٰى كَانُوْا يَأْكُلُوْنَ الْمَيْتَةَ فَكَانَ يَقُوْمُ اَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوْعِ ، ثُمَّ قَرَأَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ، حَتّٰى بَلَغَ اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلاً اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : اَفَيُكْشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرٰى يَوْمَ بَدْرٍ *

৪৪৬১ সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) .... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি আবদুল্লাহ্‌র কাছে গেলাম। তারপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কুরাইশদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল ও তার নাফরমানী করল, তখন তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ্! হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময়কার সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষের দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। ফলে দুর্ভিক্ষ তাদের এমনভাবে গ্রাস করল যে, নির্মূল হয়ে গেল সমস্ত কিছু ; অবশেষে তারা মৃতদেহ খেতে আরম্ভ করল। তাদের কেউ দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় সে তার ও আকাশের মাঝে ধোঁয়ার মতই দেখতে পেত। এরপর তিনি পাঠ করলেন, "অতএব তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের, যে দিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ এবং তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ হবে মর্মন্তুদ শাস্তি। আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করছি, তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।" পর্যন্ত

আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, কিয়ামতের দিনও কি তাদের থেকে শাস্তি রহিত করা হবে? তিনি বলেন, الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى দ্বারা বদরের দিনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

بَابٌ قَوْلُهُ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَجْنُوْنٌ "এরপর তারা তাকে অমান্য করে বলে সে তো শিখানো বুলি বলছে, সে তো এক পাগল।" (৪৪ ঃ ১৪)

٤٤٦٢ حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ خَالِدٍ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَقَالَ قُلْ مَا اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ، فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا رَاٰى قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَاَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتّٰى حَصَّتْ كُلَّ شَىْءٍ حَتّٰى اَكَلُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُوْدَ ، فَقَالَ اَحَدُهُمْ حَتّٰى اَكَلُوا الْجُلُوْدَ وَالْمَيْتَةَ وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْاَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ ، فَاَتَاهُ اَبُوْ سُفْيَانَ ، فَقَالَ اِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا ، فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ تَعُوْدُوْا بَعْدَ هٰذَا فِىْ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ ، ثُمَّ قَرَاَ : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ اِلٰى عَائِدُوْنَ اَيُكْشَفُ عَذَابُ الْاٰخِرَةِ .فَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ ، وَقَالَ اَحَدُهُمُ الْقَمَرُ ، وَقَالَ الْاٰخَرُ الرُّوْمُ .

৪৪৬২ বিশর্ ইব্‌ন খালিদ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ -কে পাঠিয়ে বলেছেন, "বল, আমি এর জন্য তোমাদের কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দেখলেন যে, কুরাইশরা তাঁর নাফরমানী করছে, তখন তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ্ ! ইউসুফ (আ)-এর সময়কার সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষের দ্বারা তুমি আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। ফলে দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করল। নিঃশেষ করে দিল তাদের সমস্ত কিছু, এমনকি তারা হাড় এবং চামড়া খেতে আরম্ভ করল। আর একজন রাবী বলেছেন, তারা চামড়া ও মৃতদেহ খেতে লাগল । তখন যমীন থেকে ধোঁয়ার মত বের হতে লাগল। এ সময় আবূ সুফিয়ান নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার কওম তো ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র

কাছে দোয়া কর, যেন তিনি তাদের থেকে এ অবস্থা দূরীভূত করে দেন। তখন তিনি দোয়া করলেন, এবং বললেন, এরপর তারা আবার নিজেদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। মানসুর থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, "অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের, যে দিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ, তোমরা তো পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবেই....... পর্যন্ত। (তিনি বলেন) আখিরাতের শাস্তিও কি দূরীভূত হয়ে যাবে? ধোঁয়া, প্রবল পাকড়াও এবং ধ্বংস তো অতীত হয়েছে। এক রাবী চন্দ্র এবং অন্য রাবী রোমের পরাজয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন।

بَابٌ قَوْلُهُ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ "যে দিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দেবই।" (৪৪ ঃ ১৬)

٤٤٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ اللِّزَامُ ، وَالرُّوْمُ ، وَالْبَطْشَةُ ، وَالْقَمَرُ ، وَالدُّخَانُ *

৪৪৬৩ ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় ঘটে গেছে ঃ ধ্বংস, রূম, পাকড়াও, চন্দ্র ও ধোঁয়া।

سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ

সূরা জাছিয়া

مُسْتَوْفِزِيْنَ عَلَى الرُّكَبِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، نَسْتَنْسِخُ نَكْتُبُ ، نُنْسَاكُمْ نَتْرُكُكُمْ وَمَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ الْاٰيَةَ *

جَاثِيَةً অর্থ ভয়ে নতজানু। মুজাহিদ (র) বলেন, نَسْتَنْسِخُ অর্থ - আমি লিপিবদ্ধ করছিলাম। نُنْسَاكُمْ অর্থ -আমি তোমাদেরকে বর্জন করব। وَمَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ –এবং সময়ই আমাদের ধ্বংস করে।

٤٤٦٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

يُؤْذِيْنِى ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَوَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِىَّ الْاَمْرُ اُقَلِّبُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ

৪৪৬৮ হুমায়দী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যমানাকে গালি দেয় ; অথচ আমিই যমানা। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা ; রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি।

سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ

সূরা আহকাফ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ تُفِيْضُوْنَ تَقُوْلُوْنَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَثَرَةٍ وَاُثْرَةٍ وَاَثَارَةٍ بَقِيَّةُ عِلْمٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ لَسْتُ بِاَوَّلِ الرُّسُلِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ اَرَاَيْتُمْ هٰذِهِ الْاَلِفُ اِنَّمَا هِىَ تَوَعُّدٌ اِنْ صَحَّ مَا تَدَّعُوْنَ لاَ يَسْتَحِقُّ اَنْ يُعْبَدَ ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ اَرَاَيْتُمْ بِرُؤْيَةِ الْعَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اَتَعْلَمُوْنَ اَبَلَغَكُمْ اَنَّ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ خَلَقُوْا شَيْئًا .

মুজাহিদ (র) বলেন, تُفِيْضُوْنَ অর্থ -তোমরা বলছ বা বলবে। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, اَثَرَةٌ ، اُثْرَةٌ এবং اَثَارَةٌ -এর অর্থ ইলমের অবশিষ্ট অংশ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ -এর অর্থ, আমি তো প্রথম রাসূল নই। অন্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, اَرَأَيْتُمْ -এর الف অক্ষরটি اِسْتِفْهَام تَهْدِيْد -এর জন্য এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের দাবি যদি ঠিক হয়, তাহলেও তাদের ইবাদত করার উপযুক্ত তারা নয়। اَرَاَيْتُمْ -এর অর্থ, চোখে দেখা নয় ; বরং এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত করছ, তারা কি কোন কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম ?

بَابٌ قَوْلُهُ وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا اَتَعِدَانِنِىْ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ، فَيَقُوْلُ مَا هٰذَا اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا اَتَعِدَانِنِىْ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ

خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ، فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ "আর এমন লোক আছে যে, তার পিতামাতাকে বলে, তোমাদের জন্য আফসোস ! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব, যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে। তখন তার মাতাপিতা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার জন্য! ঈমান আন– আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, এ তো অতীতকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়" পর্যন্ত।" (৪৬ : ১৭)

٤٤٦٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْحِجَازِ اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيْدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَىْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ اَبِيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ شَيْئًا ، فَقَالَ خُذُوْهُ فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا فَقَالَ مَرْوَانُ اِنَّ هٰذَا الَّذِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ، وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا اَتَعِدَانِنِىْ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ مِنْ وَّرَاءِ الْحِجَابِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْنَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلاَّ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ عُذْرِىْ *

৪৪৬৫ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল .... ইউসুফ ইব্‌ন মাহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান ছিলেন হিজাযের গভর্নর। তাকে নিয়োগ করেছিলেন মু'আবিয়া (রা)। তিনি একদা খুতবা দিলেন এবং তাতে ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার কথা বারবার উল্লেখ করতে লাগলেন, যেন তাঁর পিতার ইন্তিকালের পর তার বায়আত গ্রহণ করা হয়। এ সময় তাকে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর কিছু কথা বললেন, মারওয়ান বললেন, তাঁকে পাকড়াও কর। তৎক্ষণাৎ তিনি আয়েশা (রা)-এর ঘরে চলে গেলেন। তারা তাঁকে ধরতে পারল না। তারপর মারওয়ান বললেন, এ তো সেই ব্যক্তি যার সম্বন্ধে আল্লাহ নাযিল করেছেন, "আর এমন লোক আছে যে, মাতাপিতাকে বলে, তোমাদের জন্য আফসোস! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে,আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে, তখন তার মাতাপিতা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার জন্য। বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে এ তো অতীতকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।"

بَابٌ قَوْلُهُ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَارِضٌ السَّحَابُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَااسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ "এরপর যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন তারা বলতে লাগল, এ তো মেঘ, আমাদের বৃষ্টি দান করবে। (হূদ বলল) এ তো তা যা তোমরা তরান্বিত করতে চেয়েছ, এতে রয়েছে এ ঝড়– মর্মন্তুদ শাস্তি বহনকারী।" (৪৬ ঃ ২৪) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, عَارِضٌ অর্থ মেঘ।

٤٤٦٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو اَنَّ اَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَاحِكًا حَتّٰى اَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهٖ اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ ، قَالَتْ وَكَانَ اِذَا رَاٰى غَيْمًا اَوْ رِيْحًا عُرِفَ فِيْ وَجْهِهٖ ، قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوْا رَجَاءَ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ الْمَطَرُ وَاَرَاكَ اِذَا رَاَيْتَهُ عُرِفَ فِيْ وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِّيْ اَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَذَابٌ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ ، وَقَدْ رَاٰى قَوْمٌ الْعَذَابَ ، فَقَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا *

৪৪৬৬ আহমদ (র) .... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এমনভাবে কখনো হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর কণ্ঠনালীর আলজিভ দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। যখনই তিনি মেঘ অথবা ঝঞ্ঝা বায়ু দেখতেন, তখনই তাঁর চেহারায় তা ফুটে উঠত। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষ যখন মেঘ দেখে, তখন বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। কিন্তু আপনি যখন মেঘ দেখেন, তখন আমি আপনার চেহারায় আতংকের ছাপ পাই। তিনি বললেন, হে আয়েশা ! এতে যে আযাব নেই, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। বাতাসের দ্বারাই তো এক কওমকে আযাব দেয়া হয়েছে। সে কওম তো আযাব দেখে বলেছিল, এ তো আমাদের বৃষ্টি দান করবে।

سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ

সূরা মুহাম্মদ

اَوْزَارَهَا اٰثَامَهَا ، حَتّٰى لاَيَبْقٰى اِلاَّ مُسْلِمٌ ، عَرَّفَهَا بَيَّنَهَا ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ:

مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلِيُّهُمْ ، عَزَمَ الْاَمْرُ جَدَّ الْاَمْرُ، فَلاَ تَهِنُوْا لاَ تَضْعُفُوْا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، اَضْغَانَهُمْ حَسَدَهُمْ ، اٰسِنٍ مُتَغَيِّرٍ *

اَوْزَارَهَا -অর্থ তার অস্ত্র, যাতে মুসলমান ব্যতীত আর কেউ বাকী না থাকে। عَرَّفَهَا অর্থ, বর্ণনা করে দিয়েছেন তার সম্বন্ধে। মুজাহিদ বলেন, مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ তাদের অভিভাবক। عَزَمَ الْاَمْرُ অর্থ, কোন বিষয়ের তথা জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে। لاَ تَهِنُوْا অর্থাৎ তোমরা দুর্বল হয়ো না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَضْغَانَهُمْ অর্থ তাদের হিংসা। اٰسِنٌ অর্থ, দূষিত হয়ে স্বাদ বদলে গেছে।

بَابٌ قَوْلُهُ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ – "এবং আত্মীয়ের বন্ধন ছিন্ন করবে।"

٤٤٦٧ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ مزَرِّدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ ، فَاَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمٰنِ ، فَقَالَ لَهُ مَهْ قَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ ، قَالَ اَلاَ تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ، قَالَتْ بَلٰى يَا رَبِّ ، قَالَ فَذَاكِ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ *

৪৪৬৭ খালিদ ইব্‌ন মাখলাদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন। এ থেকে তিনি ফারেগ হলে 'রাহিম' (রক্তসম্পর্ক) দাঁড়িয়ে পরম করুণাময়ের আঁচল টেনে ধরল। তিনি তাকে বললেন, থামো। সে বলল, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী ব্যক্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনার জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়েছি। আল্লাহ্ বললেন, যে তোমাকে সম্পৃক্ত রাখে, আমিও তাকে সম্পৃক্ত রাখব; আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করব– এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও ? সে বলল, নিশ্চয়ই, হে আমার প্রভু। তিনি বললেন, যাও তোমার জন্য তাই করা হল। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, ইচ্ছা হলে তোমরা পড়, "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।"

٤٤٦٨ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ

حَدَّثَنِىْ عَمِّى اَبُو الْحُبَابِ سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِهٰذَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ (الخ) *

৪৪৬৮ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামযা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (এরপর তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইচ্ছা হলে তোমরা পড় ("ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।")

٤٤٦٩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِى الْمُزَرِّدِ بِهٰذَا ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ (الخ) *

৪৪৬৯ বিশ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... মু'আবিয়া ইব্‌ন আবুল মুযার্‌রাদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (আবূ হুরায়রা বলেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইচ্ছা হলে তোমরা পড়, (ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে)।

سُوْرَةُ الْفَتْحِ

সূরা ফাত্‌হ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، سِيْمَاهُمْ فِى وُجُوْهِهِمْ السَّحْنَةُ ، وَقَالَ مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ اَلتَّوَاضُعُ شَطْأَهُ فِرَاخَهُ ، فَاسْتَغْلَظَ غَلُظَ ، سُوْقِهِ السَّاقُ حَامِلَةُ الشَّجَرَةِ وَيُقَالُ دَائِرَةُ السَّوْءِ كَقَوْلِكَ رَجُلُ السَّوْءِ وَدَائِرَةُ السَّوْءِ الْعَذَابُ ، تُعَزِّرُوْهُ تَنْصُرُوْهُ ، شَطَاهُ شَطْءُ السُّنْبُلِ تُنْبِتُ الْحَبَّةَ عَشْرًا وَثَمَانِيًا وَسَبْعًا ، فَيَقْوٰى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَذَاكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَاٰزَرَهُ قَوَّاهُ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً لَمْ تَقُمْ عَلٰى سَاقٍ ، وَهُوَ مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللّٰهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَوَّاهُ بِاَصْحَابِهِ كَمَا قَوَّى الْحَبَّةَ بِمَا يُنْبِتُ مِنْهَا .

মুজাহিদ (র) বলেন, سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ অর্থ তাদের মুখমণ্ডলের নিদর্শন। মানসূর মুজাহিদের

সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বিনয় ও নম্রতা। شَطْأَهُ অর্থ, কিশলয়। فَاسْتَغْلَظَ অর্থ মোটা হয়, পুষ্ট হয়। سُوْقِهِ অর্থ ঐ কাণ্ড যা গাছকে দাঁড় করিয়ে রাখে। دَائِرَةُ السَّوْءِ শব্দটি এখানে رَجُلُ السَّوْءِ-এর মত ব্যবহৃত হয়েছে। دَائِرَةُ السَّوْءِ-এর অর্থ শাস্তি। تُعَزِّرُوْهُ –তাঁরা তাঁকে সাহায্য করে। شَطْأَهُ অর্থ কিশলয়, একটি বীজ থেকে দশ, আট এবং সাতটি করে বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَازَرَهُ (এরপর এটা শাক্তিশালী হয়) এর মধ্যে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। অঙ্কুর যদি একটি হয় তাহলে তা কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ উপমাটি নবী সম্বন্ধে ব্যবহার করেছেন, কেননা, প্রথমত তিনি একাই দাওয়াত নিয়ে বের হয়েছেন, তারপর সাহাবীদের দ্বারা (আল্লাহ্) তাকে শক্তিশালী করেছেন যেমন বীজ থেকে উদগত অঙ্কুর দ্বারা বীজ শক্তিশালী হয়।

بَابٌ قَوْلُهُ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।"

٤٤٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسِيْرُ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيْرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَاَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ سَاَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَاَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَكِلَتْ اُمُّ عُمَرَ نَزَرْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ لاَيُجِيْبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَكْتُ بَعِيْرِيْ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ اَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيْتُ اَنْ يُنْزَلَ فِيَّ الْقُرْاٰنُ فَمَا نَشِبْتُ اَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِيْ ، فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ نَزَلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ ، فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ لَهِيَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ . ثُمَّ قَرَأَ : اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا *

৪৪৭০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) .... আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের বেলা কোন এক সফরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-ও চলছিলেন। হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাঁকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে কোন জবাব দেননি।

তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। তারপর তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এবারও তিনি কোন জবাব দিলেন না। তখন উমর (রা) (নিজেকে) বললেন, উমরের মা হারাক। তুমি তিনবার রাসূল ﷺ -কে প্রশ্ন করলে, কিন্তু একবারও তিনি তোমার জবাব দিলেন না। উমর (রা) বলেন, তারপর আমি আমার উটটি দ্রুত চালিয়ে লোকদের আগে চলে গেলাম এবং আমার ব্যাপারে কুরআন নাযিলের আশংকা করলাম। বেশিক্ষণ হয়নি, তখন শুনলাম এক আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান করছে। আমি (মনে মনে) বললাম, আমি তো আশংকা করছিলাম যে, আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হতে পারে। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার কাছে, এই পৃথিবী, যার ওপর সূর্য উদিত হয়, তা থেকেও অধিক প্রিয়। তারপর তিনি পাঠ করলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়।

٤٤٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا قَالَ الْحُدَيْبِيَةُ *

৪৪৭১ মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا "এর দ্বারা হুদাবিয়ার সন্ধি বোঝানো হয়েছে।

٤٤٧٢ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُوْرَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيْهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ شِئْتُ اَنْ اَحْكِىَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِىِّ ﷺ لَفَعَلْتُ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا *

৪৪৭২ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন সূরা ফাতহ্ সুমধুর কণ্ঠে পাঠ করেন। মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমি ইচ্ছা করলে নবী ﷺ -এর কিরাআত তোমাদের নকল করে শোনাতে পারি।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا "যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।" (৪৮ ঃ ২)

٤٤٧٣ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا زِيَادٌ اَنَّهُ

سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ ، قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا *

৪৪৭৩ সাদাকা ইব্‌ন ফায্‌ল (র) .... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এত বেশি সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর কদমদ্বয় ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ্ তো আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ মাজনা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না ?

٤٤٧٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ سَمِعَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ الَّيْلِ حَتّٰى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ ، قَالَ اَفَلاَ اُحِبُّ اَن اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا ، فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلّٰى جَالِسًا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ .

৪৪৭৪ হাসান ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ রাতে এত বেশি সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর দুই পা ফেটে যেতো। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ তো আপনার আগের ও পরের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন ? তবু আপনি কেন তা করছেন ? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হতে ভালবাসবো না ? তাঁর মেদ বেড়ে গেলে[১] তিনি বসে সালাত আদায় করতেন। যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়তেন, তারপর রুকূ করতেন।

بَابٌ قَوْلُهُ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ বাণী ঃ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا -"আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে।" (৪৮ ঃ ৮)

٤٤٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدَ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ الَّتِى فِى الْقُرْاٰنِ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ

১. অর্থাৎ তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলেন।

شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا قَالَ فِى التَّوْرَاةِ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّحِرْزًا لِّلاُمِّيِّينَ اَنْتَ عَبْدِىْ وَرَسُوْلِىْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيْظٍ وَلاَ سَخَّابٍ بِالْاَسْوَاقِ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلٰكِنْ يَّعْفُوْ وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنْ يَّقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَيَفْتَحُ بِهَا اَعْيُنًا عُمْيًا وَاٰذَانًا صُمًّا وَّقُلُوْبًا غُلْفًا هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ *

৪৪৭৫ আবদুল্লাহ্ (র) .... আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, কুরআনের এ আয়াত, "আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে" তাওরাতে আল্লাহ্ এভাবে বলেছেন, হে নবী, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদবাদা ও উম্মী লোকদের মুক্তি দাতারূপে। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম নির্ভরকারী (মুতাওয়াক্কিল) রেখেছি যে রূঢ় ও কঠোরচিত্ত নয়, বাজারে শোরগোলকারী নয় এবং মন্দ মন্দ দ্বারা প্রতিহতকারীও নয়; বরং তিনি ক্ষমা করবেন এবং উপেক্ষা করবেন। বক্র জাতিকে সোজা না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাঁর জান কবয করবেন না। তা এভাবে যে, তারা বলবে, আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ নেই। ফলে খুলে যাবে অন্ধ চোখ, বধির কান এবং পর্দায় ঢাকা অন্তরসমূহ।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ "তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি প্রদান করেন।" (৪৮ ঃ ৪)

٤٤٧٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يَقْرَأُ وَفَرَسٌ لَّهُ مَرْبُوْطٌ فِى الدَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمَّا اَصْبَحَ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْاٰنِ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ *

৪৪৭৬ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র) .... বারা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী কিরাআত পাঠ করছিলেন। তাঁর একটি ঘোড়া ঘরে বাঁধা ছিল। হঠাৎ তা পালিয়ে যেতে লাগলো। সে ব্যক্তি বেরিয়ে এসে নজর করলেন; কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। ঘোড়াটি ভেগেই যাচ্ছিল। যখন ভোর হলো তখন তিনি ঘটনাটি নবী ﷺ -এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, এ হলো সেই প্রশান্তি, যা কুরআন তিলাওয়াত করার সময় নাযিল হয়ে থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ "যখন বৃক্ষতলে তাঁরা তোমার কাছে বায়আত গ্রহণ করল।" (৪৮ ঃ ১৮)

٤٤٧٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اَلْفًا وَّاَرْبَعَمِائَةٍ *

৪৪৭৭ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার (সন্ধির) দিন আমরা এক হাজার চারশ' লোক ছিলাম।

٤٤٧٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ * وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ فِى الْبَوْلِ فِى الْمُغْتَسَلِ *

৪৪৭৮ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাগাফ্‌ফাল মুযানী (রা) (যিনি সন্ধির সময় উপস্থিত ছিলেন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দুই আঙ্গুলের মাঝে কংকর নিয়ে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। উক্‌বা ইব্‌ন সুহ্‌বান (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল মুযানী (রা)-কে গোসলখানায় পেশাব করা সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি।

٤٤٧٩ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ *

৪৪৭৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র) .... সাবিত ইব্‌ন দাহ্‌হাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনিও বৃক্ষতলে বায়আতকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

٤٤٨٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا وَائِلٍ اَسْاَلُهُ فَقَالَ كُنَّا بِصِفِّيْنَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ نَعَمْ ، فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ اِتَّهِمُوْا اَنْفُسَكُمْ فَلَقَدْ

رَاَيْتُنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، يَعْنِى الصُّلْحَ الَّذِىْ كَانَ بَيْنَ النَّبِىِّ ﷺ وَالْمُشْرِكِيْنَ ، وَلَوْنَرٰى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، اَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِى الْجَنَّةِ ، وَقَتْلاَهُمْ فِى النَّارِ ، قَالَ بَلٰى ، قَالَ فَفِيْمَ اُعْطِىْ الدَّنِيَّةَ فِىْ دِيْنِنَا وَنَرْجِعُ ، وَلَمَّا يَحْكُمُ اللّٰهُ بَيْنَنَا ، فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَنْ يُضَيِّعَنِى اللّٰهُ اَبَدًا ، فَرَجَعَ مُتَغَيِّظًا فَلَمْ يَصْبِرْ حَتّٰى جَاءَ اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللّٰهُ اَبَدًا ، فَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْفَتْحِ *

৪৪৮০ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইস্‌হাক সুলামী (র) .... হাবীব ইব্‌ন আবূ সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়ায়িল (রা)-এর কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য এলে, তিনি বললেন, আমরা সিফ্‌ফীনের ময়দানে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বললেন, তোমরা কি সে লোকদেরকে দেখতে পাচ্ছ না, যাদের আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহবান করা হচ্ছে ? আলী (রা) বললেন, হ্যাঁ। তখন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনায়ফ (রা) বললেন, প্রথমে তোমরা নিজেদের খবর নাও। হুদায়বিয়ার দিন অর্থাৎ নবী ﷺ এবং মক্কার মুশরিকদের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছিল, আমরা তা দেখেছি। যদি আমরা একে যুদ্ধ মনে করতাম, তাহলে অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করতাম। সেদিন উমর (রা) রাসূল ﷺ -এর কাছে) এসে বলেছিলেন, আমরা কি হকের উপর নই, আর তারা কি বাতিলের উপর নয় ? আমাদের নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতে, আর তাদের নিহত ব্যক্তিরা কি জাহান্নামে যাবে না ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন উমর (রা) বললেন, তাহলে কেন আমাদের দীনের ব্যাপারে অবমাননাকর শর্ত আরোপ করা হবে এবং আমরা ফিরে যাব ? অথচ আল্লাহ্ আমাদেরকে এ সন্ধির ব্যাপারে নির্দেশ দেননি। তখন নবী ﷺ বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ কখনো আমাকে ধ্বংস করবেন না। উমর গোস্বায় ক্ষুণ্ন মনে ফিরে গেলেন। তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। তারপর তিনি আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আবূ বকর ! আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা কি বাতিলের উপর নয় ? তিনি বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ কখনো তাকে ধ্বংস করবেন না। এ সময় সূরা ফাতহ্ নাযিল হয়।

سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ

সূরা হুজুরাত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لاَ تُقَدِّمُوْا لاَ تَفْتَاتُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَقْضِىَ

اَللّٰهُ عَلٰى لِسَانِهٖ ، اِمْتَحَنَ اَخْلَصَ ، تَنَابَزُوْا يُدْعٰى بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْاِسْلَامِ ، يَلِتْكُمْ يَنْقُصْكُمْ اَلَتْنَا نَقَصْنَا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ ﷺ الْاٰيَةَ تَشْعُرُوْنَ تَعْلَمُوْنَ ، وَمِنْهُ الشَّاعِرُ *

মুজাহিদ (র) বলেন, لَا تُقَدِّمُوْا অর্থ, রাসূল ﷺ-এর কাছে কোন বিষয় তোমরা জিজ্ঞেস করবে না। তাহলে, আল্লাহ্ তাঁর যবানে এর ফয়সালা জানিয়ে দিবেন। اِمْتَحَنَ মানে পরিশোধিত করেছেন। لَا تَنَابَزُوْا অর্থ ইসলাম গ্রহণের পর অপরকে যেন কুফ্রীর প্রতি সম্বোধন করে না ডাকা হয়। يَلِتْكُمْ মানে লাঘব করা হবে তোমাদের اَلَتْنَا মানেহ্রাস করেছি আমি।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ "(হে মু'মিনগণ) তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠ উঁচু করোনা।" (৪৯ ঃ ২)। تَشْعُرُوْنَ মানে তোমরা জ্ঞাত আছ। اَلشَّاعِرُ শব্দটি এ ধাতু থেকেই নির্গত হয়েছে।

٤٤٨١ حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيْلٍ اللَّخْمِىُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَادَ الْخَيِّرَانِ اَنْ يَّهْلَكَا اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَفَعَا اَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِىْ تَمِيْمٍ ، فَاَشَارَ اَحَدُهُمَا بِالْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ اَخِىْ بَنِىْ مُجَاشِعٍ ، وَاَشَارَ الْاٰخَرُ بِرَجُلٍ اٰخَرَ قَالَ نَافِعٌ لَا اَحْفَظُ اسْمَهُ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ مَا اَرَدْتَ اِلَّا خِلَافِىْ قَالَ مَا اَرَدْتُ خِلَافَكَ ، فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا فِىْ ذٰلِكَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمُ الْاٰيَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ حَتّٰى يَسْتَفْهِمَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذٰلِكَ عَنْ اَبِيْهِ ، يَعْنِىْ اَبَا بَكْرٍ *

৪৪৮১ ইয়াসারা ইব্ন সাফওয়ান ইব্ন জামীল লাখ্মী (র) .... ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উত্তম দুই জন– আবূ বকর ও উমর (রা) নবী ﷺ -এর কাছে কণ্ঠস্বর উঁচু করে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিলেন। যখন বনী তামীম গোত্রের একদল লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসেছিল। তাদের একজন বনী মাজাশে গোত্রের আকরা ইব্ন হাবিসকে নির্বাচন করার জন্য প্রস্তাব করল এবং অপরজন

অন্য ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করল। নাফি বলেন, এ লোকটির নাম আমার মনে নেই। তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা) উমর (রা)-কে বললেন, আপনার ইচ্ছাই হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। তিনি বললেন, না, আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা আমার নেই। এ ব্যাপারটি নিয়ে তাঁদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করবে না" .... শেষ পর্যন্ত।

ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর উমর (রা) এ তো আস্তে কথা বলতেন যে, দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা শুনতে পেতেন না। তিনি আবু বকর (রা) সম্পর্কে এ ধরনের কথা বর্ণনা করেন নি।

٤٤٨٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنْبَانِيْ مُوْسَى بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا اَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ، فَاَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ مَا شَانُكَ ؟ فَقَالَ شَرٌّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، فَاَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ مُوْسٰى، فَرَجَعَ اِلَيْهِ الْمَرَّةَ الْاٰخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيْمَةٍ، فَقَالَ اذْهَبْ اِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ اِنَّكَ لَسْتَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، وَلٰكِنَّكَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ *

৪৪৮২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ সাবিত ইব্‌ন কায়স (রা)-কে খুঁজে পেলেন না। একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার কাছে তাঁর সংবাদ নিয়ে আসছি। তারপর লোকটি তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তিনি তাঁর ঘরে অবনত মস্তকে বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি অবস্থা? তিনি বললেন, খারাপ। কারণ এই (অধম) তার কণ্ঠস্বর নবী ﷺ-এর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উঁচু করে কথা বলত। ফলে, তার আমল বরবাদ হয়ে গেছে এবং সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তারপর লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে সংবাদ দিলেন যে, তিনি এমন এমন কথা বলছেন। মূসা বলেন, এরপর লোকটি এক মহাসুসংবাদ নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে গেলেন (এবং বললেন) নবী ﷺ আমাকে বলেছেন। তুমি যাও এবং তাকে বল, তুমি জাহান্নামী নও; বরং তুমি জাহান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত।

بَابٌ قَوْلِهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "যারা ঘরের পেছন থেকে আপনাকে উচ্চ স্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।" (৪৯ ঃ ৪)

٤٤٨٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُم اَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِّنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ ، وَقَالَ عُمَرُ بَلْ اَمِّرِ الاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا اَرَدْتَ اِلَى اَوْ اِلاَّ خِلاَفِىْ ، فَقَالَ عُمَرُ مَا اَرَدْتُ خِلاَفَكَ ، فَتَمَارَيَا حَتّٰى ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا ، فَنَزَلَ فِىْ ذٰلِكَ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ حَتّٰى انْقَضَتِ الاٰيَةُ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ *

৪৪৮৩ হাসান ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, একবার বনী তামীম গোত্রের একদল লোক সাওয়ার হয়ে নবী ﷺ-এর কাছে আসলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, কা'কা ইব্ন মাবাদ (রা)-কে আমীর বানানো হোক এবং উমর (রা) বললেন, আকরা ইব্ন হাবিস (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করা হোক। তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আপনার ইচ্ছা হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। উত্তরে উমর (রা) বললেন, আমি আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা করিনি। এ নিয়ে তাঁরা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলেন, এক পর্যায়ে তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে গেল। এ উপলক্ষে আল্লাহ্ নাযিল করলেন, "হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না। .... আয়াত শেষ।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র বাণী : وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ "তুমি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, তা তাদের জন্য উত্তম হতো। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৪৯ : ৫)

سُوْرَةُ ق

সূরা কাফ

رَجْعٌ بَعِيْدٌ رَدٌّ ، فُرُوْجٍ فُتُوْقٍ ، وَاحِدُهَا فَرْجٌ ، وَرِيْدٌ فِىْ حَلْقِهِ ، الْحَبْلُ حَبْلُ الْعَاتِقِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَا تَنْقُصُ الاَرْضُ مِنْ عِظَامِهِمْ ، تَبْصِرَةً

بَصِيْرَةً ، حَبُّ الْحَصِيْدِ الْحِنْطَةُ ، بَاسِقَاتٍ الطِّوَالُ ، اَفَعَيِيْنَا اَفَاَعْيَا عَلَيْنَا ، وَقَالَ قَرِيْنُهُ الشَّيْطَانُ الَّذِيْ قُيِّضَ لَهُ ، فَنَقَّبُوْا ضَرَبُوْا ، اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ لاَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ حِيْنَ اَنْشَأَكُمْ وَاَنْشَاَ خَلْقَكُمْ ، رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ رَصَدٌ ، سَائِقٌ وَشَهِيْدٌ اَلْمَلَكَانِ ، كَاتِبٌ وَشَهِيْدٌ شَهِيْدٌ شَاهِدٌ بِالْقَلْبِ ، لُغُوْبُ النَّصَبُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : نَضِيْدٌ اَلْكُفُرَّى مَادَامَ فِيْ اَكْمَامِهِ وَمَعْنَاهُ مَنْضُوْدٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ، فَاذَا خَرَجَ مِنْ اَكْمَامِهِ فَلَيْسَ بِنَضِيْدٍ فِي اَدْبَارِ النُّجُوْمِ وَاَدْبَارِ السُّجُوْدِ كَانَ عَاصِمٌ يَفْتَحُ الَّتِيْ فِيْ ق وَيَكْسِرُ الَّتِيْ فِي الطُّوْرِ ، وَيُكْسَرَانِ جَمِيْعًا وَيُنْصَبَانِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَوْمَ الْخُرُوْجِ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْقُبُوْرِ *

رَجْعٌ মানে প্রত্যাবর্তন। فُرُوْجٍ মানে ফাটল। এর একবচন হলো وَرِيْدٌ فِيْ حَلْقِهِ অর্থ গ্রীবাস্থিত ধমনী। মুজাহিদ (র) বলেন, مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ দ্বারা তাদের ঐ সমস্ত হাড্ডিকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলোকে মৃত্তিকা ক্ষয় করে। تَبْصِرَةً অর্থ জ্ঞানস্বরূপ। حَبُّ الْحَصِيْدِ অর্থ গম। بَاسِقَاتٍ অর্থ সমুন্নত ও লম্বা। اَفَعَيِيْنَا অর্থ আমাদের জন্য কি ক্লান্তিকর ছিল ? وَقَالَ قَرِيْنُهُ অর্থ ঐ শয়তান যা তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। فَنَقَّبُوْا অর্থ ضَرَبُوْا তারা ভ্রমণ করেছে। اَوْاَلْقَي السَّمْعَ অর্থ, যে কুরআন শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে, এ ছাড়া অন্য কোন দিকে তার মনোযোগ নেই। رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ মানে প্রহরী। سَائِقٌ وَشَهِيْدٌ দুইজন ফেরেশতা –একজন লেখক এবং অন্যজন সাক্ষী। -شَهِيْدٌ অন্তরের অন্তস্থল থেকে সাক্ষ্যদাতা ব্যক্তিকে شَهِيْدٌ বলা হয়। لُغُوْبُ অর্থ ক্লান্তি। মুজাহিদ (র) ব্যতীত অন্য মুফাসসিরগণ বলেছেন, نَضِيْدٌ ফুলের কলি যা এখনো প্রস্ফুটিত হয়নি। এখানে শব্দটি ভাঁজ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রস্ফুটিত ফুলের কলিকে نَضِيْدٌ বলা হয় না। কারী আসিম (র) সূরা 'কাফ'-এ বর্ণিত اَدْبَارِ السُّجُوْدِ -এর হামযার মধ্যে যবর দেন এবং সূরা তূর-এ উল্লিখিত اِدبَارِ النُّجُوْمِ -এর হামযার মধ্যে যের দেন। তবে উভয় স্থানে হামযাতে যেরও দেয়া যায় অথবা যবরও দেয়া যায়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, يَوْمَ الْخُرُوْجِ অর্থ কবর থেকে বের হওয়ার দিন।

بَابُ قَوْلِهِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ "এবং জাহান্নাম বলবে আরো আছে কি ?"

٤٤٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَمِىٌّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُلْقٰى فِى النَّارِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ قَطِ قَطِ *

৪৪৮৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি ? পরিশেষে আল্লাহ্ তাঁর পা সেখানে রাখবেন, তখন সে বলবে, আর না, আর না।

٤٤٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ سُفْيَانَ الْحِمْيَرِىُّ سَعِيْدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ ، وَاَكْثَرُ مَا كَانَ يُوْقِفُهُ اَبُوْ سُفْيَانَ ، يُقَالُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ ، وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ، فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُوْلُ قَطِ قَطِ *

৪৪৮৫ মুহাম্মদ ইব্ন মূসা কায্যান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফূ হাদীস হিসাবে বর্ণিত। তবে আবূ সুফয়ান এ হাদীসটিকে অধিকাংশ সময় মওকুফ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। জাহান্নামকে বলা হবে, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গিয়েছ ? জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি ? তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আপন চরণ তাতে রাখবেন। তখন জাহান্নাম বলবে, আর নয়, আর নয়।

٤٤٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، فَقَالَتِ النَّارُ اُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ ، وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ مَالِى لَا يَدْخُلُنِى الاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ . قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لِلْجَنَّةِ اَنْتِ رَحْمَتِىْ اَرْحَمُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِىْ ، وَقَالَ لِلنَّارِ اِنَّمَا اَنْتِ عَذَابٌ اُعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِىْ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا ، فَلَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِىءُ ، حَتّٰى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُوْلُ قَطٍ قَطٍ قَطٍ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِىءُ وَيُزْوٰى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ

اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهٖ اَحَدًا مِنْ خَلْقِهٖ اَحَدًا وَاَمَّا الْجَنَّةُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا *

৪৪৮৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়। জাহান্নাম বলে দাম্ভিক ও পরাক্রমশালীদের দ্বারা আমাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। জান্নাত বলে, আমার কি হলো ? আমাতে কেবল মাত্র দুর্বল এবং নিরীহ লোকেরাই প্রবেশ করছে। তখন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা জান্নাতকে বলবেন, তুমি আমার রহমত। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা আমি অনুগ্রহ করব। আর তিনি জাহান্নামকে বলবেন, তুমি হলে আযাব। তোমার দ্বারা আমার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে পরিপূর্ণতা। তবে জাহান্নাম পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তিনি তাঁর কদম মুবারক তাতে রাখবেন। তখন সে বলবে, বস, বস, বস। তখন জাহান্নাম ভরে যাবে এবং এর এক অংশ অপর অংশের সাথে মুড়িয়ে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির কারো প্রতি জুলুম করবেন না। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের জন্য অন্য মাখলূক পয়দা করবেন।

بَابُ قَوْلِهٖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ "এবং তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা-পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।" (সূরা ৫০ঃ ৩৯)

٤٤٨٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا لاَتُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ ، فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ، وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَاَ : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ *

৪৪৮৭ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমরা নবী ﷺ এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন তিনি চৌদ্দ তারিখের রজনীর চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা যেমন এ চাঁদটি দেখতে পাচ্ছ, অনুরূপভাবে তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে এবং তাঁকে দেখার ব্যাপারে (তোমরা একে অন্যের কারণে) বাধাপ্রাপ্ত হবে না। তাই তোমাদের সামর্থ্য থাকলে সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের আগের সালাতের ব্যাপারে প্রভাবিত হবে না। তারপর তিনি পাঠ করলেন, "আপনার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে।" (সূরা ৫০ঃ ৩৯)

٤٤٨٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَمَرَهُ اَنْ يُسَبِّحَ فِى اَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ، يَعْنِىْ قَوْلَهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ *

৪৪৮৮ আদম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ -কে প্রত্যেক সালাতের পর তাঁর পবিত্রতা বর্ণনার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ – "এর দ্বারা তিনি এ অর্থ করেছেন।"

سُوْرَةُ الذّٰرِيَاتِ

সূরা যারিয়াত

قَالَ عَلِىٌّ الرِّيَاحُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : تَذْرُوْهُ تُفَرِّقُهُ ، وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ تَأْكُلُ وَ تَشْرَبُ فِى مَدْخَلٍ وَاحِدٍ وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ ، فَرَاغَ فَرَجَعَ ، فَصَكَّتْ فَجَمَعَتْ اَصَابِعَهَا ، فَضَرَبَتْ جَبْهَتَهَا ، وَالرَّمِيْمُ نَبَاتُ الْاَرْضِ اِذَا يَبِسَ وَدِيْسَ ، لَمُوْسِعُوْنَ اَىْ لَذُوْ سَعَةٍ ، وَكَذٰلِكَ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ ، يَعْنِى الْقَوِىَّ ، زَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ، وَاخْتِلَافُ الْاَلْوَانِ حُلْوٌ وَحَامِضٌ فَهُمَا زَوْجَانِ ، فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ اِلَيْهِ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ مَا خَلَقْتُ اَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ اَهْلِ الْفَرِيْقَيْنِ اِلاَّ لِيُوَحِّدُوْنِ .وَقَالَ بَعْضُهُمْ خَلَقَهُمْ لِيَفْعَلُوْا ، فَفَعَلَ بَعْضٌ ، وَتَرَكَ بَعْضٌ وَلَيْسَ فِيْهِ حُجَّةٌ لِاَهْلِ الْقَدَرِ ، وَالذُّنُوْبُ الدَّلْوُ الْعَظِيْمُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : صَرَّةٍ صَيْحَةٍ ذُنُوْبًا سَبِيْلاً ، اَلْعَقِيْمُ الَّتِى لاَتَلِدُ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَالْحُبُكُ اسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا فِىْ غَمْرَةٍ فِى ضَلاَلَتِهِمْ يَتَمَادَوْنَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : تَوَاصَوْا تَوَطَؤُا وَقَالَ مُسَوَّمَةً مُعَلَّمَةً مِنَ السِّيمَا *

আলী (রা) বলেছেন, اَلرِّيَاحُ অর্থ বায়ুরাশি। অন্যদের থেকে বর্ণিত, تَذْرُوْهُ মানে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ (اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ) অর্থ তোমাদের মধ্যেও নিদর্শন রয়েছে, ("তোমরা কি অনুধাবন করবে না?) অর্থাৎ তোমরা খানাপিনা কর এক পথে এবং তা বের হয় দু' পথ দিয়ে। فَرَاغَ মানে সে ফিরে এল। فَصَكَّتْ অর্থ সে মুষ্টি বন্ধ করে নিজ কপালে মারল। اَلرَّمِيْمُ - জমিনের উদ্ভিদ যখন শুকায় এবং তা মাড়াই করা হয়। لَمُوْسِعُوْنَ - অবশ্য সম্প্রসারণকারী। এমনিভাবে عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرَهُ অর্থাৎ সামর্থ্যবান। زَوْجَيْنَ নারী-পুরুষ, বর্ণের বিভিন্নতা এবং মিষ্টি ও টক উভয়কেই زَوْجَان বলা হয়। فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ – আল্লাহ্র নাফরমানী বর্জন করে তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি ধাবিত হও। اِلاَّ يَعْبُدُوْنَ –মানুষ ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা সৌভাগ্যবান, তাদেরই আমার তাওহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সৃষ্টি করেছি। কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাদের সকলকেই আল্লাহ্র বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছেন ; কিন্তু কেউ তা করেছে আর কেউ তা বর্জন করেছে। এ আয়াতে মুতাযিলাদের জন্য তাদের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। اَلذَّنُوْبُ -বড় বালতি। মুজাহিদ বলেন, صَرَّةٌ অর্থ চীৎকার। ذَنُوْبًا অর্থ রাস্তা। اَلْعَقِيْمُ -যে নারী সন্তান জন্ম দেয় না। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْحُبُكُ - আকাশের সুবিন্যস্ততা ও তার সৌন্দর্য। فِىْ غَمْرَةٍ - নিজেদের ভ্রান্তির মাঝে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। অন্য থেকে বর্ণিত যে, تَوَاصَوْا -একে অপরের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছে? আরও বলেছেন ; مُسَوَّمَةً - চিহ্নিত। مُسَوَّمَةً শব্দটি سِيْمًا থেকে উদ্ভূত।

سُوْرَةُ الطُّوْرِ

সূরা তূর

وَقَالَ قَتَادَةُ : مَسْطُوْرٍ مَكْتُوْبٍ . قَالَ مُجَاهِدٌ : اَلطُّوْرُ الْجَبَلُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ ، رَقٍّ مَنْشُوْرٍ صَحِيْفَةٌ ، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ سَمَاءٌ ، اَلْمَسْجُوْرِ الْمُوْقَدِ، وَقَالَ الْحَسَنُ : تُسْجَرُ حَتَّى يَذْهَبَ مَاؤُهَا فَلاَ يَبْقَى فِيْهَا قَطْرَةٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، اَلَتْنَاهُمْ نَقَصْنَا وَقَالَ غَيْرُهُ : تَمُوْرُ تَدُوْرُ. اَحْلاَمُهُمْ اَلْعُقُوْلُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلْبَرُّ الَّطِيْفُ ، كِسْفًا قِطْعًا اَلْمَنُوْنُ الْمَوْتُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : يَتَنَازَعُوْنَ يَتَعَاطُوْنَ *

কাতাদা (র) বলেন, مَسْطُوْرٌ - লিখিত। মুজাহিদ (র) বলেন, সুরয়ানী ভাষায় পাহাড়কে طُوْرٌ বলা হয়। رَقٍّ مَنْشُوْرٍ (উন্মুক্ত) সহীফা। اَلسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ (সমুন্নত) আকাশ। الْمَسْجُوْرُ জ্বলন্ত। হাসান (র) বলেন, (সমুদ্র) জ্বলে উঠবে। ফলে সমস্ত পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এক ফোঁটা পানি থাকবে না। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلَتْنَاهُمْ - আমি হ্রাস করেছি। অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, تَمُوْرُ - আন্দোলিত হবে। اَحْلاَمُهُمْ - বুদ্ধি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْبَرُّ - দয়ালু। كِسْفًا - খণ্ড, الْمَنُوْنُ - মৃত্যু। অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, يَتَنَازَعُوْنَ - তারা আদান-প্রদান করবে।

٤٤٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّي اَشْتَكِيْ فَقَالَ طُوْفِي مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ اِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ *

৪৪৮৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ -এর কাছে ওযর পেশ করলাম যে, আমি অসুস্থ। তিনি বললেন, তুমি সওয়ার হয়ে লোকদের পেছন তাওয়াফ করে নাও। তখন আমি তাওয়াফ করলাম। এ সময় রাসূল ﷺ কা'বার এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন এবং وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ তিলাওয়াত করছিলেন।

٤٤٩٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثُوْنِيْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ فَلَمَّا بَلَغَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ اَمْ خَلَقُوْا السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لاَيُوْقِنُوْنَ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُوْنَ كَادَ قَلْبِيْ اَنْ يَطِيْرَ قَالَ سُفْيَانُ فَلَمَّا اَنَا فَاِنَّمَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ لَمْ اَسْمَعْهُ زَادَ الَّذِيْ قَالُوْا لِيْ *

৪৪৯০ হুমায়দী (র) .... জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে মাগরিবে সূরা তূর পাঠ করতে শুনেছি। যখন তিনি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন ঃ তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? আসমান-যমীন কি তারাই সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা অবিশ্বাসী। আমার প্রতিপালকের ধনভাণ্ডার কি তাদের কাছে রয়েছে, না তারাই এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? তখন আমার অন্তর প্রায় উড়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল। সুফয়ান (র) বলেন, আমি যুহরীকে মুহাম্মদ ইব্‌ন জুবায়ির ইব্‌ন মুত'ইমকে তার পিতার বর্ণনা করতে শুনেছি, যা আমি নবী ﷺ-কে মাগরিবে সূরা তূর পাঠ করতে শুনেছি। কিন্তু এর অতিরিক্ত আমি শুনেছি যা তাঁরা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

سُوْرَةُ النَّجْمِ

সূরা নাজ্‌ম

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ذُوْ مِرَّةٍ ذُوْ قُوَّةٍ ، قَابَ قَوْسَيْنِ حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ ، ضِيْزَى عَوْجَاءُ ، وَأَكْدٰى قَطَعَ عَطَاءَهُ ، رَبُّ الشِّعْرَى هُوَ مِرْزَمُ الْجَوْزَاءِ ، الَّذِيْ وَفّٰى وَفّٰى مَا فُرِضَ عَلَيْهِ ، اَزِفَتِ الْآزِفَةُ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ، سَامِدُوْنَ الْبَرْطَمَةُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ يَتَغَنَّوْنَ بِالْحِمْيَرِيَّةِ ، وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ اَفَتُمَارُوْنَهُ اَفَتُجَادِلُوْنَهُ ، وَمَنْ قَرَأَ اَفَتَمْرُوْنَهُ يَعْنِيْ أَفَتَجْحَدُوْنَهُ ، مَازَاغَ الْبَصَرُ بَصَرُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا طَغٰى وَلاَ جَاوَزَ مَا رَأٰى فَتَمَارَوْا كَذَّبُوْا . وَقَالَ الْحَسَنُ : اِذَا هَوٰى غَابَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَغْنٰى وَاَقْنٰى اَعْطٰى فَاَرْضٰى *

মুজাহিদ (র) বলেন, ذُوْ مِرَّةٍ -শক্তিসম্পন্ন। قَابَ قَوْسَيْنِ অর্থ দুই ধনুকের ছিলার পরিমাণ। ضِيْزٰى - বক্রতা। وَأَكْدٰى - সে তাঁর দান বন্ধ করে দেয়। رَبُّ الشِّعْرٰى জওমারাশীর মিরজাম নক্ষত্র। الَّذِيْ وَفّٰى সে তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। اَزِفَتِ الْآزِفَةُ - কিয়ামত আসন্ন। سَامِدُوْنَ দ্বারা بَرْطَمَةٌ নামক খেলাধুলা বোঝানো হয়েছে। ইকরামা (রা) বলেন, হামারিয়্যাহ ভাষায় গান গাওয়াকে سَامِدُوْنَ বলা হয়। ইব্‌রাহীম (র) বলেন, اَفَتُمَارُوْنَهُ - তোমরা কি তাঁর সাথে বিতর্ক করবে? যারা এ শব্দটিকে اَفَتَمْرُوْنَهُ পড়ে, তাদের কিরাআত অনুসারে এর অর্থ হবে

أَفَتُجَادِلُوْنَهُ - তোমরা কি তার কথাকে অস্বীকার করবে? مَا زَاغَ الْبَصَرُ (মুহাম্মদ ﷺ-এর) দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি। وَمَا طَغٰى - এবং তাঁর দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। فَتَمَارَوْا অর্থ তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। হাসান (র) বলেন, اِذَا هَوٰى অর্থ যখন সে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَغْنٰى وَاَقْنٰى - তিনি দান করলেন এবং খুশী করে দিলেন।

٤٤٩١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا يَا اُمَّتَاهُ هَلْ رَأٰى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ ؟ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعَرِىْ مِمَّا قُلْتَ اَيْنَ اَنْتَ مِنْ ثَلاَثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ ، مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأٰى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ، ثُمَّ قَرَأَتْ لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ . وَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ، ثُمَّ قَرَأَتْ : وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ ، ثُمَّ قَرَأَتْ ، يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْاٰيَةَ وَلٰكِنَّهُ رَأٰى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِىْ صُوْرَتِهِ مَرَّتَيْنِ .

৪৪৯১ ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আম্মা! মুহাম্মদ ﷺ কি তাঁর রবকে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, তোমার কথায় আমার গায়ের পশম কাটা দিয়ে খাড়া হয়ে গেছে। তিনটি কথা সম্পর্কে তুমি কি অবগত নও? যে তোমাকে এ তিনটি কথা বলবে সে মিথ্যা বলবে। যদি কেউ তোমাকে বলে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। তারপর তিনি পাঠ করলেন, তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত" "মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তাঁর সাথে কথা বলবেন, ওহীর মাধ্যম ছাড়া অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে"। আর যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, আগামীকাল কি হবে সে তা জানে, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, "কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে।" এবং তোমাকে যে বলবে যে, মুহাম্মদ ﷺ কোন কথা গোপন রেখেছেন, তাহলেও সে মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি পাঠ করলেন, "হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের কাছ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর। হ্যাঁ, তবে রাসূল জিব্‌রাঈল (আ)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন।

بَابٌ قَوْلُهُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى - "ফলে, তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ছিলার ব্যবধান রইল অথবা তারও কম।" (৫৩ ঃ ৯) অর্থাৎ ধনুকের দুই ছিলার সমান ব্যবধান রইল মাত্র।

٤٤٩٢ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ زِرًّا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْاَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّهٗ رَاٰى جِبْرِيْلَ لَهٗ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ

৪৪৯২ আবুন্ নু'মান (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى আয়াত দু'টোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল ﷺ জিব্‌রাঈল (আ)-কে দেখেছেন। তাঁর ছয়'শ ডানা ছিল।

بَابٌ قَوْلُهُ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى -"তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন।" (৫৩ ঃ ১০)

٤٤٩٣ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيْ قَالَ سَاَلْتُ زِرًّا عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَاٰى جِبْرِيْلَ لَهٗ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .

৪৪৯৩ তাল্‌ক বিন গান্নাম (র) .... শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যির্‌র (র)-কে আল্লাহ্র বাণী ঃ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى - এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমাকে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, মুহাম্মদ ﷺ জিব্‌রাঈল (আ)-কে দেখেছেন। এ সময় তাঁর ডানা ছিল ছ'শ।

بَابٌ قَوْلُهُ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى - "সে তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছিল।" (৫৩ ঃ ১৮)

٤٤٩٤ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ لَقَدْ رَأٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ، قَالَ رَأٰى رَفْرَفًا اَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الْاُفُقَ .

৪৪৯৪ কাবীসা (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি لَقَدْ رَأٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূল ﷺ সবুজ রঙের একটি 'রফরফ' দেখেছিলেন যা সম্পূর্ণ আকাশ জুড়ে রেখেছিল।

بَابٌ قَوْلُهُ اَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزّٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ اَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزّٰى - "তোমরা কি ভেবে দেখেছ 'লাত' ও 'উয্যা' সম্বন্ধে ?" (৫৩ ঃ ১৯)

٤٤٩٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا اَبُوا الْاَشْهَبِ حَدَّثَنَا اَبُو الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللاَّتَ رَجُلاً يَلُتُّ سَوِيْقَ الْحَاجِّ *

৪৪৯৫ মুসলিম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ اللاَّتَ وَالْعُزّٰى -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে 'লাত' বলে এ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে হাজীদের জন্য ছাতু গুলত।

٤٤٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلْفِهِ وَاللاَّتِ وَالْعُزّٰى ، فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ .

৪৪৯৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম করে বলে যে, লাত ও উয্যার কসম, তাহলে সাথে সাথে তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা উচিত। আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, এসো আমি তোমার সাথে জুয়া খেলব, তার সাদ্কা দেয়া উচিত।

بَابٌ قَوْلُهُ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى - "এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে ? (৫৩ ঃ ২০)

٤٤٩٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ عُرْوَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ اِنَّمَا كَانَ مَنْ اَهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لاَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَطَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ ، قَالَ سُفْيَانُ مَنَاةُ بِالْمُشَلَّلِ مِنْ قُدَيْدٍ * وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَتْ فِيْ الْاَنْصَارِ كَانُوْهُمْ وَغَسَّانُ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ ، وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ قَالُوْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ كُنَّا لاَنَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيْمًا لِمَنَاةَ نَحْوَهُ .

৪৪৯৭ হুমায়দী (র) .... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মুশাল্লাল নামক স্থানে অবস্থিত মানাত দেবীর নামে যারা ইহ্‌রাম বাঁধতো, তারা সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করতো না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও মুসলমানগণ তাওয়াফ করলেন। সুফ্‌য়ান (র) বলেন, 'মানাত' কুদায়দ নামক স্থানের মুশাল্লাল নামক জায়গায় অবস্থিত ছিল। অপর এক বর্ণনায় আবদুর রহমান ইব্‌ন খালিদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি আনসারদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বের আনসার ও গাস্‌সান গোত্রের লোকেরা মানাতের নামে ইহ্‌রাম বাঁধতো। হাদীসের অবশিষ্টাংশ সুফ্‌য়ানের বর্ণনার মতই। অপর এক সূত্রে মা'মার (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের কতিপয় লোক মানাতের নামে ইহ্‌রাম বাঁধতো, মানাত মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে রক্ষিত একটি দেবমূর্তি। তারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! মানাতের সম্মানার্থে আমরা সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে তাওয়াফ করতাম না। এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসেরই অনুরূপ।

بَابٌ قَوْلُهُ فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا *

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا - "অতএব, আল্লাহ্‌কে সিজদা কর এবং তাঁর ইবাদত কর।" (৫৩ ঃ ৬২)

٤٤٩٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ اَلْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالاِنْسُ * تَابَعَهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَيُّوْبَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عُلَيَّةَ ابْنَ عَبَّاسٍ *

৪৪৯৮ আবূ মা'মার (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সূরা নাজমের মধ্যে সিজ্‌দা করলেন এবং তাঁর সঙ্গে মুসলমান, মুশরিক, জিন ও মানব সকলেই সিজদা করল। আইয়ূব (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন তাহ্‌মান (র) উপরোক্ত বর্ণনার অনুসরণ করেছেন ; তবে ইব্‌ন উলাইয়া (র) আইয়ূব (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কথা উল্লেখ করেননি।

٤٤٩٩ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَوَّلُ سُوْرَةٍ اُنْزِلَتْ فِيْهَا سَجْدَةٌ اَلنَّجْمِ قَالَ فَسَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ اِلاَّ رَجُلاً رَاَيْتُهُ اَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، فَرَاَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا ، وَهُوَ اُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ *

৪৪৯৯ নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) .... আবদুল্লাহ্‌ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিজদার আয়াত সম্বলিত নাযিল হওয়া সর্বপ্রথম সূরা হলো আন-নাজম। এ সূরার মধ্যে রাসূল ﷺ সিজদা করলেন এবং সিজদা করল তাঁর পেছনের সকল লোক। তবে এক ব্যক্তিকে আমি দেখলাম, এক মুষ্টি মাটি হাতে তুলে তার ওপরে সিজদা করছে। এরপর আমি তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। সে হল উমাইয়া ইব্‌ন খাল্‌ফ।

سُوْرَةُ الْقَمَرِ

সূরা কামার

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مُسْتَمِرٌّ ذَاهِبٌ ، مُزْدَجَرٌ مُتَنَاهٍ ، وَازْدُجِرَ فَاُسْتُطِيْرَ

جُنُوْنًا ، دُسُرٍ اَضْلاَعُ السَّفِيْنَةِ ، لِمَنْ كَانَ كُفِرَ يَقُوْلُ كُفِرَ لَهُ جَزَاءً مِنَ اللّٰهِ ، مُحْتَضَرٌ يَحْضُرُوْنَ الْمَاءَ . وَقَالَ اَبْنُ جُبَيْرٍ : مُهْطِعِيْنَ النَّسْلاَنُ ، الْخَبَبُ السِّرَاعُ . وَقَالَ غَيْرُهُ فَتَعَاطَى فَعَاطَهَا بِيَدِهِ فَعَقَرَهَا . الْمُحْتَظِرِ كَحِظَارٍ مِنَ الشَّجَرِ مُحْتَرِقٍ ، اُزْدُجِرَ اُفْتُعِلَ مِنْ زَجَرْتُ ، كُفِرَ فَعَلْنَابِهِ وَبِهِمْ مَا فَعَلْنَا جَزَاءًا لِمَا صُنِعَ بِنُوْحٍ وَاَصْحَابِهِ مُسْتَقِرٌّ عَذَابٌ حَقٌّ ، يُقَالُ الْاَشَرُ الْمَرَحُ وَالتَّجَبُّرُ .

মুজাহিদ (র) বলেন, مُسْتَمِرٌّ - বিলুপ্ত। مُزْدَجَرٌ - বাধা দানকারী। وَازْدُجِرَ - তাকে পাগল করে দেয়ার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। دُسُرٍ - নৌকার কীলক। لِمَنْ كَانَ كُفِرَ -এর কারণে যে নূহ্ (আ)-কে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। جَزَاءً - প্রতিদান আল্লাহ্র তরফ থেকে। مُحْتَضَرٌ - তারা পানির জন্য উপস্থিত হবে। ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, مُهْطِعِيْنَ - তারা দ্রুত চলবে। ইব্ন জুবায়র (র) ব্যতীত অন্যরা বলেছেন, فَتَعَاطَى - তারপর সে উষ্ট্রীটিকে ধরল এবং তাকে হত্যা করল। الْمُحْتَظِرِ - শুষ্ক গাছের বেড়া যা জ্বলে গেছে। اُزْدُجِرَ – زَجَرْتُ ধাতু হতে بَابِ افْتُعِلَ এর صِيغَه ، زَجَرْتُ - থেকে এর উৎপত্তি। كُفِرَ - আমি নূহ্ এবং তাঁর কওমের সাথে যা করেছি তা প্রতিদান ছিল ঐ আমলের, যা তাঁর কওমের লোকেরা তাঁর ও তাঁর সাথীদের সাথে করেছিল। مُسْتَقِرٌّ - আল্লাহ্র তরফ থেকে শাস্তি। الاَشَرُ- দাম্ভিকতা ও অহংকার।

بَابٌ قَوْلُهُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ "চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে, তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (৫৪ ঃ ১-২)

٤٥٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ ، وَفِرْقَةٌ دُوْنَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اشْهَدُوْا *

৪৫০০ মুসাদ্দাদ (র) .... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর সময় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এর এক খণ্ড পাহাড়ের উপর এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের নিচে পড়েছিল। তখন রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

٤٥٠١ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَصَارَ فِرْقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَنَا اَشْهَدُوْا اَشْهَدُوْا *

৪৫০১ আলী (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চন্দ্র বিদীর্ণ হল। এ সময় আমরা নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তা দু'টুকরো হয়ে গেল। তখন তিনি আমাদের বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, তোমরা সাক্ষী থাক।

٤٥٠٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ فِىْ زَمَانِ النَّبِىِّ ﷺ *

৪৫০২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... ইব্ন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যামানায় চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছিল।

٤٥٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَالَ اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يُرِيَهُمْ اٰيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ *

৪৫০৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কাবাসীরা নবী ﷺ-কে একটি নিদর্শন দেখানোর দাবি জানাল। তখন তিনি তাদের চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার নিদর্শন দেখালেন।

٤٥٠٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ .

৪৫০৪ মুসাদ্দাদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

بَابٌ قَوْلُهُ تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ - وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا اٰيَةً - فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ قَالَ قَتَادَةُ : اَبْقَى اللّٰهُ سَفِيْنَةَ نُوْحٍ حَتّٰى اَدْرَكَهَا اَوَائِلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, এ-ই পুরস্কার তাঁর জন্য, যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আমি একে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে ; অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?" (৫৪ ঃ ১৪-১৫) কাতাদা (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নূহ্ (আ)-এর নৌকাটি রেখে দিয়েছেন। ফলে এ উম্মতের প্রথম যুগের লোকেরাও তা পেয়েছে।

٤٥٠٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ الْاَسْوَدِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .

৪৫০৫ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ পড়তেন।

بَابٌ قَوْلُهُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ قَالَ مُجَاهِدٌ : يَسَّرْنَا هَوَّنَّا قِرَاءَتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি ? মুজাহিদ (র) বলেন, يَسَّرْنَا - আমি এর পঠন পদ্ধতি সহজ করে দিয়েছি।

٤٥٠٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .

৪৫০৬ মুসাদ্দাদ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ পড়তেন (মূল পাঠে ছিল مُذَّكِرٍ - কিন্তু আরবী ব্যাকরণের বিধান অনুযায়ী কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে مُدَّكِرٍ।

بَابٌ قَوْلُهُ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "উন্মূলিত খেজুর কাণ্ডের ন্যায়, কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।" (৫৪ ঃ ২০-২১)

٤٥٠٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً سَاَلَ الْاَسْوَدَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ اَوْ مُذَّكِرٍ ، فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقْرَؤُهَا فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ قَالَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَؤُهَا فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ دَالاً .

৪৫০৭ আবূ নু'আঈম (র) .... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে আসওয়াদ (র)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন যে, আয়াতের মধ্যে فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ না مُذَّكِرٍ। তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ্‌কে আয়াতখানা فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ পড়তে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে আয়াতখানা 'দাল' দিয়ে পড়তে শুনেছি।

بَابٌ قَوْلُهُ فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "ফলে তারা হয়ে গেল খোঁয়াড় প্রস্তুতকারীর দ্বিখণ্ডিত শুষ্ক, শাখা-প্রশাখার ন্যায়। আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি ; অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি ? (৫৪ ঃ ৩১-৩২)

٤٥٠٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا اَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ الْاٰيَةَ .

৪৫০৮ আবদান (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ পড়েছেন।

بَابٌ قَوْلُهُ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করল এবং আমি বললাম, আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর পরিণাম।

٤٥٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .

৪৫০৯ মুহাম্মদ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ পড়েছেন।

بَابٌ قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ "আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে, অতএব, তা থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি ?" (৫৪ ঃ ৫১)

٤٥١٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَهَلْ مِنْ مُّذَّكِرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ .

৪৫১০ ইয়াহ্ইয়া (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সামনে فَهَلْ مِنْ مُّذَّكِرٍ পড়ার পর তিনি বললেন ঃ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ।

بَابٌ قَوْلُهُ : سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ "এ দল তো শীঘ্র পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (৫৪ ঃ ৫৫)

٤٥١١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ وُهَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ اللّٰهُمَّ اَنِّىْ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اَللّٰهُمَّ اِنْ تَشَاَ لاَ تُعْبَدِ بَعْدَ الْيَوْمِ فَاَخَذَ اَبُوْبَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، اَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ يَثِبُ فِىْ الدِّرْعِ ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ : سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ .

৪৫১১ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাওশাব (র) .... মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া) (র) ......ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বদর যুদ্ধের দিন একটি ছোট্ট তাঁবুতে অবস্থান করে এ দোয়া করছিলেন– হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কামনা করছি ! আয় আল্লাহ্ ! তুমি যদি চাও, আজকের দিনের পর তোমার ইবাদত না করা হোক...... ঠিক এ সময়ই আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর হস্ত ধারণ পূর্বক বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট অনুনয়-বিনয়ের সাথে বহু দোয়া করেছেন। এ সময় রাসূল ﷺ বর্ম পরিহিত অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাই তিনি আয়াত দু'টো পড়তে পড়তে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন, "এ দল তো শীঘ্রই পরাজিত

হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (৫৪ ঃ ৫১)

بَابٌ قَوْلُهُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وامَرُّ يَهْنٰى مِنَ الْمَرَارَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ "অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।" (৫৪ ঃ ৪৬) مرارة শব্দ থেকে اَمَرُّ শব্দটির উৎপত্তি– যার মানে তিক্ততা।

[٤٥١٢] حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْسُفُ بْنُ مَاهَكٍ قَالَ اِنِّيْ عِنْدَ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ لَقَدْ اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ بِمَكَّةَ ، وَاِنِّيْ لَجَارِيَةٌ اَلْعَبُ : بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ *

[৪৫১২] ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ আয়াতটি মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তখন কিশোরী ছিলাম, খেলাধুলা করতাম।

[٤٥١٣] حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ اَبَدًا فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهِ وَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَدْ اَلْحَحْتَ عَلٰى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ : سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ *

[৪৫১৩] ইসহাক (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী করীম ﷺ ছোট্ট একটি তাঁবুতে অবস্থান করে এ দোয়া করছিলেন, আয় আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কামনা করছি। হে আল্লাহ্ ! যদি তুমি চাও, আজকের পর আর কখনো তোমার ইবাদত না করা হোক.....। ঠিক এ সময় আবু বকর (রা) রাসূল ﷺ -এর হস্ত ধারণ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে অনুনয়-বিনয়ের সাথে বহু দোয়া

করেছেন। এ সময় তিনি লৌহবর্ম পরিহিত ছিলেন। এরপর তিনি এ আয়াত পড়তে পড়তে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন ঃ এক দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর"। (৫৪ ঃ ৪৫-৪৬)

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ

সূরা রাহমান

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ ، يُرِيْدُ لِسَانَ الْمِيْزَانِ ، وَالْعَصْفُ بَقْلُ الزَّرْعِ اِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ اَنْ يُدْرِكَ فَذٰلِكَ الْعَصْفُ ، وَالرَّيْحَانُ رِزْقُهُ ، وَالْحَبُّ الَّذِيْ يُؤْكَلُ مِنْهُ ، وَالرَّيْحَانُ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ الرِّزْقُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَالْعَصْفُ يُرِيْدُ الْمَاكُوْلَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّيْحَانُ النَّضِيْجُ الَّذِيْ لَمْ يُؤْكَلْ وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ الْعَصْفُ التِّبْنُ . وَقَالَ اَبُوْ مَالِكٍ : الْعَصْفُ اَوَّلُ مَا يَنْبُتُ تُسَمِّيْهِ النَّبَطُ هَبُوْرًا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَ الرَّيْحَانِ الرِّزْقُ وَالْمَارِجُ اللَّهَبُ الْاَصْفَرُ وَالْاَخْضَرُ الَّذِيْ يَعْلُو النَّارَ اِذَا اُوْقِدَتْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ : رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ لِلشَّمْسِ فِى الشِّتَاءِ مَشْرِقٌ وَمَشْرِقٌ فِى الصَّيْفِ ، وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ مَغْرِبُهَا فِى الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، لَا يَبْغِيَانِ لَا يَخْتَلِطَانِ ، الْمُنْشَاٰتُ مَا رُفِعَ قِلْعُهُ مِنَ السُّفُنِ فَاَمَّا مَا لَمْ يُرْفَعْ قِلْعُهُ فَلَيْسَ بِمُنْشَاَةٍ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَنُحَاسٌ الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُؤُسِهِمْ يُعَذَّبُوْنَ بِهِ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ يَهُمُّ بِالْمَعْصِيَةِ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَيَتْرُكُهَا ، الشُّوَاظُ لَهَبٌ مِنْ نَارٍ ، مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ ،

صَلْصَالٍ طِيْنٌ خُلِطَ بِرَمْلٍ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ الْفَخَّارُ ، وَيُقَالُ مُنْتِنٌ يُرِيْدُوْنَ بِهِ صَلَّ يُقَالُ صَلْصَالٌ كَمَا يُقَالُ صَرَّ الْبَابُ عِنْدَ الْاِغْلَاقِ وَصَرْصَرَ مِثْلُ كَبْكَبْتُهُ يَعْنِيْ كَبَبْتُهُ فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّخْلُ بِالْفَاكِهَةِ ، وَاَمَّا الْعَرَبُ فَاِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ، فَاَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ اَعَادَ الْعَصْرَ تَشْدِيْدًا لَهَا كَمَا اُعِيْدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ وَمِثْلُهَا اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، وَقَدْ ذَكَرَهُمْ فِيْ اَوَّلِ قَوْلِهِ : مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : اَفْنَانٍ اَغْصَانٍ . وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ مَا يُجْتَنٰى قَرِيْبٌ وَقَالَ الْحَسَنُ : فَبِاَيِّ اٰلَاءِ نِعَمِهِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ رَبِّكُمَا يَعْنِي الْجِنَّ وَالْاِنْسَ ، وَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ: كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَاْنٍ ، يَغْفِرُ ذَنْبًا ، وَيَكْشِفُ كَرْبًا ، وَيَرْفَعُ قَوْمًا ، وَيَضَعُ اٰخَرِيْنَ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَرْزَخٌ حَاجِزٌ ، الْاَنَامُ الْخَلْقُ ، نَضَّاخَتَانِ فَيَّاضَتَانِ ، ذُو الْجَلَالِ ذُو الْعَظْمَةِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : مَارِجٌ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ ، يُقَالُ مَرَجَ الْاَمِيْرُ رَعِيَّتَهُ اِذَا خَلَّاهُمْ يَعْدُوْا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، مَرَجَ اَمْرُ النَّاسِ ، مَرِيْجٍ مُلْتَبِسٍ ، مَرَجَ اُخْتَلَطَ الْبَحْرَانِ مِنْ مَرَجْتَ دَابَّتَكَ تَرَكْتَهَا ، سَنَفْرُغُ لَكُمْ سَنُحَاسِبُكُمْ ، لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ مَعْرُوْفٌ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ ، يُقَالُ لَا تَفَرَّغَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ شُغْلٌ يَقُوْلُ لَاٰخُذَنَّكَ عَلَى غِرَّتِكَ .

وَالْعَصْفُ অর্থ ঘাস, وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ -এর মাঝে বর্ণিত الْوَزْنَ -এর অর্থ হচ্ছে পাল্লার ডাণ্ডি।

ফসল পাকার পূর্বে যে চারাগুলোকে কেটে ফেলা হয় তাদেরকেই اَلْعَصْفُ বলা হয়। اَلرَّيْحَانُ অর্থ শস্যের পাতা এবং যমীন থেকে উৎপাদিত দানা যা ভক্ষণ করা হয় আরবী ভাষায় রিযকের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারো মতে, اَلْعَصْفُ অর্থ খাওয়ার উপযোগী দানা এবং اَلرَّيْحَانُ অর্থ খাওয়ার অনুপযোগী পাকা দানা। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্সির বলেছেন, اَلْعَصْفُ অর্থ গমের পাতা। দাহ্হাক (র) বলেন, اَلْعَصْفُ মানে ভূষি। আবূ মালিক (র) বলেন, সর্বপ্রথম যা উৎপন্ন হয় তাকে اَلْعَصْفُ বলা হয়। হাবশী ভাষায় তাকে هَبُوْرٌ হাবুর বলা হয়। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْعَصْفُ অর্থ গমের পাতা। اَلرَّيْحَانُ অর্থ খাদ্য। اَلْمَارِجُ অর্থ হলুদ এবং সবুজ বর্ণের অগ্নিশিখা যা আগুনের উপরিভাগে পরিদৃষ্ট হয় যখন তা প্রজ্বলিত করা হয়। মুজাহিদ (র) থেকে কোন কোন মুফাস্সির বলেন, رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ এর مَشْرِقَيْنِ সূর্যের শীতকালীন উদয়স্থল ও গ্রীষ্মকালের উদয়াচল। অনুরূপভাবে رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ-এর مَغْرِبَيْنِ অর্থ শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের দুই অস্তস্থল। لاَ يَبْغِيَانِ অর্থ তারা মিলিত হয় না। اَلْمُنْشَاٰتُ অর্থ নদীতে পাল তোলা নৌকা। আর যে নৌকার পাল তোলা হয়নি তাকে مُنْشَاَةٌ বলা হয় না। মুজাহিদ বলেন, نُحَاسٌ অর্থ পিতল, যা তাদের মাথার উপর ঢালা হবে এবং এর দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ অর্থ হচ্ছে, সে গুনাহ্ করার ইচ্ছা করে ; কিন্তু তার আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়ে যায়। অবশেষে সে গুনাহ্ করার ইচ্ছা বর্জন করে ফেলে। اَشْوَاظٌ অর্থ -অগ্নি শিখা। مُدْهَامَّتَانِ অর্থ দেখতে কালো হবে সজীবতার কারণে। صَلْصَالِ অর্থ মাটি বালির সাথে মিশে পোড়া মাটির মত ঝনঝন করে। বলা হয় صَلْصَالِ অর্থ مُنْتِنٌ মানে দুর্গন্ধময়। শব্দটির মূল ছিল صَلَّ صَلْصَالِ বলা হয় যেমন صَرَّ الْبَابُ .... বলা হয়। এবং صَرْصَرَّ الْبَابُ-ও বলা হয়। (অর্থাৎ مضاعف رباعى থেকে مضاعف ثلاثى-এর উৎপত্তি)। যেমন كَبْكَبْتُهُ ব্যবহার করা হয়। যার মূল فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ অর্থ ফলমূল, খেজুর ও আনার। কারো মতে খেজুর ও আনার ফল নয় ; কিন্তু আরবীয় লোকেরা এগুলোকেও ফল বলে গণ্য করে। খেজুর ও আনার ফলমূলের মধ্যে শামিল থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত আয়াতে ফলমূলের কথা উল্লেখ করে এরপর খেজুর ও আনারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ-এর মাঝে সকল সালাতের প্রতি যত্নবান হবার নির্দেশ প্রদান করতঃ পরে আবার বিশেষভাবে আসরের সালাতের প্রতি বিশেষ যত্নবান হবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেমনভাবে اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ : "তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্কে সিজ্দা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে...। (২২ ঃ ১৮) -এর মধ্যে সকল মানুষ শামিল থাকা সত্ত্বেও وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ আয়াতাংশটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে (সুতরাং খেজুর ও আনারকে ফলমূল বহির্ভূত বলা ঠিক নয়)। মুজাহিদ (র) ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্সির বলেন, اَفْنَانٍ অর্থ ডালাসমূহ। وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ-দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী। (৫৫ ঃ ৫৪) উভয় উদ্যানের ফল যা পাড়া হবে তা খুবই নিকটবর্তী হবে। হাসান (র) বলেন, فَبِاَيِّ اٰلاَءِ অর্থ فَبِاَيِّ نِعْمِهِ মানে আল্লাহ্র কোন্ অনুগ্রহকে ? কাতাদা (র)

বলেন, মানব এবং দানব জাতিকে বোঝাবার জন্য رَبِّكُمَا দ্বি-বচনের صيغه ব্যবহার করা হয়েছে। আবুদ্ দারদা (রা) বলেন, كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَأْنٍ (তিনি প্রত্যহ্ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত)-এর ভাবার্থ হচ্ছে, প্রত্যহ তিনি মানুষের গুনাহ্ মাফ করেন, বিপদ বিদূরিত করেন, এক সম্প্রদায়কে সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং অপর সম্প্রদায়ের অবনতি ঘটান। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, بَرْزَخٌ অর্থ অন্তরাল। اَلْاَنَامُ অর্থ সৃষ্ট জীব। نَضَّاخَتَانِ অর্থ فَيَّاضَتَانِ মানে খায়ের ও বরকতে উচ্ছলিত। ذُوالْجَلاَلِ অর্থ মহিমময়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ব্যতীত অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, مَارِجُ অর্থ নির্ধূম অগ্নিশিখা। রাজা প্রজাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়ার পর তারা যখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি অবাধে অত্যাচার করতে আরম্ভ করে তখন বলা হয়. اَلاَمِيْرُ مَرَجَ الاَمِيْرُ رعِيَّتَهُ مَرَجَ اَمْرُ النَّاسِ -অর্থ মানুষের বিষয়টি গোলমেলে হয়ে পড়েছে। مَرِيْجٍ অর্থ مُلْتَبِسٌ মানে দোদুল্যমান। مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ অর্থ দুই সমুদ্র পরস্পর মিলিত হয়ে গিয়েছে। مَرَجْتَ دَابَّتَكَ -এর উৎপত্তি অর্থাৎ তুমি ছেড়ে দিয়েছ। سَنَفْرُغُ لَكُمْ অর্থ অচিরেই আমি তোমাদের হিসাব গ্রহণ করব কারণ কোন অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাকে অন্য অবস্থা হতে গাফিল করতে পারে না । এ ধরনের ব্যবহার-বিধি আরবী ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ। যেমন বলা হয়, لاَ تَفَرَّغَنَّ لَكَ – অথচ তার কোন ব্যস্ততা নেই (বরং এ ধরনের কথা ধমক-স্বরূপ বলা হয়ে থাকে)। এ বাক্যের মাধ্যমে বক্তা শ্রোতাকে এ কথাই বোঝাতে চায় যে, অবশ্যই আমি তোমাকে তোমার এ গাফলতের মজা আস্বাদন করাব।

بَابٌ قَوْلُهُ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ - "এবং এ উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো দু'টি উদ্যান রয়েছে।" (৫৫ ঃ ৬২)

٤٥١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ الاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوْا اِلَى رَبِّهِمْ اِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلٰى وَجْهِهِ فِىْ جَنَّةِ عَدْنٍ .

৪৫১৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ (র) .... কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, (জান্নাতের মধ্যে) দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র এবং এর অভ্যন্তরের সকল বস্তু রৌপ্য নির্মিত হবে এবং (জান্নাতে) আরো দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র এবং অভ্যন্তরীণ সমুদয় বস্তু সোনার তৈরী হবে। জান্নাতে আদনের মধ্যে জান্নাতী লোকেরা তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ

করবে। এ জান্নাতবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের এ দর্শনের মাঝে আল্লাহ্র সত্তার ওপর জড়ানো তার বড়ত্বের চাদর ব্যতীত আর কোন বস্তু থাকবে না।

بَابٌ قَوْلُهُ حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِي الْخِيَامِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حُوْرٌ سُوْدُ الْحَدَقِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَقْصُوْرَاتٌ مَحْبُوْسَاتٌ قُصِرَ طَرْفُهُنَّ وَاَنْفُسُهُنَّ عَلَى اَزْوَاجِهِنَّ قَاصِرَاتٌ لاَيَبْغِيْنَ غَيْرَ اَزْوَاجِهِنَّ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِي الْخِيَامِ –"তারা তাঁবুতে সুরক্ষিতা হুর (৫৫ ঃ ৭২)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, حُوْرٌ অর্থ কালো মনি যুক্ত চক্ষু। মুজাহিদ (র) বলেন, مَقْصُوْرَاتٌ অর্থ مَحْبُوْسَاتٌ মানে তাদের দৃষ্টি এবং তাদের সত্তা তাদের স্বামীদের জন্য সুরক্ষিত থাকবে। قَاصِرَاتٌ - তারা তাদের জন্যই নির্ধারিত থাকবে। তারা তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষাও করবে না।

٤٥١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّوْنَ مِيْلاً فِيْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا اَهْلُ مَا يَرَوْنَ الْاٰخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُوْنَ ، وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا ، وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوْا اِلَى رَبِّهِمْ اِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلٰى وَجْهِهِ فِيْ جَنَّةِ عَدْنٍ *

৪৫১৫ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)......... কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে ফাঁপা মূতির একটি তাঁবু থাকবে। এর প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল। এর প্রতি কোণে থাকবে হুর-বালা। এদের এক কোণের জন অপর কোণের জনকে দেখতে পাবে না। ঈমানদার লোকেরা তাদের কাছে যাবে। এতে থাকবে দু'টি উদ্যান, যার সমুদয় পাত্র এবং ভেতরের সকল বস্তু হবে রূপার তৈরী অনুরূপ আরো দুটি উদ্যান থাকবে, যার পাত্র এবং অভ্যন্তরীণ সমস্ত জিনিস হবে স্বর্ণের নির্মিত। জান্নাতে আদনের মধ্যে জান্নাতবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভের মাঝখানে আল্লাহ্র বড়ত্বের প্রভাময় আভা ভিন্ন আর কিছু থাকবে না।

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ

সূরা ওয়াকি'আ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : رُجَّتْ زُلْزِلَتْ ، بُسَّتْ فُتَّتْ لُتَّتْ كَمَا يُلَتُّ السَّوِيْقُ ، الْمَخْضُوْدُ الْمُوْقَرُ حَمْلاً ، وَيُقَالُ اَيْضًا لاَشَوْكَ لَهُ ، مَنْضُوْدٍ الْمَوْزُ ، وَالْعُرُبُ الْمُحَبَّبَاتُ اِلَى اَزْوَاجِهِنَّ ثُلَّةٌ أُمَّةٌ ، يَحْمُوْمٍ دُخَانٍ اَسْوَدَ ، يُصِرُّوْنَ يُدِيْمُوْنَ ، الْهِيْمُ الْإِبِلُ الظِّمَاءُ لَمُغْرَمُوْنَ لَمُلْزَمُوْنَ ، رَوْحٌ جَنَّةٌ وَرَخَاءُ ، وَرَيحَانُ الرِّزْقُ ، وَنُنْشِأَكُم فِى اَىِّ خَلْقٍ نَشَاءُ . وَقَالَ غَيْرُهُ ، تَفَكَّهُوْنَ تَعْجَّبُوْنَ ، عُرُبًا مُثَقَّلَةً وَاحِدُهَا عَرُوْبٌ مِثْلُ صَبُوْرٍ وَصُبُوْرٍ يُسَمِّيْهَا اَهْلُ مَكَّةَ الْعَرِبَةَ ، وَاَهْلُ الْمَدِيْنَةِ الْغَنِجَةَ ، وَاَهْلُ الْعِرَاقِ الشَّكِلَةَ ، وَقَالَ فِىْ خَافِضَةٍ لِقَوْمٍ اِلَى النَّارِ ، وَرَافِعَةٌ اِلَى الْجَنَّةِ ، مَوْضُوْنَةٍ ، مَنْسُوْجَةٍ وَمِنْهُ وَضِيْنُ النَّاقَةِ، وَالْكُوْبُ لاَ اذَانَ لَهُ وَلاَ عُرْوَةَ، وَالْاَبَارِيْقُ ذَوَاتُ الْاٰذَانِ وَالْعُرَى ، مَسْكُوْبٍ جَارٍ ، وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، مُتْرَفِيْنَ مُتَمَتِّعِينَ ، مَا تُمْنُوْنَ هِىَ النُّطْفَةُ فِىْ اَرْحَامِ النِّسَاءِ ، لِلْمُقْوِيْنَ لِلْمُسَافِرِيْنَ وَالْقِىُّ الْقَفْرُ ، بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ بِمُحْكَمِ الْقُرْاٰنِ ، وَيُقَالُ بِمَسْقِطِ النُّجُوْمِ اِذَا سَقَطْنَ وَمَوَاقِعُ وَمَوْقِعٌ وَاحِدٌ ، مُدْهِنُوْنَ مُكَذِّبُوْنَ مِثْلُ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ، فَسَلاَمٌ لَكَ اَىْ مُسَلَّمٌ لَكَ اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ وَلْقِيَتْ اِنَّ وَهُوَ مَعْنَاهَا كَمَا تَقُوْلُ اَنْتَ مُصَدَّقٌ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيْلٍ ، اِذَا كَانَ قَدْ قَالَ اِنِّىْ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيْلٍ ، وَقَدْ يَكُوْنَ كَالدُّعَاءِ لَهُ كَقَوْلِكَ فَسَقْيًا مِنَ الرِّجَالِ اِنْ رَفَعْتَ السَّلاَمَ

فَهُوَمِنَ الدُّعَاءِ ، تُوْرُوْنَ تَسْتَخْرِجُوْنَ ، اَوْ رَيْتُ اَوْ قَدْتُ ، لَغْوًا بَاطِلاً ، تَاثِيْمًا كَذِبًا .

মুজাহিদ (র) বলেন, رُجَّتْ অর্থ প্রকম্পিত হবে। بُسَّتْ অর্থ চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া, ছাতু যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয় তেমনিভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে। اَلْمَخْضُوْدُ অর্থ বোঝার কারণে চরম ভারাক্রান্ত। কন্টকহীন বৃক্ষকেও مَخْضُوْدٌ বলা হয়। مَنْضُوْدٌ অর্থ কলা। العُرُبُ অর্থ স্বামীর কাছে প্রিয়তমা স্ত্রীগণ। ثُلَّةٌ অর্থ উম্মত। يَحْمُوْمٍ অর্থ কালো ধোঁয়া। يُصِرُّوْنَ অর্থ তারা অবিরাম করতে। الهِيْمُ অর্থ পিপাসিত উট। لَمُغْرَمُوْنَ অর্থ لَمُلْزَمُوْنَ - যাদের উপর ঋণ পরিশোধ করা অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। رَوْحٌ অর্থ উদ্যান ও কোমলতা। اَلرَّيْحَانُ অর্থ জীবনোপকরণ। نُنْشِئَكُمْ অর্থ যে কোন আকৃতিতে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করব। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্‌সির বলেন, تَفَكَّهُوْنَ অর্থ তোমরা বিস্মিত হয়ে যাবে। عُرُبًا বহুবচন। একবচনে عَرُوْبٌ যেমন صُبُرٌ বহুবচন। একবচনে صَبُوْرٌ। মক্কাবাসী লোকেরা তাকে العَرِبَةَ - মদীনাবাসী লোকেরা الغَنِجَةَ এবং ইরাকী লোকেরা তাকে الشَّكِلَةَ বলে। خَافِضَةٌ অর্থ তা একদল লোককে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। رَافِعَةٌ অর্থ তা একদল লোককে জান্নাতে নিয়ে যাবে। مَوْضُوْنَةٍ অর্থ مَنْسُوْجَةٌ গ্রথিত। এর থেকেই وَضِيْنُ النَّاقَةِ শব্দটির উৎপত্তি (অর্থ উটের পালানের রশি) الكُوْبُ অর্থ নল ও হাতলবিহীন পানপাত্র। الاَبَارِيْقُ অর্থ নল ও হাতল সম্পন্ন লোটা। مَسْكُوْبٍ অর্থ প্রবহমান। وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ -একটির উপর আরেকটি বিছানো শয্যাসমূহ। مُتْرَفِيْنَ অর্থ ভোগ বিলাসী লোকজন। مَا تُمْنُوْنَ অর্থ মহিলাদের গর্ভাশয়ের নিক্ষিপ্ত বীর্য। لِلْمُقْوِيْنَ অর্থ মুসাফিরদের জন্য। لِقِيٌّ অর্থ ঘাস, পানি এবং জন-মানবহীন ভূমি। بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ অর্থ بِمُحْكَمِ القُرْاٰنِ মানে কুরআনের মুহ্‌কাম আয়াতসমূহ। بِمَسْقَطِ النُّجُوْمِ অর্থ নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের স্থান। مَوَاقِعُ এবং مَوْقِعٌ শব্দ দুটো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। مُدْهِنُوْنَ অর্থ مُكَذِّبُوْنَ মানে তুচ্ছকারী লোকজন। যেমন অন্যত্র আছে, لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ যদি তুমি তুচ্ছ কর, তবে তারাও তুচ্ছ করবে। فَسَلَامٌ لَكَ - তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। কেননা, তুমি দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। এখানে اِنَّ শব্দটি উহ্য আছে। যেমন اِنِّيْ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيْلٍ -এর উত্তরে কথিত اَنْتَ مُصَدَّقٌ مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيْلٍ বাক্যের মাঝে اِنَّ শব্দটি উহ্য আছে। মূলে ছিল اِنَّكَ مُسَافِرٌ। শ্রোতার প্রতি দোয়া হিসাবেও سَلَامَ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন فَسَقْيًا مِنَ الرِّجَالِ (পরিতৃপ্ত লোকজন) বাক্যটিও দোয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। سَلَامٌ শব্দটিকে مَرْفُوْعٌ পড়া হলে তা দোয়া হিসাবেই গণ্য হবে। تُوْرُوْنَ অর্থ تَسْتَخْرِجُوْنَ - তোমরা বের কর, প্রজ্বলিত কর। পক্ষান্তরে اَوْ رَيْتُ بِمَعْزٍ اَوْ قَدْتُ থেকে تُوْرُوْنَ শব্দটির উৎপত্তি। لَغْوًا অর্থ অসার। تَاثِيْمًا অর্থ মিথ্যা বাক্য।

بَابٌ قَوْلُهُ وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ "সম্প্রসারিত ছায়া।" (৫৬ ঃ ৩০)

٤٥١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا ، وَاَقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ: وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ *

৪৫১৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় একজন সওয়ারী একশত বছর চলতে থাকবে, তবুও সে এ ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি (সম্প্রসারিত ছায়া) পাঠ কর।

سُوْرَةُ الْحَدِيْدُ

সূরা হাদীদ

قَالَ مُجَاهِدٌ: جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ مُعَمَّرِيْنَ فِيْهِ، مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ مِنَ الضَّلاَلَةِ اِلَى الْهُدَى ، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ جُنَّةٌ وَسِلاَحٌ ، مَوْلاَكُمْ اَوْلَى بِكُمْ لِئَلاَّ يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ ، لِيَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ ، يُقَالُ الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اَنْظِرُوْنَا اَنْتَظِرُوْنَا

মুজাহিদ (র) বলেন, جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ এর অর্থ আমি তোমাদেরকে তাতে আবাদকারী বানিয়েছি। مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ -এর অর্থ ভ্রান্তি থেকে হেদায়েতের দিকে। وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ অর্থ ঢাল ও অস্ত্রশস্ত্র। مَوْلاَكُمْ অর্থ তিনিই তোমাদের জন্য যোগ্য। لِئَلاَّ يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ অর্থ যাতে কিতাবী লোকেরা জানতে পারে। বলা হয়, বস্তুর বাহ্যিক বিষয়ের উপরও علم ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপরও علم ব্যবহৃত হয়। اَنْظِرُوْنَا অর্থ اِنْتَظِرُوْنَا মানে তোমরা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর।

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ

সূরা মুজাদালা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يُحَادُّوْنَ يُشَاقُّوْنَ اللّٰهَ ، كُبِتُوْا اُخْزُوْا مِنَ الْخِزْيِ ، اسْتَحْوَذَ غَلَبَ

মুজাহিদ (র) বলেন, يُحَادُّوْنَ অর্থ يُشَاقُّوْنَ اللّٰهَ মানে তারা (আল্লাহ্‌র) বিরোধিতা করছে। كُبِتُوْا অর্থ اُخْزُوْا মানে তাদেরকে অপদস্থ করা হবে। الْخِزْيِ ধাতু হতে উক্ত শব্দটির উৎপত্তি। اِسْتَحْوَذَ অর্থ সে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

سُوْرَةُ الْحَشْرِ

সূরা হাশর

اَلْجَلاَءُ اَلْاِخْرَاجُ مِنْ اَرْضٍ اِلَى اَرْضٍ

الْجَلاَءُ অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নির্বাসিত করা।

٤٥١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةَ التَّوْبَةِ ، قَالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ ، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ ، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتّٰى ظَنُّوْا اَنَّهَا لَمْ تُبْقِ اَحَدًا مِنْهُمْ اِلاَّ ذُكِرَ فِيْهَا ، قَالَ قُلْتُ سُوْرَةَ الاَنْفَالِ ، قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَدْرٍ ، قَالَ قُلْتُ سُوْرَةَ الْحَشْرِ ، قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَنِي النَّضِيْرِ *

৪৫১৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র)..........সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে সূরা তওবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ তো লাঞ্ছনাকারী সূরা। وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ অর্থাৎ তাদের একদল এই করেছে, আরেক দল ওই করেছে, এ বলে একাধারে

এ সূরা নাযিল হতে থাকলে লোকেরা ধারণা করতে লাগলো যে, এ সূরায় উল্লেখ করা হবে না, এমন কেউ আর তাদের মধ্যে বাকী থাকবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে সূরা আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সূরাটি বদর যুদ্ধের সময় নাযিল হয়েছে। আমি তাকে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বনী নযীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

٤٥١٨ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةَ الْحَشْرِ ، قَالَ قُلْ سُوْرَةَ النَّضِيْرِ .

৪৫১৮ হাসান ইব্‌ন মুদরিক (র) .... সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে 'সূরা হাশ্‌র' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সূরাকে 'সূরা বনী নাযীর' বল।

بَابٌ قَوْلُهُ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ نَخْلَةٍ مَالَمْ تَكُنْ عُجْوَةً اَو بَرْنِيَّةً

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ) - "তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ বা যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে ; এ তো এ জন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। (৫৯ ঃ ৫) لِيْنَةٍ এবং بَرْنِيَّةٍ ব্যতীত সর্বপ্রকার খেজুরকেই لِيْنَةٍ বলা হয়।

٤٥١٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ .

৪৫১৯ কুতায়বা (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বনী নযীর গোত্রের খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কেটে ফেলেছিলেন। এ গাছগুলো ছিল 'বুয়াইরা' নামক স্থানে। এরপর নাযিল করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা ঃ তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ বা যেগুলোকে কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ ; তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে ; এ এজন্য যে, আল্লাহ্ পাপচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।

بَابٌ قَوْلُهُ : مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِه

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِه مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى - "আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূল ﷺ -কে যা কিছু দিয়েছেন।" (৫৯ ঃ ৭)

٤٥٢٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً، يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

৪৫২০ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) .... উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী নযীরের বিষয়-সম্পত্তি ঐ সমস্ত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে 'ফাই' হিসাবে দিয়েছেনএ জন্য যে মুসলমানরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করেনি। সুতরাং এটা খাস ছিল রাসূল ﷺ-এর জন্য। এর থেকে তিনি তাঁর পরিবারের জন্য এক বছরের খরচ দান করতেন। এরপর বাকিটা তিনি অস্ত্রশস্ত্র এবং ঘোড়া সংগ্রহের পিছনে ব্যয় করতেন আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের প্রস্তুতি হিসাবে।

بَابٌ قَوْلُهُ وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ - "রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর (এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক)।" (৫৯ ঃ ৭)

٤٥٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَاَةً بَنِي اَسَدٍ يُقَالُ لَهَا اُمُّ يَعْقُوْبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ اِنَّهُ بَلَغَنِيْ اَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ وَمَا لِيَ لَا اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَاْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَاْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ اَمَا قَرَاْتِ وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا، قَالَتْ بَلٰى، قَالَ

فَانَّهُ قَدْ نَهٰى عَنْهُ ، قَالَتْ فَانِّىْ اَرٰى اَهْلَكَ يَفْعَلُوْنَهُ قَالَ فَاذْهَبِىْ فَانْظُرِىْ ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَالِكَ مَا جَامَعْتَنَا *

৪৫২১ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ লানত করেছেন ঐ সমস্ত নারীর প্রতি যারা অন্যের শরীরে উল্কি অংকন করে, নিজ শরীরে উল্কি অংকন করায়, যারা সৌন্দর্যের জন্য ভূরু-চুল উপড়িয়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। এসব নারী আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন করছে। এরপর বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নাম্নীয় এক মহিলার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে সে এসে বলল, আমি জানতে পারলাম, আপনি এ ধরনের মহিলাদের প্রতি লানত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ যার প্রতি লানত করেছেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে যার প্রতি লানত করা হয়েছে, আমি তার প্রতি লানত করব না কেন ? তখন মহিলা বলল, আমি দুই ফলকের মাঝে যা আছে তা (পূর্ণ কুরআন) পড়েছি। কিন্তু আপনি যা বলেছেন, তা তো এতে পাইনি। আবদুল্লাহ্ বললেন, যদি তুমি কুরআন পড়তে তাহলে অবশ্যই তা পেতে, তুমি কি পড়নি ? রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। মহিলাটি বলল, হাঁ নিশ্চয়ই পড়েছি। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, রাসূল ﷺ এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। তখন মহিলা বলল, আমার মনে হয় আপনার পরিবারও এ কাজ করে। তিনি বললেন, তুমি যাও এবং ভালভাবে দেখে এসো। এরপর মহিলা গেল এবং ভালভাবে দেখে এলো। কিন্তু তার প্রয়োজনের কিছুই দেখতে পেলো না। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, যদি আমার স্ত্রী এমন করত, তবে সে আমার সঙ্গে একত্র থাকতে পারত না।

٤٥٢٢ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيْثَ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ ، فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا اُمُّ يَعْقُوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ .

৪৫২২ আলী (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে নারী কৃত্রিম চুল লাগায়, তার প্রতি রাসূল ﷺ লানত করেছেন। রাবী (র) বলেন, আমি উম্মে ইয়াকূব নামক মহিলার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছি, তিনি আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, মানসূরের হাদীসের অনুরূপ।

بَابٌ قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ - "মুহাজিরদের যারা এ নগরীতে বসবাস করে আসছে ও ঈমান এনেছে, (তাঁরা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তার জন্য তাঁরা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না)।" (৫৯ ঃ ৯)

٤٥٢٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ اُوْصِى الْخَلِيْفَةَ بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ اَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ ، وَاُوْصِى الْخَلِيْفَةَ بِالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُهَاجِرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْفُوَ عَنْ مُسِيْئِهِمْ .

৪৪২৩ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র) .... আম্‌র ইব্‌ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে ওসীয়ত করেছি, প্রথম যুগের মুহাজিরদের হক আদায় করার জন্য এবং আমি পরবর্তী খলীফাকে আনসারদের ব্যাপারে ওসীয়ত করছি, যারা নবী করীম ﷺ -এর হিজরতের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করতেন এবং ঈমান এনেছিলেন যেন সে তাদের পুণ্যবানদের সৎকর্মকে গ্রহণ করে এবং দোষ-ত্রুটিকে ক্ষমা করে দেয়।

بَابٌ قَوْلُهُ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ الْاٰيَةَ ، اَلْخَصَاصَةُ الْفَاقَةُ ، اَلْمُفْلِحُوْنَ الْفَائِزُوْنَ بِالْخُلُوْدِ ، اَلْفَلاَحُ الْبَقَاءُ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ عَجِّلْ . وَقَالَ الْحَسَنُ : حَاجَةً حَسَدًا *

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ- "এবং তাঁরা তাঁদের নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় (নিজেদের অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও) শেষ পর্যন্ত। (৫৯ ঃ ৯) اَلْخَصَاصَةُ অর্থ ক্ষুধা। اَلْمُفْلِحُوْنَ অর্থ যারা (জান্নাতে) চিরকাল থাকার সফলতা অর্জন করেছেন। اَلْفَلاَحُ অর্থ স্থায়িত্ব। حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ অর্থ সফলতা ও চিরস্থায়ী জীবনের দিকে তাড়াতাড়ি আস। হাসান (র) বলেন, حَاجَةً অর্থ হিংসা।

٤٥٢٤ حَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ الْاَشْجَعِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَابَنِىَ الْجَهْدُ فَاَرْسَلَ اِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ رَجُلٌ يُضَيِّفُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ

فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَهَبَ اِلَى اَهْلِهِ فَقَالَ لاِمْرَاَتِهِ ضَيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدَّخِرِيْهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا عِنْدِى الاَّقُوْتُ الصِّبْيَةِ ، قَالَ فَاِذَا اَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيْهِمْ وَتَعَالَىْ ، فَاَطْفِىءِ السِّرَاجَ وَنَطْوِى بُطُوْنَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ، اَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلاَنٍ وَفُلاَنَةَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً *

৪৫২৪ ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন কাসীর (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। তখন তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের কাছে পাঠালেন ; কিন্তু তিনি তাদের কাছে কিছুই পেলেন না। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, এমন কেউ আছে কি, যে আজ রাতে এ লোকটিকে মেহমানদারী করতে পারে ? আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহমত করবেন। তখন আনসারদের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এরপর তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে বাড়িতে গেলেন এবং নিজ স্ত্রীকে বললেন, ইনি রাসূল ﷺ-এর মেহমান। কোন জিনিস জমা করে রাখবে না। মহিলা বলল, আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে ছেলে-মেয়েদের খাবার ব্যতীত আর কিছুই নেই। তিনি বললেন, ছেলেমেয়েরা রাতের খাবার চাইলে তুমি তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিও, বাতিটি নিভিয়ে দাও। আজ রাতে আমরা ভুখা থাকব। সুতরাং মহিলা তা-ই করল। পরদিন সকালে আনসারী সাহাবী রাসূল ﷺ-এর খিদমতে আসলেন। তিনি বললেন, অমুক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন অথবা অমুক অমুকের কাজে আল্লাহ্ খুশী প্রকাশ করেছেন। এরপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন : "এবং তাঁরা তাদের নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও।"

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ

সূরা মুম্‌তাহিনা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لاَ تُعَذِّبْنَا بِاَيْدِهِمْ فَيَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ هٰؤُلاَءِ عَلَى الْحَقِّ مَا اَصَابَهُمْ هٰذَا ، بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ اُمِرَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ

ﷺ بِفِرَاقِ نِسَائِهِمْ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ .

মুজাহিদ (র) বলেন, لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً অর্থ আমাদেরকে কাফিরদের হাতে শাস্তি দিও না। তাহলে তারা বলবে, যদি মুসলমানরা হকের ওপর থাকত, তাহলে তাদের ওপর এ মুসীবত আসত না। بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ। নবী ﷺ-এর সাহাবীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁরা যেন তাদের ঐ স্ত্রীদেরকে বর্জন করে, যাঁরা মক্কাতে কাফির অবস্থায় বিদ্যমান আছে।

بَابٌ قَوْلُهُ لاَتَتَّخِذُوْاعَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لاَتَتَّخِذُوْا عَدُوِّى - "(হে মু'মিনগণ!) আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" (৬০ ঃ ১)

٤٥٢٥ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ رَافِعٍ كَاتِبَ عَلِيٍّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَاْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَذَهَبْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى اَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا اَخْرِجِي الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ مَامَعِيْ مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ ، فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا ، فَاَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَاِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ اِلَى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِمَّنْ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَاهٰذَا يَا حَاطِبُ ، قَالَ لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ اُمْرَأً مِنْ قُرَيْشٍ وَلَمْ اَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ بِهَا اَهْلِيْهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ ، فَاَحْبَبْتُ اِذْ فَاتَنِيْ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ ، اَنْ اَصْطَنِعَ اِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ قَرَابَتِيْ

وَمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ كُفْرًا ، وَلاَ اِرْتِدَادًا عَنْ دِيْنِيْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ ، فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَاَضْرِبْ عُنُقَهُ ، فَقَالَ اِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اَطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، قَالَ عَمْرٌو وَنَزَلَتْ فِيْهِ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ ، قَالَ لاَ اَدْرِيْ اَلاٰيَةُ فِي الْحَدِيْثِ ، اَوْ قَوْلُ عَمْرٍو *

৪৫২৫ হুমায়দী (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যুবায়র (রা), মিকদাদ (রা) ও আমাকে পাঠালেন এবং বললেন, তোমরা 'রওযা খাখ' নামক স্থানে যাও। সেখানে এক উষ্ট্রারোহিণী মহিলা পাবে। তার সাথে একখানা পত্র রয়েছে, তোমরা তার থেকে সে পত্রখানা নিয়ে নেবে। এরপর আমরা রওয়ানা হলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে ছুটে চলল। যেতে যেতে আমরা রওযায় গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছেই আমরা উষ্ট্রারোহিণীকে পেয়ে গেলাম। আমরা বললাম, পত্রখানা বের কর। সে বলল, আমার সাথে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, অবশ্যই তুমি পত্রখানা বের করবে, অন্যথায় তোমাকে বিবস্ত্র করে ফেলা হবে। এরপর সে তার চুলের বেনী থেকে পত্রখানা বের করল। আমরা পত্রখানা নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে এলাম। দেখা গেল, পত্রখানা হাতিব ইব্‌ন আবূ বাল্‌তাআহ্ (রা)-এর পক্ষ হতে মক্কার কতিপয় মুশরিকের কাছে লেখা। এ চিঠিতে তিনি নবী ﷺ-এর বিষয় তাদের কাছে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, হাতিব কী ব্যাপার ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার ব্যাপারে ত্বরিৎ কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশ বংশীয় লোকদের সাথে বসবাসকারী এক ব্যক্তি ; কিন্তু বংশগতভাবে তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আপনার সঙ্গে যত মুহাজির আছেন, তাদের সবারই সেখানে আত্মীয়-স্বজন বিদ্যমান। এসব আত্মীয়-স্বজনের মক্কায় তাদের পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ রক্ষা পাচ্ছে। আমি চেয়েছিলাম, যেহেতু তাদের সাথে আমার বংশগত কোন সম্পর্ক নেই, তাই এবার যদি আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি, তাহলে হয়তো তারাও আমার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করবে। কুফ্‌র ও স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করার মনোভাব নিয়ে আমি এ কাজ করিনি। তখন নবী ﷺ বললেন, সে তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। তখন উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন এক্ষুণি আমি তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী ﷺ বললেন, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কি জান না, আল্লাহ্ অবশ্যই বদরী অংশগ্রহণকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ "তোমরা যা চাও কর, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি।" আমর বলেন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে ঃ "হে ঈমানদারগণ ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" সুফয়ান (রা) বলেন, আয়াতটি হাদীসের অংশ না আম্‌র (রা)-এর কথা, তা আমি জানি না।

٤٥٢٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قِيْلَ لِسُفْيَانَ فِيْ هٰذَا ، فَنَزَلَتْ : لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي ، قَالَ سُفْيَانُ هٰذَا فِيْ حَدِيْثِ النَّاسِ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو مَاتَرَكْتُ مِنْهُ حَرْفًا وَمَا أُرَى اَحَدًا حَفِظَهُ غَيْرِيْ .

৪৫২৬ আলী (র) থেকে বর্ণিত যে, সুফয়ান ইব্ন উয়ায়না (র)-কে "হে মু'মিনগণ! আমার শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না" আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সুফয়ান বলেন, মানুষের বর্ণনার মাঝে তো এমনই পাওয়া যায়। আমি এ হাদীসটি আম্‌র ইব্ন দীনার (র) থেকে মুখস্থ করেছি। এর থেকে একটি অক্ষরও আমি বাদ দেইনি। আমার ধারণা, আম্‌র ইব্ন দীনার (র) থেকে আমি ব্যতীত আর কেউ এ হাদীস মুখস্থ করেনি।

بَابٌ قَوْلُهُ اِذَا جَائَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِذَا جَائَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ -"(হে মু'মিনগণ!) যখন তোমাদের কাছে মু'মিন নারীরা দেশত্যাগী হয়ে আসে।" (৬০ ঃ ১০)

٤٥٢٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ بِقَوْلِ اللّٰهِ : يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ اِلَى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ، قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ اَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلاَمًا وَلاَ وَاللّٰهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ اُمْرَاَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ ، مَا يُبَايِعُهُنَّ اِلاَّ بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلٰى ذٰلِكَ * تَابَعَهُ يُوْنُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اِسْحٰقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ .

৪৫২৭ ইসহাক (র) .... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) তাকে বলেছেন, কোন মু'মিন মহিলা রাসূল ﷺ-এর কাছে হিজরত করে এলে, তিনি তাকে

আল্লাহ্‌র এই আয়াতের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতেন– অর্থ ঃ "হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার কাছে এ মর্মে বায়'আত করতে আসে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না, এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়'আত গ্রহণ করবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।) আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৬০ ঃ ১২) উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, যে মু'মিন মহিলা এসব শর্ত মেনে নিত, রাসূল ﷺ তাকে বলতেন, আমি কথার মাধ্যমে তোমাকে বায়'আত করে নিলাম। আল্লাহ্‌র কসম! বায়'আত গ্রহণকালে কোন নারীর হাত নবী করীম ﷺ -এর হাতকে স্পর্শ করেনি। নারীদেরকে তিনি শুধু এ কথার দ্বারাই বায়'আত করতেন قَدْ بَايَعْتُكِ عَلٰى ذٰلِكَ অর্থাৎ আমি তোমাকে এ কথার ওপর বায়'আত করলাম। ইউনুস, মা'মার ও আবদুর রহমান ইব্‌ন ইস্‌হাক (র) যুহরীর মাধ্যমে উক্ত বর্ণনার মুতাবআত (সমর্থন) করেছেন। ইসহাক ইব্‌ন রাশিদ, যুহরী থেকে এবং যুহরী উরওয়া ও আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

بَابٌ قَوْلُهُ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ - "(হে নবী!) মু'মিন নারীগণ যখন তোমার কাছে এ মর্মে বায়'আত করতে আসে।" (৬০ ঃ ১২)

٤٥٢٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا اَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتْ اُمْرَاَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ اَسْعَدَتْنِيْ فُلاَنَةُ اُرِيْدُ اَنْ اَجْزِيَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا

৪৫২৮ আবূ মা'মার (র) .... উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ -এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছি। এরপর তিনি আমাদের সামনে পাঠ করলেন, "তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থির করবে না।" এরপর তিনি আমাদেরকে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করলেন। এ সময় এক মহিলা তার হাত টেনে নিয়ে বলল, অমুক মহিলা আমাকে বিলাপে সহযোগিতা করেছে, আমি তাকে এর বিনিময় দিতে ইচ্ছা করেছি। নবী করীম ﷺ তাকে কিছুই বলেননি। এরপর মহিলাটি উঠে চলে গেল এবং পুনরায় ফিরে আসলো, তখন রাসূল ﷺ তাকে বায়'আত করলেন।

٤٥٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ ، قَالَ اِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللّٰهُ لِلنِّسَاءِ *

৪৫২৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ -এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এটা একটা শর্ত, যা আল্লাহ্ তা'আলা নারীদের প্রতি আরোপ করেছেন।

٤٥٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ اِدْرِيْسَ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَتُبَايِعُوْنِيْ عَلَى اَنْ لاَّ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَقَرَأَ اٰيَةَ النِّسَاءِ وَاَكْثَرُ لَفْظِ سُفْيَانَ قَرَأَ الْاٰيَةَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَسَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُ * تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فِى الْاٰيَةِ *

৪৫৩০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) .... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে ছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এসব শর্তে আমার কাছে বায়'আত গ্রহণ করবে যে, তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কিছুকে শরীক স্থির করবে না, যিনা করবে না এবং চুরি করবে না। এরপর তিনি নারীদের শর্ত সম্পর্কিত আয়াত পাঠ করলেন। বর্ণনাকারী সুফয়ান প্রায়ই বলতেন, রাসূল ﷺ আয়াতটি পাঠ করেছেন। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের যে ব্যক্তি এসব শর্ত পূরণ করবে, আল্লাহ্ তার প্রতিদান দেবেন। আর যে ব্যক্তি এ সবের কোন একটি করে ফেলবে এবং তাকে শাস্তিও দেয়া হবে। এ শাস্তি তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এ সবের কোন একটি করে ফেলল এবং আল্লাহ্ তা গোপন রাখলেন, তাহলে এ বিষয়টি আল্লাহ্র কাছে থাকল। তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দেবেন , আর তিনি যদি চান তাহলে তাকে মাফও করে দিতে পারেন। আবদুর রহমান (র) মা'মার (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٥٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ ابْنُ جُرَيْجٍ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ

مُسْلِمٍ اَخْبَرَهُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيْهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ فَنَزَلَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَكَأَنِّىْ اَنْظُرُ اَلَيْهِ حِيْنَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتّٰى اَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلاَلٍ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اَنْ لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ وَلاَ يَقْتُلْنَ اَوْلاَدَهُنَّ وَلاَيَاتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ حَتّٰى فَرَغَ مِنَ الْاٰيَةِ كُلِّهَا ، ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ اَنْتُنَّ عَلَى ذٰلِكَ ، وَقَالَتِ اُمْرَاَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ يَدْرِىْ الْحَسَنُ مَنْ هِىَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ وَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِمَ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ *

৪৫৩১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র) ....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদুল ফিত্‌রের দিন ঈদের সালাতে রাসূল ﷺ সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম এবং আবু বকর (রা), উমর (রা) এবং উসমান (রা)-ও সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা সকলেই খুত্‌বার আগে সালাত আদায় করেছেন। সালাত আদায়ের পর তিনি খুতবা দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ্‌র নবী মিম্বর থেকে অবতরণ করেছেন। তখন তিনি যে লোকজনকে হাতের ইশারায় বসাচ্ছিলেন, এ দৃশ্য আমি এখনো যেন দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি লোকদেরকে দু'ভাগ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং মহিলাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে বিলাল (রা)-ও ছিলেন। এরপর তিনি পাঠ করলেন, "হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার কাছে এসে বায়'আত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না এবং তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না।" তিনি পূর্ণ আয়াত তিলাওয়াত করে সমাপ্ত করলেন। এরপর তিনি আয়াত শেষ করে বললেন, এ শর্ত পূরণে তোমরা রাজি আছ কি ? একজন মহিলা বলল, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ছাড়া আর কোন মহিলা কোন উত্তর দেয়নি। এ মহিলাটি কে ছিল, হাসান (রা) তা জানতেন না। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা দান করো। বিলাল (রা) তাঁর কাপড় বিছিয়ে দিলেন। তখন মহিলারা তাদের রিং ও আংটি বিলাল (রা)-এর কাপড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন।

سُوْرَةُ الصَّفِّ

সূরা সাফ্‌ফ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَنْ اَنْصَارِيْ اِلَى اللّٰهِ مَنْ يَتَّبِعُنِيْ اِلَى اللّٰهِ ، وَقَالَ اُبْنُ عَبَّاسٍ : مَرْصُوْصٌ مُلْصَقٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ . وَقَالَ غَيْرُهُ ، بِالرَّصَاصِ.

মুজাহিদ (র) বলেন, مَنْ اَنْصَارِى اِلَى اللّٰهِ অর্থ, আল্লাহ্‌র পথে কে আমার অনুসরণ করবে ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, مَرْصُوْص অর্থ ঐ বস্তু যার এক অংশ অপর অংশের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ব্যতীত অপরাপর তাফসীরকারের মধ্যে رَصَّاص (মানে শিলা) ধাতু থেকে مَرْصُوْصًا শব্দটির উৎপত্তি।

بَابٌ قَوْلُهُ تَعَالَى يَاتِيْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَاتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ - "যিনি আমার পরে আসবেন, এবং যার নাম হবে আহ্‌মদ।" (৬১ ঃ ৬)

٤٥٣٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ لِيْ اَسْمَاءً اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِي الَّذِيْ يَمْحُو اللّٰهُ بِيَ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمِيَّ وَاَنَا الْعَاقِبُ *

৪৫৩২ আবুল ইয়ামান (র) ....জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমার অনেকগুলো নাম আছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহ্‌মাদ এবং আমি মাহী। আমার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত কুফরী বিলুপ্ত করবেন। আমি হাশির, আমার পশ্চাতে সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং আমি আকিব, সর্বশেষে আগমনকারী।

سُوْرَةُ الْجُمُعَةُ

সূরা জুমু‘আ

بَابٌ قَوْلُهُ : وَأٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ، وَقَرَأَ عُمَرُ : فَأَمْضُوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَأٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ - “এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।” (৬২ ঃ ৩) উমর (রা) فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ -এর স্থলে فَأَمْضُوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ (ধাবিত হও আল্লাহ্‌র দিকে) পড়তেন।

٤٥٣٣ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ ، وَأٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْابِهِمْ . قَالَ قُلْتُ : مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتّٰى سَأَلَ ثَلاَثًا وَفِيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ عَلٰى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ اَوْ رَجُلٌ مِنْ هٰؤُلاَءِ *

৪৫৩৩ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর কাছে বসেছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর উপর নাযিল হলো সূরা জুমু‘আ, যার একটি আয়াত হলো ঃ “এবং তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।” তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনবার এ কথা জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমাদের মাঝে সালমান ফারসী (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালমান (রা)-এর উপর হাতে রেখে বললেন, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছে থাকলেও আমাদের কতিপয় লোক অথবা তাদের এক ব্যক্তি তা অবশ্যই পেয়ে যাবে।

٤٥٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ

اَخْبَرَنِىْ ثَوْرٌ عَنْ اَبِى الْغَيْثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلاَءِ.

৪৫৩৪ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহাব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, আমাদের লোক অথবা তাদের কতিপয় লোক অবশ্যই তা পেয়ে যাবে।

بَابٌ قَوْلُهُ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী: وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً "এবং যখন তারা ব্যবসা (পণ্য দ্রব্য) দেখল।" (৬২:১১)

٤٥٣٥ حَدَّثَنِىْ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ وَعَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَقْبَلَتْ عِيْرٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَثَارَ النَّاسُ اِلاَّ اُثْنَا عَشَرَ رَجُلاً ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَو لَهْوًا نِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا *

৪৫৩৫ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জুমু'আর দিন একটি বাণিজ্য দল আসল, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। বারজন লোক ব্যতীত সকলেই সেদিকে ধাবিত হল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ "এবং যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক, তখন তারা (তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে) তার দিকে ছুটে গেল।" (৬২ ঃ ১১)

سُوْرَةُ الْمُنَافِقُوْنَ

সূরা মুনাফিকূন

قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ، اِلَى لَكَاذِبُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ - "যখন মুনাফিকগণ তোমার কাছে আসে, তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (৬৩ ঃ ১)

٤٥٣٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ فِىْ غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ يَقُوْلُ لاَ تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِهِ ، وَلَوْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمِّىْ اَوْ لِعُمَرَ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَدَعَانِىْ فَحَدَّثْتُهُ ، فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ وَاَصْحَابِهِ فَحَلَفُوْا مَاقَالُوْا ، فَكَذَّبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَدَّقَهُ فَاَصَابَنِىْ هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِىْ مِثْلُهُ قَطُّ ، فَجَلَسْتُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ لِىْ عَمِّىْ مَا اَرَدْتَ اِلَى اَنْ كَذَّبَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَقَتَكَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ فَبَعَثَ اِلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَقَرَاَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ .

৪৫৩৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাজা (র) .... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়কে বলতে শুনলাম, আল্লাহ্‌র রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা তাঁর থেকে সরে পড়ে এবং সে এও বলল, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই। এ কথা আমি আমার চাচা কিংবা উমর (রা)-এর কাছে বলে দিলাম। তিনি তা নবী ﷺ -এর কাছে ব্যক্ত করলেন। ফলে তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁকে বিস্তারিত এ সব কথা বলে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় এবং তার সাথী-সঙ্গীদের কাছে খবর পাঠালেন, তারা সকলেই কসম করে বলল, এহেন উক্তি তারা করেনি। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কথাকে মিথ্যা ও তার কথাকে সত্য বলে মেনে নিলেন। এতে আমি এরূপ মনঃকষ্ট পেলাম, যেরূপ কষ্ট আর কখনও পাইনি। আমি (মনের দুঃখে) ঘরে বসে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে তুমি কী রূপে মনে করলে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "যখন মুনাফিকগণ তোমার কাছে আসে।" নবী ﷺ আমার কাছে লোক পাঠালেন এবং এ সূরা পাঠ করলেন। এরপর বললেন, হে যায়দ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

بَابُ قَوْلِهِ اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً يَجْتَنُّوْنَ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً الاية - "তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে।" (৬৩ ঃ ২)

٤٥٣٧ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِّيْ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ ابْنَ سَلُوْلَ يَقُوْلُ لاَ تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا . وَقَالَ اَيْضًا : لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمِّيْ ، فَذَكَرَ عَمِّيْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ وَاَصْحَابِهِ فَحَلَفُوْا مَا قَالُوْا فَصَدَّقَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَذَّبَنِيْ ، فَاَصَابَنِيْ هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِيْ مِثْلُهُ فَجَلَسْتُ فِيْ بَيْتِيْ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ ، اِلٰى قَوْلِهِ : هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ، اِلٰى قَوْلِهِ : لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ، فَاَرْسَلَ اِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَهَا عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ .

৪৫৩৭ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র) .... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সাথে ছিলাম। এ সময় আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূলকে বলতে শুনেছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ -এর সহচরদের জন্য ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা তার থেকে সরে পড়ে এবং সে এও বলল যে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই। এ কথা আমি আমার চাচার কাছে বলে দিলাম। আমার চাচা তা (রাসূল) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ব্যক্ত করে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় এবং তার সাথী-সঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা সকলেই কসম করে বলল, তারা এ কথা বলেনি। ফলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের কথাকে সত্য এবং আমার কথাকে মিথ্যা মনে করলেন। এতে আমার এরূপ মনঃকষ্ট হল যেরূপ কষ্ট আর কখনও পাইনি। এমনকি আমি ঘরে বসে গেলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ "যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে।" থেকে "তারা বলে আল্লাহ্‌র রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে" এবং "তথা থেকে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই।" এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমার সামনে তা তিনি পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা করেছেন।

بَابٌ قَوْلُهُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ لاَ يَفْقَهُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "এটা এই জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের

হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।" (৬৩ ঃ ৩)

٤٥٣٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ قَالَ لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ لاَ تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ، وَقَالَ اَيْضًا : لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ اَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَلاَمَنِى الْاَنْصَارُ ، وَحَلَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ مَا قَالَ ذٰلِكَ ، فَرَجَعْتُ اِلَى الْمَنْزِلِ فَنِمْتُ ، فَدَعَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ ، فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ وَنَزَلَ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَتُنْفِقُوْا الْاٰيَةَ وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

৪৫৩৮ আদম (র) .... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় যখন বলল, "আল্লাহ্র রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না।" এবং এ-ও বলল যে,"যদি আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি.......।" তখন এ খবর আমি নবী ﷺ-কে জানিয়ে দিলাম। এ কারণে আনসারগণ আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় কসম করে বলল, এহেন কথা সে বলেনি। এরপর আমি বাড়ি ফিরে আসলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তোমার সত্যতা ঘোষণা করেছেন এবং নাযিল করেছেন – "তারা বলে তোমরা ব্যয় করবে না..... শেষ পর্যন্ত। ইব্ন আবূ যাইদ (র) উক্ত হাদীস যায়দ ইব্ন আরকামের মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ قَوْلُهُ وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُوْفَكُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণীঃ وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ الخ - "এবং তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমাদের কাছে প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ কর, যেন তারা দেয়ালে ঠেকানো স্তম্ভ সদৃশ। তার যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে।" (৬৩ ঃ ৪)

٤٥٣٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ اَصَابَ النَّاسَ فِيْهِ شِدَّةٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ لِاَصْحَابِهِ لاَ تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِهِ . وَقَالَ لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ، فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَاَرْسَلَ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ فَسَاَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِيْنَهُ مَا فَعَلَ ، قَالُوْا كَذَبَ زَيْدٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ مِمَّا قَالُوْا شِدَّةٌ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقِيْ فِيْ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ ، فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُؤُسَهُمْ .

৪৫৩৯ আমর ইব্‌ন খালিদ (র) .... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। সফরে এক কঠিন অবস্থা লোকদেরকে গ্রাস করে নিল। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় তার সাথী-সঙ্গীদেরকে বলল, "আল্লাহ্‌র রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে যারা তার আশে পাশে আছে।" সে এও বলল, "আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদের বহিষ্কৃত করবেই।" (এ কথা শুনে) আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে এ সম্পর্কে খবর দিলাম। তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়কে ডেকে পাঠালেন। সে অতি জোর দিয়ে কসম খেয়ে বলল, এ কথা সে বলেনি। তখন লোকেরা বলল, যায়দ রাসূল ﷺ -এর কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। তাদের এ কথায় আমার দারুণ মনঃকষ্ট হল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমার সত্যতা সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল করলেনঃ "যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে।" এরপর নবী ﷺ তাদেরকে ডাকলেন, যাতে তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, "কিন্তু তারা তাদের মাথা ফিরিয়ে নিল।"

بَابُ قَوْلِهِ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ، قَالَ كَانُوْا رِجَالاً اَجْمَلَ شَيْءٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ - "দেয়ালে ঠেকানো কাষ্ঠ স্তম্ভ।" রাবী বলেন, তারা অত্যন্ত সুন্দর দেহের অধিকারী পুরুষ ছিল।

بَابُ قَوْلِهِ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ

وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ، حَرَّكُوْا اِسْتَهْزَوُا بِالنَّبِيِّ ﷺ
وَيُقْرَأُ بِالتَّخْفِيْفِ مِنْ لَوَيْتُ *

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ - "যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা এস, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাচ্ছ, তারা দম্ভ ভরে ফিরে যায়।" (৬৩ ঃ ৫)

لَوَّوْا - তারা মাথা নেড়ে নবী ﷺ -এর সাথে বিদ্রূপ করত। কেউ কেউ لَوَّوْا শব্দটিকে لَوَيْتُ - (تَخْفِيْف সহকারে) পড়ে থাকেন।

٤٥٤. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِّىْ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ اُبْنَ سَلُوْلَ يَقُوْلُ لاَ تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا وَلَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمِّىْ فَذَكَرَ عَمِّىْ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَصَدَّقَهُمْ فَاَصَابَنِىْ غَمٌّ لَمْ يُصِبْنِىْ مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِىْ بَيْتِىْ ، وَقَالَ عَمِّىْ مَا اَرَدْتَ اِلٰى اَنْ كَذَّبَكَ النَّبِىُّ ﷺ وَمَقَتَكَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَاَرْسَلَ اِلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَقَرَاَهَا وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ .

৪৫৪০ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র) .... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সাথে ছিলাম। এ সময় শুনলাম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল বলছে, "আল্লাহ্‌র রাসূলের সহচরদের জন্য তোমরা ব্যয় করবে না যতক্ষণ না, তারা সরে পড়ে" এবং "আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা থেকে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই।" এ কথা আমি আমার চাচার কাছে উল্লেখ করলাম। আমার চাচা তা নবী ﷺ-এর কাছে ব্যক্ত করলেন, নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি বিস্তারিতভাবে এ কথা তাঁর কাছে বলে দিলাম। তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ও তার সাথী-সঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা সকলেই কসম করে বলল, এ কথা তারা বলেনি। ফলে নবী ﷺ আমাকে মিথ্যাবাদী ও তাদেরকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করলেন। এতে আমি এমন দুঃখ পেলাম যে, এমন দুঃখ আর কখনও পাইনি। এরপর আমি ঘরে বসে গেলাম। তখন আমার চাচা আমাকে বললেন,

এমন কাজের কেন সংকল্প করলে, যার ফলে নবী ﷺ তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন? এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ "যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল," তখন নবী ﷺ আমার কাছে লোক পাঠালেন এবং সূরাটি আমার সামনে তিলাওয়াত করলেন ও বললেন, আল্লাহ্ তোমায় সত্যবাদী বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

بَابٌ قَوْلُهُ : سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ - "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (৬৩ ঃ ৬)

٤٥٤١ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا فِيْ غَزَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فِيْ جَيْشٍ ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ ، رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ يَالَلْاَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَالَلْمُهَاجِرِيْنَ ، فَسَمِعَ ذَاكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ ، رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَقَالَ دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ فَقَالَ فَعَلُوْهَا اَمَا وَاللّٰهِ لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِيْ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ اَكْثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حِيْنَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ ثُمَّ اِنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ كَثُرُوْا بَعْدُ قَالَ سُفْيَانُ فَحَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرًا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ .

بَابٌ قَوْلُهُ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَيَفْقَهُوْنَ *

৪৫৪১ আলী (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা উপস্থিত ছিলাম। বর্ণনাকারী সুফয়ান (র) একবার غَزْوَةٌ-এর স্থলে جَيْش বর্ণনা করেছেন। এ সময় জনৈক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করলেন। তখন আনসারী হে আনসারী ভাইগণ! বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং মুহাজির সাহাবী, ওহে মুহাজির ভাইগণ ! বলে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাসূল ﷺ তা শুনে বললেন, কী খবর, আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতের মত ডাকাডাকি করছ কেন? তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক মুহাজির এক আনসারীর নিতম্বে আঘাত করেছে। তিনি বললেন, এরূপ ডাকাডাকি ছেড়ে দাও। এটা অত্যন্ত গন্ধময় কথা। এরপর ঘটনাটি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়ের কানে পৌঁছল, সে বলল, আচ্ছা, মুহাজিররা কি এ কাজ করেছে ? "আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা থেকে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকেদেরকে বহিষ্কৃত করবেই।" এ কথা নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছল। তখন উমর (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি এক্ষুণি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছি। নবী ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। ভবিষ্যতে যাতে কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেন। জাবির (রা) বলেন, মুহাজিররা যখন মদীনায় হিজরত করে আসেন, তখন মুহাজিরদের তুলনায় আনসাররা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। অবশ্য পরে মুহাজিররা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যান। সুফয়ান (র) .... বলেন, এ হাদীসটি আমি আমর (র) থেকে মুখস্থ করেছি। আমর (র) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لاَ تُنْفِقُوا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰه حَتّٰى يَنْفَضُّوْا وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَفْقَهُوْنَ - "তারাই বলে, আল্লাহ্‌র রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করবে না, যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তো আল্লাহ্‌রই! কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।" (৬৩ ঃ ৭)

٤٥٤٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ حَزِنْتُ عَلٰى مَنْ اُصِيْبَ بِالْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ اِلَيَّ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِيْ يَذْكُرُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَلِاَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ وَشَكَّ ابْنُ الْفَضْلِ فِيْ اَبْنَاءِ اَبْنَاءِ

الْاَنْصَارِ فَسَأَلَ اَنَسًا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِىْ يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الَّذِىْ اَوْفَى اللّٰهُ لَهُ بِاُذُنِهِ .

৪৫৪২ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হার্‌রায় যাদেরকে শহীদ করা হয়েছিল তাদের খবর শুনে শোকাহত হয়েছিলাম। আমার এ শোকের সংবাদ যায়দ ইব্ন আরকাম (রা)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি আমার কাছে পত্র লিখেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি রাসূলকে বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ্ ! আনসার ও আনসারদের সন্তানদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও। এ দোয়ার মাঝে রাসূল ﷺ আনসারদের তাদের সন্তানদের ও অদের সন্তানদের জন্য দোয়া করেছেন কিনা এ ব্যাপারে ইব্ন ফায্‌ল (রা) সন্দেহ করেছেন। এ ব্যাপারে আনাস (রা) তার কাছে উপস্থিত ব্যক্তিদের কাউকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) ঐ ব্যক্তি যার শ্রবণ করাকে আল্লাহ্ পাক সত্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

بَابٌ قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ : لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ، وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ، وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ - "তারা বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদের বহিষ্কৃত করবেই। কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্‌রই, আর তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের। তবে মুনাফিকরা তা জানে না।" (৬৩ ঃ ৮)

٤٥٤٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا فِى غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ يَا لَلْاَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِىُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ ، فَسَمَّعَهَا اللّٰهُ رَسُوْلَهُ ﷺ قَالَ مَا هٰذَا ؟ فَقَالُوْا كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ يَاللْاَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِىُّ يَاللْمُهَاجِرِيْنَ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ قَالَ جَابِرٌ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ اَكْثَرَ ، ثُمَّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُوْنَ بَعْدُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ اَوَقَدْ فَعَلُوْا وَاللّٰهِ لَئِنْ

رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ *

৪৫৪৩ হুমায়দী (র) .... জাবির আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম। জনৈক মুহাজির আনসারদের এক ব্যক্তিকে নিতম্বে আঘাত করলেন। তখন আনসারী সাহাবী "হে আনসারী ভাইগণ !" বলে এবং মুহাজির সাহাবী "হে মুহাজির ভাইগণ !" বলে ডাক দিলেন। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের কানে এ কথা পৌঁছিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, এ কী ধরনের ডাকাডাকি ? উপস্থিত লোকেরা বললেন, জনৈক মুহাজির ব্যক্তি এক আনসারী ব্যক্তির নিতম্বে আঘাত করেছে। আনসারী ব্যক্তি "হে আনসারী ভাইগণ !" বলে এবং মুহাজির ব্যক্তি "হে মুহাজির ভাইগণ !" বলে নিজ নিজ গোত্রকে ডাক দিলেন। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, এ ধরনের ডাকাডাকি ছেড়ে দাও। এগুলো অত্যন্ত দুর্গন্ধময় কথা। জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ যখন মদীনায় হিজরত করে আসেন তখন আনসার সাহাবিগণ ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। পরে মুহাজিরগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যান। এ সব কথা শুনার পর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় বলল, সত্যিই তারা কি এমন করেছে ? আল্লাহ্র কসম! আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে বহিষ্কৃত করবেই। তখন ইব্ন খাত্তাব (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী ﷺ বললেন, উমর! তাকে ছেড়ে দাও, যেন লোকেরা এ কথা বলতে না পারে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করছেন।

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ

সূরা তাগাবুন

وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، هُوَ الَّذِيْ اِذَا اَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ اَنَّهَا مِنَ اللّٰهِ

আলকামা (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ - "এবং যে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন।" (৬৪ ঃ ১১) -এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর দ্বারা এমন লোককে বোঝানো হয়েছে , যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং এ কথা মনে করে যে, এ বিপদ আল্লাহ্র পক্ষ হতেই এসেছে।

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ

সূরা তালাক

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَبَالَ اَمْرِهَا جَزَاءَ اَمْرِهَا

মুজাহিদ (র) বলেন, وَبَالَ اَمْرِهَا অর্থ جَزَاءَ اَمْرِهِ মানে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি।

٤٥٤٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ فَاِنْ بَدَالَهُ اَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ .

৪৫৪৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর উমর (রা) তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। এরপর তিনি বললেন, সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয়। এরপর পবিত্রাবস্থা না আসা পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রেখে দিক। এরপর ঋতু এসে আবার পবিত্র হলে তখন যদি তালাক দেয়ার প্রয়োজন মনে করে তাহলে পবিত্রাবস্থায় স্পর্শ করার পূর্বে সে যেন তাকে তালাক প্রদান করে। আল্লাহ্ যে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, এটি সেই ইদ্দত।

بَابٌ قَوْلُهُ وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا ، وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ وَاحِدُهَا ذَاتُ حَمْلٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ- "এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্কে যে ভয় করে, আল্লাহ্ তার সমস্যা সহজে সমাধান করে দিবেন।" (৬৫ ঃ ৪) وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ -এর একবচন ذَاتُ حَمْلٍ

٤٥٤٥ حَدَّثَنَا سَعْدُ ابْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ اَفْتِنِىْ فِىْ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِاَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اٰخِرُ الْاَجَلَيْنِ ، قُلْتُ اَنَا وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَن يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَا مَعَ ابْنِ اَخِىْ ، يَعْنِىْ اَبَا سَلَمَةَ ، فَاَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ يَسْاَلُهَا ، فَقَالَتْ قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةِ وَهِىَ حُبْلٰى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِاَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَاَنْكَحَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اَبُوْ السَّنَابِلِ فِيْمَنْ خَطَبَهَا * وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ فِىْ حَلْقَةٍ فِيْهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ لَيْلٰى وَكَانَ اَصْحَابُهُ يُعَظِّمُوْنَهُ ، فَذَكَرَ اٰخِرَ الْاَجَلَيْنِ فَحَدَّثْتُ بِحَدِيْثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ فَضَمَّنَ لِىْ بَعْضُ اَصْحَابِهِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ اِنِّى اِذًا لَجَرِىءٌ اِن كَذَبْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِىْ نَاحِيَةِ الْكُوْفَةِ فَاَسْتَحْيَا وَقَالَ لٰكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ ، فَلَقِيْتُ اَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَاَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِىْ حَدِيْثَ سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْهَا شَيْئًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اَتَجْعَلُوْنَ عَلَيْهَا التَّغْلِيْظَ ، وَلَا تَجْعَلُوْنَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى بَعْدَ الطُّوْلٰى وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *

৪৫৪৫ সা'দ ইব্ন হাফ্স (র) .... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এলেন এবং

বললেন, এক মহিলা তার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর বাচ্চা প্রসব করেছে। সে এখন কিভাবে ইদ্দত পালন করবে, এ বিষয়ে আমাকে ফতোয়া দিন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, ইদ্দত সম্পর্কিত হুকুম্ দু'টির যেটি দীর্ঘ, তাকে সেটি পালন করতে হবে। আবু সালামা (র) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র হুকুম তো হলঃ গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ আবূ সালামার সাথে আছি। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর ক্রীতদাস কুরায়বকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করার জন্য উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে পাঠালেন। তিনি বললেন, সুবায়আ আসলামিয়া (রা)-এর স্বামীকে হত্যা করা হল, তিনি তখন গর্ভবতী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তিনি সন্তান প্রসব করলেন। এরপরই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন। যারা তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন আবুস্ সানাবিল তাদের মধ্যে একজন। (অন্য এক সনদে) সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) ও আবুন নু'মান, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ ও আইয়ুবের মাধ্যমে মুহাম্মদ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ঐ মজলিশে ছিলাম, যেখানে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু লায়লা (র)-ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তিনি ইদ্দত সম্পর্কিত হুকুম দু'টি থেকে দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ হুকুমটির" কথা উল্লেখ করলে আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবার বরাত দিয়ে সুবায়আ বিন্‌ত হারিছ আসলামিয়্যা (র) সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণনা করলাম। মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন (র) বলেন, এতে তাঁর কতিপয় সঙ্গী-সাথী আমাকে থামিয়ে দিল। তিনি বলেন, আমি বুঝলাম, তারা আমার হাদীসটি অস্বীকার করছে। তাই আমি বললাম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা (র) কূফাতে এখনও জীবিত আছেন, এমতাবস্থায় যদি আমি তাঁর নাম নিয়ে মিথ্যা কথা বলি, তাহলে এতে আমার চরম দুঃসাহসিকতা দেখানো হবে। এ কথা শুনে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা লজ্জিত হলেন এবং বললেন, কিন্তু তার চাচা তো এ হাদীস বর্ণনা করেন নি। তখন আমি আবূ আতিয়া মালিক ইব্‌ন আমিরের সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সুবায়আ (রা)-এর হাদীসটি বর্ণনা করে আমকে শোনাতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, (এ বিষয়ে) আপনি আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে কোন কথা শুনেছেন কি? তিনি বললেন, আমরা আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি এ ধরনের মহিলাদের প্রতি সহজ পন্থা অবলম্বন না করে কঠোরতা অবলম্বন করতে চাচ্ছ? সূরা নিসা আল্‌কুসরা এরপরে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ

সূরা তাহরীম

بَابٌ قَوْلُهُ : يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٠

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ ﷺ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - "হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? "তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ ; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৬৬ ঃ ১)

٤٥٤٦ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكَفِّرُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ *

৪৫৪৬ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ির (রা) থেকে বর্ণিত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, এরূপ হারাম করে নেয়ার ক্ষেত্রে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ-ও বলেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম নমুনা।"

٤٥٤٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ إِنِّيْ أَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ ، قَالَ لَا وَلٰكِنِّيْ كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُوْدَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِيْ بِذٰلِكَ أَحَدًا .

৪৫৪৭ ইবরাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যয়নব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা)-এর কাছে মধু পান করতেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। তাই আমি এবং হাফ্‌সা একমত হলাম যে, আমাদের যার ঘরেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসবেন, সে তাঁকে বলবে, আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন ? আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি বললেন, না, বরং আমি যয়নব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা)-এর ঘরে মধু পান করেছি। তবে আমি কসম করলাম, আর কখনও মধু পান করব না। তুমি এ বিষয়টি আর কাউকে জানাবে না।

بَابٌ قَوْلُهُ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ .

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী: تَبْتَغِي مَرضَاتَ أَزوَاجِكَ - "তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ।"(৬৬ঃ১)

بَابٌ قَوْلُهُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ -"আল্লাহ্ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের সহায় ; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (৬৬ ঃ ২)

٤٥٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ اَنَّهُ قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيْدُ اَسْاَلَ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ عَنْ اٰيَةٍ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَسْاَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتّٰى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ ، عَدَلَ اِلَى الْاَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ ، قَالَ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتّٰى فَرَغَ ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اَزْوَاجِهِ ، فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ ، قَالَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لَاُرِيْدُ اَنْ اَسْاَلَكَ عَنْ هٰذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا اَسْتَطِيْعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ اَنْ عِنْدِيْ مِنْ عِلْمٍ فَاُسَالْنِيْ فَاِنْ كَانَ لِيْ عِلْمٌ خَبَرْتُكَ بِهِ ، قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ اَمْرًا حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِنَّ مَا اَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ ، قَالَ فَبَيْنَا اَنَا فِيْ اَمْرٍ تَاَمَّرُهُ اِذْ قَالَتِ امْرَاتِيْ لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهَا مَالَكِ وَلِمَا هَاهُنَا فِيْهَا تَكَلُّفُكِ فِيْ اَمْرٍ اُرِيْدُهُ ، فَقَالَتْ لِيْ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيْدُ اَنْ تُرَاجَعَ اَنْتَ وَاِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانًا ، فَقَامَ عُمَرُ فَاَخَذَا رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا يَا بُنَيَّةُ اِنَّكِ لَتُرَاجِعِيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللّٰهِ اِنَّا لَنُرَاجِعُهُ ، فَقُلْتُ تَعْلَمِيْنَ اَنِّيْ اُحَذِّرُكِ عُقُوْبَةَ اللّٰهِ ، وَغَضَبَ رَسُوْلِهِ يَابُنَيَّةُ لاَ تَغُرَّنَّكِ

هٰذِهِ الَّتِىْ اَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاهَا يُرِيْدُ عَائِشَةَ ، قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِىْ مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا، فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلْتَ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى تَبْتَغِىْ اَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَزْوَاجِهِ ، فَاَخَذَتْنِىْ وَاللّٰهِ اَخْذًا كَسَرَتْنِىْ عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ اَجِدُ ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِىْ صَاحِبٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِذَا غِبْتُ اَتَانِى بِالْخَبَرِ ، وَاِذَا غَابَ كُنْتُ اَنَا اٰتِيْهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَلَنَا اَنَّهُ يُرِيْدُ اَنْ يَسِيْرَ اِلَيْنَا فَقَدِ امْتَلَاَتْ صُدُوْرُنَا مِنْهُ ، فَاِذَا صَاحِبِىْ الْاَنْصَارِىُّ يَدُقُّ الْبَابَ ، فَقَالَ افْتَحْ افْتَحْ ، فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِىُّ ، فَقَالَ بَلْ اَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ اعْتَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَغِمَ اَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ فَاَخَذْتُ ثَوْبِى فَاَخْرُجُ حَتّٰى جِئْتُ ، فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْوَدُ عَلَى رَاْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ لَهُ قُلْ هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاَذِنَ لِى ، قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيْثَ اُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّهُ لَعَلَى حَصِيْرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَىْءٌ وَتَحْتَ رَاْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ اُدُمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ ، وَاِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوْبًا ، وَعِنْدَ رَاْسِهِ اَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَرَاَيْتُ اَثَرَ الْحَصِيْرِ فِىْ جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، اِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَفِيْمَا هُمَا فِيْهِ ، وَاَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاٰخِرَةُ *

৪৫৪৮ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি এক বছর অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবের ভয়ে আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে সক্ষম হইনি। অবশেষে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে, আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা যখন কোন একটি রাস্তা অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি পিলু বৃক্ষের আড়ালে গেলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি প্রয়োজন সেরে না আসা পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। এরপর তাঁর সঙ্গে পথ চলতে চলতে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! নবী ﷺ -এর স্ত্রীদের কোন্ দু'জন তার বিপক্ষে একমত হয়ে পরস্পর একে অন্যকে সহযোগিতা করেছিলেন ? তিনি বললেন, তাঁরা দু'জন হল হাফসা ও আয়েশা (রা। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! আমি আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য এক বছর যাবত ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু আপনার ভয়ে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তখন উমর (রা) বললেন, অমন করবে না। যে বিষয়ে তুমি মনে করবে যে, আমি তা জানি, তা আমাকে জিজ্ঞেস করবে। এ বিষয়ে আমার জানা থাকলে আমি তোমাকে জানিয়ে দেব। তিনি বলেন, এরপর উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্র শপথ ! জাহেলী যুগে মহিলাদের কোন অধিকার আছে বলে আমরা মনে করতাম না। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে যে বিধান নাযিল করার ছিল তা নাযিল করলেন এবং তাদের হক হিসাবে যা নির্দিষ্ট করার ছিল তা নির্দিষ্ট করলেন। তিনি বলেন, একদিন আমি কোন এক বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলাম, এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী আমাকে বললেন, কাজটি যদি তুমি এভাবে এভাবে কর (তাহলে ভাল হবে)। আমি বললাম, তোমার কী প্রয়োজন ? এবং আমার কাজে তোমার এ অনধিকার চর্চা কেন। সে আমাকে বলল, হে খাত্তাবের বেটা! কি আশ্চর্য, তুমি চাও না যে, আমি তোমার কথার উত্তর দান করি অথচ তোমার কন্যা হাফ্সা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথার পৃষ্ঠে কথা বলে থাকে। এমনকি একদিন তো সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে রাগান্বিত করে ফেলে। এ কথা শুনে উমর (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং চাদরখানা নিয়ে তার বাড়িতে চলে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, বেটী! তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কথার প্রতি-উত্তর করে থাক। ফলে তিনি দিনভর মনঃক্ষুণ্ন থাকেন। হাফ্সা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা তো অবশ্যই তাঁর কথার জবাব দিয়ে থাকি। উমর (রা) বলেন, আমি বললাম, জেনে রাখ! আমি তোমাকে আল্লাহ্র শাস্তি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সতর্ক করছি। রূপ-সৌন্দর্যের কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ভালবাসা যাকে গর্বিতা করে রেখেছে, সে যেন তোমাকে প্রতারিত না করতে পারে। এ কথা বলে উমর (রা) আয়েশা (রা)-কে বোঝাচ্ছিলেন। উমর (রা) বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম এবং উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম ও এ বিষয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা বললাম। কারণ, তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তখন উম্মে সালামা (রা) বললেন, হে খাত্তাবের বেটা! কি আশ্চর্য, তুমি প্রত্যেক ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করছ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তার স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছ। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাকে এমন কঠোরভাবে ধরলেন যে, আমার গোস্বাকে একেবারে শেষ করে দিলেন। এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে চলে আসলাম। আমার একজন আনসার বন্ধু ছিল। যদি আমি কোন মজলিশ থেকে অনুপস্থিত থাকতাম তাহলে সে এসে মজলিশের খবর আমাকে জানাত। আর সে যদি অনুপস্থিত থাকত তাহলে আমি এসে তাকে মজলিশের খবর জানাতাম। সে সময় আমরা গাস্সানী বাদশাহ্র আক্রমণের আশংকা করছিলাম। আমাদেরকে বলা

হয়েছিল যে, সে আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করেছে। তাই আমাদের হৃদয়-মন এ ভয়ে শংকিত ছিল। এমন সময় আমার আনসার বন্ধু এসে দরজায় করাঘাত করে বললেন, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন। আমি বললাম, গাস্সানীরা এসে পড়েছে নাকি ? তিনি বললেন, বরং এর চেয়েও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছেন। তখন আমি বললাম, হাফ্সা ও আয়েশার নাক ধূলায় ধুসরিত হোক। এরপর আমি কাপড় নিয়ে বেরিয়ে চলে আসলাম। গিয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি উঁচু টোঙে অবস্থান করছেন। সিঁড়ি বেয়ে সেখানে পৌছতে হয়। সিঁড়ির মুখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন কালো গোলাম বসা ছিল। আমি বললাম, বলুন, উমর ইব্ন খাত্তাব এসেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে অনুমতি দিলেন, আমি তাঁকে এসব ঘটনা বললাম, এক পর্যায়ে আমি যখন উম্মে সালামার কথোপকথন পর্যন্ত পৌছলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসলেন। এ সময় তিনি একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে ছিলেন। চাটাই এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাঝে আর কিছুই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার একটি বালিশ এবং পায়ের কাছে ছিল সল্ম বৃক্ষের পাতার একটি স্তূপ ও মাথার উপর লটকানো ছিল চামড়ার একটি মশক। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক পার্শ্বে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেললে তিনি বললেন, তুমি কেন কাঁদছ ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! কিসরা ও কায়সার পার্থিব ভোগ-বিলাসের মধ্যে ডুবে আছে, অথচ আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি পছন্দ করো না যে, তারা দুনিয়া লাভ করুক, আর আমরা আখিরাত লাভ করি।

بَابٌ قَوْلُهُ : وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا . فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ . فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَا . قَالَ نَبَّاَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ، فِيْهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا . فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ- . فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَا . قَالَ نَبَّاَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ -"স্মরণ কর, নবী তাঁর সহধর্মিণীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিলেন। যখন সে তা অন্যকে বলে দিল এবং আল্লাহ্ নবী ﷺ-কে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী ﷺ এ বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করলেন এবং কিছু অব্যক্ত রাখলেন। যখন নবী ﷺ তা তাঁর সে স্ত্রীকে জানালেন তখন সে বলল, কে আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করল ? নবী ﷺ বললেন, আমাকে অবহিত করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।" (৬৬ ঃ ৩) এ বিষয়ে আয়েশা (রা)-ও এক হাদীস নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤٥٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةَ الْجُعْفِىُّ

قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَرَدْتُ اَنْ اَسْاَلَ عُمَرَ ، فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْاَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرْتَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا اَتْمَمْتُ كَلاَمِيْ حَتّٰى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ .

৪৫৪৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুগীরা আল-জুফী (রা) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করলাম। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণীদের কোন্ দু'জন তাঁর ব্যাপারে একমত হয়ে পরস্পর একে অন্যকে সহযোগিতা করেছিলেন? আমি আমার কথা শেষ করতে না করতেই তিনি বললেন, আয়েশা এবং হাফসা (রা)।

بَابٌ قَوْلُهُ : اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ، صَغَوْتُ وَاَصْغَيْتُ مِلْتُ ، لِتَصْغٰى لِتَمِيْلَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا - "যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। (৬৬ ঃ ৪) صَغَوْتُ এবং اَصْغَيْتُ (ثلاثى مجزد ومزيد فيه) উভয়ের অর্থ- مِلْتُ মানে-আমি ঝুঁকে পড়েছি। لِتَصْغٰى অর্থ- لِتَمِيْلَ মানে যেন সে অনুরাগী হয়, ঝুঁকে পড়ে।

بَابٌ قَوْلُهُ وَاِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ظَهِيْرٌ عَوْنٌ ، تَظَاهَرُوْنَ تَعَاوَنُوْنَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ ، اَوْصُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَاَدِّبُوْهُمْ *

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ - "কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ই তাঁর বন্ধু এবং জিব্‌রাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও। উপরন্তু অন্যান্য ফেরেশতাও তাঁর সাহায্যকারী। (৬৬ ঃ ৪) ظَهِيْرٌ অর্থ عَوْنٌ মানে সাহায্যকারী تَظَاهَرُوْنَ মানে تَعَاوَنُوْنَ -পরস্পর তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ। মুজাহিদ (র) বলেন, قُوا اَنْفُسَكُمْ

وَاَهْلِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَاَدِّبُوْهُمْ - তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে, তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য ওসীয়ত কর এবং তাদেরকে আদব শিক্ষা দাও।

٤٥٥٠. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَرَدْتُ اَنْ اَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْاَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَكُثْتُ سَنَةً فَلَمْ اَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا ، حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًّا ، فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرَانَ ذَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ اَدْرِكْنِيْ بِالْوَضُوْءِ ، فَاَدْرَكْتُهُ بِالْاِدَاوَةِ ، فَجَعَلْتُ اَسْكُبُ عَلَيْهِ ، وَرَاَيْتُ مَوْضِعًا ، فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْاَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا اَتْمَمْتُ كَلَامِيْ، حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ .

৪৫৫০ হুমায়দী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দু'জন মহিলা নবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে পরস্পর একে অন্যকে সাহায্য করেছিল, তাদের সম্পর্কে উমর (রা)-কে আমি জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা করছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞেস করার সুযোগ না পেয়ে আমি এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। অবশেষে একবার হজ্জ করার উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে আমি যাত্রা করলাম। আমরা 'যাহ্‌রান' নামক স্থানে পৌঁছলে উমর (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে গেলেন। এরপর আমাকে বললেন, আমার জন্য ওযুর পানির ব্যবস্থা কর। আমি পাত্র ভরে পানি নিয়ে আসলাম এবং ঢেলে দিতে লাগলাম। প্রশ্ন করার সুযোগ মনে করে আমি তাঁকে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! ঐ দু'জন মহিলা কারা, যারা পরস্পর একে অন্যকে সাহায্য করেছিল? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি আমার কথা শেষ করতে না করতেই তিনি বললেন, আয়েশা ও হাফ্‌সা (রা)।

بَابٌ قَوْلُهُ عَسٰى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبَدِّلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَّاَبْكَارًا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ عَسٰى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبَدِّلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَّاَبْكَارًا - "যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁর প্রতিপালক সম্ভবত তাঁকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী, যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।" (৬৬ ঃ ৫)

٤٥٥١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ

৪৫৫১ আমর ইব্‌ন আউন (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ-কে সচেতন করার জন্য তাঁর সহধর্মিণীগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। আমি তাঁদেরকে বললাম, যদি নবী ﷺ তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তবে তাঁর প্রতিপালক সম্ভবত তাঁকে দেবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।

سُوْرَةُ الْمُلْكُ

সূরা মুল্‌ক

التَّفَاوُتُ الاِخْتِلاَفُ ، وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُّتُ وَاحِدٌ، تَمَيَّزُ تَقَطَّعُ، مَنَاكِبِهَا جَوَانِبِهَا، تَدَّعُوْنَ وَتَدْعُوْنَ، مِثْلُ تَذَّكَّرُوْنَ وَتَذْكُرُوْنَ، وَيَقْبِضْنَ يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : صَافَّاتٍ بُسْطٍ أَجْنِحَتِهِنَّ، وَنُفُوْرٌ الْكُفُوْرُ

التَّفَاوُتُ অর্থ বিভিন্নতা। التَّفَاوُتُ এবং التَّفَوُّتُ শব্দ দু'টো একই অর্থবোধক। تَمَيَّزُ অর্থ টুকরো হয়ে যাবে বা ফেটে পড়বে। مَنَاكِبِهَا অর্থ তার দিগদিগন্তা। تَدَّعُوْنَ এবং تَدْعُوْنَ বাক্যদ্বয় تَذَّكَّرُوْنَ ও تَذْكُرُوْنَ -এর মতই। يَقْبِضْنَ অর্থ তারা তাদের পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। মুজাহিদ (র) বলেন, صَافَّاتٍ অর্থ তারা তাদের পাখা বিস্তার করে। نُفُوْرٌ অর্থ কুফ্‌র ও সত্যবিমুখতা।

سُوْرَةُ الْقَلَمِ

সূরা কলম

وَقَالَ قَتَادَةُ : حَرْدٍ جِدٍّ فِي أَنْفُسِهِمْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا لَضَالُّوْنَ

اَضْلَلْنَا مَكَانَ جَنَّتِنَا . وَقَالَ غَيْرُهُ : كَالصَّرِيْمِ كَالصُّبْحِ اَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ اَنْصَرَمَ مِنَ النَّهَارِ وَهُوَ اَيْضًا كُلُّ رَمْلَةٍ اَنْصَرَمَتْ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ ، وَالصَّرِيْمُ اَيْضًا الْمَصْرُوْمُ مِثْلُ قَتِيْلٍ وَمَقْتُوْلٍ .

কাতাদা (র) বলেন, حَرْدٍ অর্থ جِدٌّ فِى اَنْفُسِهِمْ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, اِنَّا لَضَالُّوْنَ অর্থ আমরা আমাদের জান্নাতের স্থানের কথা ভুলে গিয়েছি। ইব্ন আব্বাস (রা) ব্যতীত অন্যান্য ভাষ্যকার বলেছেন, كَالصَّرِيْمِ অর্থ রাত থেকে বিচ্ছিন্ন প্রভাতের মত বা দিন থেকে বিচ্ছিন্ন রাতের মত। صَرِيْمُ ঐ বালুকণাকেও বলা হয় যা বালুস্তূপ হতে বিচ্ছিন্ন । صَرِيْمُ – مَصْرُوْمُ শব্দদ্বয় قَتِيْلٍ এবং مَقْتُوْلٍ -এর মত।

بَابٌ قَوْلُهُ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ - "রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।" (৬৮ ঃ ১৩)

٤٥٥٢ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ قَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ *

৪৫৫২ মাহ্মুদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ (রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ ব্যক্তিটি হলো কুরাইশ গোত্রের এমন এক ব্যক্তি, যার ঘাড়ে বকরীর চিহ্নের মত একটি বিশেষ চিহ্ন ছিল।

٤٥٥٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ .

৪৫৫৩ আবূ নুআঈম (র) .... হারিস ইব্ন ওয়াহাব খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের পরিচয় বলব না ? তারা দুর্বল এবং

অসহায় ; কিন্তু তাঁরা যদি কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বসেন, তাহলে তা পূরণ করে দেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের পরিচয় বলব না ? যারা রূঢ় স্বভাব, অধিক মোটা এবং অহংকারী তারাই জাহান্নামী।

بَابٌ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ *

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ -"স্মরণ কর, সে চরম সংকট দিনের কথা।" (সূরা কালাম) (৬৮ ঃ ৪২)

[٤٥٥٤] حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ أَبِيْ هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُوْلُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِئَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا *

[৪৫৫৪] আদম (র) .... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমাদের প্রতিপালক যখন তার কুদরতী পায়ের গোড়ালির জ্যোতি বিকীর্ণ করবেন, তখন ঈমানদার নারী ও পুরুষ সবাই তাকে সিজ্‌দা করবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো ও প্রচারের জন্য সিজ্‌দা করত, তারা কেবল অবশিষ্ট থাকবে। তারা সিজ্‌দা করতে ইচ্ছা করলে তাদের পৃষ্ঠদেশ একখণ্ড কাষ্ঠফলকের মত শক্ত হয়ে যাবে।

سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ

সূরা হাক্কা

عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ يُرِيْدُ فِيْهَا الرِّضَا الْقَاضِيَةَ الْمَوْتَةَ الْأُوْلَى الَّتِي مُتُّهَا لَمْ أُوْحِيْ بَعْدَهَا مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ أَحَدٌ يَكُوْنُ لِلْجَمْعِ وَلِلْوَاحِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلْوَتِيْنُ نِيَاطُ الْقَلْبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَغَى كَثُرَ وَيُقَالُ

بِالطَّاغِيَةِ بِطُغْيَانِهِمْ وَيُقَالُ طَغَتْ عَلَى الْخُزَّانِ كَمَا طَغَى الْمَاءُ عَلَى قَوْمِ نُوحٍ *

عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ অর্থ সন্তোষজনক জীবন। الْقَاضِيَةَ অর্থ প্রথম মৃত্যুটাই যদি এমন হত যে, তারপর আর জীবিত না করা হত। مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ অর্থ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে। احد শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, الْوَتِيْنَ অর্থ হৃদপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত রগ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরো বলেন, طَغَى অর্থ অতিরিক্ত হয়েছে বা অধিক হয়েছে। বলা হয় بِالطَّاغِيَةِ অর্থ তাদের বিদ্রোহ এবং কুফ্‌রীর কারণে طَغَتْ عَلَى الْخُزَّانِ অর্থ বায়ু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এবং সামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছে যেমন পানি নূহ্‌ সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ

সূরা মা'আরিজ

اَلْفَصِيْلَةُ اَصْغَرُ اٰبَائِهِ الْقُرْبٰى إِلَيْهِ يَنْتَمِيْ مَنِ انْتَمٰى لِلشَّوٰى اَلْيَدَانِ وَالرِّجْلاَنِ وَالْاَطْرَافُ وَجِلْدَةُ الرَّاسِ يُقَالُ لَهَا شَوَاةٌ وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتَلٍ فَهُوَ شَوًى وَالْعِزُوْنَ الْخَلَقُ الْجَمَاعَاتُ وَاحِدُهَا عِزَةٌ *

اَلْفَصِيْلَةُ অর্থ তাদের পূর্ব-পুরুষদের থেকে সর্বাধিক নিকটাত্মীয়, যাদের থেকে তারা পৃথক হয়েছে এবং যাদের দিকে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়। لِلشَّوَى অর্থ দু'হাত, দু'পা, শরীরের বিভিন্ন প্রান্ত ভাগ এবং মাথার চামড়া সবগুলোকে شَوَاةٌ বলা হয়। الْعِزُوْنَ অর্থ দলসমূহ। এর একবচন عِزَةٌ।

سُوْرَةُ نُوْحٍ

সূরা নূহ্‌

أَطْوَارًا طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا يُقَالُ عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ وَالْكُبَّارُ أَشَدُّ

مِنَ الْكِبَارِ وَكَذَالِكَ جُمَّالٌ وَجَمِيْلٌ لاَنَّهَا اَشَدُّ مُبَالَغَةً وَكُبَّارُ الْكَبِيْرُ وَكُبَارًا اَيْضًا بِالتَّخْفِيْفِ وَالْعَرَبُ تَقُوْلُ رَجُلٌ حُسَّانٌ وَجُمَّالٌ وَحُسَانٌ مُخَفَّفٌ وَجُمَالٌ مُخَفَّفٌ دَايَّارًا مِنْ دَوْرٍ وَلَكِنَّهُ فَيْعَالٌ مِنَ الدَّوْرَانِ كَمَا قَرَأَ عُمَرُ الْحَيُّ الْقَيَّامُ وَهِيَ مِنْ قُمْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ: دَيَّارًا أَحَدًا ، تَبَارًا هَلاَكًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِدْرَارًا يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَقَارًا عَظَمَةً .

طَوَارًا অর্থ পর্যায়ক্রমে, বলা হয়। غَدَا طَوْرَهُ -সে তার মর্যাদাকে অতিক্রম করে গেছে। الكُبَّارُ (بالتَخْفِيْف)) -এর তুলনায় الكُبَّارُ (بالتشديد) -এর অর্থের মাঝে কিছু আধিক্য ও কঠোরতা বিদ্যমান আছে। এমনিভাবে جُمَّالٌ -এর মাঝে جَمِيلٌ -এর তুলনায় অধিকতর সৌন্দর্যের অর্থ বিদ্যমান আছে। كُبَّارُ الْكَبِيْرُ ও (بالتَخْفِيْف) كُبَّارُ -এর অবস্থা অনুরূপই। আরবীয় লোকেরা তাশ্‌দীদের সাথে رَجُلٌ حُسَّانٌ وَجُمَّالٌ -ও বলেন, এমনিভাবে তাখ্‌ফীফের সাথে رَجُلٌ حُسَانٌ وَجُمَالٌ -ও বলে থাকেন। دَيَّارًا শব্দটির উৎপত্তি دَوْرٌ ধাতু থেকে। তবে যদি তাকে فَيْعَالٌ -এর ওযনে ধরা হয় তাহলে এর উৎপত্তি হবে دَوْرَاتٌ শব্দমূল থেকে। যেমন, উমর (রা) الحَيُّ الْقَيَّامُ পড়েছেন। قُمْتُ থেকে قِيَامٌ শব্দটির উৎপত্তি। অন্যান্য মুফাস্‌সির বলেছেন, دَيَّارًا অর্থ أَحَدًا মানে কাউকে। تَبَارًا অর্থ هَلاَكًا ধ্বংস। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, مِدْرَارًا অর্থ একটি অপরটির পেছনে। وَقَارًا আযমত, শ্রেষ্ঠত্ব।

بَابٌ قَوْلُهُ وُدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وُدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا - "তোমরা পরিত্যাগ করবে না ওয়াদ্‌, সুওয়া'আ, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাস্‌রকে।" (৭১ ঃ ২৩)

٤٥٥٥ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَارَتِ الْاَوْثَانُ بِالَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوْحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وُدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَاَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ وَاَمَّا يَغُوْثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِيْ غُطَيْفٍ بِالْجُوْفِ عِنْدَسَبَا وَاَمَّا يَعُوْقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَاَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ ، لاَلِ ذِيْ الْكَلاَعِ

وَنَسْرَ اَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ فَمَّا هَلَكُوْا اَوْحَى الشَّيْطَانُ اِلَى قَوْمِهِمْ اَنْ انْصِبُوْا اِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ اَنْصَابًا وَسَمُّوْهَا بِاَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوْا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى اِذَا هَلَكَ اُولٰئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ *

৪৫৫৫ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে প্রতিমার পূজা নূহ্ (আ)-এর কওমের মাঝে প্রচলিত ছিল, পরবর্তী সময়ে আরবদের মাঝেও তার পূজা প্রচলিত হয়েছিল। ওয়াদ "দুমাতুল জান্দাল" নামক স্থানে অবস্থিত কাল্‌ব গোত্রের একটি দেবমূর্তি, সূওয়া'আ হল, হুযায়ল গোত্রের একটি দেবমূর্তি এবং ইয়াগুছ ছিল মুরাদ গোত্রের, অবশ্য পরবর্তীতে তা গাতীফ গোত্রের হয়ে যায়। এর আস্তানা ছিল কওমে সাবার নিকটবর্তী 'জাওফ' নামক স্থানে। ইয়াউক ছিল হামাদান গোত্রের দেবমূর্তি, নাস্‌র ছিল যুলকালা গোত্রের হিময়ার শাখারদের মূর্তি। নূহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেক লোকের নাম নাস্‌র ছিল। তারা মারা গেলে, শয়তান তাদের কওমের লোকদের অন্তরে এ কথা ঢেলে দিল যে, তারা যেখানে বসে মজলিশ করত, সেখানে তোমরা কতিপয় মূর্তি স্থাপন কর এবং ঐ সমস্ত পুণ্যবান লোকের নামানুসারেই এগুলোর নামকরণ কর। সুতরাং তারা তাই করল, কিন্তু তখনও ঐ সব মূর্তির পূজা করা হত না। তবে মূর্তি স্থাপনকারী লোকগুলো মারা গেলে এবং মূর্তিগুলো সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পূজা করতে শুরু করে দেয়।

سُوْرَةُ الْجِنِّ

সূরা জিন

وَقَالَ الْحَسَنُ جَدُّ رَبِّنَا غِنَارَبِّنَا وَقَالَ عِكْرَمَةُ جَلاَلُ رَبِّنَا وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ اَمْرُ رَبِّنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِبَدًا اَعْوَانًا .

হাসান (র) বলেন, جَدُّ رَبِّنَا অর্থ غِنَارَبِّنَا -আমাদের প্রতিপালকের অমুখাপেক্ষিতা। ইকরামা (রা) বলেন, جَلاَلُ رَبِّنَا মানে আমাদের প্রতিপালকের মহত্ত। ইব্‌রাহীম (র) বলেন, আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, لِبَدًا অর্থ اَعْوَانًا -সাহায্যকারী।

٤٥٥٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ طَائِفَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ إِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنَ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ ، فَقَالُوْا مَالَكُمْ فَقَالُوْا حِيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالَ مَاحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلاَّمَا حَدَثَ فَاضْرِبُوْا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوْا مَاهٰذَا الاَمْرُ الَّذِيْ حَدَثَ فَانْطَلَقُوْا فَضَرَبُوْا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا يَنْظُرُوْنَ مَاهٰذَا الْاَمْرُ الَّذِيْ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ قَالَ فَانْطَلَقَ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوْا نَحْوَ تِهَامَةَ اِلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَخْلَةَ وَهُوَ عَامِدٌ اِلَى سُوْقِ عُكَاظَ وَهُوَ يُصَلِّيْ بِاَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوْا الْقُرْاٰنَ تَسَمَّعُوْا لَهُ فَقَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ رَجَعُوْا اِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوْا يَاقَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ اَنَّهُ اَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ وَاِنَّمَا اُوْحِيَ اِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ *

৪৫৫৬ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ একদল সাহাবীকে নিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এ সময়ই জিনদের আসমানী খবরাদি শোনার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে এবং ছুঁড়ে মারা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে লেলিহান অগ্নিশিখা। ফলে জিন শয়তানরা ফিরে আসলে অন্য জিনরা তাদেরকে বলল, তোমাদের কি হয়েছে ? তারা বলল, আসমানী খবরাদি সংগ্রহ করার ব্যাপারে আমাদের উপর বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ছুড়ে মারা হয়েছে আমাদের প্রতি লেলিহান অগ্নিশিখা। তখন শয়তান বলল, আসমানী খবরাদি সংগ্রহের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি যে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে, অবশ্যই তা কোন নতুন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণেই হয়েছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত সফর কর এবং দেখ ব্যাপারটা কি ঘটেছে ? তাই আসমানী খবরাদি সংগ্রহের ব্যাপারে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে, এর কারণ খুঁজে বের করার জন্য তারা সকলেই পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিমে অনুসন্ধান সফরে বেরিয়ে পড়ল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)

বলেন, যারা তিহামার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল, তারা 'নাখলা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে উপস্থিত হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এখান থেকে উকায বাজারের দিকে যাওয়ার মনস্থ করেছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। জিনদের ঐ দলটি কুরআন শরীফ শুনতে পেয়ে আরো অধিক মনোযোগ সহকারে তা শুনতে লাগল এবং বলল, আসমানী খবরাদি এবং তোমাদের মাঝে এটাই মূলত বাধা সৃষ্টি করেছে। এরপর তারা তাদের কওমের কাছে ফিরে এসে বলল, হে আমাদের কওম! আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। এতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করব না। এরপর আল্লাহ্ তাঁর নবীর প্রতি নাযিল করলেন ঃ বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে। জিনদের উপরোক্ত কথা নবী করীম ﷺ-কে ওহীর মারফত জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ

সূরা মুয্যাম্মিল

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَتَبَتَّلْ اَخْلِصْ وَقَالَ الْحَسَنُ اَنْكَالاً قُيُوْدًا مُنْفَطِرٌ بِهِ مُثْقَلَةٌ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَثِيْبًا مَّهِيْلاً الرَّمْلُ السَّائِلُ وَبِيْلاً شَدِيْدًا .

মুজাহিদ (র) বলেন, تَبَتَّلْ অর্থ একনিষ্ঠভাবে মগ্ন হও। হাসান (র) বলেন, اَنْكَالاً অর্থ শৃংখল। مُنْفَطِرٌ بِه অর্থ ভারাবনত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, كَثِيْبًا مَهِيْلاً অর্থ বহমান বালুকারাশি। وَبِيْلاً অর্থ কঠিন।

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ

সূরা মুদ্দাছছির

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَسِيْرٌ شَدِيْدٌ ، قَسْوَرَةٌ رِكْزُ النَّاسِ وَاَصْوَاتُهُمْ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ الْاَسَدُ وَكُلُّ شَدِيْدٍ قَسْوَرَةٌ مُسْتَنْفِرَةٌ نَافِرَةٌ مَذْعُوْرَةٌ ـ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, عَسِيْرٌ অর্থ কঠিন। قَسْوَرَةٌ মানে-মানুষের গণ্ডগোল, আওয়াজ। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এর অর্থ বাঘ। প্রত্যেক কঠিন বস্তুকে قَسْوَرَةٌ বলা হয়। مُسْتَنْفِرٌ অর্থ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নপর।

٤٥٥٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ سَاَلْتُ اَبَا سَلْمَةَ بْنَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُلْتُ يَقُوْلُوْنَ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ، فَقَالَ اَبُوْ سَلْمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ذَالِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِيْ قُلْتَ فَقَالَ جَابِرٌ لاَ اُحَدِّثُكَ اِلاَّ مَا حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِيْ هَبَطْتُ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ فَلَمْ اَرَشَيْئًا ، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِيْ فَلَمْ اَرَشَيْئًا وَنَظَرْتُ اَمَامِيْ فَلَمْ أَرَشَيْئًا ، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ اَرَشَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَاَيْتُ شَيْئًا فَاَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُوْنِيْ وَصُبُّوْا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا ، قَالَ فَدَثِّرُوْنِيْ وَصَبُّوْا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، قَالَ فَنَزَلَتْ يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ *

৪৫৫৭ ইয়াহ্ইয়া (র) .... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন কাসীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)-কে কুরআন শরীফের কোন্ আয়াতটি সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ প্রথম নাযিল হয়েছে। আমি বললাম, লোকেরা তো বলে اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ প্রথম নাযিল হয়েছে। তখন আবূ সালামা বললেন, আমি এ বিষয়ে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং তুমি যা বললে আমিও তাকে হুবহু তাই বলেছিলাম। জবাবে জাবির (রা) বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে যা বলেছিলেন, আমিও অবিকল তাই বলব। তিনি বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ই'তিকাফ করতে আরম্ভ করলাম। আমার ই'তিকাফ শেষ হলে আমি সেখান থেকে অবতরণ করলাম। তখন আমাকে আওয়াজ দেয়া হল। আমি ডানে তাকালাম; কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না, বামে তাকালাম, কিন্তু এদিকেও কিছু দেখলাম না। এরপর সামনে তাকালাম, এদিকেও কিছু দেখলাম না। এরপর পেছনে তাকালাম, কিন্তু এদিকেও আমি কিছু দেখলাম না। অবশেষে আমি উপরের দিকে তাকালাম, এবার একটা বস্তু দেখতে পেলাম। এরপর আমি খাদীজা (রা)-এর কাছে এলাম এবং তাকে বললাম, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর এবং আমার শরীরে ঠাণ্ডা পানি ঢাল। তিনি বলেন, তারপর তারা

আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করে এবং ঠাণ্ডা পানি ঢালে। নবী করীম ﷺ বলেন, এরপর নাযিল হল ঃ 'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ! উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।

بَابٌ قَوْلُهُ قُمْ فَانْذِرْ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ قُمْ فَانْذِرْ - "উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর।" (৭৪ ঃ ২)

٤٥٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَاوَرَتُ بِحِرَاءٍ مِثْلَ حَدِيْثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكَ .

৪৫৫৮ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ইতিকাফ করেছিলাম। উসমান ইব্‌ন উমর আলী ইব্‌ন মুবারক (র) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনিও অনুরূপ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

بَابٌ قَوْلُهُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী : وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ -"এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।" (৭৪ঃ৩)

٤٥٥٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ سَاَلْتُ اَبَا سَلْمَةَ اَىُّ الْقُرْاٰنِ اُنْزِلَ اَوَّلُ ؟ فَقَالَ يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ، فَقُلْتُ أُنْبِئْتُ اَنَّهُ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ، فَقَالَ أَبُوْ سَلْمَةَ سَاَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَىُّ الْقُرْاٰنِ اُنْزِلَ اَوَّلُ ؟ فَقَالَ يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَقُلْتُ اُنَبِئْتُ اَنَّهُ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فَقَالَ لاَاُخْبِرُكَ اِلاَّ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاوَرْتُ فِىْ حِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِىْ هَبَطْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ الْوَادِىْ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ اَمَامِىْ وَخَلْفِى وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَأَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُوْنِىْ وَصُبُّوْا عَلَىَّ مَاءً بَارِدًا

وَاُنْزِلَ عَلَىَّ : يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.

৪৫৫৯ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) .... ইয়াহ্ইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সালামা (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কুরআনের কোন্ আয়াতটি প্রথম নাযিল হয়েছিল ? তিনি বললেন, يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ প্রথম নাযিল হয়েছিল। আমি বললাম, আমাকে বলা হয়েছে اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ প্রথম নাযিল হয়েছিল। এ কথা শুনে আবু সালামা (র) বললেন, কুরআনের কোন্ আয়াতটি প্রথম নাযিল হয়েছিল, এ সম্পর্কে আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেছেন, يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ প্রথম নাযিল হয়েছিল। আমি তখন বললাম, আমাকে বলা হয়েছে যে اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ প্রথম নাযিল হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন, আমি তোমাকে তাই বলছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ইতিকাফ করেছিলাম। ইতিকাফ শেষ হলে আমি সেখান থেকে অবতরণ করে উপত্যকার মাঝে পৌঁছলে আমাকে আওয়াজ দেয়া হল। আমি তখন সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে তাকালাম। দেখলাম, সে আসমানে ও যমীনের মধ্যস্থলে রক্ষিত একটি আসনে বসা আছে। এরপর আমি খাদীজা (রা)-এর কাছে এসে বললাম, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর এবং আমার শরীরে ঠাণ্ডা পানি ঢাল। তখন আমার প্রতি নাযিল করা হল ঃ "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ! সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।"

بَابٌ قَوْلُهُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - "তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ।" (৭৪ ঃ ৪)

٤٥٦٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَأَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْىِ فَقَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ فَبَيْنَنَا اَنَا اَمْشِى اِذَا سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَاسِىْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِىْ جَاءَنِى بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَجَئِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِى زَمِّلُوْنِى فَدَثَّرُوْنِىْ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ إِلَى

وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ قَبْلَ اَنْ تُفْرَضَ الصَّلاَةُ وَهِيَ الْاَوْثَانُ .

৪৫৬০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি। তিনি ওহী বন্ধ থাকা সময়কাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তিনি তাঁর আলোচনার মাঝে বললেন, একদা আমি চলছিলাম, এমতাবস্থায় আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। মাথা উত্তোলন করতেই আমি দেখলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিল সে আসমান-যমীনের মধ্যস্থিত একটি কুরসীতে বসা আছে। আমি তাঁর ভয়ে-ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলাম। এরপর আমি বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর; আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তাঁরা আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করল। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন, "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ! উঠ, ... অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।" এ আয়াতগুলো সালাত ফরয হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছিল। اَلرِّجْزُ অর্থ মূর্তিসমূহ।

بَابٌ قَوْلُهُ وَالرِّجْزَ فَاْهْجُرْ يُقَالُ الرِّجْزُ وَالرِّجْسُ الْعَذَابُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَالرِّجْزَ فَاْهْجُرْ - "এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।" (৭৪ ঃ ৫) কেউ কেউ বলেন, الرِّجْزُ এবং وَالرِّجْسُ অর্থ আযাব।

٤٥٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ اَبَا سَلْمَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحِيْ فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ اِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ قِبَلَ السَّمَاءِ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَاءَنِيْ بِحَرَاءِ قَاعِدٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَجَئِثْتُ مِنْهُ حَتّٰى هَوَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ فَجِئْتُ اَهْلِيْ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوْنِيْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ، إِلٰى قَوْلِهِ فَاهْجُرْ أَبُوْ سَلْمَةَ وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ اَلاَوْثَانَ ثُمَّ حَمِيَ اَلْوَحْيُ وَتَتَابَعَ *

৪৫৬১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল ﷺ -কে ওহী বন্ধ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, একদা আমি পথ চলছিলাম, এমতাবস্থায় আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। এরপর আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার কাছে আসত, সে আসমান-যমীনের মধ্যস্থিত একটি কুরসীতে সমাসীন আছে। তাকে দেখে আমি ভয়ানক ভয় পেলাম। এমনকি যমীনে পড়ে গেলাম। তারপর আমি

আমার স্ত্রীর কাছে গেলাম এবং বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তারা আমাকে বস্ত্রাবৃত করল। এরপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! ...... অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।" আবূ সালামা (র) বলেন, الرِّجْزُ অর্থ মূর্তিসমূহ। এরপর অধিক পরিমাণে ওহী নাযিল হতে লাগল এবং ধারাবাহিকভাবে ওহী আসতে থাকল।

سُوْرَةُ الْقِيَامَةِ

সূরা কিয়ামা

وَقَوْلُهُ : لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سُدًى هَمَلاً لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ سَوْفَ اَتُوْبُ سَوْفَ أَعْمَلُ ، لاَوَزَرَ لاَحِصْنَ

আল্লাহ্র বাণী ঃ لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - "তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করবে না। (৭৫ ঃ ১৬) ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, سُدًى অর্থ নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন, لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ অর্থ শীঘ্রই তওবা করব, শীঘ্রই আমল করব। لاَوَزَرَ অর্থ কোন আশ্রয়স্থল নেই।

٤٥٦٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اَبِيْ عَائِشَةَ ، وَكَانَ ثِقَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُرِيْدُ اَنْ يَحْفَظَهُ ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ .

৪৫৬২ হুমায়দী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল করা হত, তখন তিনি দ্রুত তাঁর জিহ্বা নাড়তেন। রাবী সুফয়ান বলেন, এভাবে করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ওহী মুখস্থ করা। তারপর আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করবে না।

بَابٌ قَوْلُهُ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ - "এ কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেবার দায়িত্ব আমারই। (৭৫ ঃ ১৭)

٤٥٦٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ مُوْسٰى ابْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ اَنَّهُ سَاَلَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى : لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ اِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَقِيْلَ لَهُ : لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ ، يَخْشٰى اَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ ، اَنْ نَجْمَعَهُ فِيْ صَدْرِكَ وَقُرْاٰنَهُ أَن تَقْرَاَهُ فَإِذَا قَرَانَاهُ يَقُوْلُ اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاَتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلٰى لِسَانِكَ .

৪৫৬৩ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র) .... মূসা ইব্‌ন আবূ আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ সম্পর্কে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী করীম ﷺ-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল করা হত, তখন তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টো দ্রুত নাড়তেন। তখন তাঁকে বলা হল, তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্‌বা সঞ্চালন করবে না। নবী করীম ﷺ ওহী ভুলে যাবার আশংকায় এমন করতেন। নিশ্চয়ই এ কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই। অর্থাৎ আমি নিজেই তাকে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখব। তাই আমি যখন তা পাঠ করব অর্থাৎ যখন তোমার প্রতি ওহী নাযিল হতে থাকবে, তখন তুমি তার অনুসরণ করবে। এরপর তা বর্ণনা করার দায়িত্ব আমারই অর্থাৎ এ কুরআনকে তোমার মুখ দিয়ে বর্ণনা করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার।

بَابٌ قَوْلُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ قَالَ عَبَّاسٌ قَرَانَاهُ بَيَّنَّاهُ فَأَتَّبِعْ اَعْمَلْ بِهٖ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ - "সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর।" (৭৫ ঃ ১৮) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, قَرَانَاهُ অর্থ - আমি যখন তা বর্ণনা করি فَأَتَّبِعْ অর্থ - এ অনুযায়ী আমল কর।

٤٥٦٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُوْسَى ابْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهٖ : لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهٖ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ ،

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ الْاٰيَةَ الَّتِى لَاُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ ، قَالَ عَلَيْنَا اَنْ نَجْمَعَهُ فِىْ صَدْرِكَ وَقُرْاٰنَهُ فَاِذَا قَرَانَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ فَاِذَا اَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ، عَلَيْنَا اَنَّ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ ، قَالَ فَكَانَ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِئِيْلُ اَطْرَقَ فَاِذَا ذَهَبَ قَرَاَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللّٰهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى تَوَعُّدٌ *

৪৫৬৪ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌র বাণীঃ لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ –এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, জিবরাঈল (আ) যখন ওহী নিয়ে আসতেন তখন রাসূল তাঁর জিহ্‌বা ও ঠোঁট দু'টো দ্রুত নাড়তেন। এটা তাঁর জন্য কষ্টকর হত এবং তাঁর চেহারা দেখেই বোঝা যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ "তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিহ্‌বা সঞ্চালন করবে না; এ কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই" নাযিল করলেন। এতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ এ কুরআনকে আপনার বক্ষে সংরক্ষণ করা ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর, অর্থাৎ আমি যখন ওহী নাযিল করি তখন তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। তারপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। অর্থাৎ তোমার মুখে তা বর্ণনা করার দায়িত্ব আমারই। রাবী বলেন, এরপর জিব্‌রাঈল (আ) চলে গেলে আল্লাহ্‌র ওয়াদা ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ মুতাবিক তিনি তা পাঠ করতেন। اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى অর্থ দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! تَوَعُّدٌ এ আয়াতে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

سُوْرَةُ الدَّهْرِ

সূরা দাহর

يُقَالُ مَعْنَاهُ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ وَهَلْ تَكُوْنُ جَحْدًا وَتَكُوْنُ خَبَرًا ، وَهٰذَا مِنَ الْخَبَرِ يَقُوْلُ كَانَ شَيْئًا فَلَمْ يَكُنْ مَذْكُوْرًا، وَذٰلِكَ مِنْ حِيْنٍ خَلَقَهُ مِنْ طِيْنٍ اِلٰى اَنْ يُنْفَخَ فِيْهِ الرُّوْحُ اَمْشَاجٍ الاَخْلَاطُ مَاءُ الْمَرْاَةِ وَمَاءُ الرَّجُلِ

الدَّمُ وَالْعَلَقَةِ ، وَيُقَالُ اِذَا خُلِطَ مَشِيْجٌ كَقَوْلِكَ خَلِيْطٌ وَمَمْشُوْجٌ مِثْلُ مَخْلُوْطٍ وَيُقَالُ سَلاَسِلاً وَاَغْلاَلاً وَلَمْ يَجْزِهِ بَعْضُهُمْ مُسْتَطِيْرًا مُمْتَدًا الْبَلاَءُ وَالْقَمْطَرِيْرُ الشَّدِيْدُ ، يُقَالُ يَوْمٌ قَمْطَرِيْرٌ وَيَوْمٌ قُمَاطِرٌ وَالْعَبُوْسُ وَالْقَمْطَرِيْرُ وَالْقُمَاطِرُ وَالْعَصِيْبُ اَشَدُّ مَايَكُوْنُ مِنَ الاَيَّامِ فِى الْبَلاَءِ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : اَسْرَهُمْ شِدَّةُ الْخَلْقِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ شَدَدْتَهُ مِنْ قَتَبٍ فَهُوَ مَأْسُوْرٌ -

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ - কালপ্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিল কি? এর অর্থ হল, اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ কালপ্রবাহে মানুষের উপর এক সময় এসেছিল। هَلْ শব্দটি কখনো নেতিবাচক, আবার কখনো ইতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে অবহিতকরণ তথা ইতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, এক সময় মানুষের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু ছিল না। আর ঐ সময়টা হল মাটি থেকে সৃষ্টি করা হতে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা পর্যন্ত। اَمْشَاجٍ অর্থ সংমিশ্রণ। অর্থাৎ মাতৃগর্ভে পুরুষ ও মহিলার বীর্যের সংমিশ্রণে রক্ত এবং পরে জমাট বাঁধা রক্ত সৃষ্টি হওয়াকে اَمْشَاجٍ বলা হয়েছে। এক বস্তু অপর বস্তুর সাথে সংমিশ্রিত হলে তাকে مَشِيْجٌ বলে। তাকে خَلِيْطٌ-ও বলা হয়। مَمْشُوْجٌ ও مَخْلُوْطٌ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ سَلاَسِلاً وَاَغْلاَلاً (بِالتَّنْوِيْنِ) পড়ে থাকেন। কিন্তু কেউ কেউ এভাবে পড়াকে জায়েয মনে করেন না। مُسْتَطِيْرًا অর্থ দীর্ঘস্থায়ী বিপদ। قَمْطَرِيْرٌ অর্থ ভয়ংকর ও কঠিন। সুতরাং يَوْمٌ قَمْطَرِيْرٌ এবং يَوْمٌ قُمَاطِرٌ উভয়ই ব্যবহৃত হয়। العَبُوْسُ - القَمْطَرِيْرُ -القُمَاطِرُ এবং (العَصِيْبُ) বিপদের সবচেয়ে কঠিনতম দিনকে বলা হয়। মামার (র) বলেন, اَسْرَهُمْ অর্থ সুদৃঢ় গঠন। উটের গদির সাথে মজবুত করে বাঁধা জিনিসকে مَاصُوْرٌ (মাসূর) বলা হয়।

سُوْرَةُ الْمُرْسَلاَتِ

সূরা মুরসালাত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : جِمَالاَتٌ حِبَالٌ ، اِرْكَعُوْا صَلُّوْا لاَيَرْكَعُوْنَ لاَيُصَلُّوْنَ ،

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يَنْطِقُوْنَ ، وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ ، اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ ، فَقَالَ اِنَّهُ ذُوْ اَلْوَانٍ مَرَّةً يَنْطِقُوْنَ ، وَمَرَّةً يَخْتِمُ عَلَيْهِمْ

মুজাহিদ (র) বলেন, جِمَالاَتٌ অর্থ উষ্ট্রশ্রেণী। اَرْكَعُوْا অর্থ صَلُّوْا মানে সালাত আদায় কর। لاَيَرْكَعُوْنَ অর্থ لاَيُصَلُّوْنَ মানে তারা সালাত করে না। নিম্নোক্ত আয়াত لاَ يَنْطِقُوْنَ -তারা কথা বলতে সক্ষম হবে না, وَاللّٰهِ مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ -আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা কখনো মুশরিক ছিলাম না এবং اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ আমি আজ মোহর লাগিয়ে দেবসমূহের মাঝে যে বৈপরীত্য আছে, এ সম্বন্ধে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের বিভিন্ন অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। কখনো সে বলতে সক্ষম হবে এবং নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, আবার কখনো তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে। তখন সে আর কোন কথা বলতে সক্ষম হবে না।

٤٥٦٥ حَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاَتِ ، وَاِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا *

৪৫৬৫ মাহমূদ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি নাযিল হল সূরা মুরসালাত। আমরা তাঁর মুখে শুনে সেটি শিখছিলাম। তখন একটি সাপ বেরিয়ে এল। আমরা ওদিকে দৌড়ে গেলাম, কিন্তু সাপটি আমাদের থেকে দ্রুত চলে গিয়ে গর্তে ঢুকে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা যেমন ওটার অনিষ্ট হতে রক্ষা পেলে, তেমনি ওটাও তোমাদের অনিষ্ট হতে বেঁচে গেল।

٤٥٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا وَعَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ * وَتَابَعَهُ اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ ، وَقَالَ حَفْصٌ وَاَبُوْمُعَاوِيَةَ وَسُلَيْمَانُ ابْنُ قَرْمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدَ قَالَ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ

اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ *

৪৫৬৬ আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইসরাঈল সূত্রে আসওয়াদ ইব্‌ন আমির পূর্বের হাদীসটির অনুসরণ করেছেন। (অন্য সনদে) হাফ্‌স, আবূ মুআবীয়া, এবং সুলায়মান ইব্‌ন কারম (র) ......আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (অপর এক সনদে) ইব্‌ন ইসহাক (র)....... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে ঠিক এমনি বর্ণনা করেছেন।

٤٥٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَارٍ ، اِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ ، فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيْهِ ، وَاِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا ، اِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ اقْتُلُوْهَا ، قَالَ فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ، قَالَ فَقَالَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا .

৪৫৬৭ কুতায়বা (র) ....আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক গুহার মধ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি নাযিল হল সূরা ওয়াল মুরসালাত। আমরা তাঁর মুখ থেকে সেটা হাসিল করছিলাম। এ সূরার তিলাওয়াতে তখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখ সিক্ত ছিল, হঠাৎ একটি সাপ বেরিয়ে এল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "তোমরা ওটাকে মেরে ফেল।" আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমরা সেদিকে দৌড়ে গেলাম, কিন্তু সাপটি আমাদের আগে চলে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন,তোমরা যেমন এর অনিষ্ট হতে রক্ষা পেলে, তেমনি ঠিক ওটাও তোমাদের অনিষ্ট হতে বেঁচে গেল।

بَابٌ قَوْلُهُ : اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ - "তা উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকা তুল্য।" (৭৭ ঃ ৩২)

٤٥٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَامِرٍ : اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصَرِ ، قَالَ كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ بِقَصَرٍ ثَلَاثَةَ اَذْرُعٍ اَوْ اَقَلَّ فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ فَنُسَمِّيْهِ الْقَصَرَ .

৪৫৬৮ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) .... আবদুর রহমান ইব্ন আবিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আমির (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আমরা তিন গজ বা এর চেয়ে ছোট কাঠের কাণ্ড সংগ্রহ করে শীতকালের জন্য উঠিয়ে রেখে দিতাম। আর একেই আমরা قَصَرٌ বলতাম।

بَابٌ قَوْلُهُ : كَانَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ - "তা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ।" (৭৭ ঃ ৩৩)

٤٥٦٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كُنَّا نَعْمِدُ اِلَى الْخَشَبَةِ ثَلَاثَةَ اَذْرُعٍ وَفَوْقَ ذَالِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ فَنُسَمِّيْهِ الْقَصَرَ ، كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ حِبَالُ السُّفُنِ تُجْمَعُ حَتّٰى تَكُوْنَ كَاَوْسَاطِ الرِّجَالِ .

৪৫৬৯ আমর ইব্ন আলী (র) .... আবদুর রহমান ইব্ন আবিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমরা তিন গজ বা তার চেয়ে অধিক লম্বা কাষ্ঠ সংগ্রহ করে শীতকালের জন্য উঠিয়ে রেখে দিতাম। এটাকেই আমরা قَصَرٌ বলতাম। جِمَالَاتٌ صُفْرٌ অর্থ জাহাজের রশি, যা জমা করে রাখা হত। এমনকি তা মধ্যম দেহী মানুষের সমান উঁচু হয়ে যেত।

بَابٌ قَوْلُهُ : هٰذَا يَوْمُ لَايَنْطِقُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "এ সেই দিন যেদিন তারা কিছুই বলবে না।" (৭৭ ঃ ৩৫)

٤٥٧٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَارٍ ، اِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ فَإِنَّهُ لَيَتْلُوْهَا وَاِنِّيْ لَاَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ ، وَاِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا ، اِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُقْتُلُوْهَا فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا ، قَالَ عُمَرُ حَفِظْتُهُ مِنْ اَبِيْ فِيْ غَارٍ بِمِنًى *

৪৫৭০ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক গুহায় আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি নাযিল হল 'সূরা ওয়াল মুরসালাত'। তিনি তা তিলাওয়াত করছিলেন, আর আমি তাঁর মুখ থেকে তা শিখছিলাম। তিলাওয়াতে তখনো তাঁর মুখ সিক্ত ছিল। হঠাৎ আমাদের সামনে একটি সাপ বেরিয়ে এলো। নবী করীম ﷺ বললেন, ওটাকে মেরে ফেল। আমরা ওদিকে দৌড়িয়ে গেলাম। কিন্তু সাপটি চলে গেল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেলে, ঠিক তেমনি ওটাও তোমাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেল। উমর ইব্‌ন হাফস বলেন, এ হাদীসটি আমি তোমার পিতার কাছ থেকে শুনে মুখস্থ করেছি। গুহাটি মিনায় অবস্থিত বলে উল্লেখ আছে।

سُوْرَةُ النَّبَا

সূরা নাবা

قَالَ مُجَاهِدٌ : لاَيَرْجُوْنَ حِسَابًا لاَيَخَافُوْنَهُ ، لاَيَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا لاَيُكَلِّمُوْنَهُ إِلاَّ اَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَهَّاجًا مُضِيْئًا عَطَاءً حِسَابًا جَزَاءً كَافِيًا ، اَعْطَانِيْ مَااَحْسَبَنِيْ ، اَيْ كَفَانِيْ .

মুজাহিদ (র) বলেন, لاَيَرْجُوْنَ حِسَابًا - তারা কখনও হিসাবের ভয় করত না। لاَيَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا যাদেরকে আল্লাহ্ অনুমতি দিবেন, তাদের ব্যতীত তার কাছে আবেদন-নিবেদনের শক্তি কারো থাকবে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, وَهَّاجًا প্রোজ্জ্বল, عَطَاءً حِسَابًا - যথোচিত দান। যেমন বলা হয়, اَعْطَانِي مَا اَحْسَبَنِيْ অর্থাৎ সে আমাকে যথেষ্ট দান করেছে।

بَابٌ قَوْلُهُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاتُوْنَ اَفْوَاجًا زُمَرًا

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ اَفْوَاجًا - "সেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।" (৭৮ ঃ ১৮)

٤٥٧١ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ قَالَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا ؟ قَالَ اَبَيْتُ ، قَالَ اَرْبَعُوْنَ شَهْرًا ؟ قَالَ

اَبَيْتُ قَالَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً؟ قَالَ أَبَيْتُ قَالَ ثُمَّ يُنْزِّلُ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنَ الْاِنْسَانِ شَيْءٌ إِلاَّ يَبْلَى اِلاَّ عَظَمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৪৫৭১ মুহাম্মদ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশের ব্যবধান হবে। [আবু হুরায়রা (রা)]-এর জনৈক ছাত্র বললেন, চল্লিশ বলে-চল্লিশ দিন বোঝানো হয়েছে কি ? তিনি বলেন, আমি অস্বীকার করলাম। তারপর পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বলে চল্লিশ মাস বোঝানো হয়েছে কি ? তিনি বলেন, এবারও অস্বীকার করলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ বছর বোঝানো হয়েছে কি ? তিনি বলেন, এবারও আমি অস্বীকার করলাম। এরপর আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন। এতে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে, যেমন বৃষ্টির পানিতে উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। তখন মেরুদণ্ডের হাড্ডি ব্যতীত মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে গলে শেষ হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন ঐ হাড়খণ্ড থেকেই পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করা হবে।

سُوْرَةُ النَّازِعَاتِ

সূরা নাযি'আত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلاٰيَةَ الْكُبْرٰى عَصَاهُ وَيَدَهُ وَيُقَالُ النَّاخِرَةُ وَالنَّخِرَةُ سَوَاءٌ مِثْلُ الطَّامِعِ وَالطَّمِعِ وَالْبَاخِلِ وَالْبَخِلِ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النَّخِرَةُ الْبَالِيَةُ وَالنَّاخِرَةُ الْعَظْمُ الْمُجَوَّفُ الَّذِيْ تَمُرُّ فِيْهِ الرِّيْحُ فَيَنْخَرُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلْحَافِرَةُ اِلٰى اَمْرِنَا الْاَوَّلُ اِلَى الْحَيَاةِ: وَقَالَ غَيْرُهُ : اَيَّانَ مُرْسَاهَا مَتٰى مُنْتَهَاهَا ، وَمُرْسَى السَّفِيْنَةِ حَيْثُ تَنْتَهِيْ *

মুজাহিদ (র) বলেন, اَلاٰيَةَ الْكُبْرٰى -মূসা (আ)-এর লাঠি এবং তার উজ্জ্বল হস্ত। النَّاخِرَةُ ও النَّخِرَةُ এক অর্থবোধক শব্দ। যেমন الطَّامِعُ ও الطَّمِعُ এবং الْبَاخِلُ ও الْبَخِلُ এক অর্থবোধক শব্দ। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, النَّخِرَةُ অর্থ গলিত (হাড্ডি) এবং النَّاخِرَةُ খোল হাড্ডি, যার মধ্যে বাতাস ঢোকার পর আওয়াজ সৃষ্টি হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, الْحَافِرَةُ অর্থ পূর্ব

مَتٰى مُنْتَهَاهَا অর্থ اَيَّانَ مُرْسَهَا জীবন। ইব্‌ন আব্বাস ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্‌সির বলেছেন, مُرْسٰى কিয়ামতের শেষ কোথায়? যেমন (আরবী ভাষায়) যেথায় জাহাজ নোঙ্গর করে ঐ স্থানকে السَّفِيْنَةِ বলে।

[٤٥٧٢] حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هٰكَذَا بِالْوُسْطٰى وَالَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ *

[৪৫৭২] আহ্‌মাদ ইব্‌ন মিকদাম (র) .... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলিদ্বয় এভাবে একত্রিত করে বলেছেন, কিয়ামত ও আমাকে এরূপে পাঠানো হয়েছে।

سُوْرَةُ عَبَسَ

সূরা 'আবাসা

عَبَسَ كَلَحَ وَأَعْرَضَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : مُطَهَّرَةٌ لاَيَمَسُّهَا إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ وَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَهٰذَا مِثْلُ قَوْلِهِ فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا جَعَلَ الْمَلاَئِكَةَ وَالصُّحُفَ مُطَهَّرَةً لاَنَّ الصُّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيْرُ ، فَجَعَلَ التَّطْهِيْرُ لِمَنْ حَمَلَهَا اَيْضًا ، سَفَرَةٌ الْمَلاَئِكَةُ وَاحِدُهُمْ سَافِرٌ ،سَفَرْتَ أَصْلَحْتُ بَيْنَهُمْ ، وَجُعِلَتِ الْمَلاَئِكَةُ إِذَا نَزَلَتْ بِوَحِي اللّٰهِ تَادِيَةً كَالسَّفِيْرِ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ الْقَوْمِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ تَصَدّٰى تَغَافَلُ عَنْهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَمَّا يَقْضِ لاَيَقْضِىْ اَحَدٌ مَاأُمِرَبِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَرْهَقُهَا تَغْشَاهَا شِدَّةٌ مُسْفِرَةٌ مُشْرِقَةٌ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبَةٍ اَسْفَارًا كُتُبًا تَلَهّٰى تَشَاغَلَ ، يُقَالُ وَاحِدُ الاَسْفَارِ سِفْرٌ –

عَبَسَ অর্থ كَلَحَ ও أَعْرَضَ মানে সে ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। مُطَهَّرَةٌ অর্থ যারা পূত-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। এখানে পূত-পবিত্র বলে ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতটি আল্লাহ্র বাণী ঃ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا -এর মতই। পূর্বের আয়াতে ফেরেশতা এবং সহীফা উভয়কেই مُطَهَّرَةٌ বলা হয়েছে। অথচ تَطْهِيْرُ -এর সম্পর্কে মৌলিকভাবে সহীফার সাথে, ফেরেশতার সাথে নয়। তবে ফেরেশতা যেহেতু উক্ত সহীফার হামিল ও বাহক, এই হিসাবে ফেরেশতাকেও مُطَهَّرَةٌ বলা হয়েছে। سَفَرَةٌ অর্থ ফেরেশতা। এর এক বচন হচ্ছে سَافِرٌ। سَفَرْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ অর্থ আমি তাদের বিরোধ মীমাংসা করে দিয়েছি। ওহী নাযিল করত তা নবীদের পর্যন্ত পৌছানোর দায়িত্ব অর্পণ করে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাদেরকে سَفِيْر (দূত) সদৃশ ঘোষণা করেছেন যিনি কওমের পরস্পর বিরোধ মীমাংসা করেন। অন্যান্য মুফাস্সির বলেছেন, تَصَدّٰى অর্থ সে এর থেকে অমনোযোগিতা প্রকাশ করেছে। মুজাহিদ (র) বলেন, لَمَّا يَقْضِ অর্থ لَمَّا يَقْضِيْ اَحَدٌ مَا أُمِرَ بِهِ মানে তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে এখনও তা পুরাপুরি করেনি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, تَرْهَقُهَا অর্থ تَغْشَاهَا شِدَّةٌ -মানে সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে এক মহাবিপদ। مُسْفِرَةٌ অর্থ مُشْرِقَةٌ মানে উজ্জ্বল। بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ অর্থ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা। ইব্ন আব্বাস (রা) আরো বলেন, اَسْفَارًا অর্থ كُتُبًا মানে পুস্তকসমূহ। تَلَهّٰى অর্থ تَشَاغَلَ - মানে তুমি মশগুল হলে। বলা হয় اَسْفَارٌ এর একবচন سِفْرٌ।

٤٥٧٣ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ اَوْفٰى يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ ، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ وَمَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيْدٌ فَلَهُ اَجْرَانِ *

৪৫৭৩ আদম (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, কুরআনের হাফেজ পাঠক লিপিকর সম্মানিত ফেরেশতার মত। অতি কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও যে বারবার কুরআন শরীফ পাঠ করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে।

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ

সূরা তাকবীর

اُنْكَدَرَتْ اُنْتَثَرَتْ ، وَقَالَ الْحَسَنُ ، سُجِّرَتْ ذَهَبَ مَاؤُهَا فَلَا يَبْقٰى

قَطْرَةٌ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، الْمَسْجُوْرُ الْمَمْلُوْءُ وَقَالَ غَيْرُهُ ، سُجِّرَتْ اَفْضٰى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ فَصَارَت بَحْرًا وَاحِدًا ، وَالْخُنَّسُ تَخْنِسُ فِيْ مُجْرَاهَا تَرْجِعُ وَتَكْنِسُ تَسْتَتِرُ كَمَا تَنْكِسُ الظِّبَاءُ تَنَفَّسَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، وَالظَّنِيْنُ الْمُتَّهِمُ ، وَالضَّنِيْنُ يَضَنُّ بِهِ وَقَالَ عُمَرُ النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ يُزَوِّجُ نَظِيْرَهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ قَرَأَ أُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ عَسْعَسَ أَدْبَرَ -

أُنْكَدَرَتْ অর্থ أُنْتَثَرَتْ মানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। হাসান (র) বলেন, سُجِّرَتْ অর্থ পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে, এক বিন্দু পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْمَسْجُوْرُ অর্থ মানে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। মুজাহিদ ব্যতীত অন্যান্য মুফাস্সির বলেছেন, سُجِّرَتْ অর্থ একটি সমুদ্র আরেকটির সাথে মিলিত হয়ে এক সমুদ্রে পরিণত হবে। الْخُنَّسُ অর্থ নিজের গতিপথে পশ্চাদপসরণকারী। تَكْنِسُ মানে সূর্যের আলোতে অদৃশ্য হয়ে যায়, যেমন হরিণ গা ঢাকা দেয়। تَنَفَّسَ অর্থ যখন দিনের আলো উদ্ভাসিত হয়। الظَّنِيْنُ অর্থ অপবাদ দানকারী। الضَّنِيْنُ অর্থ বখিল, কৃপণ। উমর (রা) বলেছেন, النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ অর্থ প্রত্যেককে তার অনুরূপ চরিত্রের লোকের সাথে বেহেশ্ত ও দোযখে জুড়ে দেয়া হবে। পরে এ কথার সমর্থনে তিনি أُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ (একত্র কর জালিম ও তাদের সহচরগণকে) আয়াতাংশটি পাঠ করলেন। عَسْعَسَ অর্থ অবসান হয়েছে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে।

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ

সূরা ইনফিতার

وَقَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ خُشَيْمٍ ، فُجِّرَتْ فَاضَتْ ، وَقَرَأَ الْاَعْمَشُ وَعَاصِمٌ ، فَعَدَلَكَ بِالتَّخْفِيْفِ ، وَقَرَأَهُ اَهْلُ الْحِجَازِ بِالتَّشْدِيْدِ وَاَرَادَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ وَمَنْ خَفَّفَ يَعْنِيْ فِيْ اَيِّ صُوْرَةٍ شَاءَ اِمَّا حَسَنٌ وَاِمَّا قَبِيْحٌ وَطَوِيْلٌ وَقَصِيْرٌ -

রাবী ইব্‌ন খুশাইম (র) বলেন, فُجِّرَتْ অর্থ- প্রবাহিত হবে, আ'মাশ এবং ওয়াসিম (র) فَعَدَلَكَ তাখফীফ-এর সাথে পড়তেন এবং হিজাযের অধিবাসী فَعَدَّلَكَ তাশদীদ-এর সাথে পড়তেন। অর্থ তিনি তোমাকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বানিয়েছেন। যারা فَعَدَلَكَ তাখফীফ-এর সাথে পড়তেন, তারা বলেন, এর অর্থ হল, তিনি তোমাকে সুন্দর বা কুৎসিৎ; লম্বা বা বেঁটে যে আকৃতিতে ইচ্ছা, সৃষ্টি করেছেন।

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন

وَقَالَ مُجَاهِدٌ رَانَ ثَبْتُ الْخَطَايَا ، ثُوِّبَ جُوْزِىَ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُطَفِّفُ لَايُوَفِّىْ غَيْرَهُ ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, رَانَ অর্থ গুনাহের জন্য। ثُوِّبَ অর্থ প্রতিদান দেয়া হল। মুজাহিদ ব্যতীত অপরাপর মুফাসসির বলেছেন, الْمُطَفِّفُ। অর্থ ঐ ব্যক্তি যে অন্যকে মাপে পুরা দেয় না।

٤٥٧٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعَنٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ، حَتّٰى يَغِيْبَ اَحَدُهُمْ فِىْ رَشْحِهِ اِلَى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ ـ

৪৫৭৪ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ [যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে।" (৮৩ ঃ ৬]-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সে দিন প্রত্যেকের কর্ণ লতিকা পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে।

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ

সূরা ইন্‌শিকাক

قَالَ مُجَاهِدٌ ، كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ ، وَسَقَ جَمَعَ

مِنْ دَابَّةٍ ، ظَنَّ اَنْ لَنْ يَّحُوْرَ لاَيَرْجِعُ اِلَيْنَا ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ অর্থাৎ সে পশ্চাৎদিক হতে নিজের আমলনামা গ্রহণ করবে। وَسَقَ অর্থ সে যেসব জীবজন্তু জমা করে। ظَنَّ اَنْ لَنْ يَّحُوْرَ অর্থ সে ভাবত যে, সে কখনই আমার কাছে ফিরে আসবে না।

٤٥٧٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ حَاتِمِ بْنِ اَبِىْ صَغِيْرَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ اِلاَّ هَلَكَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ جَعَلَنِى اللّٰهُ فِدَاءَكَ ، اَلَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ، قَالَ ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُوْنَ ، وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابُ هَلَكَ ـ

৪৫৭৫ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (রা) .... আয়েশা (রা) ও মুসাদ্দাদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তিরই হিসাব নেয়া হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। আল্লাহ্ কি বলেননি, فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا -"যার আমলনামা তার ডান হস্তে দেয়া হবে, তার হিসাব নিকাশ সহজেই নেয়া হবে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ আয়াতে তো আমলনামা কিভাবে দেয়া হবে তার উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যথায় যার চুলচেরা হিসাব নেয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ - "নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করবে।" (৮৪ ঃ ১৯)

٤٥٧٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ اِيَاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ حَالاً بَعْدَ حَالٍ قَالَ هٰذَا نَبِيُّكُمْ ﷺ ـ

৪৫৭৬ সাঈদ ইব্‌ন নায্‌র (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ -এর মর্মার্থ হচ্ছে, এক অবস্থার পর আরেক অবস্থা হওয়া। তোমাদের নবীই এ অর্থ বর্ণনা করেছেন।

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ

সূরা বুরূজ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْاُخْدُوْدُ شَقٌّ فِى الْاَرْضِ ، فَتَنُوْا عَذَّبُوْا ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, الْاُخْدُوْدُ অর্থ মাটিতে ফাটল। فَتَنُوْا - তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছে।

سُوْرَةُ الطَّارِقِ

সূরা তারিক

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ذَاتِ الرَّجْعِ سَحَابٌ يَرْجِعُ بِالْمَطَرِ ، ذَاتِ الصَّدْعِ تَتَصَدَّعُ بِالنَّبَاتِ ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, ذَاتِ الرَّجْعِ অর্থ ঐ মেঘপুঞ্জ যা বৃষ্টি নিয়ে আসে। ذَاتِ الصَّدْعِ অর্থ ঐ যমীন যা উদ্ভিদ উদ্‌গত হওয়ার সময় বিদীর্ণ হয়ে যায়।

سُوْرَةُ الْاَعْلٰى

সূরা আ'লা

٤٥٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مُصْعَبُ بْنُ

عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَجَعَلاَ يُقْرِئَانِنَا الْقُرْاٰنَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلاَلٌ وَسَعْدٌ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى عِشْرِيْنَ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا رَاَيْتُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ ، فَرَحَهُمْ بِهِ حَتّٰى رَاَيْتُ الْوَلاَئِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَدْ جَاءَ ، فَمَا جَاءَ حَتّٰى قَرَاْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى فِىْ سُوَرٍ مِثْلِهَا -

৪৫৭৭ আবদান (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে প্রথম যারা হিজরত করে আমাদের কাছে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন মুসআব ইব্‌ন উমায়র (রা) ও ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা)। তাঁরা দু'জন এসেই আমাদেরকে কুরআন পড়াতে আরম্ভ করেন। এরপর এলেন, আম্মার, বিলাল ও সা'দ (রা)। এরপর এলেন বিশজন সাহাবীসহ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)। তারপর এলেন নবী ﷺ। বারা (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর আগমনে মদীনাবাসীকে এত বেশি আনন্দিত হতে দেখেছি যে, অন্য কোন বিষয়ে তাদেরকে ততটা আনন্দিত হতে আর কখনো দেখিনি। এমনকি আমি দেখেছি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত বলছিল যে, ইনিই তো আল্লাহ্‌র সেই রাসূল, যিনি আমাদের মাঝে আগমন করেছেন। বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, নবী ﷺ মদীনায় আসার আগেই আমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى। অনুরূপ আরো কিছু সূরা শিখে নিয়েছিলাম।

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ
সূরা গাশিয়া

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ النَّصَارَى ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، عَيْنٌ اٰنِيَةٌ بَلَغَ اِنَاهَا وَحَانَ شُرْبُهَا ، حَمِيْمٍ اٰنٍ بَلَغَ اِنَاهُ ، لاَتَسْمَعُ فِيْهَا لاَغِيَةً شَتْمًا ، الضَّرِيْعُ نَبْتٌ يُقَالُ لَهُ الشِّبْرِقُ يُسَمِّيْهِ اَهْلُ الْحِجَازِ الضَّرِيْعَ اِذَا يَبِسَ وَهُوَ سَمٌّ ، بِمُسَيْطِرٍ بِمُسَلَّطٍ وَيُقْرَاُ بِالصَّادِ وَالسِّيْنِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِيَابَهُمْ مَرْجِعَهُمْ -

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (ক্লিষ্ট-ক্লান্ত) বলে খ্রীস্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, عَيْنٌ اٰنِيَةٌ অর্থ টগবগে গরম পানিতে কানায় কানায় ভর্তি ঝরনাধারা। حَمِيْمٍ اٰنٍ চরম ফুটন্ত পানি। لَاتَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً অর্থ সেথায় তারা গালি-গালাজ শুনবে না। ضَرِيْعٍ -এক প্রকার কন্টকময় গুল্ম। (তা যখন সবুজ থাকে তখন) তাকে شِبْرِقٌ বলা হয়, আর যখন শুকিয়ে যায়, তখন হিজাযবাসীরা একেই ضَرِيْعٌ বলে। এ এক প্রকার বিষাক্ত আগাছা। بِمُسَيْطِرٍ -কর্ম নিয়ন্ত্রক। শব্দটি ص ও س উভয় বর্ণ দিয়েই পড়া হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اِيَابَهُمْ অর্থ - তাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান।

سُوْرَةُ الْفَجْرِ

সূরা ফাজ্‌র

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، الْوَتْرُ اللّٰهُ ، اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الْقَدِيْمَة ، وَالْعِمَادُ اَهْلُ عَمُوْدٍ لَايُقِيْمُوْنَ يَعْنِيْ اَهْلَ خِيَامٍ سَوْطَ عَذَابٍ الَّذِيْ عُذِّبُوْا بِهِ اَكْلاً لَمًّا السَّفُّ ، وَجَمًّا الْكَثِيْرُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ ، السَّمَاءُ شَفْعٌ ، وَالْوَتْرُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ، وَقَالَ غَيْرُهُ ، سَوْطَ عَذَابٍ كَلِمَةٌ تَقُوْلُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ يَدْخُلُ فِيْهِ السَّوْطُ ، لَبِالْمِرْصَادِ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ، تَحَاضُّوْنَ تُحَافِظُوْنَ ، وَتَحُضُّوْنَ تَأْمُرُوْنَ بِاِطْعَامِهِ الْمُطْمَئِنَّةُ الْمُصَدِّقَةُ بِالثَّوَابِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ ، اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَهَا اُطْمَاَنَّتْ اِلَى اللّٰهِ وَاُطْمَاَنَّ اللّٰهُ اِلَيْهَا وَرَضِيَتْ عَنِ اللّٰهِ وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَاَمَرَ بِقَبْضِ رُوْحِهَا وَاَدْخَلَهَا اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِيْنَ وَقَالَ غَيْرُهُ جَابُوْا نَقَبُوْا مِنْ جِيْبَ الْقَمِيْصِ قُطِعَ لَهُ جَيْبٌ يَجُوْبُ الْفَلَاةَ يَقْطَعُهَا ، لَمًّا لَمَمْتُهُ اَجْمَعَ اَتَيْتُ عَلٰى اٰخِرِهِ ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْوَتْرُ মানে বেজোড়। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলাকে বোঝানো হয়েছে। اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ বলে প্রাচীন এক কওমকে বোঝানো হয়েছে। اَلْعِمَادُ অর্থ খুঁটি ও স্তম্ভের মালিক, যারা স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস করে না; তারা তাঁবু পেতে জীবন যাপন করে (যাযাবর)। سَوْطَ عَذَابٍ মানে যাদেরকে তা দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে। اَكْلاً لَمًّا অর্থ اَلسَّفُّ। মানে সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করা। جَمًّا অর্থ অতিশয়। মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টিই হল জোড়ায় জোড়ায়। সুতরাং আসমানও জোড়া বাঁধা; তবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই হলেন বেজোড়। মুজাহিদ (র) ব্যতীত অন্য সকলেই বলেছেন, আরবরা সর্ব প্রকার শাস্তির ক্ষেত্রে سَوْطَ عَذَابٍ শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। যে কোন শাস্তি سَوْطَ عَذَابٍ এর অন্তর্ভুক্ত। لَبِالْمِرْصَادِ অর্থ তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। تَحَاضُّوْنَ অর্থ তোমরা হেফাজত করে থাক। تَحَاضُّوْنَ অর্থ তোমরা খাদ্য দান করতে আদেশ করে থাক। اَلْمُطْمَئِنَّةُ অর্থ সওয়াবকে সত্য বলে বিশ্বাসকারী। হাসান (রা) বলেন, يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ বলে এমন আত্মাকে বোঝানো হয়েছে, যে আত্মাকে আল্লাহ্ মৃত্যুদানের ইচ্ছা করলে সে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আল্লাহ্ও তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে প্রশান্ত থাকেন এবং সেও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকে আর আল্লাহ্ও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। এরপর আল্লাহ্ তার রূহ কবয করার আদেশ দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে তাকে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। হাসান (র) ব্যতীত অন্যরা বলেছেন جَابُوْا অর্থ তারা ছিদ্র করেছে। جِيْبَ الْقَمِيْصُ থেকে এ শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ হচ্ছে, জামার পকেট কাটা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়ে থাকে, يَجُوْبُ الْفَلاَةَ সে মাঠ অতিক্রম করছে। لَمَّا لَمَمْتَهُ اَجْمَعَ বলা হলে এর অর্থ হবে – আমি এর শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছি।

سُوْرَةُ الْبَلَدِ

সূরা বালাদ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، بِهٰذَا الْبَلَدِ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيْهِ مِنَ الْاِثْمِ وَوَالِدٍ اٰدَمَ ، وَمَا وَلَدَ ، لِبَدًا كَثِيْرًا ، وَالنَّجْدَيْنِ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ ، مَسْغَبَةٍ مَجَاعَةٍ مَتْرَبَةٍ السَّاقِطُ فِى التُّرَابِ ، يُقَالُ فَلاَ اُقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ، فَلَمْ يَقْتَحِمِ الْعَقَبَةَ فِى الدُّنْيَا ، ثُمَّ فَسَّرَ الْعَقَبَةَ فَقَالَ ، وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ، فَكُّ رَقَبَةٍ ، اَوْ اِطْعَامٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, بِهٰذَا الْبَلَدِ বলে মক্কা শরীফকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এখানে যুদ্ধ করলে অন্য মানুষের উপর যে গুনাহ হবে, তোমার তা হবে না। وَوَالِدٍ মানে আদম (আ)। وَمَا وَلَدَ মানে যা সে জন্ম দেয়, لُبَدًا অর্থ প্রচুর। وَالنَّجْدَيْنِ মানে ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ। مَسْغَبَةٍ অর্থ ক্ষুধা। مَتْرَبَةٍ মানে ধুলায় লুণ্ঠিত। বলা হয় فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ মানে সে দুনিয়ার বন্ধুর গিরিপথ অবলম্বন করেনি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন, তুমি কি জান বন্ধুর গিরিপথ কি? তা হচ্ছে দাসমুক্তি, অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান।

سُوْرَةُ الشَّمْسِ

সূরা শাম্‌স

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، بِطَغْوَاهَا بِمَعَاصِيْهَا ، وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا عُقْبَى اَحَدٍ ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, بِطَغْوَاهَا অবাধ্যতাবশত বা নাফরমানীর কারণে। وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا কারো পরিণামের জন্য আল্লাহ্‌র আশংকা করবার কিছু নেই।

٤٥٧٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا، هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَمْعَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِيْ عَقَرَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْبَعَثَ اَشْقَاهَا انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِيْ رَهْطِهِ مِثْلُ اَبِيْ زَمْعَةَ ، وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ اٰخِرِ يَوْمِهِ ، ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِيْ ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ ، وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ اَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ ، وَقَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلُ اَبِيْ زَمْعَةَ عَمِّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ـ

৪৫৭৮ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ

-কে খুতবা দিতে শুনেছেন, খুতবায় তিনি কওমে সামূদের প্রতি প্রেরিত উষ্ট্রী ও তার পা কাটার কথা উল্লেখ করলেন। তারপর রাসূল اذا انبعث اشقاها -এর ব্যাখ্যায় বললেন, ঐ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার জন্য এক হতভাগ্য শক্তিশালী ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠল যে সে সমাজের মধ্যে আবূ যাম'আর মত প্রভাবশালী ও অত্যন্ত শক্তিধর ছিল। এ খুতবায় তিনি মেয়েদের সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মত মারপিট করে; কিন্তু ঐ দিনের শেষেই সে আবার তার সাথে এক বিছানায় গিয়ে মিলিত হয়। তারপর তিনি বায়ু নিঃসরণের পর হাসি দেয়া সম্পর্কে বললেন, তোমাদের কেউ কেউ হাসে সে কাজটির উপর যে কাজটি সেও করে। (অন্য সনদে) আবূ মুআবীয়া (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যুবায়র ইব্‌ন আওআমের চাচা আবূ যাম'আর মত।

سُوْرَةُ اللَّيْلِ

সূরা লায়ল

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بِالْحُسْنٰى بِالْخَلَفِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، تَرَدّٰى مَاتَ ، وَتَلَظّٰى تَوَهَّجُ ، وَقَرَاَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ تَتَلَظّٰى .

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, بِالْحُسْنٰى অর্থ بِالْخَلَفِ অর্থাৎ প্রতিদানে অস্বীকার করল। মুজাহিদ (র) বলেন, تَرَدّٰى অর্থ যখন যে মরে যাবে। تَلَظّٰى মানে লেলিহান অগ্নি। উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র) শব্দটিকে تَتَلَظّٰى পড়তেন।

بَابٌ قَوْلُهُ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى - "কসম শপথ দিবসের, যখন তা আবির্ভূত হয়।" (৯২ ঃ ২)

٤٥٧٩ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فِيْ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ عَبْدِ اللّٰهِ الشَّامَ فَسَمِعَ بِنَا اَبُوْا الدَّرْدَاءِ فَاَتَانَا فَقَالَ اَفِيْكُمْ مَنْ يَقْرَاُ ؟ فَقُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ فَاَيُّكُمْ اَقْرَاُ فَاَشَارُوْا اِلَيَّ ، فَقَالَ اِقْرَاْ فَقَرَاْتُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى

وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى ، قَالَ اَنْتَ سَمِعْتَهَا . مِنْ فِىْ صَاحِبِكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ وَاَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِى النَّبِىِّ ﷺ وَهٰؤُلَاءِ يَاْبُوْنَ عَلَيْنَا .

৪৫৭৯ কাবীসা ইব্‌ন উকবা (র) .... আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (রা)-এর একদল সাথীর সঙ্গে সিরিয়া গেলাম। আবূ দারদা আমাদের কাছে এসে বললেন, কুরআন পাঠ করতে পারেন, এমন কেউ আছেন কি? আমরা বললাম, হাঁ, আছে। এরপর তিনি বললেন, তাহলে আপনাদের মাঝে উত্তম কারী কে? লোকেরা ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিলে তিনি আমাকে বললেন, পড়ুন, আমি পড়লাম وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى - "তিলাওয়াত শুনে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ সূরা আপনার উস্তাদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদের মুখে শুনেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি এ সূরাটি নবী ﷺ -এর মুখে শুনেছি। কিন্তু তারা (সিরিয়াবাসী) তা অস্বীকার করছে।

بَابٌ قَوْلُهُ : وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى - "এবং শপথ তাঁর যিনি নর-নারী সৃষ্টি করেছেন।" (৯৩ ঃ ২)

٤٥٨. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَدِمَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰهِ عَلٰى اَبِى الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَقْرَاُ عَلٰى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ ؟ قَالَ كُلُّنَا ، قَالَ فَاَيُّكُمْ اَحْفَظُ وَاَشَارُوا اِلٰى عَلْقَمَةَ ، قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَاُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى ، قَالَ اَشْهَدُوْا اَنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَاُ هٰكَذَا وَهٰؤُلَاءِ يُرِيْدُوْنِىْ عَلٰى اَنْ اَقْرَاَ وَقْرَأَ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ، وَاللّٰهِ لَا اُتَابِعُهُمْ .

৪৫৮০ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) .... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর কতিপয় সাথী আবুদ্‌দারদা (রা)-এর কাছে আগমন করলেন। তিনিও তাদেরকে তালাশ করে পেয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ

(রা)-এর কিরাআত অনুযায়ী কে কুরআন পাঠ করতে পারে। আলকামা (রা) বললেন, আমরা সকলেই। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে সবচাইতে ভাল হাফিয কে? সকলেই আলকামার প্রতি ইঙ্গিত করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদকে وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى কীভাবে পড়তে শুনেছেন? আলকামা (র) বললেন, আমি তাকে وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى (ব্যতীত) পড়তে শুনেছি। এ কথা শুনে আবুদ্‌দারদা (রা) বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমিও নবী ﷺ-কে এভাবেই পড়তে শুনেছি। অথচ এসব (সিরিয়াবাসী) লোকেরা চাচ্ছে, আমি যেন আয়াতটি وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى পড়ি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাদের কথা মানবো না।

بَابٌ قَوْلُهُ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى -

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى - "সুতরাং কেউ দান করলে এবং মুত্তাকী হলে।" (৯২ ঃ ৫)

٤٥٨١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فِىْ جِنَازَةٍ ، فَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ ، اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَاَ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى اِلَى قَوْلِهِ لِلْعُسْرٰى .

৪৫৮১ আবূ নু'আইম (রা) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাকীউল গারকাদ নামক স্থানে এক জানাযায় আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। সে সময় তিনি বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার স্থান জান্নাত বা জাহান্নামে ঠিক হয়নি। এ কথা শুনে সকলেই বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে কী আমরা নিয়তির উপর নির্ভর করে বসে থাকব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা আমল করতে থাক। কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে আমল সহজ করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ।

بَابٌ قَوْلُهُ : وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى -

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى - "এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে।" (৯২ ঃ ৬)

৪৫৮২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىُّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ .

৪৫৮২ মুসাদ্দাদ (রা) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। তারপর তিনি উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

بَابٌ قَوْلُهُ : فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى -

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى - "আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।" (৯২ ঃ ৭)

৪৫৮৩ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىُّ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ فِىْ جَنَازَةٍ فَاَخَذَ عُوْدًا يَنْكُتُ فِىْ الْاَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، اَوْ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ ، قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ، فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى الْاٰيَةَ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِىْ بِهِ مَنْصُوْرٌ فَلَمْ اُنْكِرْهُ مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ .

৪৫৮৩ বিশ্র ইব্ন খালিদ (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোন একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি একটি কাঠি হাতে নিয়ে এর দ্বারা মাটি খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার স্থান জান্নাতে বা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়নি। এ কথা শুনে সকলেই বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে কী আমরা নিয়তির উপর নির্ভর করে বসে থাকব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা আমল করতে থাক। কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। আর কেউ কার্পণ্য করলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে ও যার যা উত্তম তা বর্জন করলে তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ। শুবা (র) বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি আমার কাছে মানসূর বর্ণনা করেছেন। তাকে আমি সুলায়মানের হাদীসের ব্যতিক্রম মনে করেনি।

بَابٌ قَوْلُهُ : وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۔

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى - "এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করলে।" (৯২ ঃ ৮)

٤٥٨٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ ، قَالَ لاَ اُعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ، ثُمَّ قَرَاَ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى اِلٰى قَوْلِهِ : فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى ۔

৪৫৮৪ ইয়াহ্ইয়া (রা) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার স্থান জান্নাতে বা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়নি। এ কথা শুনে আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে কী আমরা তাকদীরের উপর নির্ভর করে বসে থাকব? তিনি বললেন, না তোমরা আমল করতে থাক। কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য সে আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ এবং কেউ কার্পণ্য করলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ।

بَابٌ قَوْلُهُ : وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۔

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى - "এবং যা উত্তম তা বর্জন করলে।" (৯২ ঃ ৯)

٤٥٨٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنَّا فِىْ جَنَازَةٍ فِىْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ

مِنَ اَحَدٍ وَمَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ اِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاِلاَّ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً اَوْ سَعِيْدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلٰى اَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ الشَّقَاءِ فَسَيَصِيْرُ اِلٰى عَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ ، قَالَ اَمَّا اَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَاَمَّا اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاءِ ، ثُمَّ قَرَاَ : فَأَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى الْاٰيَةَ .

৪৫৮৫ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাকীউল গারকাদ নামক স্থানে একটি জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এসে বসলেন। আমরাও তাঁর চারপাশে গিয়ে বসলাম। এ সময় তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল। তিনি তার মাথাখানা অবনমিত কে, এর দ্বারা মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। এরপর বললেন, তোমাদের কেউ এমন নেই অথবা বললেন, কোন সৃষ্টি এমন নেই) জান্নাতে বা জাহান্নামে যার স্থান নির্ধারিত হয়নি। কিংবা তাকে ভাগ্যবান বা হতভাগা লেখা হয়নি। এ কথা শুনে জনৈক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাহলে আমল বর্জন করে আমাদের লিখিত ভাগ্যের উপর কী নির্ভর করে বসব? , আমাদের মধ্যে যে সৌভাগ্যবান, সে তো সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মাঝেই শামিল হয়ে যাবে, আর আমাদের মাঝে যে হতভাগা, সে তো হতভাগা লোকদের আমলের দিকেই এগিয়ে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সৌভাগ্যের অধিকারী লোকদের জন্য সৌভাগ্য লাভ করার মত আমল সহজ করে দেয়া হবে। আর দুর্ভাগ্যের অধিকারী লোকদের জন্য দুর্ভাগ্য লাভ করার মত আমল সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, "সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে।"

بَابٌ قَوْلُهُ : فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى - "আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।" (৯২ ঃ ৭)

٤٥٨٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ جَنَازَةٍ فَاَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْاَرْضَ ، فَقَالَ مَا مِنْكُمْ

مِنْ اَحَدٍ ، اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ قَالَ اُعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ ، ثُمَّ قَرَاَ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْاٰيَةَ ـ

৪৫৮৬ আদম (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জানাযায় নবী ﷺ উপস্থিত হয়েছিলেন। এ সময় তিনি কিছু একটা হাতে নিয়ে এ দ্বারা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার স্থান হয় জান্নাতে বা জাহান্নামে নির্ধারিত করে রাখা হয়নি। এ কথা শুনে সবাই বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তাহলে আমল পরিত্যাগ করে আমাদের লিখিত তাকদীরের উপর কী নির্ভর করব ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা আমল করতে থাক, কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের অধিকারী হবে, তার জন্য সৌভাগ্যের অধিকারী লোকদের আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। আর যে দুর্ভাগ্যের অধিকারী হবে, তার জন্য দুর্ভাগা লোকদের আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। এরপর তিনি পাঠ করলেন, সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। এবং কেউ কার্পণ্য করলে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ)।

سُوْرَةُ الضُّحٰى

সূরা দুহা

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى اسْتَوَى . وَقَالَ غَيْرُهُ : اَظْلَمَ وَسَكَنَ ، عَائِلاً فَاَغْنَى ذُوْ عِيَالٍ .

মুজাহিদ (র) বলেন, اِذَا سَجَى অর্থ اسْتَوَى - যখন তা সমান সমান হয়, মুজাহিদ (র) ব্যতীত অন্যরা বলেন, اِذَا سَجَى অর্থ اِذَا اَظْلَمَ وَسَكَنَ মানে যখন তা নিঝুম ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। عَائِلاً অর্থ ذُوْ عِيَالٍ মানে নিঃস্ব।

بَابٌ قَوْلُهُ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى -

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى - "তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।" (৯৩ ঃ ৩)

٤٥٨٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ قَالَ اشْتَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَجَاءَتِ امْرَاَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ لَاَرْجُوْا اَنْ يَكُوْنَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ اَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى *

৪৫৮৭ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র) .... জুনদুব ইব্‌ন সুফইয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অসুস্থতার দরুন রাসূল ﷺ দুই বা তিন রাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেন নি। এ সময় জনৈক মহিলা এসে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! আমার মনে হয়, তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। দুই কিংবা তিনদিন যাবত তাকে আমি তোমার কাছে আসতে দেখতে পাচ্ছি না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, শপথ পূর্বাহ্নের, "শপথ রজনীর যখন তা হয় নিঝুম, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নি।" (৯৩ ঃ ৩)

بَابُ قَوْلُهُ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى يُقْرَأُ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ مَاتَرَكَكَ رَبُّكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا تَرَكَكَ وَمَا اَبْغَضَكَ -

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى - "তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। (৯৩ ঃ ৩) مَا وَدَّعَكَ শব্দটি تخفيف ও تشديد অর্থাৎ وَدَّعَكَ وَدَعَكَ উভয় ভাবেই পড়া যায়। উভয় অবস্থাতে অর্থ একই। তোমাকে রব পরিত্যাগ করেননি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তোমাকে তোমার রব পরিত্যাগ করেন নি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নি।

٤٥٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ ، قَالَتْ اِمْرَاَةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَرٰى صَاحِبَكَ اِلاَّ اَبْطَاكَ ، فَنَزَلَتْ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى -

৪৫৮৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... জুনদাব বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি দেখছি, আপনার সাথী আপনার কাছে ওহী নিয়ে আসতে বিলম্ব করে ফেলছে। তখনই নাযিল হল ঃ তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।

سُوْرَةُ الْاِنْشِرَاحِ

সূরা ইনশিরাহ্

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وِزْرَكَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، اَنْقَضَ اَثْقَلَ ، مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : اَىْ مَعَ ذٰلِكَ الْعُسْرِىْ يُسْرًا اٰخَرَ ، كَقَوْلِهِ : هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلاَّ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ، وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فَانْصَبْ فِىْ حَاجَتِكَ اِلَى رَبِّكَ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلاِسْلاَمِ -

মুজাহিদ (র) বলেন, وِزْرَكَ অর্থ জাহিলী যুগের বোঝা। اَنْقَضَ মানে অতিশয় কষ্টদায়ক। مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন উয়াইয়া (র) বলেন, এ কঠিন অবস্থার পরই আরেকটি সহজ অবস্থা আছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلاَّ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ তোমরা আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষা করছ। একটি কঠিন অবস্থা দু'টি সহজ অবস্থাকে কখনো পরাভূত করতে পারবে না। মুজাহিদ (র) বলেন, فَانْصَبْ অর্থ-প্রয়োজন পূরণের জন্য তুমি তোমার রবের কাছে কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা কর। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ -এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী ﷺ -এর বক্ষকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

سُوْرَةُ التِّيْنِ

সূরা তীন

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُوَ التِّيْنُ وَالزَّيْتُوْنُ الَّذِىْ يَأْكُلُ النَّاسُ ، يُقَالُ فَمَا

يُكَذِّبُكَ فَمَا الَّذِىْ يُكَذِّبُكَ بِاَنَّ النَّاسَ يُدَانُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ ، كَاَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَقْدِرُ عَلٰى تَكْذِيْبِكَ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ـ

মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের মধ্যে التين والزيتون বলে ঐ তীন ও যায়তূনকে বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ খায়। فما يكذبك মানে মানুষকে তাদের কাজের বিনিময় দেয়া হবে এ সম্বন্ধে কোন জিনিস তোমাকে অবিশ্বাসী করে। অর্থাৎ শাস্তি কিংবা পুরস্কার দানের ব্যাপারে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা রাখে কে?

٤٥٨٩ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَدِىٌّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِىْ سَفَرٍ فَقَرَأَ فِى الْعِشَاءِ فِىْ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ـ

৪৫৮৯ হাজ্জাজ ইব্ন মিন্হাল (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সফরে থাকাকালে সময় 'ইশার সালাতের দুই রাকআতের কোন এক রাকআতে 'সূরা তীন' পাঠ করেছেন।

سُوْرَةُ الْعَلَقِ

সূরা আলাক্

وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَتِيْقٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اُكْتُبْ فِى الْمُصْحَفِ فِىْ اَوَّلِ الْاِمَامِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاَجْعَلْ بَيْنَ السُّوْرَتَيْنِ خَطًّا وَقَالَ مُجَاهِدٌ : نَادِيَهُ عَشِيْرَتَهُ ، الزَّبَانِيَةَ الْمَلاَئِكَةَ ، وَقَالَ مَعْمَرُ الرُّجْعٰى الْمَرْجِعُ ، لَنَسْفَعًا قَالَ لَنَاخُذَنْ وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّوْنِ وَهِىَ الْخَفِيْفَةُ ، سَفَعْتُ بِيَدِهِ اَخَذْتُ ـ

কুতায়বা (র) .... হাসান বস্রী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কুরআন শরীফের শুরুতে 'বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' লিখ এবং দুই সূরার মাঝে একটি রেখা টেনে দাও।

মুজাহিদ (র) বলেন, نَادِيَهُ অর্থ গোত্র। الزَّبَانِيَةَ অর্থ ফেরেশতা। মা'মার (রা) বলেন, اَلرُّجْعٰى অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। لَنَسْفَعًا মানে لَنَأْخُذَنْ - لَنَسْفَعَنْ শব্দটি نون خفيفه এর সাথে। আমি অবশ্যই পাকড়াও করব। سَفَعْتُ بِيَدِهِ অর্থ আমি তাকে হাত দ্বারা ধরলাম।

٤٥٩. حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ * حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ مَرْوَانَ اَنَّ الْبَغْدَادِيْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِيْ رِزْمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ صَالِحٍ سَلْمُوْيَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ اَوَّلُ مَابُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِى النَّوْمِ فَكَانَ لاَيَرَى رُؤْيَا اِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلاَءُ فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ قَالَ وَالتَّحَنُّثُ التَّعَدُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِذٰلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى خَدِيْجَةَ ، فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا حَتّٰى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدَ ، ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِى الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدُ ، ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِى الثَّالِثَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدُ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الْاٰيَاتِ اِلٰى قَوْلِهِ : عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ، فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتّٰى دَخَلَ خَدِيْجَةَ ، فَقَالَ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ قَالَ لِخَدِيْجَةَ اَيْ خَدِيْجَةُ مَالِيْ

لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ فَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلاَّ اَبْشِرْ فَوَاللّٰهِ لاَ يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا فَوَاللّٰهُ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ . فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتّٰى اَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ ، وَهُوَ ابْنُ عَمٍّ خَدِيْجَةَ اَخِىَّ اَبِيْهَا وَكَانَ اُمْرَا تَنَصَّرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِىَّ ، وَيَكْتُبُ مِنَ الْاِنْجِيْلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَكْتُبَ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِىَ ، فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ يَاعَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ ، قَالَ وَرَقَةُ يَا ابْنَ اَخِىْ مَاذَا تَرَى فَاَخْبَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ خَبَرَ مَارَاٰى ، فَقَالَ وَرَقَهُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلٰى مُوْسٰى لَيْتَنِىْ فِيْهَا جَذَعًا لَيْتَنِىْ اَكُوْنُ حَيًّا ذَكَرَ حَرْفًا ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ مُخْرِجِىَّ هُمْ ، قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتَ بِهِ اِلاَّ اُوْذِىَ وَاِنْ يُدْرِكْنِىْ يَوْمُكَ حَيًّا اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ اَنْ تُوُفِّىَ وَفَتَرَ الْوَحْىُ فَتْرَةً حَتّٰى حَزِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْىِ قَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ بَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَاْسِىْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِىْ جَاءَ نِىْ بِحِرَاءِ جَالِسُ عَلَى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَفَرِقْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ فَدَثَّرُوْهُ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ ، قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَهِىَ الْاَوْثَانُ الَّتِىْ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُوْنَ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْىُ .

৪৫৯০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র ও সাঈদ ইব্ন মারওয়ান (র) .... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘুমন্ত অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে নবী ﷺ -এর প্রতি ওহী শুরু করা হয়েছিল। ঐ সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন, তা প্রভাতের আলোর মতই সুস্পষ্ট হত। এরপর নির্জনতা তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠল। তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং পরিবার-পরিজনের কাছে আসার পূর্বে সেখানে একনাগাড়ে কয়েকদিন পর্যন্ত তাহান্নুছ করতেন। তাহান্নুছ মানে বিশেষ নিয়মে ইবাদত করা। এ জন্য তিনি কিছু খাবার-দাবার নিয়ে যেতেন। এরপর তিনি বিবি খাদীজার কাছে ফিরে এসে পুনরায় অনুরূপ কিছু খাবার-দাবার নিয়ে যেতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় আকস্মিক তার কাছে সত্যবাণী এসে পৌছল। ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বললেন, পড়ুন। রাসূল ﷺ বললেন, আমি পড়তে পারি না। রাসূল ﷺ বলেন, এরপর তিনি আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতে আমি প্রাণান্তকর কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। রাসূল ﷺ বলেন, এরপর তিনি আমাকে ধরে দ্বিতীয়বার খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতেও আমি ভীষণ কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। এরপর তিনি আমাকে ধরে তৃতীয়বার খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন এবারও আমি অতীব কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক [১] হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। এরপর রাসূল ﷺ এ আয়াতগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এ সময় তাঁর কাঁধের গোশ্ত ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। খাদীজার কাছে পৌছেই তিনি বললেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তখন সকলেই তাঁকে বস্ত্রাবৃত করে দিল। অবশেষে তাঁর ভীতিভাব দূর হলে তিনি খাদীজাকে বললেন, খাদীজা আমার কি হল? আমি আমার নিজের সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি। এরপর তিনি তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। এ কথা শুনে খাদীজা (রা) বললেন, কখনো নয়। আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহ্র শপথ, আল্লাহ্ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের খোঁজ-খবর নেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় লোকদের বোঝা লাঘব করে দেন, নিঃস্ব লোকদেরকে উপার্জন করে দেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং হকের পথে আগত বিপদাপদে লোকদেরকে সাহায্য করে থাকেন। তারপর খাদীজা তাঁকে নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফালের কাছে গেলেন। তিনি জাহেলী যুগে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় কিতাব লিখতেন। আর তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছা মাফিক আরবী ভাষায় ইনজীল কিতাব অনুবাদ করে লিখতেন। তিনি খুব বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, হে আমার চাচাত ভাই। আপনার ভাতিজা কি বলেন একটু শুনুন। তখন ওয়ারাকা বললেন, ভাতিজা, কি হয়েছে তোমার? নবী ﷺ যা দেখেছিলেন, সব কিছুর সংবাদ তাকে জানালেন। সব কথা শুনে ওয়ারাকা বললেন, ইনিই সেই ফেরেশতা, যাকে মূসার কাছে পাঠানো হয়েছিল। আহ! সে সময় আমি যদি যুবক হতাম। আহ! সে সময় আমি যদি জীবিত থাকতাম। তারপর তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করলে রাসূল ﷺ বললেন, সত্যিই তারা কি আমাকে বের করে দেবে? ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ, তারা তোমাকে বের করে দেবে। তুমি যে দাওয়াত নিয়ে এসেছ, এ দাওয়াত যে-ই নিয়ে এসেছে তাকেই কষ্ট দেয়া হয়েছে। তোমার নবুয়তকালে আমি জীবিত

---

১. আলাক– সংযুক্ত, ঝুলন্ত, রক্ত, রক্তপিণ্ড, এমন কিছু যা লেগে থাকে।

থাকলে অবশ্যই আমি তোমাকে বলিষ্ঠ ও সর্বতোভাবে সাহায্য করতাম। এরপর ওয়ারাকা বেশি দিন বাঁচেন নি; বরং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। দীর্ঘ সময়ের জন্য ওহী বন্ধ হয়ে গেল। এতে রাসূল ﷺ ভীষণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন। (অন্য এক সনদে) মুহাম্মদ ইব্ন শিহাব (র) আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান (রা)-এর মাধ্যমে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে ব্যর্ণনা করেছেন। রাসূল ﷺ ওহী বন্ধ হওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, এক সময় আমি পথ চলছিলাম। হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি মাথা তুলে তাকালাম। দেখলাম, যে ফেরেশতা আমার কাছে হেরা গুহায় আসতেন, তিনিই আসমান ও জমীনের মাঝখানে পাতা কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাই বাড়িতে ফিরে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। সুতরাং সকলেই আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, "হে বস্ত্রাচ্ছাদিত। ওঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।" (৭৪ ঃ ১-৫) আবূ সালমা (রা) বলেন, আরবরা জাহেলী যুগে সে সব মূর্তির পূজা করত الرِّجْزَ বলে ঐ সব মূর্তিকেই বোঝানো হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে ওহীর সিলসিলা অব্যাহত থাকে।

بَابٌ قَوْلُهُ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - "তিনি মানুষকে আলাক হতে সৃষ্টি করেছেন।" (৯৬ ঃ ২)

٤٥٩١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَوَّلُ مَابُدِئَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ ، فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ .

৪৫৯১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি ওহীর সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। এরপর তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, পড়, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত। (৯৬ ঃ ১–৫)

بَابٌ قَوْلُهُ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ "পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত।"

٤٥٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ

شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَوَّلُ مَابُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ جَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ .

৪৫৯২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহীর সূচনা হয়। এরপর তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত। (৯৬ : ১-৫)

بَابٌ قَوْلُهُ : اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী : اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - "যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।" (৯৬ : ৪)

٤٥٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَرَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَقَالَ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ .

৪৫৯৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরপর রাসূল ﷺ খাদীজা (রা)-এর কাছে ফিরে এসে বললেন, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। এরপর রাবী সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

بَابٌ قَوْلُهُ : كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী : كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ "সাবধান, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব, মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে, মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।" (৯৬ : ১৫-১৬)

٤٥٩٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ لَئِنْ رَاَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّىْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَاَطَاَنَّ عَلٰى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ

فَعَلَهُ لاَخَذَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ * تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ -

৪৫৯৪ ইয়াহ্ইয়া (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ জাহ্ল বলেছিল, আমি যদি মুহাম্মদকে কা'বার পার্শ্বে সালাত আদায় করতে দেখি তাহলে অবশ্যই আমি তার ঘাড় পদদলিত করব। এ খবর নবী করীম ﷺ-এর কাছে পৌঁছার পর তিনি বলেছেন, সে যদি তা করে তাহলে অবশ্যই ফেরেশতা তাকে পাকড়াও করবে। উবায়দুল্লাহ্র মাধ্যমে আবদুল করীম থেকে আমর ইব্ন খালিদ এ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

سُوْرَةُ الْقَدْرِ

সূরা কাদ্র

يُقَالُ الْمَطْلَعُ هُوَ الطُّلُوْعُ، وَالْمَطْلِعُ الْمَوْضِعُ الَّذِيْ يَطْلُعُ مِنْهُ ، اَنْزَلْنَاهُ : الْهَاءُ كِنَايَةٌ عَنِ الْقُرْاٰنِ ، اَنْزَلْنَاهُ مَخْرَجَ الْجَمْعِ ، وَالْمُنْزِلُ هُوَ اللّٰهُ ، وَالْعَرَبُ تُوَكِّدُ فِعْلَ الْوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ لِيَكُوْنَ اَثْبَتَ وَاَوْكَدَ -

বলা হয়, اَلْمَطْلَعُ অর্থ উদয় হওয়া, পক্ষান্তরে اَلْمَطْلِعُ মানে উদয়স্থল। اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ -এর ه সর্বনামটি দ্বারা আল-কুরআনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে বহুবচনের শব্দরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও অর্থ একবচনের গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, কুরআন নাযিলকারী হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। বস্তুত কোন বস্তুর গুরুত্ব প্রকাশ বা জোরালো ভাব প্রকাশের জন্য আরবরা একবচনের ক্রিয়াপদকে বহুবচনে ব্যবহার করে থাকে।

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ

সূরা বায়্যিনা

مُنْفَكِّيْنَ زَائِلِيْنَ ، قَيِّمَةٌ الْقَائِمَةُ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ اَضَافَ الدِّيْنَ اِلَى الْمُؤَنَّثِ

دِيْنُ । قَائِمَةٌ অর্থ قَيِّمَةٌ মানে-সঠিক। زَائِلِيْنَ মানে -বিচলিত ও পদস্খলিত। مُنْفَكِّيْنَ -অর্থ- الْقَيِّمَةِ -এর মাঝে دِيْنٌ শব্দটিকে مونث -এর দিকে اضافت করা হয়েছে।

٤٥٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاُبَيٍّ بْنِ كَعْبٍ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ وَسَمَّانِيْ قَالَ نَعَمْ فَبَكٰى -

৪৫৯৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র).........আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উবায় ইব্ন কা'ব (রা)-কে বলেছিলেন, তোমাকে لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (সূরা) পড়ে শোনানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। উবায় ইব্ন কা'ব (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি আমার নাম নিয়ে বলেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ; এ কথা শুনে উবায় ইব্ন কা'ব (রা) কাঁদতে লাগলেন।

٤٥٩٦ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاُبَيٍّ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ اُبَيٌّ اللّٰهُ سَمَّانِيْ لَكَ ؟ قَالَ اللّٰهُ سَمَّاكَ لِيْ ، فَجَعَلَ اُبَيٌّ يَبْكِيْ ، قَالَ قَتَادَةُ فَاُنْبِئْتُ اَنَّهُ قَرَاَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ -

৪৫৯৬ হাস্‌সান ইব্ন হাস্‌সান (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উবায় ইব্ন কা'ব (রা)-কে বলেছিলেন, তোমাকে কুরআন পড়ে শোনানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। উবায় ইব্ন কা'ব (রা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার নাম উল্লেখ করেছেন। এ কথা শুনে উবায় ইব্ন কা'ব (রা) কাঁদতে শুরু করলেন। কাতাদা (র) বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ তাঁকে لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।

٤٥٩٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ دَاوُدَ اَبُوْجَعْفَرٍ الْمُنَادِيْ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اُقْرِئَكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ اللّٰهُ

سَمَّانِيْ لَكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ نَعَمْ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ـ

৪৫৯৭ আহ্মদ ইব্ন আবূ দাউদ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবী মুহাম্মদ ﷺ উবায় ইব্ন কা'ব (রা)-কে বলেছিলেন, তোমাকে কুরআন পাঠ করে শোনানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন উবায় ইব্ন কা'ব (রা) আশ্চর্যান্বিত হয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের কাছে কি আমার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ? উত্তরে নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ। এ কথা শুনে তাঁর উভয় চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ
সূরা যিল্যাল্

يُقَالُ اَوْحٰى لَهَا اَوْحٰى اِلَيْهَا وَوَحٰى لَهَا وَوَحٰى اِلَيْهَا وَاحِدٌ ـ

বলা হয়, اَوْحٰى لَهَا ـ اَوْحٰى اِلَيْهَا ـ وَحٰى لَهَا ও وَحٰى اِلَيْهَا একই অর্থবোধক।

بَابٌ قَوْلُهُ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ - "কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে, সে তা দেখবে।" (৯৯ ঃ ৭)

٤٥٩٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ : لِرَجُلٍ اَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَاَمَّا الَّذِيْ لَهُ اَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَاَطَالَ لَهَا فِيْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذٰلِكَ فِى الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ ، وَلَوْ اَنَّهَا

قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْشَرَفَيْنِ كَانَتْ اٰثَارُهَا وَاَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِيَ بِهِ، كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ ، فَهِيَ لِذٰلِكَ الرَّجُلِ اَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْ رِقَابِهَا وَلاَظُهُوْرِهَا فَهُوَ لَهُ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً فَهِيَ عَلٰى ذٰلِكَ وِزْرٌ فَسُئِلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ ، قَالَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ فِيْهَا اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ .

৪৫৯৮ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের ঘোড়া থাকে। এক শ্রেণীর মানুষের জন্য তা সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ হয়, এক শ্রেণীর মানুষের জন্য হয় তা (গুনাহ্ থেকে) আবরণস্বরূপ এবং এক শ্রেণীর মানুষের প্রতি তা হয় গুনাহ্‌র কারণ। যার জন্য তা সওয়াবের কারণ হয়, তারা সেসব ব্যক্তি, যারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য তা প্রস্তুত করে রাখে এবং কোন চারণ ক্ষেত্রে বা বাগানে লম্বা রশি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখে। রশির আওতায় চারণ ক্ষেত্রে বা বাগানে সে যা কিছু খায় তা ঐ ব্যক্তির জন্য নেকী হিসাবে গণ্য হয়। যদি ঘোড়াটি রশি ছিঁড়ে ফেলে এবং নিজ স্থান অতিক্রম করে এক/দু উঁচু স্থানে চলে যায়, তাহলে তার পদচিহ্ন ও গোবরের বিনিময়েও ঐ ব্যক্তি সওয়াব লাভ করবে। আর ঘোড়াটি যদি কোন নহরের কিনারায় গিয়ে নিজে নিজেই পানি পান করে নেয়–মালিকের সেখানে থেকে পানি পান করানোর ইচ্ছা না থাকলেও সে ব্যক্তি এর বিনিময়ে সওয়াবের অধিকারী হবে। এ ঘোড়া এ ব্যক্তির জন্য তো হল সওয়াবের কারণ; আরেক শ্রেণীর লোক যাদের জন্য এ ঘোড়া (গুনাহ্ হতে) আবরণ, তারা ঐ ব্যক্তি যারা মানুষের থেকে মুখাপেক্ষী না থাকার জন্য এবং মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তা পালন করে থাকে। কিন্তু তাতে আল্লাহ্‌র যে হক রয়েছে তা দিতে ভুলে যায় না। এ শ্রেণীর মানুষের জন্য এ ঘোড়া হচ্ছে পর্দা। আরেক শ্রেণীর ঘোড়ার মালিক যারা গর্ব প্রদর্শনীর মনোভাব ও দুশমনীর উদ্দেশ্যে ঘোড়া রাখে। এ ঘোড়া হচ্ছে তাদের জন্য গুনাহ্‌র কারণ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, একক ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক এ একটি মাত্র আয়াত ব্যতীত এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি আর কোন আয়াত নাযিল করেননি। আয়াতটি এইঃ "কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।" (৯৯ ঃ ৭-৮)

بَابٌ قَوْلُهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ -

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ - "কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।" (৯৯ ঃ ৭-৮)

٤٥٩٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنِ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ ، فَقَالَ لَمْ يُنْزَلْ عَلَىَّ فِيْهَا شَىْءٌ اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ -

৪৫৯৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এ বিষয়ে একক ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক এই আয়াতটি ব্যতীত আমার প্রতি আর কোন আয়াতই নাযিল করা হয়নি। আয়াতটি হচ্ছে এই ঃ "কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।" (৯৯ ঃ ৭-৮)

سُوْرَةُ الْعَادِيَاتِ

সূরা আদিয়াত

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْكَنُوْدُ الْكَفُوْرُ ، يُقَالُ : فَاَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ، رَفَعْنَا بِهِ غُبَارًا لِحُبِّ الْخَيْرِ مِنْ اَجْلِ حُبِّ الْخَيْرِ ، لَشَدِيْدٌ لَبَخِيْلٌ ، وَيُقَالُ لِلْبَخِيْلِ شَدِيْدٌ ، حُصِّلَ مُيِّزَ -

মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْكَنُوْدُ অর্থ اَلْكَفُوْرُ মানে অকৃতজ্ঞ। فَاَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا - رَفَعْنَ بِهِ غُبَارًا অর্থ -সে সময় ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে। لِحُبِّ الْخَيْرِ মানে ধন-সম্পদের প্রতি মহব্বতের কারণে। شَدِيْدٌ মানে অবশ্যই কৃপণ। কৃপণকে আরবী ভাষায় شَدِيْدٌ বলা হয়। حُصِّلَ মানে مُيِّزَ অর্থ পৃথক করা হবে।

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ

সূরা কারি‘আ

كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، كَذٰلِكَ النَّاسُ يَجُوْلُ بَعْضُهُمْ فِيْ بَعْضٍ ، كَالْعِهْنِ كَأَلْوَانِ الْعِهْنِ ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ كَالصُّوفِ ـ

كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ মানে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত। পতঙ্গ যেমন একটি আরেকটির ওপর পতিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে একজন মানুষ আরেকজনের ওপর পতিত হবে। كَالْعِهْنِ অর্থ كَأَلْوَانِ الْعِهْنِ মানে বিভিন্ন রকমের তুলার মত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) كَالصُّوْفِ পড়েছেন।

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ

সূরা তাকাছুর

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : التَّكَاثُرُ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, التَّكَاثُرُ - ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য।

سُوْرَةُ اَلْعَصْرِ

সূরা ‘আসর

يُقَالُ الدَّهْرُ اَقْسَمَ بِهِ

বলা হয় عَصْرٌ অর্থ কাল বা সময়। আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে কালের শপথ করেছেন।

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ

সূরা হুমাযা

اَلْحُطَمَةُ أِسْمُ النَّارِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَظَى

اَلْحُطَمَةُ 'লাযা' ও 'সাকার' যেমন দোযখের নাম, তেমনি 'হুতামা'ও একটি দোযখের নাম।

سُوْرَةُ الْفِيْلِ

সূরা ফীল

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَبَابِيْلَ مُتَتَابِعَةً مُجْتَمِعَةً ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ سِجِّيْلِ هِيَ سَنْكِ وَكِلْ

اَبَابِيْلَ ঝাঁকে ঝাঁকে ও একত্রিত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, سِجِّيْلِ শব্দটি سَنْكِ ও كِلْ থেকে আরবীকৃত অআরবী শব্দ (এর অর্থ হল পাথর ও মাটির ঢিল)।

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ

সূরা কুরায়শ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لِاِيْلاَفِ اَلِفُوْا ذٰلِكَ ، فَلاَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فِى الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَاَمَنَهُمْ مِنْ كُلِّ عَدُوِّهِمْ فِىْ حَرَمِهِمْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لِاِيْلاَفِ لِنِعْمَتِىْ عَلٰى قُرَيْشٍ -

মুজাহিদ (র) বলেন, لِاِيْلاَفِ মানে তারা এ বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল। ফলে, শীত ও গ্রীষ্মে তা তাদের জন্য

কষ্টকর হয় না। وَاٰمَنَهُمْ আল্লাহ্ তা'আলা হারাম শরীফের মাঝে তাদের সর্বপ্রকার শত্রু থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। ইব্‌ন উয়ায়না (র) বলেন, (لِاِيْلاَفِ قُرَيْشٍ) মানে কুরাইশদের প্রতি আমার নিয়ামতের কারণে।

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

সূরা মাউন

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَدُعُّ يَدْفَعُ عَنْ حَقِّهِ ، يُقَالُ هُوَ مِنْ دَعَمْتُ ، يُدَعُّوْنَ يُدْفَعُوْنَ ، سَاهُوْنَ لاَهُوْنَ ، وَالْمَاعُوْنَ الْمَعْرُوفَ كُلُّهُ ، وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ : الْمَاعُوْنَ الْمَاءُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةِ : اَعْلاَهَا الزَّكَاةُ الْمَفْرُوْضَةُ ، وَاَدْنَاهَا عَارِيَةُ الْمَتَاعِ -

মুজাহিদ (র) বলেন, يَدُعُّ সে তাকে হক না দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। বলা হয় এ শব্দটি دَعَمْتُ শব্দ থেকে উদগত। يُدَعُّوْنَ অর্থ তাদেরকে বাধা দেয়া হয়। سَاهُوْنَ অর্থ উদাসীন। اَلْمَاعُوْنَ - সর্ব প্রকার কল্যাণকর কাজ। কোন কোন আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞ বলেন, اَلْمَاعُوْنَ অর্থ পানি। ইকরামা (রা) বলেন, মাউনের অন্তর্ভুক্ত সর্বোচ্চ স্তরের বিষয় হচ্ছে যাকাত প্রদান করা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের বিষয় হচ্ছে গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোট খাট জিনিস ধার দেয়া।

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ

সূরা কাউছার

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : شَانِئَكَ عَدُوَّكَ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, شَانِئَكَ তোমার শত্রু।

৪৬০০ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ

لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ ﷺ اِلَى السَّمَاءِ قَالَ اَتَيْتُ عَلٰى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ مُجَوَّفٌ فَقُلْتُ مَاهٰذَا يَا جِبْرِئِيْلُ ؟ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ ـ

৪৬০০ আদম (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকাশের দিকে নবী ﷺ -এর মি'রাজ হলে তিনি বলেন, আমি একটি নহরের ধারে পৌঁছলাম, যার উভয় তীরে খোখলাকৃত মোতির তৈরি গম্বুজসমূহ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিব্‌রাঈল! এটা কি? তিনি বললেন, এটাই (হাওযে) কাউছার।

٤٦٠١ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ يَزِيْدُ الْكَاهِلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَاَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قَالَتْ نَهْرٌ اَعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُجَوَّفٌ اٰنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُوْمِ رَوَاهُ زَكَرِيَّاءُ وَاَبُو الْاَحْوَصِ وَمُطَرِّفٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ ـ

৪৬০১ খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ কাহিলী (র) .... আবু উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, কাউছার একটি নহর যা তোমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ -কে প্রদান করা হয়েছে। এর দু'টো পাড় রয়েছে। উভয় পাড়ে বিছানো রয়েছে খোখলা মোতি। এর পাত্রের সংখ্যা তারকারাজির অনুরূপ। (অন্য সনদে) যাকারিয়া (র) .... আবু ইসহাক (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٤٦٠٢ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ فِى الْكَوْثَرِ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِىْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ قَالَ اَبُوْ بِشْرٍ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَاِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُ نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ ، فَقَالَ سَعِيْدٌ النَّهَرُ الَّذِىْ فِى الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِىْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ ـ

৪৬০২ ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কাউছার সম্পর্কে বলেছেন যে, এ এমন একটি কল্যাণ যা আল্লাহ্ তাঁকে দান করেছেন। বর্ণনাকারী আবু বিশর (র) বলেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-কে বললাম,লোকেরা মনে করে যে, কাউছার হচ্ছে জান্নাতের একটি নহর। এ কথা শুনে সাঈদ (র) বললেন, জান্নাতের নহরটি নবী ﷺ -কে দেয়া কল্যাণের একটি।

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ

সূরা কাফিরূন

يُقَالُ لَكُمْ دِيْنُكُمْ الْكُفْرُ وَلِىَ دِيْنِ الْاِسْلاَمُ وَلَمْ يَقُلْ دِيْنِىْ لاَنَّ الْاَيَاتِ بِالنُّوْنِ فَحُذِفَتِ الْيَاءُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ فَهُوَ يَهْدِيْنِ وَيَسْقِيْنِ وَقَالَ غَيْرُهُ لاَ اَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ الْاَنَ وَلاَ اُجِيْبُكُمْ فِيْمَا بَقِىَ مِنْ عُمُرِىْ ، وَلاَ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ، وَهُمُ الَّذِيْنَ قَالَ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ مَااُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُوْرًا ـ

বলা হয়, لَكُمْ دِيْنُكُمْ - তোমাদের দীন তোমাদের,অর্থাৎ কুফর। আর وَلِىَ دِيْنِ -আমার দীন মানে ইসলাম। এখানে دِيْنِىْ বলা হয়নি। কারণ, পূর্বের আয়াতগুলো نون অক্ষরের উপর যেহেতু শেষ করা হয়েছে, তাই পূর্বের আয়াতগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য يا -কে حذف করে এ আয়াতটিকেও نون অক্ষরের ওপর পরিসমাপ্ত করা হয়েছে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা يا -কে حذف করে يَهْدِيْنَ এবং يَسْقِيْنَ ব্যবহার করেছেন। (মুজাহিদ ব্যতীত) অপরাপর মুফাসসির বলেছেন, لاَ اَعْبُدُ مَاتَعْبُدُوْنَ -এর মর্মার্থ হচ্ছে ঃ তোমরা বর্তমানে যার ইবাদত কর, আমি তার ইবাদত করি না এবং অবশিষ্ট জীবনেও আমি তোমাদের এ আহবানে সাড়া দেব না। وَلاَ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও- 'যাঁর ইবাদত আমি করি।' তারা ঐ সমস্ত লোক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন ঃ তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বর্ধিত করবে।

سُوْرَةُ النَّصْرِ

সূরা নাস্‌র

٤٦٠٣ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ

صَلاَةً بَعْدَ اَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ اِلاَّ يَقُوْلُ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْلِىْ -

৪৬০৩ হাসান ইব্ন রাবী (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ সূরা নাযিল হবার পর নবী ﷺ যখনই সালাত আদায় করেছেন তখনই তিনি সালাতের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করেছেন ঃ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْلِىْ - "হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র, তুমিই আমার রব। সকল প্রশংসা তোমারই জন্য নির্ধারিত। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

٤٦٠٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ فِىْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْلِىْ يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ

৪৬০৪ উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা নাস্‌র নাযিল হবার পর রাসূল ﷺ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْلِىْ (হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র, তুমিই আমার রব, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য নির্দিষ্ট। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।) দোয়াটি রুকূ-সিজদার মধ্যে বেশি বেশি পাঠ করতেন।

بَابُ قَوْلِهِ : وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا -

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا - "এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে।" (১১০ ঃ ২)

٤٦٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ، قَالُوْا فَتْحُ الْمَدَائِنِ وَالْقُصُوْرِ ، قَالَ مَا تَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ اَجَلٌ اَوْ مَثَلٌ ضُرِبَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ نُعِيَتْ لَهُ نَفْسُهُ .

৪৬০৫ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু শায়বা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) লোকদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী إذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ -এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার পর তারা বললেন, এ আয়াতে শহর এবং প্রাসাদসমূহের বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, হে ইব্‌ন আব্বাস! তুমি কি বল? তিনি বললেন, এ আয়াতে ওফাত অথবা মুহাম্মদ ﷺ -এর দৃষ্টান্ত এবং তাঁর শান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

بَابٌ قَوْلُهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ انَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، تَوَّابٌ عَلَى الْعِبَادِ ، وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ انَّهُ كَانَ تَوَّابًا - "যখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো তওবা কবূলকারী।" (১১০ ঃ ৩)

تَوَّابًا মানে تَوَّابٌ عَلَى الْعِبَادِ অর্থ বান্দাদের তওবা কবূলকারী। التَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে গুনাহ থেকে তওবা করে।

٤٦٠٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِيْ مَعَ اَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَاَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ تُدْخِلُ هٰذَا مَعَنَا وَلَنَا اَبْنَاءٌ مِثْلَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ اِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ فَدَعَا ذَاتَ يَوْمٍ فَاَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فَمَا رُئِيْتُ اَنَّهُ دَاعَانِيْ يَوْمَئِذٍ الاَّ لِيُرِيَهُمْ ، قَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اُمِرْنَا اَنْ نَحْمَدَ اللّٰهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ اِذَا نُصِرْنَاوَفُتِحَ عَلَيْنَا ، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَقَالَ لِيْ اَكَذَا لَكَ تَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقُلْتُ لاَ ، قَالَ فَمَا تَقُوْلُ ، قُلْتُ هُوَ اَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَعْلَمَهُ لَهُ قَالَ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ، وَذٰلِكَ عَلاَمَةُ اَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، فَقَالَ عُمَرُ مَا اَعْلَمُ مِنْهَا اِلاَّ مَا تَقُوْلُ *

৪৬০৬ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সাহাবীদের সঙ্গে আমাকেও শামিল করতেন। এ কারণে কারো কারো মনে প্রশ্ন দেখা দিল। একজন বললেন, আপনি তাঁকে আমাদের সাথে কেন শামিল করছেন। আমাদের তো তাঁর মত সন্তানই রয়েছে। উমর (রা) বললেন, এর কারণ তো আপনারাও জানেন। সুতরাং একদিন তিনি তাঁকে ডাকলেন এবং তাঁদের সাথে বসালেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি বুঝতে পারলাম, আজকে তিনি আমাকে ডেকেছেন এজন্য যে, তিনি আমার প্রজ্ঞা তাঁদেরকে দেখাবেন। তিনি তাদেরকে বললেন।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপনারা কি বলেন, তখন তাঁদের কেউ বললেন, আমরা সাহায্য প্রাপ্ত হলে এবং আমরা বিজয় লাভ করলে। এ আয়াতে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার কেউ কিছু না বলে চুপ করে থাকলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে ইব্ন আব্বাস! তুমিও কি তাই বল? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি বলতে চাও? উত্তরে আমি বললাম, "এ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রাসূল ﷺ-কে তার ইন্তিকালের সংবাদ জানিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসলে' এটিই হবে তোমার মৃত্যুর আলামত। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি তো তওবা কবুলকারী।" এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, তুমি যা বলছ, এ আয়াতের ব্যাখ্যা আমিও তা-ই জানি।

سُوْرَةُ اللَّهَبِ

সূরা লাহাব

تَبَابٌ خُسْرَانٌ تَتْبِيْبٌ تَدْمِيْرٌ

تَبَابٌ অর্থ خُسْرَانٌ মানে ক্ষতি, ধ্বংস। تَتْبِيْبٌ মানে تَدْمِيْرٌ বিধ্বস্ত করা।

٤٦٠٧ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ، وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى صَعِدَ الصَّفَافَهَتَفَ يَاصَبَاحَاهْ ، فَقَالُوْا مَنْ هٰذَا فَاجْتَمَعُوْا اِلَيْهِ فَقَالَ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلاً

تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ اَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوْا مَاجَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَانِّيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ ، قَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ مَا جَمَعْتَنَا اِلاَّ لِهٰذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ ، تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ وَقَدْ تَبَّ هٰكَذَا قَرَاهَا الْاَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ *

৪৬০৭ ইউসুফ ইব্ন মূসা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ - "তুমি তোমার কাছে আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করে দাও" আয়াতটি নাযিল হলে রাসূল ﷺ বের হয়ে সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন এবং يَاصَبَاحَاهْ (সকাল বেলার বিপদ সাবধান) বলে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন। আওয়াজ শুনে তারা বলল, এ কে ? তারপর সবাই তাঁর কাছে গিয়ে সমবেত হল। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি, একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী এ পাহাড়ের পেছনে তোমাদের উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? সকলেই বলল, আপনার মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে একত্র করেছ ? অতঃপর রাসূল ﷺ দাঁড়ালেন। তারপর নাযিল হলঃ تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ - "ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু' হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।" আমাশ (র) আয়াতটিতে تَبَّ শব্দের পূর্বে قَدْ সংযোগ করে وَقَدْ تَبَّ পড়েছেন।

بَابٌ قَوْلُهُ وَتَبَّ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ -

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَتَبَّ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ - "এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি।" (১১১ ঃ ১-২)

٤٦٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْبَطْحَاءِ فَصَعِدَ اِلَى الْجَبَلِ فَنَادَى يَاصَبَاحَاه ، فَاجْتَمَعَتْ اِلَيْهِ قُرَيْشٌ ، فَقَالَ اَرَاَيْتُمْ اِنْ حَدَّثْتُكُمْ اَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ اَوْ مُمَسِّيْكُمْ اَكُنْتُمْ تُصَدِّقُوْنِيْ قَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ فَانِّيْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيْدٍ

فَقَالَ اَبُوْ لَهَبٍ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا تَبًّالَكَ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ اِلٰى اٰخِرِهَا .

৪৬০৮ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ বাত্হা প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন এবং পাহাড়ে আরোহণ করে يَاصَبَاحَاهْ বলে উচ্চস্বরে ডাকলেন। কুরাইশরা তাঁর কাছে এসে সমবেত হল। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে বলি, শত্রু সৈন্যরা সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে? তারা সকলেই বলল, হাঁ, আমরা বিশ্বাস করব। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ ? তোমার ধ্বংস হোক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা লাহাব নাযিল করলেন, ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ এবং উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে তার গলদেশে পাকান রজ্জু।

بَابٌ قَوْلُهُ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ .

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ - "অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে।" (১১১ ঃ ৩)

٤٦٠٩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ، فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ .

৪৬০৯ উমর ইব্ন হাফ্স (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু লাহাব নবী ﷺ-কে বললো, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ? তখন تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ সূরাটি নাযিল হলো।

بَابٌ قَوْلُهُ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : حَمَّالَةَ الْحَطَبِ تَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ، فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ يُقَالُ مَسَدٍ لَيْفِ الْمُقْلِ وَهِىَ السِّلْسِلَةُ الَّتِىْ فِى النَّارِ .

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ - "এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে।" (১১১ ঃ ৪)

মুজাহিদ (র) বলেন, حَمَّالَةَ الْحَطَبِ মানে-এমন মহিলা যে পরনিন্দা করে বেড়ায়। فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ মানে– তার গলদেশে থাকবে পাকান দড়ি। বলা হয় مَسَدٌ মানে– পাকানো মোটা শক্ত দড়ি। (কারো কারো মতে) এর দ্বারা দোযখের ঐ শৃঙ্খলকে বোঝানো হয়েছে, যা তার গলদেশে লাগানো হবে।

سُوْرَةُ الْاِخْلاَصِ

সূরা ইখলাস

يُقَالُ لاَيُنَوَّنُ اَحَدٌ اَىْ وَاحِدٌ

বলা হয়, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ শব্দটি اَحَدٌ (যখন তৎপরবর্তী শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া হবে তখন) تنوين পড়া হয় না। وَاحِدٌ ও اَحَدٌ সমার্থবোধক।

٤٦١٠. حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ كَذَّبَنِى ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ ، فَأَمَّا تَكْذِيْبُهُ اِيَاىَ ، فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيْدَنِىْ كَمَا بَدَانِىْ وَلَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِاَهْوَنَ عَلَىَّ مِنْ اِعَادَتِهِ وَاَمَّا شَتَمُهُ اِيَّاىَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَاَنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ ، لَمْ اَلِدْ وَلَمْ اُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِىْ كُفُوًا اَحَدٌ .

৪৬১০ আবুল ইয়ামন (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "বনী আদম আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে; অথচ এরূপ করা তার জন্য সমীচীন হয়নি। বনী আদম আমাকে গালি দিয়েছে ; অথচ এমন করা তার জন্য উচিত হয়নি। আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ্ আমাকে যেমনিভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন না। অথচ তাকে পুনরায় জীবিত করা অপেক্ষা প্রথমবার সৃষ্টি করা আমার জন্য সহজ ছিল না। আমাকে তার গালি দেয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন; অথচ আমি একক, কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং কেউ আমার সমতুল্য নয়।"

بَابٌ قَوْلُهُ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّيْ اَشْرَافَهَا اَلصَّمَدَ ، وَقَالَ اَبُوْ وَائِلٍ هُوَ السَّيِّدُ الَّذِيْ اَنْتَهَى سُوْدَدُهُ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَللّٰهُ الصَّمَدُ - "আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন", (১১২ ঃ ২) আরবীয় লোকেরা তাদের নেতাদেরকে صَمَدٌ বলে থাকেন। আবু ওয়াইল (র) বলেন, এমন নেতাকে বলা হয় যার নেতৃত্ব চূড়ান্ত বা যার উপর নেতৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

٤٦١١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ كَذَّبَنِيْ ابْنُ اٰدَمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِيْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ ، اَمَّا تَكْذِيْبُهُ اِيَّايَ اَنْ يَقُوْلَ اِنِّيْ لَنْ اُعِيْدَهُ كَمَا بَدَاْتُهُ ، وَاَمَّا شَتْمُهُ اِيَّايَ اَنْ يَقُوْلَ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَاَنَا الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ اَلِدْ وَلَمْ اُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ، كُفُوًا وَكَفِيْئًا وَكِفَاءً وَاحِدٌ ـ

৪৬১১ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে ; অথচ এরূপ করা তার জন্য উচিত হয়নি। সে আমাকে গালি দিয়েছে; অথচ এমন করা তার পক্ষে সমীচীন হয়নি। আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করার মানে হচ্ছে এই যে, সে বলে, আমি পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নই যেমনিভাবে আমি তাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছি। আমাকে তার গালি দেয়া হচ্ছে এই যে, সে বলে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন ; অথচ আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি এমন এক সত্তা যে, আমি কাউকে জন্ম দেইনি, আমাকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং আমার সমতুল্য কেউ নেই। ইমাম বুখারী (র) বলেন, كُفُوًا ـ كَفِيئًا এবং كفاءا সম অর্থবোধক শব্দ।

سُوْرَةُ الْفَلَقِ

সূরা ফালাক

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : غَاسِقُ الَّيْلُ ، اِذَا وَقَبَ غُرُوْبُ الشَّمْسِ يُقَالُ هُوَ اَبْيَنُ

مِنْ فَرَقِ الصُّبْحِ وَفَلَقِ الصُّبْحِ ، وَقَبَ اِذَا دَخَلَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ وَاَظْلَمَ

মুজাহিদ (র) বলেন, غَاسِقٌ মানে– রাত। اِذَا وَقَبَ মানে –সূর্য অস্তমিত হওয়া। আরবীতে فَلَق ও فَرَق একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই বলা হয়, هُوَ اَبْيَنُ مِنْ فَرَقِ الصُّبْحِ وَفَلَقِ الصُّبْحِ মানে ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়ার চাইতেও তা স্পষ্ট। وَقَبْ মানে, অন্ধকার সব জায়গায় প্রবেশ করে এবং আচ্ছন্ন করে ফেলে।

٤٦١٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ وَعَبْدَةَ عَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَاَلْتُ اُبَيَّ بْنَ كَعَبٍ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ، فَقَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قِيْلَ لِيْ فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُوْلُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৪৬১২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... যির ইব্ন হুবাইশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবায় ইব্ন কা'বকে مُعَوِّذَتَيْن সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, আমাকে বলা হয়েছে, তাই আমি বলছি। উবায় ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেমন বলেছেন, আমরাও ঠিক তেমনি বলছি।

سُوْرَةُ النَّاسِ

সূরা নাস

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَلْوَسْوَاسِ اِذَا وُلِدَ خَنَّسَهُ الشَّيْطَانُ فَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَهَبَ ، وَاِذَا لَمْ يُذْكَرِ اللّٰهُ ثَبَتَ عَلٰى قَلْبِهِ

اَلْوَسْوَاسُ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, শিশু ভূমিষ্ঠ হলে শয়তান এসে তাকে স্পর্শ করে। তারপর সেখানে আল্লাহ্র নাম নিলে শয়তান পালিয়ে যায়। আর আল্লাহ্র নাম না নিলে সে তার অন্তরে স্থান করে নেয়।

٤٦١٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ

بْنُ اَبِىْ لُبَابَةَ عَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ قَالَ سَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ يَااَبَا الْمُنْذِرِ اِنَّ اَخَاكَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أُبَىَّ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِىْ قِيْلَ لِىْ قُلْ ـ فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُوْلُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

৪৬১৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... যির ইব্‌ন হুবাইশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বললাম, হে আবুল মুনযির! আপনার ভাই ইব্‌ন মাসউদ (রা) তো এ ধরনের কথা বলে থাকেন। তখন উবায় (রা) বললেন, আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বললেন, আমাকে বলা হয়েছে। তাই আমি বলেছি। উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন আমরাও তাই বলি।

كِتَابُ فَضَائِلُ الْقُرْاٰنِ

ফাযায়িলুল কুরআন অধ্যায়

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْاٰنِ

ফাযায়িলুল কুরআন অধ্যায়

بَابٌ كَيْفَ نُزُوْلُ الْوَحْيِ وَاَوَّلُ مَا نَزَلَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُهَيْمِنُ الأَمِيْنُ الْقُرْاٰنُ اَمِيْنٌ عَلٰى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ ওহী কিভাবে নাযিল হয় এবং সর্বপ্রথম কোন্ আয়াত নাযিল হয়েছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْمُهَيْمِنُ মানে– আমীন। কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী গ্রন্থের জন্য আমীন স্বরূপ।

٤٦١٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالاَ لَبِثَ النَّبِىُّ ﷺ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ ، يُنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا ـ

৪৬১৪ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র) .... আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী ﷺ মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে এবং মদীনাতেও তিনি দশ বছর অবস্থান করেন (এ সময়ও তাঁর প্রতি দশ বছর কুরআন নাযিল হয়েছে)।

٤٦١٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ اُنْبِئْتُ اَنَّ جِبْرِيْلَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَعِنْدَهُ اُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هٰذَا اَوْ كَمَا قَالَ قَالَتْ هٰذَا دِحْيَةُ فَلَمَّا قَامَ قَالَتْ وَاللّٰهُ مَا حَسِبْتُهُ اِلاَّ اِيَّاهُ حَتّٰى سَمِعْتُ

خُطْبَةَ النَّبِىِّ ﷺ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِئِيْلَ اَوْ كَمَا قَالَ قَالَ اَبِى فَقُلْتُ لاَبِىْ عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ـ

৪৬১৫ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে অবগত করা হয়েছে যে, একদা জিব্‌রাঈল (আ) নবী ﷺ -এর কাছে আগমন করলেন। তখন উম্মে সালামা (রা) তাঁর কাছে ছিলেন। জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। নবী ﷺ উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে ? অথবা তিনি এ ধরনের কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন। উম্মে সালামা (রা) বললেন, ইনি দাহইয়া (রা)। তারপর জিব্‌রাঈল (আ) উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, নবী ﷺ-এর ভাষণে জিব্‌রাঈল (আ)-এর খবর না শুনা পর্যন্ত আমি তাঁকে সে দাহইয়া (রা)-ই মনে করেছি। অথবা তিনি (বর্ণনাকারী) অনুরূপ কোন কথা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী মুতামির (র) বলেন, আমার পিতা সুলায়মান বলেছেন, আমি উসমান (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কার থেকে এ ঘটনা শুনেছেন? তিনি বললেন, উসামা ইব্‌ন যায়দের কাছ থেকে।

٤٦١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمُقْبَرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَامِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِىٌّ اِلاَّ اُعْطِىَ مَامِثْلَهُ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِىْ اُوْتِيْتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَىَّ فَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৪৬১৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে তাঁর যুগের চাহিদা মুতাবিক কিছু মুজিযা দান করা হয়েছে, যা দেখে লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। আমাকে যে মুজিযা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, ওহী– যা আল্লাহ্ পাক আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাদের অনুসারীদের তুলনায় আমার অনুসারীদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে।

٤٦١٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى تَابَعَ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْىُ ، ثُمَّ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ ـ

৪৬১৭ আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্

তা'আলা নবী ﷺ-এর প্রতি ধারাবাহিকভাবে ওহী নাযিল করতে থাকেন এবং তাঁর ইন্তিকালের নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি সর্বাধিক পরিমাণ ওহী নাযিল করেন। এরপর তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন।

٤٦١٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَادِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُوْلُ اَشْتَكَى النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً اَوْ لَيْلَتَيْنِ ، فَاَتَتْهُ امْرَاةٌ فَقَالَتْ يَامُحَمَّدُ مَا اَرَى شَيْطَانَكَ الاَّ قَدْ تَرَكَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى -

৪৬১৮ আবু নু'আইম (র) .... জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে এক কি দু'রাত তিনি উঠতে পারেননি। জনৈকা মহিলা তাঁর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আমার মনে হয়, তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন, وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى - "শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রজনীর, যখন তা হয় নিঝুম। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।"

٢٣٩٧. بَابٌ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ ، قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ

২৩৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন কুরায়শ এবং আরবদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "সরল ও সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি।"

٤٦١٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَاَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ فَاَمَرَ عُثْمَانُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنْ يَنْسَخُوْهَا فِى الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ لَهُمْ اِذَا اُخْتَلَفْتُمْ اَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِىْ عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْاٰنِ ، فَاكْتُبُوْهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَاِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا -

৪৬১৯ আবুল ইয়ামন (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা), সাঈদ ইব্‌নুল 'আস (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিশাম (রা)-কে পবিত্র কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, আল কুরআনের কোন শব্দের আরবী হওয়ার ব্যাপারে যায়দ ইব্‌ন সাবিতের সঙ্গে তোমাদের মত-বিরোধ হলে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কারণ, কুরআন তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। অতএব তাঁরা তা-ই করলেন।

٤٦٢٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ قَالَ اَخْبَرَنِيْ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُوْلُ لَيْتَنِيْ اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَلَمَّا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْجِعِرَّانَةِ عَلَيْهِ ثَوَابٌ قَدْ اُظِلَّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطَيْبٍ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِىْ رَجُلٍ اَحْرَمَ فِىْ جُبَّةٍ بَعْدَ مَاتَضَمَّخَ بِطِيْبٍ ، فَنَظَرَ النَّبِىُّ ﷺ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْىُ ، فَاَشَارَ عُمَرُ اِلٰى يَعْلَى اَنْ تَعَالَ ، فَجَاءَ يَعْلَى فَاَدْخَلَ رَأْسَهُ فَاِذَا هُوَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذٰلِكَ سَاعَةً ، ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ ، فَقَالَ اَيْنَ الَّذِىْ يَسْاَلُنِىْ عَنِ الْعُمْرَةِ اٰنِفًا ، فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِئَ بِهِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَمَّا الطِّيْبُ الَّذِىْ بِكَ ، فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَاَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اَصْنَعْ فِىْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِىْ حَجِّكَ ۔

৪৬২০ আবু নু'আয়ইম (র) .... ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, হায়! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার সময় যদি তাঁকে দেখতে পারতাম। যখন নবী ﷺ জিয়িররানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং চাঁদোয়া দিয়ে তাঁর উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন কতিপয় সাহাবী। এমতাবস্থায় সুগন্ধি মেখে এক ব্যক্তি এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। ঐ সম্পর্কে আপনার মত কী, যে সুগন্ধি মেখে জুব্বা পরে ইহ্‌রাম বেঁধেছে? কিছু সময়ের জন্য নবী ﷺ অপেক্ষা করলেন, এমনি সময় ওহী এলো। উমর (রা) ইয়ালা (রা)-কে ইশারা দিয়ে ডাকলেন। ইয়ালা (রা) এলেন এবং তাঁর মাথা ঐ চাদরের ভেতর ঢোকালেন। দেখলেন, রাসূল ﷺ

-এর মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ রক্তিম বর্ণ এবং কিছু সময়ের জন্য অত্যন্ত জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছেন। তারপর তাঁর থেকে এ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হওয়ার পর তিনি বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? যে কিছুক্ষণ পূর্বে আমাকে উমরা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। লোকটিকে তালাশ করে নবী করীম ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হল নবী ﷺ বললেন, যে সুগন্ধি তুমি তোমার শরীরে মেখেছ, তা তিনবার ধুয়ে ফেলবে আর জুব্বাটি খুলে ফেলবে। তারপর তুমি তোমার উমরাতে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করবে, যা তুমি হজ্জের মধ্যে করে থাক।

بَابُ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন সংকলনের অনুচ্ছেদ

৪৬২১ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ اَرْسَلَ اِلَىَّ اَبُوْ بَكْرٍ مَقْتَلَ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَاِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ عُمَرَ اَتَانِىْ فَقَالَ اِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ ، وَاِنِّىْ اَخْشٰى اِنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيْرٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَاِنِّى اَرٰى اَنْ تَاْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْاٰنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ هٰذَا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِىْ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ لِذٰلِكَ ، وَرَاَيْتُ فِىْ ذٰلِكَ الَّذِىْ رَاٰى عُمَرُ ، قَالَ زَيْدٌ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَانَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ فَاجْمَعْهُ ، فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفُوْنِىْ نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَاكَانَ اَثْقَلَ عَلَىَّ مِمَّا اَمَرَنِىْ بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هُوَ

وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ اَبُوْ بَكْرٍ يُرَاجِعُنِىْ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ لِلَّذِىْ شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ اَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ حَتّٰى وَجَدْتُ اُخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ مَعَ اَبِىْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِىِّ لَمْ اَجِدْهَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ، حَتّٰى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ ، فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ اَبِىْ بَكْرٍ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ -

৪৬২১ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) .... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু লোক শহীদ হবার পর আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। এ সময় উমর (রা)-ও তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। উমর (রা) আমার কাছে এসে বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্তদের মধ্যে কারীদের সংখ্যা অনেক। আমি আশংকা করছি, এমনিভাবে যদি কারীগণ শহীদ হয়ে যান, তাহলে কুরআন শরীফের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। উত্তরে আমি উমর (রা)-কে বললাম, যে কাজ আল্লাহ্র রাসূল ﷺ করেন নি, সে কাজ তুমি কিভাবে করবে? উমর (রা) এর জবাবে বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা একটা উত্তম কাজ। উমর (রা) এ কথাটি আমার কাছে বার বার বলতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজের জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিলেন এবং এ বিষয়ে উমর যা ভাল মনে করলেন আমিও তাই করলাম। যায়দ (রা) বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার ব্যাপারে আমার কোন সংশয় নেই। অধিকন্তু তুমি রাসূল ﷺ-এর ওহীর লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআন শরীফের অংশগুলোকে তালাশ করে একত্রিত কর। আল্লাহ্র শপথ! তারা যদি আমাকে একটি পাহাড় এক স্থান হতে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিত, তাহলেও তা আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চাইতে কঠিন বলে মনে হত না। আমি বললাম, যে কাজ রাসূল ﷺ করেননি, আপনারা সে কাজ কিভাবে করবেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! এটা একটা কল্যাণকর কাজ। এ কথাটি আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমার কাছে বার বার বলতে থাকেন, অবশেষে আল্লাহ্ পাক আমার বক্ষকে প্রশস্ত ও প্রসন্ন করে দিলেন সে কাজের জন্য, যে কাজের জন্য তিনি আবু বকর এবং উমর (রা)-এর বক্ষকে প্রশস্ত ও প্রসন্ন করে দিয়েছিলেন। এরপর আমি কুরআন অনুসন্ধান কাজে আত্মনিয়োগ করলাম এবং খেজুর পাতা, প্রস্তরখণ্ড ও মানুষের বক্ষ থেকে আমি তা সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি আমি সূরা তওবার শেষাংশ আবু খুযায়মা আনসারী (রা) থেকে সংগ্রহ করলাম। এ অংশটুকু তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে আমি পাইনি। আয়াতগুলো হচ্ছে এইঃ তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলো, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি। (১২৮-১২৯) তারপর সংকলিত সহীফাসমূহ মৃত্যু পর্যন্ত আবু বকর (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তা উমর (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। এরপর তা উমর-তনয়া হাফসা (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল।

٤٦٢٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلٰى عُثْمَانَ ، وَكَانَ يُغَازِيْ اَهْلَ الشَّامِ فِيْ فَتْحِ اَرْمِيْنِيَةَ وَاَذَارْبَيْجَانَ مَعَ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَاَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلاَفُهُمْ فِى الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَدْرِكْ هٰذِهِ الْاُمَّةَ قَبْلَ اَنْ يَخْتَلِفُوْا فِى الْكِتَابِ اخْتِلاَفَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى فَاَرْسَلَ عُثْمَانُ اِلٰى حَفْصَةَ اَنْ اَرْسِلِيْ اِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِى الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا اِلَيْكِ ، فَاَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ اِلٰى عُثْمَانَ ، فَاَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوْهَا فِى الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلاَثَةِ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ اَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَاِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا حَتّٰى اِذَا نَسَخُوْا الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ اِلٰى حَفْصَةَ وَاَرْسَلَ اِلٰى كُلِّ اُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوْا وَاَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ فِيْ كُلِّ صَحِيْفَةٍ اَوْمُصْحَفٍ اَنْ يُحْرَقَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ اٰيَةً مِنَ الْاَحْزَابِ حِيْنَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ

بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَاَلْحَقْنَاهَا فِيْ سُوْرَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ ـ

৪৬২২ মূসা (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান (রা) একবার উসমান (রা)-এর কাছে এলেন। এ সময় তিনি আরমিনিয়া ও আযারবাইজান বিজয়ের ব্যাপারে সিরীয় ও ইরাকী যোদ্ধাদের জন্য রণ-প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কুরআন পাঠে তাঁদের মতবিরোধ হুযায়ফাকে ভীষণ চিন্তিত করল। সুতরাং তিনি উসমান (রা)-কে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! কিতাব সম্পর্কে ইহুদী ও নাসারাদের মত মতপার্থক্যে লিপ্ত হবার পূর্বে এই উম্মতকে রক্ষা করুন। তারপর উসমান (রা) হাফসা (রা)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তিকে এ বলে পাঠালেন যে, আপনার কাছে সংরক্ষিত কুরআনের সহীফাসমূহ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা সেগুলোকে পরিপূর্ণ মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করতে পারি। এরপর আমরা তা আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব। হাফসা (রা) তখন সেগুলো উসমান (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর উসমান (রা) যায়দ ইব্ন সাবিত (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা), সাঈদ ইব্ন আস (রা) এবং আবদুর রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশাম (রা)-কে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা মাসহাফে তা লিপিবদ্ধ করলেন। এ সময় হযরত উসমান (রা) তিনজন কুরাইশী ব্যক্তিকে বললেন, কুরআনের কোন বিষয়ে যদি যায়দ ইব্ন সাবিতের সঙ্গে তোমাদের মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কারণ, কুরআন তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাঁরা তাই করলেন। যখন মূল লিপিগুলো থেকে কয়েকটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়ে গেল, তখন উসমান (রা) মূল লিপিগুলো হাফসা (রা)-এর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি কুরআনের লিখিত মাসহাফ -সমূহের এক একখানা মাসহাফ এক এক প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং এতদভিন্ন আলাদা আলাদা বা একত্রে সন্নিবেশিত কুরআনের যে কপিসমূহ রয়েছে তা জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ইব্ন শিহাব (র) খারিজা ইব্ন যায়দ ইব্ন সাবিতের মাধ্যমে যায়দ ইব্ন সাবিত থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা যখন গ্রন্থাকারে কুরআন লিপিবদ্ধ করছিলাম তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমার থেকে হারিয়ে যায়; অথচ আমি তা রাসূল ﷺ-কে পাঠ করতে শুনেছি। তাই আমরা অনুসন্ধান করতে লাগলাম। অবশেষে আমরা তা খুযায়মা ইব্ন সাবিত আনসারী (রা)-এর কাছে পেলাম। আয়াতটি হচ্ছে এইঃ "মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তাঁরা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।" (৩৩ ঃ ২৩)

তারপর আমরা এ আয়াতটি সংশ্লিষ্ট সূরার সাথে মাসহাফে লিপিবদ্ধ করলাম।

২৩৯৮. بَابٌ كَاتِبُ النَّبِيِّ ﷺ

২৩৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর কাতিব

٤٦٢٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ اَنَّ ابْنَ السَّبَّاقِ قَالَ اِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ اَرْسَلَ اِلَىَّ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ اِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاتَّبِعِ الْقُرْاٰنَ فَتَتَبَّعْتُ حَتّٰى وَجَدْتُ اٰخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ اٰيَتَيْنِ مَعَ اَبِىْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِىِّ لَمْ اَجِدْهُمَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ اِلٰى اٰخِرِهِ ـ

৪৬২৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি রাসূল ﷺ -এর ওহী লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআনের আয়াতগুলো অনুসন্ধান কর। এরপর আমি অনুসন্ধান করলাম। শেষ পর্যায়ে সূরা তওবার শেষ দু'টো আয়াত আমি আবু খুযায়মা আনসারী (রা)-এর কাছে পেলাম। তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে আমি এর সন্ধান পায়নি। আয়াত দু'টো হচ্ছে এই ঃ "তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদের যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। তারপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলবে, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং তিনি মহাআরশের অধিপতি।" (৯ ঃ ১২৮-১২৯)

٤٦٢٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُدْعُ لِىْ زَيْدًا وَلْيَجِئْ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالْكَتِفِ اَوِ الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ ، ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ : لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ ، وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِىِّ ﷺ عَمْرُو بْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ الْاَعْمٰى قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَأْمُرُنِىْ ، فَاِنِّىْ رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا : لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

৪৬২৪ উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতটি নাযিল হলে নবী ﷺ

বললেন, যায়দকে আমার কাছে ডেকে আন এবং তাকে বল সে যেন কাষ্ঠখণ্ড, দোয়াত এবং কাঁধের হাড় রাবী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, কাঁধের হাড় এবং দোয়াত নিয়ে আসে। এরপর তিনি বললেন, লিখ لَايَسْتَوِى। এ সময় অন্ধ সাহাবী আমর ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) নবী ﷺ-এর পেছনে বসা ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো অন্ধ, আমার ব্যাপারে আপনার কি নির্দেশ? এ কথার প্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত আয়াতের পরিবর্তে নাযিল হল ঃ لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - "মু'মিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয়, অথচ ঘরে বসে থাকে ও যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়।" (৪ ঃ ৯৫)

٢٣٩٩. بَابٌ أُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ

২৩৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় নাযিল হয়েছে

٤٦٢٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَاَنِىْ جِبْرِئِيْلُ عَلٰى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ اَزَلْ اَسْتَزِيْدُهُ وَيَزِيْدُنِىْ حَتّٰى انْتَهٰى اِلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ -

৪৬২৫ সাঈদ ইব্‌ন উফায়র (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে একভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাঁকে অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম এবং পুনঃ পুনঃ অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অব্যাহতভাবে অনুরোধ করতে থাকলে তিনি আমার জন্য পাঠ পদ্ধতি বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় তিলাওয়াত করে সমাপ্ত করলেন।

٤٦٢٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِىِّ حَدَّثَاهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَاِذَا هُوَ يَقْرَاُ عَلٰى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ

لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتّٰى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ اَقْرَأَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ اَقْرَأَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَقْرَأَنِيْهَا عَلٰى غَيْرِ مَاقَرَاتَ ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ اَقُوْدُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْفُرْقَانِ عَلٰى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسِلْهُ اِقْرَأْ يَا هِشَامُ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ اُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ يَاعُمَرُ ، فَقَرَاتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي اَقْرَأَنِيْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ اُنْزِلَتْ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ـ

৪৬২৬ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র) .... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্ন হাকীম (রা)-কে রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং গভীর মনোযোগ সহকারে আমি তাঁর কিরাআত শুনেছি। তিনি বিভিন্নভাবে কিরাআত পাঠ করেছেন ; অথচ রাসূল ﷺ আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। এ কারণে সালাতের মাঝে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর সে সালাম ফিরালে আমি চাদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এ সূরা যেভাবে পাঠ করতে শুনলাম, এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? সে বলল, রাসূল ﷺ -ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, তুমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করেছ, এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে রাসূল ﷺ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাকে জোর করে টেনে রাসূল ﷺ -এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে সূরা ফুরকান যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এ লোককে আমি এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হিশাম, তুমি পাঠ করে শোনাও। তারপর সে সেভাবেই পাঠ করে শোনাল, যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এরপর বললেন, হে উমর ! তুমিও পড়। সুতরাং আমাকে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই আমি পাঠ করলাম। এবারও রাসূল ﷺ বললেন, এভাবেও কুরআন নাযিল করা করা হয়েছে। এ কুরআন সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য যা সহজতর, সে পদ্ধতিতেই তোমরা পাঠ কর।

٢٤٠٠. بَابُ تَالِيْفُ الْقُرْاٰنِ

২৪০০. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন সংকলন

٤٦٢٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُم قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ يُوْسُفُ بْنُ مَاهِكٍ قَالَ اِنِّىْ عِنْدَ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ جَاءَهَا عِرَاقِىٌّ ، فَقَالَ اَىُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ ؟ قَالَتْ وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ ، قَالَ يَا اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَرِيْنِىْ مُصْحَفَكِ ، قَالَتْ لِمَ؟ قَالَ لَعَلِّى اُوَلِّفُ الْقُرْاٰنَ عَلَيْهِ ، فَاِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ ، قَالَتْ وَمَا يَضُرُّكَ اَيَّهُ قَرَاتَ قَبْلُ اِنَّمَا نَزَلَ اَوَّلَ مَانَزَلَ مِنْهُ سُوْرَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيْهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، حَتّٰى اِذَا ثَابَ النَّاسُ اِلَى الْاِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ ، وَلَوْ نَزَلَ اَوَّلَ شَىْءٍ لَاتَشْرَبُوْا الْخَمْرَ لَقَالُوْا لاَ نَدَعُ الْخَمرَ اَبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ لَاتَزْنُوْا لَقَالُوا لاَ نَدَعُ الزِّنَا اَبَدًا لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ وَاِنِّىْ لَجَارِيَةٌ اَلْعَبُ ، بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ . وَمَا نَزَلَتْ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ اِلاَّ وَاَنَا عِنْدَهُ ، قَالَ فَاَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ ، فَامْلَّتْ عَلَيْهِ اَىَّ السُّوَرِ ـ

৪৬২৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... ইউসুফ ইব্‌ন মাহিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর কাছে ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ইরাকী ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলঃ কোন্ ধরনের কাফন শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, আফ্‌সোস তোমার প্রতি! এতে তোমার কি ক্ষতি? তারপর লোকটি বলল, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে আপনি আপনার কুরআন শরীফের কপি দেখান। তিনি বললেন, কেন? লোকটি বলল, এ তারতীবে কুরআন শরীফকে বিন্যস্ত করার জন্য। কারণ লোকেরা তাকে অবিন্যস্তভাবে পাঠ করে। আয়েশা (রা) বললেন, তোমরা এর যে অংশই আগে পাঠ কর না কেন, এতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। (مفصل) মুফাস্‌সাল সূরাসমূহের মাঝে প্রথমত ঐ সূরাগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। যার মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ রয়েছে। তারপর যখন লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগল তখন হালাল-হারামের বিধান সম্বলিত সূরাগুলো নাযিল হয়েছে। যদি সূচনাতেই এ

আয়াত নাযিল হত যে, তোমরা মদ পান করো না, তাহলে লোকেরা বলত, আমরা কখনো মদপান ত্যাগ করব না। যদি শুরুতেই নাযিল হতো তোমরা ব্যভিচার করো না, তাহলে তারা বলত আমরা কখনো অবৈধ যৌনাচার বর্জন করব না। আমি যখন খেলাধুলার বয়সী একজন বালিকা তখন মক্কায় মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি নিম্নলিখিত আয়াতগুলো নাযিল হয় ঃ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ মানে, "অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর।" বিধান সম্বলিত সূরা বাকারা ও সূরা নিসা আমি রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে থাকাকালীন অবস্থায় নাযিল হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আয়েশা (রা) তাঁর কাছে সংরক্ষিত কুরআনের কপি বের করলেন এবং সূরাসমূহ লেখালেন।

٤٦٢٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطٰهٰ وَالْاَنْبِيَاءِ اِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْاَوَّلِ وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِىْ ـ

৪৬২৮ আদম (র) .... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা কাহ্‌ফ, সূরা মরিয়ম, সূরা তাহা এবং সূরা আম্বিয়া সম্পর্কে বলতেন যে, এগুলো হচ্ছে সূরাসমূহের মাঝে উন্নত এবং এগুলো ইসলামের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে।

٤٦٢٩ حَدَّثَنَا اَبُوالْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اَنْبَأَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ قَالَ تَعَلَّمْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَبْلَ اَنْ يَقْدَمَ النَّبِىُّ ﷺ ـ

৪৬২৯ আবূল ওয়ালীদ (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মদীনায় আসার পূর্বে আমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى সূরাটি শিখেছি।

٤٦٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ مِنَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَاَلْنَاهُ فَقَالَ عِشْرُوْنَ سُوْرَةً مِنْ اَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلٰى تَالِيْفِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اٰخِرُهُنَّ الْحَوَامِيْمُ حٰمٓ الدُّخَانِ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ـ

৪৬৩০ আবদান (র) .... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমপর্যায়ের ঐ সূরাগুলো সম্পর্কে আমি খুব অবগত আছি, যা নবী ﷺ প্রতি রাকআতে জোড়া জোড়া পাঠ করতেন। তারপর

আবদুল্লাহ (রা) দাঁড়ালেন এবং আলকামা (রা) তাকে অনুসরণ করলেন। যখন আলকামা (রা) বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলেন তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এগুলো হচ্ছে মোট বিশটি সূরা, ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর সংকলন মুতাবিক মুফাস্‌সাল থেকে যার শুরু এবং যার শেষ হচ্ছে حَوَامِيْمْ অর্থাৎ 'হামীম' 'আদ্‌দুখান' এবং 'আম্মা ইয়াতাসা আলূন।'

٢٤٠١. بَابٌ كَانَ جِبْرِيْلُ يَعْرِضُ الْقُرْاٰنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مَسْرُوْقٌ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اَسَرَّ اِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّ جِبْرِيْلَ يُعَارِضُنِيْ بِالْقُرْاٰنِ كُلَّ سَنَةٍ وَاِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَلاَ اَرَاهُ اِلاَّ حَضَرَ اَجَلِيْ

২৪০১. অনুচ্ছেদ ঃ জিব্‌রাঈল (আ) নবী ﷺ-এর সাথে কুরআন শরীফ দাওর করতেন। মাসরূক (র) আয়েশা (রা)-এর মাধ্যমে ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ আমাকে গোপনে বলেছেন, প্রতি বছর জিব্‌রাঈল (আ) আমার সাথে একবার কুরআন শরীফ দাওর করতেন; কিন্তু এ বছর তিনি আমার সাথে দু'বার দাওর করেছেন। আমার মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু আসন্ন।

٤٦٣١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَاَجْوَدَ مَايَكُوْنُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ لاَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْاٰنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ اَجْوَادَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ ـ

৪৬৩১ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন কাযা'আ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কল্যাণের কাজে ছিলেন সবচেয়ে বেশি দানশীল, বিশেষভাবে রমযান মাসে। (তাঁর দানশীলতার কোন সীমা ছিল না) কেননা, রমযান মাসের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাত্রে জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তিনি তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। যখন জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি কল্যাণের ব্যাপারে প্রবহমান বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল হতেন।

٤٦٣٢ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْاٰنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِى الْعَامِ الَّذِيْ قُبِضَ ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا ، فَاَعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ فِى الْعَامِ الَّذِيْ قُبِضَ -

৪৬৩২ খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি বছর জিব্‌রঈল (আ) নবী ﷺ-এর সঙ্গে একবার কুরআন শরীফ দাওর করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি ওফাত লাভ করেন সে বছর তিনি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে দু'বার দাওর করেন। প্রতি বছর নবী ﷺ রমযানে দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি ওফাত লাভ করেন সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন।

٢٤٠٢. بَابُ الْقُرَّاءُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

২৪০২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর যে সব সাহাবী ক্বারী ছিলেন

٤٦٣٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ ذَكَرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَبْدُ اللّٰهِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لاَ اَزَالُ اُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : خُذُوْا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ ، مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَالِمٍ وَمُعَاذٍ وَاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -

৪৬৩৩ হাফ্‌স ইব্‌ন উমর (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, আমি তাঁকে ঐ সময় থেকে ভালবাসি, যখন নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষা কর– আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা), সালিম (রা), মুআয (রা) এবং উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা)।

٤٦٣٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ وَاللّٰهُ لَقَدْ اَخَذْتُ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِيْنَ سُوْرَةً وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ اَنِّيْ مِنْ اَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَمَا وَاَنَا بِخَيْرِهِمْ ،

قَالَ شَقِيْقٌ فَجَلَسْتُ فِى الْحَلَقِ اَسْمَعُ مَا يَقُوْلُوْنَ فَمَا سَمِعْتُ رَادًّا يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ ـ

৪৬৩৪ উমর ইব্ন হাফস (র) .... শাকীক ইব্ন সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র শপথ। সত্তরেরও কিছু অধিক সূরা আমি রাসূল ﷺ-এর মুখ থেকে হাসিল করেছি। আল্লাহর কসম! নবী ﷺ-এর সাহাবীরা জানেন, আমি তাঁদের চাইতে আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত; অথচ আমি তাঁদের চাইতে উত্তম নই। শাকীক (র) বলেন, সাহাবিগণ তাঁর বক্তব্য শুনে কি বলেন এ কথা শোনার জন্য আমি মজলিশে বসেছি, কিন্তু আমি কাউকে তার বক্তব্যে কোন আপত্তি উত্থাপন করতে শুনিনি।

٤٦٣٥ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ سُوْرَةَ يُوْسُفَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مَاهٰكَذَا اُنْزِلَتْ ، قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحْسَنْتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ فَقَالَ اَتَجْمَعُ اَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَتَشْرَبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ـ

৪৬৩৫ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) .... আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হিম্স শহরে ছিলাম। এ সময় ইব্ন মাসউদ (রা) সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করলেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, এ সূরা এ ভাবে নাযিল হয়নি। এ কথা শুনে ইব্ন মাসউদ (রা) বললেন, আমি রাসূল ﷺ -এর সামনে এ সূরা তিলাওয়াত করেছি। তিনি বলেছেন, তুমি সুন্দরভাবে পাঠ করেছ। এ সময় তিনি ঐ লোকটির মুখ থেকে মদের গন্ধ পেলেন। তাই তিনি তাকে বললেন, তুমি আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা এবং মদ পান করার মত জঘন্যতম অপরাধ এক সাথে করছ? এরপর তিনি তার ওপর হদ (অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি) জারি করলেন।

٤٦٣٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ مَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ ، اِلاَّ اَنَا اَعْلَمُ اَيْنَ اُنْزِلَتْ ، وَلاَ اُنْزِلَتْ اٰيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ ، اِلاَّ اَنَا اَعْلَمُ فِيْمَ اُنْزِلَتْ ، وَلَوْ اَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنِّىْ بِكِتَابِ اللّٰهِ تُبَلِّغُهُ الْاِبِلُ لَرَكِبْتُ اِلَيْهِ ـ

৪৬৩৬ উমর ইব্ন হাফ্স (র) .... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আল্লাহর কিতাবের অবতীর্ণ প্রতিটি সূরা সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই আমি জানি যে, তা কার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি যদি জানতাম যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার চাইতে অধিক জ্ঞাত এবং সেখানে উট গিয়ে পৌঁছতে পারে, তাহলে সওয়ার হয়ে আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছতাম।

٤٦٣٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَنْ جَمَعَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الاَنْصَارِ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاَبُوْا زَيْدٍ * تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسٍ -

৪৬৩৭ হাফ্স ইব্ন উমর (র) .... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ -এর সময় কে কে কুরআন সংগ্রহ করেছেন? তিনি বললেন, চারজন এবং তাঁরা চারজনই ছিলেন আনসারী সাহাবী। তাঁরা হলেনঃ উবায় ইব্ন কা'ব (রা), মু'আয ইব্ন জাবাল (রা), যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) এবং আবু যায়দ (রা)। (অন্য সনদে) ফাদল (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করছেন।

٤٦٣٨ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ وَثُمَامَةُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَاتَ النَّبِىُّ ﷺ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْاٰنَ غَيْرُ اَرْبَعَةٍ اَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاَبُوْ زَيْدٍ ، قَالَ وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ -

৪৬৩৮ মুআল্লা ইব্ন আসাদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইন্তিকাল করেন। তখন চার ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ কুরআন সংগ্রহ করেননি। তাঁরা হলেন আবুদ্ দারদা (রা), মু'আয ইব্ন জাবাল (রা), যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) এবং আবু যায়দ (রা)। আনাস (রা) বলেন, আমরা আবু যায়দ (রা)-এর উত্তরসুরি।

٤٦٣٩ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ عَلِىٌّ اَقْضَانَا اُبَىٌّ اَقْرَؤُنَا وَاِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحْنِ اُبَىٍّ وَاُبَىٌّ يَقُوْلُ اَخَذْتُهُ

مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ اَتْرُكُهُ لِشَىْءٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا ـ

৪৬৩৯ সাদাকা ইব্ন ফাদল (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, আলী (রা) আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম বিচারক এবং উবায় (রা) আমাদের মাঝে সর্বোত্তম কারী। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি যা তিলাওয়াত করেছেন, আমরা তার কতিপয় অংশ বর্জন করছি, অথচ তিনি বলছেন, আমি তা আল্লাহর রাসূলের যবান মুবারক থেকে শুনেছি,কোন কিছুর বিনিময়ে আমি তা বর্জন করব না। আল্লাহ বলেছেন, 'আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত হতে দিলে তা হতে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি।'

٢٤٠٣. بَابُ فَضْلُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

২৪০৩. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহার ফযীলত

٤٦٤٠. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى فَدَعَانِى النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ اُجِبْهُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ قَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ اُسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَلَمَّا اَرَدْنَا اَنْ نَخْرُجَ ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قُلْتُ لاُ عَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ، الَّذِىْ اُوْتِيْتُهُ ـ

৪৬৪০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবু সাঈদ ইব্ন মু'আল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালাতরত ছিলাম। নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন; কিন্তু আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম না। পরে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সালাতরত ছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি, "হে মু'মিনগণ, আল্লাহ্ ও রাসূল যখন তোমাদেরকে আহ্বান করেন তখন আল্লাহ্ ও রাসূলের আহবানে সাড়া দাও।" (৮ ঃ ২৪)

তারপর তিনি বললেন, তোমার মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমি কি তোমাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা শিক্ষা দেব না? তখন তিনি আমার হাত ধরলেন। যখন আমরা মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো বলেছেন মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরার কথা বলবেন। তিনি বললেন, তা হল ঃ "আল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল 'আলামীন"। এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত (সাবআ মাছানী) এবং কুরআন আজীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে।

٤٦٤١ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا فِيْ مَسِيْرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ اِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيْمٌ وَاِنَّ نَفَرَنَا غَيْبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَاكُنَّا نَابِنُهُ بِرُقْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَاَمَرَلَهُ بِثَلاَثِيْنَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنًا فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ اَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً اَوْ كُنْتَ تَرْقِيْ؟ قَالَ لاَ مَا رَقَيْتُ اِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، قُلْنَا لاَتُحْدِثُوْا شَيْئًا حَتَّى نَاتِيَ اَوْ نَسْاَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيْهِ اِنَّهَا رُقْيَةٌ اَقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ بِسَهْمٍ * وَقَالَ اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنِيْ مَعْبَدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ بِهٰذَا ـ

৪৬৪১ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা সফরে চলছিলাম। (পথিমধ্যে) অবতরণ করলাম। তখন একটি বালিকা এসে বলল, এখানকার গোত্রপ্রধানকে সাপে কেটেছে। আমাদের পুরুষগণ অনুপস্থিত। অতএব, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি ঝাড়-ফুঁক করতে পারেন? তখন আমাদের মধ্য থেকে একজন ঐ বালিকাটির সঙ্গে গেলেন। যদিও আমরা ভাবিনি যে সে ঝাড়-ফুঁক জানে। এরপর সে ঝাড়-ফুঁক করল এবং গোত্রপ্রধান সুস্থ হয়ে উঠল। এতে সর্দার খুশী হয়ে তাকে ত্রিশটি বক্‌রী দান করলেন এবং আমাদের সকলকে দুধ পান করালেন। ফিরে আসার পথে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ভালভাবে ঝাড়-ফুঁক করতে জান (অথবা রাবীর সন্দেহ) তুমি কি ঝাড়-ফুঁক করতে পার? সে উত্তর করল, না, আমি তো কেবল উম্মুল কিতাব– সূরা ফাতিহা দিয়েই ঝাড়-ফুঁক করেছি। আমরা তখন বললাম, যতক্ষণ না আমরা নবী ﷺ -এর কাছে পৌঁছে

তাঁকে জিজ্ঞেস করি ততক্ষণ কেউ কিছু বলবে না। এরপর আমরা মদীনায় পৌঁছে নবী ﷺ -এর কাছে ঘটনাটি তুলে ধরলাম। তিনি বললেন, সে কেমন করে জানল যে, তা (সূরা ফাতিহা) চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা যেতে পাবে ? তোমরা নিজেদের মধ্যে এগুলো বন্টন করে নাও এবং আমার জন্যও একাংশ রেখো। আবু মা'মার ------- আবু সাঈদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

فَضْلُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

সূরা বাকারার ফযীলত

٤٦٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَرَأَ بِالْاٰيَتَيْنِ * وَحَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ قَرَأَ بِالْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ * وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَاَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَصَّ الْحَدِيْثَ فَقَالَ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِىِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ ، وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ ـ

৪৬৪২ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) .... আবু মাসউদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করে........... ।

আবু নু'আইম (র) .... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করে, সেটাই তার জন্য যথেষ্ট। উসমান ইব্ন হায়সাম (র)

.... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে রমযানে প্রাপ্ত যাকাতের মাল হেফাজতের দায়িত্ব দিলেন। এক সময় জনৈক ব্যক্তি এসে খাদ্য-দ্রব্য উঠিয়ে নিতে উদ্যত হল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহর নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে যাব। এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।[১] তখন লোকটি বলল, যখন আপনি ঘুমাতে যাবেন, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন। এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না। নবী ﷺ (এ ঘটনা শুনে) বললেন, (যে তোমার কাছে এসেছিল) সে সত্য কথা বলেছে, যদিও সে বড় মিথ্যাবাদী শয়তান।

بَابُ فَضْلُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা কাহ্ফের ফযীলত

٤٦٤٣ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَاِلٰى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطْنَيْنِ ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُوْ وَتَدْنُوْ وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ ، فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْاٰنِ -

৪৬৪৩ আমর ইব্ন খালিদ (র) .... বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 'সূরা কাহ্ফ' তিলাওয়াত করছিলেন। তার ঘোড়াটি দু'টি রশি দিয়ে তার পাশে বাঁধা ছিল। তখন এক খণ্ড মেঘ এসে তার উপর ছায়া বিস্তার করল। মেঘখণ্ড ক্রমশ নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। আর তার ঘোড়াটি ভয়ে লাফালাফি শুরু করে দিল। ভোর বেলা যখন লোকটি নবী ﷺ -এর কাছে উক্ত ঘটনার কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, এ ছিল আস্‌সাকিনা (প্রশান্তি), যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল।

بَابُ فَضْلُ سُوْرَةِ الْفَتْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ সূরা আল্ ফাত্হর ফযীলত

٤٦٤٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ

১. কিতাবুয্ যাকাতে হাদীসটির পূর্ণ বিবরণ বিধৃত হয়েছে।

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسِيْرُ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيْرُ مَعَهٗ لَيْلاً فَسَاَلَهٗ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ سَاَلَهٗ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَاَلَهٗ فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ نَزَرْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ لاَيُجِيْبُكَ ، قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكْتُ بَعِيْرِيْ حَتّٰى كُنْتُ اَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيْتُ اَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ فَمَا نَشِبْتُ اَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ نَزَلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ قَالَ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ لَهِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَرَاَ : اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ـ

৪৬৪৪ ইস্‌মাঈল (র) .... আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক সফরে রাতের বেলায় চলছিলেন এবং উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। তখন উমর (রা) তাঁর কাছে কিছু জিজ্ঞেস করলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কোন উত্তর দিলেন না। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন; কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এবারও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। এমতাবস্থায় উমর (রা) নিজকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে তিনবার প্রশ্ন করে কোন উত্তর পাওনি। উমর (রা) বললেন, এরপর আমি আমার উটকে দ্রুত চালিয়ে সকলের আগে চলে গেলাম এবং আমি শঙ্কিত হলাম, না জানি আমার সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ হয়। কিছুক্ষণ পর কেউ আমাকে ডাকছে, এমন আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি মনে আশংকা করলাম যে, হয়তো বা আমার সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তখন আমি নবী ﷺ -এর নিকটে গেলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন আজ রাতে আমার কাছে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার কাছে সূর্যালোক পতিত সকল স্থান হতেও উত্তম। এরপর তিনি পাঠ করলেন, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا "নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

بَابٌ فَضْلُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

অনুচ্ছেদ ঃ কুল্‌হু আল্লাহু আহাদ (সূরা ইখলাস)-এর ফযীলত

٤٦٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا ، فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَانَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ * وَزَادَ اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ اَخِىْ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ اَنَّ رَجُلاً قَامَ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَقْرَأُ مِنَ السَّحَرِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ، لاَ يَزِيْدُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا اَصْبَحْنَا اَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

৪৬৪৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) .... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অন্য আরেক ব্যক্তিকে 'কুল হুআল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনলেন। সে বার বার তা মুখে উচ্চারণ করছিল। (তিনি মনে করলেন এভাবে বারবার পাঠ করা যথেষ্ট নয়।) পরদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে এ সম্পর্কে বললেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন। এ সূরা হচ্ছে সমগ্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বললেন ঃ আমার ভাই– কাতাদা ইব্ন নুমান আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময় এক ব্যক্তি শেষ রাতে সালাতে শুধুমাত্র "কুল হুআল্লাহু আহাদ " ছাড়া আর কোন সূরাই তিলাওয়াত করেননি। পরদিন সকালে কোন এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে আসলেন। বাকী অংশ পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

٤٦٤٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرِقِىُّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَصْحَابِهِ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ فِىْ لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْا اَيُّنَا يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ مُرْسَلٌ وَعَنِ الضَّحَّاكِ الْمَشْرِقِىِّ مُسْنَدٌ ـ

৪৬৪৬ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) .... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছেন, তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে অসাধ্য মনে কর? এ প্রশ্ন তাদের জন্য কঠিন ছিল। এরপর তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের মধ্যে কার সাধ্য আছে যে, এমনটি পারবে? তখন তিনি বললেন, "কুল হুআল্লাহু আহাদ" অর্থাৎ সূরা ইখ্‌লাস কুরআন শরীফের এক-তৃতীয়াংশ।

بَابٌ فَضْلُ الْمُعَوِّذَاتُ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'আবিযাত (সূরা ফালাক ও সূরা নাস) -এর ফযীলত

٤٦٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اشْتَكٰى يَقْرَأُ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ اَقْرَأُ عَلَيْهِ وَاَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا ـ

৪৬৪৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখনই নবী ﷺ অসুস্থ হতেন তখনই তিনি 'সূরায়ে মু'আবিযাত' পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দিতেন। যখন তাঁর রোগ কঠিন আকার ধারণ করল, তখন বরকত লাভের জন্য আমি এই সকল সূরা পাঠ করে হাত দিয়ে শরীর মসেহ্ করিয়ে দিতাম।

٤٦٤٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَاَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَاُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ

৪৬৩৮ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, প্রতি রাতে নবী ﷺ শয্যা গ্রহণকালে সূরা ইখ্লাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে দু'হাত একত্রিত করে হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে শুরু করে তাঁর দেহের সম্মুখভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার করে এরূপ করতেন।

٢٤٠٤. بَابٌ نُزُوْلُ السَّكِيْنَةِ وَالْمَلاَئِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ * وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوْطٌ عِنْدَهُ اِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ ، فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ وَسَكَنَتِ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيٰى قَرِيْبًا مِنْهَا فَاَشْفَقَ اَنْ تُصِيْبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى مَا يَرَاهَا ، فَلَمَّا اَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ ، اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ ، قَالَ فَاَشْفَقْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ تَطَأَ يَحْيٰى ، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ فَانْصَرَفْتُ اِلَيْهِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ اِلَى السَّمَاءِ ، فَاِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا اَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ ، فَخَرَجْتُ حَتّٰى لاَ اَرَاهَا ، قَالَ وَتَدْرِىْ مَا ذَاكَ ؟ قَالَ لاَ ، قَالَ تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَاْتَ لاَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ اِلَيْهَا ، لاَ تَتَوَارٰى مِنْهُمْ * قَالَ ابْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنِىْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ -

২৪০৪. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় প্রশান্তি নেমে আসে ও ফেরেশতা নাযিল হয়। লায়িস (র) উসাইদ ইব্ন হুদায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাতে তিনি সূরা বাকারা পাঠ করছিলেন। তখন তাঁর ঘোড়াটি তারই পাশে বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি ভীত হয়ে লাফ দিয়ে উঠল এবং ছুটাছুটি শুরু করল। যখন পাঠ বন্ধ করলেন তখনই

ঘোড়াটি শান্ত হল। পুনরায় পাঠ শুরু করলেন। ঘোড়াটি পূর্বের মত আচরণ করল। যখন পাঠ বন্ধ করলেন ঘোড়াটি শান্ত হল। পুনরায় পাঠ আরম্ভ করলে ঘোড়াটি পূর্বের মত করতে লাগল। এ সময় তার পুত্র ইয়াহ্ইয়া ঘোড়াটির নিকটে ছিল। তার ভয় হচ্ছিল যে, ঘোড়াটি তার পুত্রকে পদদলিত করবে। তখন তিনি পুত্রকে টেনে আনলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলেন। পরদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করলেন। ঘটনা শুনে নবী ﷺ বললেন ঃ হে ইব্ন হুদায়র (রা)! তুমি যদি পাঠ করতে, হে ইব্ন হুদায়র (রা)! তুমি যদি পাঠ করতে। ইব্ন হুদায়র আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার ছেলেটি ঘোড়ার নিকট থাকায় আমি ভয় পেয়ে গেলাম হয়ত বা ঘোড়াটি তাকে পদদলিত করবে, সুতরাং আমি আমার মাথা উপরে উঠাতেই মেঘের মত কিছু দেখলাম, যা আলোকময় ছিল। আমি যখন বাইরে এলাম তখন আর কিছু দেখ্লাম না। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি কি জান, ওটা কি ছিল? না। তখন নবী ﷺ বললেন, তারা ছিল ফেরেশতামণ্ডলী। তোমার তিলাওয়াত শুনে তোমার কাছে এসেছিল। তুমি যদি ভোর পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে থাকতে তারাও ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করত এবং লোকেরা তাদেরকে দেখতে পেত। এরূপর হাদীসের অন্য একটি সনদ বর্ণিত হয়েছে।

٢٤٠٥. بَابٌ مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ ﷺ الاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

২৪০৫. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলে, দুই মলাটের মধ্যে (কুরআন) যা কিছু আছে তাছাড়া নবী ﷺ কিছু রেখে যাননি

٤٦٤٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ اَتَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ مَاتَرَكَ الاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ، قَالَ وَدَخَلْنَا عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَاَلْنَاهُ فَقَالَ مَا تَرَكَ الاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ -

৪৬৪৯ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... আবদুল আযীয ইব্ন রুফাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং শাদ্দাদ ইব্ন মা'কিল হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। শাদ্দাদ ইব্ন মা'কিল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী ﷺ কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু রেখে যাননি ? হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উত্তর দিলেন, নবী ﷺ দুই মলাটের মাঝে যা কিছু আছে অর্থাৎ কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু রেখে

যাননি। আবদুল আযীয বললেন, আমরা মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনিই বললেন যে, দুই মলাটের মাঝে ছাড়া আর কিছু রেখে যাননি।

٢٤٠٦. بَابٌ فَضْلُ الْقُرْاٰنِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ

২৪০৬. অনুচ্ছেদ ঃ সব কালামের উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব

٤٦٥٠. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ اَبُوْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَالْاُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ، وَالَّذِيْ لاَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيْحَ لَهَا، وَ مَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِيْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ، كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِيْ لاَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ، وَلاَ رِيْحَ لَهَا.

৪৬৫০ হুদ্‌বাত ইব্‌ন খালিদ (র) .... হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ লেবুর ন্যায় যা সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত। আর যে ব্যক্তি (মু'মিন) কুরআন পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে এমন খেজুরের মত, যা সুগন্ধহীন, কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর ফাসিক-ফাজির ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে, তার উদাহরণ হচ্ছে রায়হান জাতীয় গুল্মের মত, যার সুগন্ধ আছে , কিন্তু খেতে বিস্বাদযুক্ত (তিক্ত)। আর ঐ ফাসিক যে কুরআন একেবারেই পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ মাকাল ফলের মত, যা খেতেও বিস্বাদ (তিক্ত) এবং যার কোন সুঘ্রাণও নেই।

٤٦٥١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ. بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَجَلُكُمْ فِيْ اَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الْاُمَمِ، كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ، فَقَالَ مَنْ

يَعْمَلُ لِيْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلَى الْعَصْرِ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ، ثُمَّ اَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِنَ الْعَصْرِ اِلَى الْمَغْرِبِ بِقِيْرَاطَيْنِ قَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ عَمَلاً وَاَقَلُّ عَطَاءً ، قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ ؟ قَالُوْا لاَ ، قَالَ فَذَاكَ فَضْلِيْ اُتِيْهِ مَنْ شِئْتُ .

৪৬৫১ মুসাদ্দাদ (র) .... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতীতের জাতিসমূহের সঙ্গে তোমাদের জীবনকালের তুলনা হচ্ছে আসর ও মাগরিবের সালাতের মধ্যবর্তী সময়কালের মত। তোমাদের এবং ইহুদী-নাসারাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করে তাদেরকে বলল, "তোমাদের মধ্যে কে এক কীরাতের বিনিময়ে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত কাজ করবে ?" ইহুদীরা কাজ করল। তারপর সেই ব্যক্তি আবার বলল, তোমাদের মধ্যে কে এক কীরাতের[1] বিনিময়ে দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করবে ? নাসারারা কাজ করল। এরপর তোমরা (মুসলমানরা) আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত প্রত্যেক দু' কীরাতের বিনিময় কাজ করেছ। তারা বলল, আমরা কম মজুরি নিয়েছি এবং বেশি কাজ করেছি। তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, আমি কি তোমাদের অধিকারের ব্যাপারে জুলুম করেছি ? তারা উত্তরে বলবে, না। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, এটা আমার দয়া, আমি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি।

٢٤٠٧. بَابُ الْوَصَاةُ بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

২৪০৭. অনুচ্ছেদ ঃ কিতাবুল্লাহর ওসীয়ত

٤٦٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ اَبِيْ اَوْفَى اَوْصَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لاَ ، فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أُمِرُوْا بِهَا وَلَمْ يُوْصِ ، قَالَ اَوْصَى بِكِتَابِ اللّٰهِ ـ

৪৬৫২ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) .... তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু আউফ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ কি কোন ওসীয়ত করে গেছেন ? তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, যখন নবী ﷺ নিজে কোন ওসীয়ত করে যাননি, তখন কি করে মানুষের জন্য

---

১. কীরাত ঃ মুদ্রা বিশেষ।

ওসীয়ত করাকে (কুরআন মজীদে) বাধ্যতামূলক করা হল এবং তাদেরকে এজন্য নির্দেশ দেয়া হল। জবাবে তিনি বললেন, তিনি (নবী ﷺ) আল্লাহ্‌র কিতাব (গ্রহণ)-এর ওসীয়ত করে গেছেন।

٢٤٠٨. بَابٌ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ ، وَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ .

২৪০৮. অনুচ্ছেদ ঃ যার জন্য কুরআন যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার নিকট কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়

٤٦٥٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَاذَنِ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِلنَّبِىِّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ ، وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيْدُ يَجْهَرُبِهِ .

৪৬৫৩ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ কোন নবীকে ঐ অনুমতি দেননি, যা আমাকে দিয়েছেন, আর তা হয়েছে কুরআন তিলাওয়াত যথেষ্ট। রাবী বলেন, এর অর্থ সুস্পষ্ট করে আওয়াজের সাথে কুরআন পাঠ করা।

٤٦٥٤ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِلنَّبِىِّ اَنْ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنَ قَالَ سُفْيَانُ تَفْسِيْرُهُ يَسْتَغْنِىْ بِهِ .

৪৬৫৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন নবীকে অনুমতি দেননি, যা আমাকে দিয়েছেন যে, কুরআন তিলাওয়াত করাই যথেষ্ট। সুফিয়ান (র) বলেন, কুরআনই তার জন্য যথেষ্ট।

٢٤٠٩. بَابٌ اِغْتِبَاطُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ

২৪০৯. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন তিলাওয়াতকারী হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা

٤٦٥٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ

سَالِمُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ حَسَدَ اِلاَّ عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ ، وَرَجُلٌ اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ـ

৪৬৫৫ আবুল ইয়ামান (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, দু'টি বিষয় ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে ঈর্ষা করা যায় না। প্রথমত, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি তার থেকে গভীর রাতে তিলাওয়াত করেন। দ্বিতীয়ত, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি সেই সম্পদ দিন-রাত দান-খয়রাত করতে থাকেন।

٤٦٥٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَحَسَدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ ، رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِىْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ فُلاَنٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِى الْحَقِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِىْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ فُلاَنٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ـ

৪৬৫৬ আলী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও সাথে ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। আর তা শুনে তার প্রতিবেশীরা তাকে বলে, হায়! আমাদেরকে যদি এরূপ জ্ঞান দেয়া হত, যেরূপ জ্ঞান অমুককে দেয়া হয়েছে, তাহলে আমিও তার মত আমল করতাম। অন্য আর এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন এবং সে সম্পদ সত্য ও ন্যায়ের পথে ব্যয় করে। এ অবস্থা দেখে অন্য এক ব্যক্তি বলেঃ হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির মত সম্পদশালী করা হত, তাহলে সে যেরূপ ব্যয় করছে, আমিও সেরূপ ব্যয় করতাম।

٢٤١٠. بَابٌ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ

২৪১০. অনুচ্ছেদ ঃ তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়

٤٦٥٧ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَلْقَمَةُ

بْنُ مَرْثَدٍ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ ، قَالَ وَاَقْرَأَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِى اِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتّٰى كَانَ الْحَجَّاجُ ، قَالَ وَذَاكَ الَّذِىْ اَقْعَدَنِىْ مَقْعَدِىْ هٰذَا ـ

৪৬৫৭ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিন্‌হাল (র) .... উস্‌মান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।

٤٦٥٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ ـ

৪৬৫৮ আবূ নু'আয়ম (র) .... উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা, যারা নিজেরা কুরআন শিখে এবং অন্যকেও শিক্ষা দেয়।

٤٦٥٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ فَقَالَ مَالِىْ فِى النِّسَاءِ حَاجَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا قَالَ اَعْطِهَا ثَوْبًا ، قَالَ لاَ اَجِدُ ، قَالَ اَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَامَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

৪৬৫৯ আমর ইব্‌ন আউন (র) .... সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মহিলা নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল, সে নিজকে আল্লাহ্‌র রাসূলের জন্য উৎসর্গ করার ইচ্ছা করেছে। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, আমার কোন মহিলার প্রয়োজন নেই। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, একে আমার সঙ্গে শাদী করিয়ে দিন। নবী ﷺ তাকে বললেন, তাকে একখানা কাপড় দাও। ঐ ব্যক্তি তার অক্ষমতার কথা প্রকাশ করল, তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, তাকে একখানা লোহার আংটি হলেও দাও। এবারেও লোকটি আগের মত অক্ষমতা প্রকাশ করল। তারপর নবী ﷺ তাকে প্রশ্ন

করলেন, তোমার কি কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ আছে? লোকটি উত্তর করল, হাঁ। আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। তখন নবী ﷺ বললেন, যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে, তার বিনিময়ে তোমার নিকট এ মহিলাটিকে শাদী দিলাম।[১]

٢٤١١. بَابُ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ

২৪১১. অনুচ্ছেদ ঃ মুখস্থ কুরআন পাঠ করা

٤٦٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ لاَهَبَ لَكَ نَفْسِيْ ، فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ اِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ اَذْهَبْ اِلٰى اَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجِعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجِعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِيْ قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ، اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى طَالَ مُجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَاَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا ، عَدَّهَا ، قَالَ اَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ

---

১. এটা মোহরানা নয়; বরং কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের পুরস্কার।

اَذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -

৪৬৬০ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার জীবনকে আপনার জন্য দান করতে এসেছি। এরপর নবী ﷺ তার দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক অবলোকন করে মাথা নিচু করলেন। মহিলাটি যখন দেখল যে নবী ﷺ কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না তখন সে বসে পড়ল। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ -এর সাহাবীদের একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে এ মহিলাটির সাথে আমার শাদী দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম কিছুই নেই। তিনি বললেন, তুমি তোমার পরিবার- পরিজনদের কাছে ফিরে যাও এবং দেখ কিছু পাও কি-না! এরপর লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কিছুই পেলাম না। নবী ﷺ বললেন, দেখ একটি লোহার আংটি হলেও! তারপর সে চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটি লোহার আংটিও পেলাম না; কিন্তু এই যে আমার তহবন্দ আছে। হযরত সাহাল (রা) বলেন, তার কোন চাদর ছিল না। অথচ লোকটি বলল, আমার তহবন্দের অর্ধেক দিতে পারি। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, এ তহবন্দ দিয়ে কি হবে? যদি তুমি পরিধান কর, তাহলে মহিলাটির কোন আবরণ থাকবে না। আর যদি সে পরিধান করে, তোমার কোন আবরণ থাকবে না। লোকটি বসে পড়লো, অনেকক্ষণ সে বসে থাকল। এরপর উঠে দাঁড়াল। রাসূল ﷺ তাকে ফিরে যেতে দেখে তাকে ডেকে আনালেন। যখন সে ফিরে আসল, নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কুরআনের কতটুকু মুখস্থ আছে? সে উত্তরে বলল, অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। সে এমনিভাবে একে একে উল্লেখ করতে থাকল। তখন নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ সকল সূরা মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পার? সে উত্তর করল, হাঁ! তখন নবী ﷺ বললেন, যাও তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ রেখেছ, উহার বিনিময়ে এ মহিলাটির তোমার সঙ্গে শাদী দিলাম।

٢٤١٢. بَابُ اسْتِذْكَارِ الْقُرْاٰنِ وَتَعَاهُدِهِ

২৪১২. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শরীফ বারবার তিলাওয়াত করা ও স্মরণ রাখা

٤٦٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفُ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ -

৪৬৬১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) .... হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে কুরআন গেঁথে (মুখস্থ) রাখে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ মালিকের ন্যায়, যে উট বেঁধে রাখে। যদি সে উট বেঁধে রাখে, তবে সে উট তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু যদি সে বন্ধন খুলে দেয়, তবে তা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

٤٦٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِئْسَ مَالِاَحَدِهِمْ اَنْ يَقُوْلَ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ ـ

৪৬৬২ মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমাদের মধ্যে কেউ বলবে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক কেননা, তা মানুষের অন্তর থেকে উটের চেয়েও দ্রুতবেগে চলে যায়।

٤٦٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ فَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْاِبِلِ فِيْ عُقُلِهَا ـ

৪৬৬৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র) .... হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কুরআনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আল্লাহ্‌র কসম! যার কবজায় আমার জীবন! কুরআন বন্ধনমুক্ত উটের চেয়ে দ্রুত বেগে দৌড়ে যায়।

٢٤١٣. بَابُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الدَّابَّةِ

২৪১৩. অনুচ্ছেদ ঃ জন্তুর পিঠে বসে কুরআন পাঠ করা

٤٦٦٤ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ سُوْرَةَ الْفَتْحِ ـ

৪৬৬৪ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফফাল (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূল ﷺ-কে (উটের পিঠে) সওয়ার অবস্থায় 'সূরা আল্ ফাত্‌হ' তিলাওয়াত করতে দেখেছি।

٢٤١٤. بَابُ تَعْلِيْمُ الصِّبْيَانِ الْقُرْاٰنَ

২৪১৪. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের কুরআন শিক্ষাদান

٤٦٦٥ حَدَّثَنِيْ مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اِنَّ الَّذِىْ تَدْعُوْنَهُ الْمُفَصَّلَ هُوَ الْمُحْكَمُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ -

৪৬৬৫ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) .... সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, যে সকল সূরাকে তোমরা মুফাস্সাল [১] বলো, তা হচ্ছে মুহ্কাম।[২] রাবী বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, যখন আল্লাহ্র রাসূল ﷺ ইন্তিকাল করেন, তখন আমার বয়স দশ বছর এবং আমি ঐ বয়সেই মুহ্কাম আয়াতসমূহ শিখে নিয়েছিলাম।

٤٦٦٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدُ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا الْمُحْكَمُ قَالَ الْمُفَصَّلُ -

৪৬৬৬ ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'মুহকাম সূরাসমূহ আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় মুখস্থ করেছিলাম। রাবী সাঈদ (র) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুহকাম' অর্থ কি ? তিনি বললেন, মুফাস্সাল।

٢٤١٥. بَابُ نِسْيَانُ الْقُرْاٰنِ وَهَلْ يَقُوْلُ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسٰى اِلاَّ مَاشَاءَ اللّٰهُ

২৪১৫. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া এবং কেউ কি বলতে পারে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি? এবং আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পাঠ করাবো, ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না, অবশ্য আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত........।

১. সূরা হুজুরাত থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাসমূহকে মুফাস্সাল বলা হয়।

২. যে সকল আয়াতের ভাষা প্রাঞ্জল এবং অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে কোন অসুবিধা হয় না ও সন্দেহের অবকাশ নেই তাকে 'মুহ্কাম আয়াত' বলে।

٤٦٦٧ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِيْ كَذَا وَكَذَا اٰيَةً مِنْ سُوْرَةِ كَذَا ـ

৪৬৬৭ রবী ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কোন এক ব্যক্তিকে মসজিদে নববীতে কুরআন পাঠ করতে শুনলেন। তিনি বললেন, তার প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক, সে আমাকে অমুক সূরার অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

٤٦٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ اَسْقَطْتُهُنَّ مِن سُورَةِ كَذَا * تَابَعَهُ عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ وَعَبدَةُ عَن هِشَامٍ ـ

৪৬৬৮ মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন মায়মূন (র) .... হযরত হিশাম (র) থেকে বর্ণিত পূর্বের হাদীসের অতিরিক্ত রয়েছে, “যা ভুলে গেছি অমুক অমুক সূরা থেকে।” আলী এবং আবদা হিশাম থেকে তার সমর্থন ব্যক্ত করেন।

٤٦٦٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَقْرَاءُ فِيْ سُوْرَةٍ بِاللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِيْ كَذَا وَكَذَا اٰيَةً كُنْتُ اُنْسِيْتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا ـ

৪৬৬৯ আহ্মাদ ইব্ন আবূ রজা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে রাতে কুরআন পাঠ করতে শুনে বললেন, আল্লাহ তাকে রহমত করুন। কেননা, সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ভুলতে বসেছিলাম।

٤٦٧٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا لِاَحَدِهِمْ يَقُوْلُ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ ـ

৪৬৭০ আবূ নু'আয়ম (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ

বলেছেন, কোন লোক এ কথা কেন বলে যে, আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি; বরং (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

٢٤١٦. بَابٌ مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا اَنْ يَقُوْلَ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ سُوْرَةُ كَذَا وكَذَا

২৪১৬. অনুচ্ছেদ ঃ যারা সূরা বাকারা বা অমুক অমুক সূরা বলাতে দোষ মনে করেন না

٤٦٧١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ـ

৪৬৭১ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) .... হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করে, তবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট।

٤٦٧٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ عَنْ حَدِيْثِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ اَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ ، فَاِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلٰى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكِدْتُ اُسَاوِرُهُ فِى الصَّلَاةِ فَاَنْتَظَرْتُهُ حَتّٰى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ فَقُلْتُ مَنْ اَقْرَاَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ اَقْرَأَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَاللّٰهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَهُوَ اَقْرَأَنِىْ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُكَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَقُوْدُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا وَاِنَّكَ اَقْرَتَنِىْ سُوْرَةَ الْفُرْقَانَ ، فَقَالَ يَا هِشَامُ اقْرَأْهَا

فَقَرَاهَا ، الْقِرَاَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اقْرَاْ يَاعُمَرُ ، فَقَرَأْتُهَا الَّتِىْ اَقْرَأَنِيْهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ـ

৪৬৭২ আবুল ইয়ামান (র) .... হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্ন হাকীম ইব্ন হিযামকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায় 'সূরা ফুরকান'তিলাওয়াত করতে শুনলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, সে বিভিন্ন কিরাআতে তা পাঠ করছে, যা আল্লাহ্র রাসূল আমাকে শিখাননি। যার ফলে তাকে সালাতের মধ্যেই ধরতে উদ্যত হলাম। অবশ্য আমি তার সালাত শেষে সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সালাত শেষ হতেই তার গলায় রুমাল পেঁচিয়ে ধরলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এইমাত্র আমি তোমাকে যা পাঠ করতে শুনলাম, তা তোমাকে কে শিখিয়েছে? সে উত্তর করল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এরূপ শিখিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছো! আল্লাহ্র কসম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করা শিখিয়েছেন, যা তোমাকে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। এরপর আমি তাকে টেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এই ব্যক্তিকে ভিন্ন এক পদ্ধতিতে 'সূরা ফুরকান' পাঠ করতে শুনেছি, যে পদ্ধতি আপনি আমাকে তিলাওয়াত করতে শিখাননি। অথচ আপনি আমাকে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত শিখিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন, হে হিশাম! পাঠ করো! সুতরাং আমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শুনেছি, সে সেই পদ্ধতিতেই পাঠ করল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এভাবে কুরআন নাযিল হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে উমর । তুমি পাঠ করো, সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে যেভাবে শিখিয়েছিলেন, সেভাবে আমি পাঠ করলাম। এরপর তিনি বললেন, কুরআন এভাবেই নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও বললেন, সাত কিরাআত বা পদ্ধতিতে পাঠ করার জন্য কুরআন নাযিল হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে যে পদ্ধতি তোমার জন্য সহজ, সে পদ্ধতিতে পড়।

٤٦٧٣ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِىْ كَذَا وَكَذَا اٰيَةً اَسْقَطْتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا ـ

৪৬৭৩ বাশার ইব্ন আদাম (র) .... হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক কারীকে রাতে মসজিদে কুরআন শরীফ পাঠ করতে শুনলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা অমুক অমুক সূরা থেকে ভুলতে বসেছিলাম।

٢٤١٧. بَابُ التَّرْتِيْلُ فِى الْقِرَائَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً وَقَوْلِه : وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ ، وَمَا يُكْرَهُ اَنْ يَهُذَّ كَهَذِّ الشِّعْرِ ، يُفْرَقُ يُفَصَّلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَقْنَاهُ فَصَّلْنَاهُ .

২৪১৭. অনুচ্ছেদ ঃ সুস্পষ্ট ও ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করা। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ঃ কুরআন তিলাওয়াত কর ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ আমি কুরআন নাযিল করেছি যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে। কবিতা পাঠের মতো দ্রুতগতিতে কুরআন পাঠ করা অপছন্দনীয়।

٤٦٧٤ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ غَدَوْنَا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ رَجُلٌ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ اِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَأَةَ وَاِنِّىْ لَاَحْفَظُ الْقُرَنَاءَ الَّتِىْ كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِىُّ ﷺ ثَمَانِىَ عَشْرَةَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ وَسُوْرَتَيْنِ مِنْ اٰلِ حٰمٓ .

৪৬৭৪ আবূ নু'মান (র) .... আবূ ওয়ায়িল (র) সূত্রে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ ওয়ায়িল (র) বলেন, আমরা একদিন সকালে আবদুল্লাহ্ (রা)-এর কাছে গেলাম। একজন লোক বলল, গতকাল সকালে আমি মুফাস্সাল সূরা পাঠ করেছি। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, এত তাড়াতাড়ি পাঠ করা যেন কবিতা পাঠ করার মতো; অথচ আমরা নবী ﷺ -এর পাঠ শুনেছি এবং তা আমার ভালভাবে স্মরণ আছে। নবী ﷺ থেকে যে সমস্ত সূরা পাঠ করতে আমি শুনেছি, তার সংখ্যা মুফাস্সাল হতে আঠারটি এবং 'আলিফ-লাম হামিম' হতে দু'টি।

٤٦٧٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَزَلَ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْىِ ، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ ،

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ الآيَةَ الَّتِىْ فِىْ لاَ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ : لاَتُحَرِّك بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ فَاِذَا اَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ قَالَ اِنَّ عَلَيْنَا اَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ قَالَ فَكَانَ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِئِيْلُ اَطْرَقَ ، فَاِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعْدَهُ اللّٰهُ ـ

৪৬৭৫ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "হে নবী! আপনার জিহ্বাকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য নাড়াবেন না।" আল্লাহ্‌র এই কালাম সম্পর্কে তিনি বলেন, যখনই হযরত জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট আসতেন, তখন নবী ﷺ খুব তাড়াতাড়ি জিহ্বা এবং ঠোঁট নাড়াতেন এবং তার জন্য খুব কষ্টের ব্যাপার হত। আর এ অবস্থা সহজেই অন্য একজন অনুমান করতে পারত। সুতরাং এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন। "আমি কিয়ামত দিবসের কসম করছি, হে নবী! তাড়াতাড়ি ওহী মুখস্থ করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা নাড়াবেন না। এ মুখস্থ করিয়ে দেয়া ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই। যখন আমি তা পাঠ করতে থাকি, তখন আপনি সে পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকুন। পরে এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব।" সুতরাং যখন জিবরাঈল (আ) পাঠ করেন আপনি তার অনুসরণ করুন। এরপর থেকে যখন জিবরাঈল (আ) বলে যেতেন তখন নবী ﷺ তা নীরবে শুনতেন। যখন তিনি চলে যেতেন, আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী তিনি তা পাঠ করতেন।

٢٤١٨. بَابٌ مَدُّ الْقِرَاءَةِ

২৪১৮. অনুচ্ছেদ ঃ 'মদ' অক্ষরকে দীর্ঘ করে পড়া

٤٦٧٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ الْاَزْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَمُدُّ مَدًّا ـ

৪৬৭৬ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে নবী ﷺ -এর 'কিরাআত' পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ দীর্ঘায়িত করে পাঠ করতেন।

٤٦٧٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَاءَ بِسْمِ اللّٰهِ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللّٰهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ -

৪৬৭৭ আমর ইব্‌ন আসিম (র) .... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস (রা)-কে নবী ﷺ -এর 'কিরাআত' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, নবী ﷺ -এর 'কিরাআত' কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, কোন কোন ক্ষেত্রে নবী ﷺ দীর্ঘ করতেন। এরপর তিনি 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' তিলাওয়াত করে শোনালেন এবং তিনি বললেন, নবী ﷺ 'বিস্‌মিল্লাহ্‌,' 'আর রাহমান', 'আর রাহীম' পড়ার সময় মদ্‌ করতেন।

٢٤١٩. بَابُ التَّرْجِيْعُ

২৪১৯. অনুচ্ছেদ ঃ আত্‌তারজী'

٤٦٧٨ حَدَّثَنَا اٰدَمَ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَاُ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ اَوْ جَمَلِهِ وَهِىَ تَسِيْرُ بِهِ وَهُوَ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ اَوْ مِنْ سُوْرَةَ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَاُ وَهُوَ يُرَجِّعُ -

৪৬৭৮ আদাম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র) .... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) বলেন, নবী ﷺ উষ্ট্রির পিঠে অথবা উটের পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় যখন উষ্ট্রটি চলছিল, তখন আমি তিলাওয়াত করতে দেখেছি। তিনি 'সূরা ফাত্‌হ' এবং 'সূরা ফাত্‌হ'র অংশ বিশেষ অত্যন্ত নরম এবং মধুর ছন্দোময় সুরে পাঠ করছিলেন।

٢٤٢٠. بَابُ حُسْنُ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ

২৪২০. অনুচ্ছেদ ঃ সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা

٤٦٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْيٰى الْحِمَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا اَبَا مُوْسٰى لَقَدْ اُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ -

৪৬৭৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালাফ (র) .... হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবূ মূসা! তোমাকে হযরত দাউদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠ দান করা হয়েছে।

٢٤٢١. بَابٌ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّسْمَعَ الْقُرْاٰنَ مِنْ غَيْرِهِ

২৪২১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অন্যের নিকট থেকে কুরআন পাঠ শুনতে ভালবাসে

٤٦٨٠. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ اِقْرَأْ عَلَىَّ الْقُرْاٰنَ ، قُلْتُ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ ؟ قَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ -

৪৬৮০ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, "আমার সামনে কুরআন পাঠ কর।" আবদুল্লাহ্ বললেন, আমি আপনার সামনে কুরআন পাঠ করব; অথচ আপনার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের নিকট থেকে শুনতে ভালবাসি।

٢٤٢٢. بَابٌ قَوْلُ الْمُقْرِئِ لِلْقَارِئِ "حَسْبُكَ"

২৪২২. অনুচ্ছেদ ঃ তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত শোনার পর শ্রোতার মন্তব্য 'তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট'

٤٦٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ اِقْرَأْ عَلَىَّ ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى اَتَيْتُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا قَالَ حَسْبُكَ الْاٰنَ ، فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ -

৪৬৮১ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, একদিন নবী ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কুরআন পাঠ কর। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার সামনে কুরআন পাঠ করব? অথচ তা তো আপনার ওপরই নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি 'সূরা নিসা' পাঠ করলাম। যখন আমি এই আয়াত পর্যন্ত আসলাম 'চিন্তা করো আমি যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করব এবং সকলের ওপরে তোমাকে সাক্ষী হিসাবে হাযির করব তখন তারা কি করবে।' নবী ﷺ বললেন, আপাতত এটুকুই যথেষ্ট। আমি তাঁর চেহারা মুবারকের দিকে তাকালাম, দেখলাম, তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরছে।

٢٤٢٣. بَابٌ فِىْ كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْاٰنُ : وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى ، فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

২৪২৩. অনুচ্ছেদ ঃ কতটুকু সময় কুরআন আর পাঠ করা যায়? এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার কালাম ঃ "যতটা কুরআন তুমি সহজে পাঠ করতে পার, ততটাই পড়"

٤٦٨٢ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ لِى ابْنُ شُبْرُمَةَ نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِى الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ اَجِدْ سُوْرَةً اَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ اٰيَاتٍ ، فَقُلْتُ لاَيَنْبَغِىْ لاَحَدٍ ، اَنْ يَّقْرَاَ اَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ اٰيَاتٍ ، قَالَ سُفْيَانُ اَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ وَلَقِيْتُهُ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ ، فَذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنَّ مَنْ قَرَاَ بِالْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ـ

৪৬৮২ আলী (র) .... সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) বলেন, আমাকে ইব্‌ন সুবরুমা (র) বললেন, আমি দেখতে চাইলাম, সালাতে কি পরিমাণ আয়াত পাঠ করা যথেষ্ট এবং আমি তিন আয়াত বিশিষ্ট সূরার চেয়ে ছোট কোন সূরা পাইনি। সুতরাং আমি বললাম, কারো জন্য তিন আয়াতের কম সালাতে পড়া উচিত নয়। হযরত আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম, তখন তিনি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতে পাঠ করে, তাহলে তা তার জন্য যথেষ্ট।

٤٦٨٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ اَنْكَحَنِىْ اَبِىْ اِمْرَاَةً ذَاتَ حَسَبٍ، فَكَانَ

يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا ، فَتَقُوْلُ نِعْمَ الرَّجُلِ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُذْ اَتَيْنَاهُ فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَلْقَنِيْ فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ كَيْفَ تَصُوْمُ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟ قَالَ كُلَّ لَيْلَةٍ ، قَالَ صُمْ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةً وَاقْرَأْ اَلْقُرْاٰنَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ ، قَالَ قُلْتُ اِنِّى اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ، قَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فِى الْجُمُعَةِ قُلْتُ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ، قَالَ اَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا قَالَ قُلْتُ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ، قَالَ صُمْ اَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيَامَ يَوْمٍ وَاِفْطَارَ يَوْمٍ وَاَقْرَأْ فِيْ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً فَلَيْتَنِيْ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَاكَ اِنِّيْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلٰى بَعْضِ اَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْاٰنِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِيْ يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُوْنَ اَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ ، وَاِذَا اَرَادَ اَن يَتَقَوَّى اَفْطَرَ اَيَّامًا وَاَحْصٰى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيْ ثَلاَثٍ وَفِيْ خَمْسٍ وَاَكْثَرُهُمْ عَلٰى سَبْعٍ -

৪৬৮৩ মূসা .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলার সাথে শাদী দেন এবং প্রায়ই তিনি আমার সম্পর্কে আমার স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আমার স্ত্রী বলত, সে কতইনা ভাল মানুষ যে, সে কখনও আমার বিছানায় আসেনি এবং শাদীর পর থেকে আমার সম্পর্কে খোঁজ খবরও নেয়নি। এ অবস্থা যখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকল তখন আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমার সম্পর্কে অবগত করালেন। তখন নবী ﷺ আমার পিতাকে বললেন, তাকে আমার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন। এরপর আমি নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রকম রোযা পালন কর ? আমি উত্তর দিলাম, প্রতিদিন রোযা পালন করি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এ অবস্থায় পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করতে তোমার কত সময় লাগে? আমি উত্তর দিলাম, প্রত্যেক রাতেই এক খতম করি। তিনি বললেন, প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা পালন করবে এবং কুরআন এক মাসে এক খতম দেবে।" আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি করার

সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে প্রতি সপ্তাহে তিনদিন রোযা পালন করবে। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন, দুদিন পর এক দিন রোযা রাখ। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে সব চেয়ে উত্তম পদ্ধতির রোযা পালন কর। তা হল, হযরত দাউদ (আ)-এর সওমের পদ্ধতি। তিনি এক দিন অন্তর একদিন রোযা পালন করতেন এবং প্রতি সাত দিনে একবার আল্লাহ্‌র কিতাব খতম করতেন। আহা! আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দেয়া সুবিধা গ্রহণ করতাম! যেহেতু এখন আমি একজন দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তিতে প্ররিণত হয়েছি। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) প্রত্যেক দিন তার পরিবারের একজন সদস্যের সামনে কুরআনের সপ্তমাংশ পাঠ করে শোনাতেন। দিবা ভাগে পাঠ করে দেখতেন, তার স্মরণশক্তি সঠিক আছে কিনা? যা তিনি রাতে পাঠ করবেন তা যেন সহজ হয় এবং যখনই তিনি শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ের ইচ্ছা করতেন তখন কয়েক দিন রোযা রাখা বন্ধ রাখতেন এবং পরবর্তীকালে ঐ ক'দিনের হিসাব করে রোযা পালন করতেন। কেননা, তিনি রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় যে নিয়ম পালন করতেন পরে সে নিয়ম বর্জন করাটা অপছন্দ মনে করতেন। আবূ আবদুল্লাহ্ বলেন কেউ তিন দিনে, কেউ পাঁচ দিনে এবং অধিকাংশ লোক সাত দিনে কুরআন খতম করতেন।

٤٦٨٤ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ـ

৪৬৮৪ সা'দ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সমগ্র কুরআন খতম করতে তোমার কত সময় লাগে?

٤٦٨٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى بَنِىْ زُهْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ قَالَ وَاَحْسَبُنِىْ قَالَ سَمِعْتُ اَنَا مِنْ اَبِىْ سَلْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فِىْ شَهْرٍ قُلْتُ اِنِّىْ اَجِدُ قُوَّةً حَتّٰى قَالَ فَاقْرَأْهُ فِىْ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

৪৬৮৫ ইসহাক .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, "এক মাসে কুরআন খতম কর।" আমি বললাম, "আমি এর চেয়ে বেশি করার শক্তি রাখি।" তখন নবী ﷺ বললেন, "তাহলে প্রতি সাত দিনে একবার খতম করো এবং এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে খতম করো না।"

٢٤٢٤. بَابُ الْبُكَاءُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ

২৪২৪. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন পাঠ করা অবস্থায় ক্রন্দন করা

٤٦٨٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ الْاَعْمَشُ ، وَبَعْضُ الْحَدِيْثِ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَأ عَلَىَّ ، قَالَ قُلْتُ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ اُنْزِلَ ؟ قَالَ اِنِّىْ اَشْتَهِىْ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ ، قَالَ فَقَرَاتُ النِّسَاءَ حَتّٰى اِذَا بَلَغْتُ ، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ ، وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلاَءِ شَهِيْدًا قَالَ لِىْ كُفَّ اَوْ اَمْسِكْ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ -

৪৬৮৬ মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি আমার সামনে কুরআন পাঠ করো। আমি উত্তরে বললাম, আমি আপনার সামনে কুরআন পাঠ করবো; অথচ আপনারই ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের কাছ থেকে কুরআন পাঠ শোনা পছন্দ করি। আমি তখন সূরা নিসা পাঠ করলাম, এমনকি যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম ঃ "তারপর চিন্তা করো,আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং এ সকলের ওপরে তোমাকে সাক্ষী হিসাবে হাযির করব।' তখন তারা কি করবে।" তখন তিনি আমাকে বললেন, "থাম!" আমি লক্ষ্য করলাম, তাঁর (নবী ﷺ -এর) দু'চোখ মুবারক থেকে অশ্রু ঝরছে।

٤٦٨٧ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ السَّلْمَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اِقْرَاءَ عَلَىَّ ، قُلْتُ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ ؟ قَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِىْ -

৪৬৮৭ কায়স ইব্ন হাফ্স (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ আমাকে বললেন, আমার সামনে কুরআন পাঠ করো। আমি বললাম, আমি আপনার নিকট কুরআন পাঠ করব ; অথচ আপনার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করি।

٢٤٢٥. بَابٌ مَنْ رَايَا بِقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ اَوْتَأَكَّلَ بِهِ اَوْ فَخَرَبِهِ

২৪২৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দেখানো বা দুনিয়ার লোভে অথবা গর্বের জন্য কুরআন পাঠ করে

٤٦٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ عَلِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : يَاتِيْ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَايُجَاوِزُ اِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، فَاَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ، فَانَّ قَتْلَهُمْ اَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৪৬৮৮ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র) .... হযরত আলী (রা) বলেন। আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, শেষ যামানায় এমন একদল মানুষের আবির্ভাব ঘটবে, যারা হবে অল্পবয়স্ক এবং যাদের বুদ্ধি হবে স্বল্প। ভাল ভাল কথা বলবে; কিন্তু তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশের নীচে পৌঁছবে না। সুতরাং তোমরা তাদের যেখানে পাও, হত্যা কর। এদের হত্যাকারীর জন্য কিয়ামতে পুরস্কার রয়েছে।

٤٦٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَخْرُجُ فِيْكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ ، مَعَ صِيَامِهِمْ ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَايُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرٰى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا يَرٰى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الرِّيْشِ فَلَا يَرٰى شَيْئًا وَيَتَمَارٰى فِي الْفُوْقِ -

৪৬৮৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ভবিষ্যতে এমন সব লোকের আগমন ঘটবে, যাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাতকে, তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযাকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে; কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ অন্তরে প্রবেশ করবে না এবং তা লোক দেখানো হবে)। এরা দীন (ইসলাম) থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে নিক্ষিপ্ত তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। আর অন্য শিকারী সেই তীরের অগ্রভাগ পরীক্ষা করে দেখতে পায়,তাতে কোনো চিহ্ন নেই। সে তীরের ফলার পার্শ্বদেশদ্বয়েও নজর করে; অথচ সেখানে কিছু দেখতে পায় না। অবশেষে ঐ ব্যক্তি কোন কিছু পাওয়ার জন্য তীরের নিম্নভাগে সন্দেহ পোষণ করে।

٤٦٩٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْاُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِىْ لَايَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَلَارِيْحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَالرَّيْحَانَةِ ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لَايَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ اَوْ خَبِيْثٌ ، وَرِيْحُهَا مُرٌّ ـ

৪৬৯০ মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ মু'মিন যে কুরআন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, তাঁর উদাহরণ ঐ লেবুর মত যা খেতে সুস্বাদু এবং গন্ধে মন মাতানো। আর ঐ মু'মিন যে কুরআন পাঠ করে না; কিন্তু এর অনুসারে আমল করে। তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ খেজুরের মত যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু গন্ধ নেই। আর সকল মুনাফিক যারা কুরআন পাঠ করে; তার উদাহরণ হচ্ছে, ঐ রায়হানের ন্যায়, যার মন মাতানো খুশবু গন্ধ আছে, অথচ খেতে একেবারে বিস্বাদ (তিক্ত)। আর ঐ মুনাফিক যে কুরআন পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ হাঞ্জাল (মাকাল) ফলের ন্যায়, যা খেতেও বিস্বাদ এবং তা দুর্গন্ধযুক্ত।

٢٤٢٦. بَابُ اِقْرَأُ الْقُرْاٰنِ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوْبُكُمْ

২৪২৬. অনুচ্ছেদ ঃ যতক্ষণ মন চায় কুরআন তিলাওয়াত করা

٤٦٩١ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوْبُكُمْ فَإِذَا اُخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ ـ

৪৬৯১ আবূ নু'মান (র) .... হযরত জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যতক্ষণ মন চায় তিলাওয়াত কর এবং মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন ছেড়ে দাও।

٤٦٩٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهَ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَاءُ اٰيَةً سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ خِلاَفَهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِه فَانْطَلَقْتُ بِه اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ فَاقْرَا اَكْبَرُ عِلْمِى قَالَ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَخْتَلَفُوْا فَاَهْلَكَهُمْ ـ

৪৬৯২ সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র) .... হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে আয়াত পাঠ করতে শুনলেন। নবী ﷺ -কে যেভাবে পাঠ করতে শুনতেন,তার থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে সে পাঠ করছিল। তখন ঐ ব্যক্তিকে তিনি নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা উভয়ই সঠিকভাবে পাঠ করেছ। সুতরাং এভাবে কুরআন পাঠ করতে থাক। নবী ﷺ আরও বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের পরস্পরের বিভেদের কারণে।

كِتَابُ النِّكَاحِ

বিয়ে-শাদী অধ্যায়

اَلتَّرْغِيْبُ فِى النِّكَاحِ

শাদী করতে উৎসাহ দান

لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা শাদী করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে।'

٤٦٩٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ اَبِىْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلُ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ اِلَى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا وَاَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَدْ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاِنِّىْ اُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا ، وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ اُفْطِرُ ، وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ اَتَزَوَّجُ اَبَدًا ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّى لاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ ، لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّى وَاَرْقُدُ ، وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ -

৪৬৯৩ সাঈদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী ﷺ-এর বিবিগণের গৃহে আগমন করল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন তারা এ ইবাদতের পরিমাণ যেন কম মনে করল এবং বলল, আমরা নবী ﷺ-এর সমকক্ষ হতে পারি না। কারণ, তার আগে ও পরের সকল

গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতের সালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সারা বছর রোযা পালন করব এবং কখনও বিরতি দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী বিবর্জিত থাকব–কখনও শাদী করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা কি ঐ সকল ব্যক্তি যারা এরূপ কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহ্কে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি আমি বেশি আনুগত্যশীল; অথচ আমি রোযা পালন করি, আবার রোযা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই ও বিয়ে-শাদী করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ ভাব পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।

٤٦٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ حَسَّانَ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبَعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ لاَتَعُوْلُوْا ، قَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِي الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِيْ حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِيْ مَالِهَا وَجَمَالِهَا ، يُرِيْدُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِاَدْنٰى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا فَنُهُوْا اَنْ يَنْكِحُوْ هُنَّ اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ فَيُكَمِّلُوْا الصِّدَاقَ ، وَاُمِرُوْا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَا هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ـ

৪৬৯৪ আলী (র) .... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরওয়া (র) আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে শাদী কর নারীদের মধ্য যাকে তোমাদের ভাল লাগে–দুই, তিন অথবা চার। কিন্তু তোমাদের মনে যদি ভয় হয় যে, তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।"

আয়েশা (রা) বলেন, হে ভাগ্নে! একটি ইয়াতীম বালিকা এমন একজন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে ছিল, যে তার সম্পদ ও রূপের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। সে তাকে তার সমকক্ষ মহিলাদের চেয়ে কম মোহর দিয়ে শাদী করার ইচ্ছা করে তখন লোকদেরকে নিষেধ করা হলো ঐসব ইয়াতীমের শাদী করার ব্যাপারে; তবে যদি তারা তাদের ব্যাপারে সুবিচার করে ও পূর্ণ মোহর আদায় করে (তাহলে পারবে)। (যদি না পারে) তাহলে তাদের ব্যতীত অন্য নারীদের শাদী করার আদেশ করা হলো।

٢٤٢٧. بَابُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَانَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لاَ اَرَبَ لَهُ فِى النِّكَاحِ

২৪২৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণী "তোমাদের মধ্যে যাদের শাদীর সামর্থ্য আছে, সে যেন শাদী করে। কেননা, শাদী তার দৃষ্টিকে অবনমিত রাখতে সাহায্য করবে এবং তার লজ্জাস্থান রক্ষা করবে।" এবং যার দরকার নেই সে শাদী করবে কি না?

٤٦٩٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ لِى اِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَيَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِىْ اَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللّٰهِ اَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ اِلٰى هٰذَا اَشَارَ اِلَىَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ ، فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ :اَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ـ

৪৬৯৫ উমর ইব্ন হাফ্স (র) .... আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমি আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সাথে ছিলাম, উসমান (রা) তাঁর সাথে মিনাতে দেখা করে বলেন, হে আবদুর রহমান! আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। এরপর তারা উভয়েই এক পার্শ্বে গেলেন। তারপর উসমান (রা) বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি আপনার সাথে এমন একটি কুমারী মেয়ের শাদী দিব, যে আপনাকে আপনার অতীত দিনকে স্মরণ করিয়ে দিবে? আবদুল্লাহ্ যখন দেখলেন, তার এ শাদীর প্রয়োজন নেই তখন তিনি আমাকে 'হে আলকামা' বলে ডাক দিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বলতে শুনলাম, আপনি যখন আমাকে এ কথা বলছেন (তখন আমার স্মরণে এর চেয়ে বড় কথা আসছে আর তা হচ্ছে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বললেন, হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে শাদীর সামর্থ্য রাখে, সে যেন শাদী করে এবং যে শাদীর সামর্থ্য রাখে না, সে যেন 'রোযা' পালন করে । কেননা, রোযা যৌন ক্ষমতাকে অবদমন করবে।

٢٤٢٨. بَابٌ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ

২৪২৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে শাদী করার সামর্থ্য রাখে না, সে সওম পালন করবে

٤٦٩٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ شَبَابًا لاَنَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ـ

৪৬৯৬ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (রা) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, আমরা যুবক বয়সে নবী ﷺ -এর সাথে ছিলাম; অথচ আমাদের কোন কিছু (সম্পদ) ছিল না। এমনি অবস্থায় আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা শাদী করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন শাদী করে। কেননা, শাদী তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌনতাকে সংযমী করে এবং যাদের শাদী করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা পালন করে। কেননা, রোযা তার যৌনতাকে দমন করবে।

٢٤٢٩. بَابٌ كَثْرَةُ النِّسَاءِ

২৪২৯. অনুচ্ছেদ ঃ বহুবিবাহ

٤٦٩٧ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُوْنَةَ بِسَرِفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذِهِ زَوْجَةُ النَّبِىِّ ﷺ فَاِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوْهَا وَلاَ تُزَلْزِلُوْهَا وَارْفُقُوْا ، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ ـ

৪৬৯৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... আতা (র) বলেন, আমরা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে 'সারিফ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। ইব্‌ন আব্বাস

(রা) বলেন, ইনি রাসূল ﷺ-এর সহধর্মিণী। সুতরাং যখন তোমরা তাঁর জানাযা উঠাবে তখন ধাক্কা-ধাক্কি এবং জোরে নাড়া-চাড়া করো না; বরং ধীরে ধীরে নিয়ে চলবে। কেননা, নবী ﷺ-এর নয়জন বিবি ছিলেন। তিনি আট জনের সাথে পালাক্রমে রাত্রি যাপন করতেন। কিন্তু একজনের সাথে রাত্রি যাপনের পালা ছিল না।

٤٦٩٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِيْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৪৬৯৮ মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একই রাতে নবী ﷺ তাঁর সকল বিবির নিকট গমন করতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ন'জন স্ত্রী ছিল। অন্য সনদে 'মুসাদ্দাদ' এর স্থলে খলীফা এর নাম উল্লেখ আছে।

٤٦٩٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ الْحَكَمِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ ، قُلْتُ لاَ ، قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً -

৪৬৯৯ আলী ইব্ন হাকাম (র) .... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, তুমি শাদী করেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, শাদী কর। কেননা, এই উম্মতের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর অধিক সংখ্যক বিবি ছিল।

٢٤٣٠. بَابٌ مَنْ هَاجَرَ اَوْعَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيْجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى

২৪৩০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ কোন নারীকে শাদী করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে অথবা কোন সৎ কাজ করে তবে তার নিয়্যত অনুসারে (ফল) পাবে।

٤٧٠٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَلِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ ، وَاِنَّمَا لِاَمْرِئٍ مَا نَوَى ،

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ـ

৪৭০০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযা'আ (র) .... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, নিয়্যতের ওপরেই কাজের ফলাফল নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়্যত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য তার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের জন্যই। আর যার হিজরত পার্থিব স্বার্থের জন্য অথবা কোন মহিলাকে শাদী করার জন্য, সে তাই পাবে, যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

٢٤٣١. بَابٌ تَزْوِيْجُ الْمُعْسِرِ الَّذِيْ مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْاِسْلَامُ فِيْهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

২৪৩১. অনুচ্ছেদ ঃ এমন দরিদ্র ব্যক্তির সাথে শাদী যিনি কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে অবহিত। সাহল ইব্ন সা'দ নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٧٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَسْتَخْصِيْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ ـ

৪৭০১ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) .... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করি। আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রীগণ থাকত না। তাই আমরা বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা কি খাসি হয়ে যাব ? তিনি আমাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিলেন।

٢٤٣٢. بَابٌ قَوْلُ الرَّجُلِ لِاَخِيْهِ انْظُرْ اَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتّٰى اَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عَوْفٍ ـ

২৪৩২. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ তার (মুসলমান) ভাইকে বলে, আমার স্ত্রীগণের মধ্যে যাকে তুমি চাও, আমি তোমার জন্য তাকে তালাক দেব। এ প্রসঙ্গে আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٧٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَاٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْاَنْصَارِيِّ وَعِنْدَ الْاَنْصَارِيِّ امْرَاَتَانِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَنْ يُنَاصِفَهُ اَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّوْنِيْ عَلَى السُّوْقِ فَاَتَى السُّوْقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ اَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمَنٍ فَرَاٰهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ اَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ اَنْصَارِيَّةً قَالَ فَمَا سُقْتَ قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ـ

৪৭০২ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) মদীনায় এলে নবী ﷺ তাঁর এবং সা'দ ইব্ন রাবী আল আনসারী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে দেন। এ আনসারীর দু'জন স্ত্রী ছিল। সা'দ (রা) আবদুর রহমান (রা)-কে বললেন, আপনি আমার স্ত্রী এবং সম্পদের অর্ধেক নিন। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ আপনার স্ত্রী ও সম্পদের বরকত দিন। আপনি আমাকে বাজার দেখিয়ে দিন। এরপর তিনি বাজারে গিয়ে পনির ও মাখনের ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করলেন। কিছুদিন পরে রাসূল ﷺ তাঁর শরীরে হলুদ রং-এর ছিটা দেখতে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুর রহমান। তোমার কি হয়েছে ? তিনি উত্তরে বললেন, আমি জনৈকা আনসারী রমণীকে শাদী করেছি। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কত মোহর দিয়েছ। তিনি উত্তরে বললেন, একটি খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ স্বর্ণ। নবী ﷺ বললেন, ওয়ালীমার (বিবাহ ভোজ) ব্যবস্থা কর, যদি একটি বক্রী দিয়েও হয়।

٢٤٣٣. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

২৪৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ শাদী না করা এবং খাসি হয়ে যাওয়া অপছন্দনীয়

٤٧٠٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ

اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ اَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا۔

৪৭০৩ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র) .... সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উসমান ইব্ন মাজ'উনকে শাদী থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। নবী ﷺ তাঁকে যদি অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরাও খাসি হয়ে যেতাম।

٤٧٠٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ لَقَدْ رَدَّ ذٰلِكَ يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ وَلَوْ اَجَازَلَهُ التَّبَتُّلَ لاَخْتَصَيْنَا ۔

৪৭০৪ আবুল ইয়ামন (র) .... সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উসমান ইব্ন মাজ'উনকে শাদী থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলে, আমরাও খাসি হয়ে যেতাম।

٤٧٠٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِيْ ، فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا اَنْ نَنْكِحَ الْمَرْاَةَ بِالثَّوْبِ ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا : يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَتَعْتَدُوْا إِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ، وَقَالَ اَصْبَغُ ، اَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ وَاَنَا اَخَافُ عَلٰى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلاَ اَجِدُ مَا اَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ ، فَسَكَتَ عَنِّيْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّيْ ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَسَكَتَ عَنِّيْ

، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لاَقٍ فَاخْتَصِ عَلٰى ذٰلِكَ اَوْذَرْ ـ

৪৭০৫ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (রা) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে জিহাদে অংশ নিতাম; কিন্তু আমাদের কোন কিছু ছিল না। সুতরাং আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বললাম, আমরা কী খাসি হয়ে যাব? তিনি আমাদেরকে খাসি হতে নিষেধ করলেন এবং কোন মহিলার সাথে একখানা কাপড়ের বিনিময়ে হলেও শাদী করার অনুমতি দিলেন এবং আমাদেরকে এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন ঃ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ যে পবিত্র জিনিসগুলো তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তোমরা তা হারাম করো না এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

আসবাগ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একজন যুবক। আমার ভয় হয় যে, আমার দ্বারা না জানি কোন গুনাহ্‌র কাজ সংঘটিত হয়ে যায়; অথচ আমার শাদী করার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ নেই। এই কথা শুনে নবী ﷺ চুপ রইলেন। আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি চুপ রইলেন। আমি আবারও অনুরূপভাবে বললাম। তিনি চুপ থাকলেন। আবারও অনুরূপভাবে বললে তিনি উত্তর করলেন, হে আবূ হুরায়রা! যা কিছু তোমার ভাগ্যে আছে, তা লেখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। তুমি খাসি হও বা না হও, তাতে কিছু আসে যায় না।[১]

٢٤٣٤. بَابُ نِكَاحِ الْاَبْكَارِ وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ ﷺ بِكْرًا غَيْرَكِ ـ

২৪৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী মেয়ের শাদী সম্পর্কে। ইব্‌ন আবী মুলায়কা (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, আপনাকে ছাড়া নবী ﷺ আর কোন কুমারী মেয়ে শাদী করেননি।

٤٧٠٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَخِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيْهِ شَجَرَةٌ قَدْ اُكِلَ مِنْهَا ، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا فِيْ اَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيْرَكَ ، قَالَ فِى الَّذِيْ لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا

১. খাসি হও বা না হও তোমার ভাগ্যে যা আছে, তা অবশ্যই ঘটবে। সুতরাং খাসি হওয়ার দরকার নেই।

تَعْنِىْ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا ـ

৪৭০৬ ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মনে করুন আপনি এমন একটি ময়দানে গিয়ে পৌঁছলেন, যেখানে একটি গাছের কিছু অংশ খাওয়া হয়ে গেছে। আর এমন আর একটি গাছ পেলেন, যার কিছুই খাওয়া হয়নি। এর মধ্যে কোন গাছের পাতা আপনার উটকে খাওয়াবেন। নবী ﷺ উত্তরে বললেন, যে গাছ থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। এ কথার দ্বারা আয়েশা (রা)-এর উদ্দেশ্য ছিল– নবী ﷺ তাঁকে ছাড়া অন্য কোন কুমারীকে শাদী করেননি।

٤٧٠٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، إِذْ رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِىْ سَرَقَةٍ حَرِيْرٍ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ امْرَأَتُكَ ، فَاَكْشِفُهَا فَإِذَا هِىَ اَنْتِ ، فَاَقُوْلُ اِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ ـ

৪৭০৭ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, দু'বার করে আমাকে স্বপ্নযোগে তোমাকে দেখানো হয়েছে। এক ব্যক্তি রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, আমাকে দেখে বলল, এই হচ্ছে তোমার স্ত্রী। তখন আমি পর্দা খুলে দেখি, সে তুমিই। তখন আমি বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, তবে তিনি বাস্তবে পরিণত করবেন।

٢٤٣٥ـ بَابُ الثَّيِّبَاتِ وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ ـ

২৪৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ তালাকপ্রাপ্তা অথবা বিধবা রমণীকে শাদী করা (প্রসঙ্গে)। উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে তোমাদের কন্যা বা বোনকে আমার সঙ্গে প্রস্তাব দিও না।

٤٧٠٨ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَفَلْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ فَتَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ لِىْ قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِىْ رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِىْ فَنَخَسَ

بَعِيْرِىْ بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيْرِىْ كَاَجْوَدِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْاِبِلِ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَا يُعَجِّلُكَ ؟ قُلْتُ كُنْتُ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِعُرُسٍ قَالَ بِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبٌ ، قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ ، قَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوا لَيْلاً اَىْ عِشَاءً لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ -

৪৭০৮ আবূ নু'মান (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক জিহাদ থেকে ফিরছিলাম। আমি আমার দুর্বল উটটি দ্রুত চালাতে চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় কে একজন আরোহী আমার পিছন থেকে এসে আমার উটটিকে ছড়ি দ্বারা খোঁচা দিলে উটটি দ্রুত চলতে লাগল। পিছনে ফিরে দেখি নবী ﷺ। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, জাবির, তোমার এত তাড়াতাড়ি করার কারণ কী? আমি উত্তর দিলাম, আমি নতুন শাদী করেছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কুমারী শাদী করেছ, না বিধবাকে? আমি উত্তর দিলাম বিধবাকে। তিনি বললেন, তুমি কেন কুমারী মেয়েকে শাদী করলে না? যার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে আর সেও তোমার সাথে খেল-তামাসা করত। বর্ণনাকারী বলেন, যখন আমরা মদীনায় প্রবেশ করব এমন সময় নবী ﷺ আমাকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর এবং রাতে প্রবেশ কর, যেন (তোমার মহিলাটি স্ত্রী) (যার স্বামী এতদিন কাছে ছিল না) নিজের অগোছালো কেশরাশি বিন্যাস করে নিতে পারে এবং ক্ষৌর কার্য করতে পারে।

٤٧٠٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ تَزَوَّجْتُ ، فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَزَوَّجْتَ ؟ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا ، فَقَالَ مَالَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ فَقَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ -

৪৭০৯ আদাম (র) .... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাদী করলে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন মেয়ে শাদী করেছ? আমি বললাম, পূর্ব বিবাহিতা রমণীকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী মেয়ে এবং তাদের কৌতুকের প্রতি তোমার আগ্রহ নেই? (রাবী বলেন) আমি এ ঘটনা আমর ইব্ন দীনার (রা)-কে অবগত করালে তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি কেন কুমারী মেয়েকে শাদী করলে না, যাতে তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারত?

٢٤٣٦- بَابُ تَزْوِيْجُ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ

২৪৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ বয়স্ক পুরুষের সাথে অল্প বয়স্কা মেয়ের শাদী

٤٧١٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ عَائِشَةَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّمَا اَنَا اَخُوْكَ ، فَقَالَ اَنْتَ اَخِىْ فِى دِيْنِ اللّٰهِ وَكِتَابِهِ وَهِىَ لِىْ حَلَالٌ -

৪৭১০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... উরওয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আবু বকর (রা)-এর কাছে আয়েশা (রা)-এর শাদীর পয়গাম দিলেন। আবু বকর (রা) বললেন, আমি আপনার ভাই। নবী ﷺ বললেন, তুমি আমার আল্লাহ্‌র দীনের এবং কিতাবের ভাই। তবে, সে আমার জন্য হালাল।

٢٤٣٧. بَابُ اِلٰى مَنْ يَنْكِحُ وَاَىُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ، وَمَا يُسْتَحَبُّ اَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطْفِهِ مِنْ غَيْرِ اِيْجَابٍ

২৪৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ প্রকৃতির মেয়ে শাদী করা উচিত এবং কোন্ ধরনের মেয়ে উত্তম এবং নিজের ঔরসের জন্য কোন্ ধরনের মেয়ে পছন্দ করা মুস্তাহাব।

٤٧١١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ صَالِحُوْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ اَحْنَاهُ عَلٰى وَلَدٍ فِىْ صِغَرِهِ وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِىْ ذَاتِ يَدِهِ -

৪৭১১ আবুল ইয়ামান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন, উষ্ট্রারোহী মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ বংশীয়া মহিলারা সর্বোত্তম। তারা শিশুদের প্রতি স্নেহশীলা এবং স্বামীর মর্যাদা রক্ষার্থে উত্তম হেফাজতকারিণী।

٢٤٣٨ـ بَابُ اتِّخَاذُ السَّرَارِيِّ ، وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

২৪৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ দাসী গ্রহণ এবং আপন দাসীকে মুক্ত করে শাদী করা

٤٧١٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيْدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَاَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَادِيْبَهَا ، ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ وَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَاٰمَنَ بِىْ فَلَهُ اَجْرَانِ ، وَاَيُّمَا مَمْلُوْكٍ اَدّٰى حَقَّ مَوَالِيْهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ اَجْرَانِ قَالَ الشَّعْبِىُّ خُذْهَا بِغَيْرِ شَىْءٍ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيْهَا دُوْنَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَعْتَقَهَا ثُمَّ اَصْدَقَهَا ـ

৪৭১২ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে আপন ক্রীতদাসীকে উত্তম শিক্ষা দান করে এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। এরপর তাকে মুক্ত করে শাদী করে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। ঐ আহলে কিতাব, যে তার নবীর ওপর ঈমান আনে এবং আমার ওপরে ঈমান এনেছে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আর ঐ গোলাম, যে তার প্রভুর হক আদায় করে এবং আল্লাহ্‌রও হক আদায় করে তার জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব।

٤٧١٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ اِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ : بَيْنَمَا اِبْرَاهِيْمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَاَعْطَاهَا هَاجَرَ ، قَالَتْ كَفَّ اللّٰهُ يَدَ الْكَافِرِ وَاَخْدَمَنِىْ اٰجَرَ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ : فَتِلْكَ اُمُّكُمْ يَابَنِىْ مَاءِ السَّمَاءِ ـ

৪৭১৩ সাঈদ ইব্‌নে তালীদ (র) ও .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ইব্‌রাহীম (আ) তিনবার ব্যতীত কোন মিথ্যা কথা বলেন নি।[১] অত্যাচারী বাদশাহর দেশে তাকে যেতে হয়েছিল এবং তার সাথে 'সারা' (রা) ছিলেন। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। (সেই বাদশাহ্) হাজেরাকে তাঁর সেবার জন্য তাঁকে দান করেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ্ কাফের থেকে আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন এবং আমার খেদমতের জন্য আজেরা (হাজেরা)-কে দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "হে আকাশের পানির সন্তানগণ (কুরাইশ)! এ হাজেরাই তোমাদের মা।"

٤٧١٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلاَثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ اُمِرَ بِالْاَنْطَاعِ فَاَلْقٰى فِيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْاَقِطِ وَالسَّمَنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْمِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ ، فَقَالُوْا اِنْ حَجَبَهَا ، فَهِىَ مِنْ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَاِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا ، فَهِىَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطّٰى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ -

৪৭১৪ কুতায়বা (রা) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ খায়বর এবং মদীনার মাঝখানে তিন দিন অবস্থান করলেন এবং হুয়ায়্যার কন্যা সাফীয়ার সাথে রাতে বাসর যাপনের ব্যবস্থা করলেন। আমি মুসলমানদেরকে ওয়ালীমার দাওয়াত দিলাম। নবী ﷺ দস্তরখানা বিছাবার নির্দেশ দিলেন এবং সেখানে গোশত ও রুটি ছিল না। খেজুর, পনির, মাখন ও ঘি রাখা হল। এটাই ছিল রাসূল ﷺ -এর ওয়ালীমা। উপস্থিত মুসলমানরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল। তিনি (সাফীয়া) রাসূল ﷺ -এর সহধর্মিণীদের মধ্যে গণ্য হবেন অথবা ক্রীতদাসীদের মধ্যে গণ্য হবেন। এরপর তাঁরা ধারণা করলেন যে, যদি নবী ﷺ সাফীয়ার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেন, তাহলে নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী হিসাবে গণ্য করা হবে। আর যদি পর্দা না করা হয়, তাহলে তাঁর ক্রীতদাসী হিসাবে মনে করা হবে। যখন নবী ﷺ *সেখান থেকে অন্যত্র যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তখন সাফীয়ার জন্য উটের পিছনে জায়গা করলেন* এবং তাঁর ও লোকদের মাঝখানে পর্দার ব্যবস্থা করলেন।

٢٤٣٩ـ بَابٌ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الْاَمَةِ صَدَاقَهَا ـ

২৪৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসীকে আযাদ করাকে মোহর হিসাবে গণ্য করা

১. প্রকৃতপক্ষে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) মিথ্যা বলেননি ; বরং প্রয়োজনবশত দ্ব্যর্থবোধক বাক্য ব্যবহার করেছিলেন।

٤٧١٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا -

৪৭১৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) .... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সাফীয়াকে আযাদ করলেন এবং এই আযাদীকে তার শাদীর মোহরানা হিসাবে ধার্য করলেন।

٢٤٤٠. بَابٌ تَزْوِيْجُ الْمُعْسِرِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ -

২৪৪০. অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্র ব্যক্তির শাদী করা বৈধ। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি তারা দরিদ্র হয়, আল্লাহ্ তার মেহেরবানীতে সম্পদশালী করে দেবেন

٤٧١٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزُ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَائَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ اَهَبُ لَكَ نَفْسِىْ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَاَتِ الْمَرْأَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَاحَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ ؟ قَالَ لاَوَ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَقَالَ اذْهَبْ اِلٰى اَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَخَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا إِزَارِىْ قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ

بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ـ

৪৭১৬ কুতায়বা (র) .... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার জীবনকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে এসেছি। নবী ﷺ তার দিকে তাকালেন এবং সতর্ক দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। তারপর তিনি মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলাটি দেখলেন, নবী ﷺ তার সম্পর্কে কোন ফয়সালা দিচ্ছে না, তখন সে বসে পড়ল। এরপর নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে একজন দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনার শাদীর কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে আমার সাথে একে শাদী দিয়ে দিন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি আছে ? সে উত্তর করলো– না, আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে দেখ। কিছু পাও কিনা। এরপর লোকটি চলে গেল। ফিরে এসে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি কিছুই পাইনি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আবার দেখ, লোহার একটি আংটিও যদি পাও। তারপর লোকটি আবার ফিরে গেল। এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাও পেলাম না, কিন্তু এই যে আমার তহবন্দ (শুধু আছে)। (রাবী) সাহ্ল (রা) বলেন, তার কাছে কোন চাদর ছিল না। লোকটি এর অর্ধেক তাকে দিতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে তোমার তহবন্দ দিয়ে কি করবে ? তুমি যদি পরিধান কর, তাহলে তার কোন কাজে আসবে না আর সে যদি পরিধান করে, তবে তোমার কোন কাজে আসবে না। তারপর বেশ কিছুক্ষণ লোকটি নীরবে বসে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়াল। সে যেতে উদ্যত হলে নবী ﷺ তাকে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি পরিমাণ কুরআন শরীফ মুখস্থ আছে ? সে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে এবং সে হিসাব করল। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি তোমার মুখস্থ আছে ? সে বলল, হাঁ। নবী ﷺ বললেন, যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে তোমার কাছে এই মহিলাটিকে (শাদী) দিলাম।

٢٤٤١. بَابُ الْأَكْفَاءُ فِي الدِّيْنِ وَقَوْلُهُ : وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ـ

২৪৪১. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী এবং স্ত্রীর একই দীনভুক্ত হওয়া। আল্লাহ্র বাণী, ''এবং তিনিই পানি

থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।"

٤٧١٧ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا ، وَاَنْكَحَهُ بِنْتَ اَخِيْهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَاَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ ، زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ اِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيْرَاثِهِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ : اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاءِهِمْ اِلَى قَوْلِهِ وَمَوَالِيْكُمْ ، فَرُدُّوْا اِلَى اٰبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ اَبٌ كَانَ مَوْلَى وَاَخًا فِى الدِّيْنِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍ وَالْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِىَ امْرَاَةُ اَبِىْ حُذَيْفَةَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ مَاقَدْ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

৪৭১৭ আবুল ইয়ামন (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুযায়ফা (রা) ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রাবিয়া ইব্‌ন আবদে শাম্‌স, যিনি বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সালিমকে পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তার সাথে তিনি তাঁর ভাতিজী, ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রাবিয়ার কন্যা হিন্দাকে শাদী দেন। সে ছিল জনৈকা আনসারী মহিলার আযাদকৃত দাস। যেমন নাকি যায়দকে নবী ﷺ পালক-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। জাহিলী যুগের রীতি ছিল যে, কেউ যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে পালক-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করত, তবে লোকেরা তাকে ঐ ব্যক্তির পুত্র হিসাবে ডাকত এবং মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হত। যতক্ষণ না পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ 'তাদেরকে (পালক পুত্রদেরকে) তাদের জন্মদাতা পিতার নামে ডাক .... তারা তোমাদের মুক্ত করা গোলাম। এরপর থেকে তাদেরকে পিতার নামেই শুধু ডাকা হত। যদি তাদের পিতা সম্পর্কে জানা না যেত, তাহলে তাকে মাওলা বা দীনী ভাই হিসাবে ডাকা হত। তারপর [আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উতবা (রা)-এর স্ত্রী] সাহ্‌লা বিনতে সুহায়ল ইব্‌ন আমর আল কুরাইশী আল আমিরী নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সালিমকে আমাদের পুত্র হিসাবে মনে করতাম; অথচ এখন আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা তো আপনিই ভাল জানেন। এরপর তিনি পুরো হাদীস বর্ণনা করলেন।

٤٧١٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكَ اَرَدْتِ الْحَجَّ ، قَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ اَجِدُنِيْ اِلاَّ وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّيْ وَاشْتَرِطِيْ قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ ، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَادِ ـ

৪৭১৮ উবায়দা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবা'আ বিন্‌তে যুবায়র-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তোমার হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা আছে কি ? সে উত্তর দিল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি খুবই অসুস্থবোধ করছি (তবে হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা আছে।) তার উত্তরে বললেন, তুমি হজ্জের নিয়্যতে বেরিয়ে যাও এবং আল্লাহ্‌র কাছে এই শর্ত আরোপ করে বল, হে আল্লাহ্! যেখানেই আমি বাধাগ্রস্ত হব, সেখানেই আমি আমার ইহ্‌রাম শেষ করে হালাল হয়ে যাব। সে ছিল মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদের স্ত্রী।

٤٧١٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لاَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ـ

৪৭১৯ মুসাদ্দাদ (রা) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাদী করা যায়– তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দীনদারী। সুতরাং তুমি দীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٤٧٢٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِيْ هٰذَا ؟ قَالُوْ حَرِيٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ يُنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ يُّشَفَّعَ وَاِنْ قَالَ اَنْ يُسْتَمَعَ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ مَاتَقُوْلُوْنَ فِيْ هٰذَا ؟ قَالُوْا حَرِيٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ لاَ يُنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ

لاَيُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ اَنْ لاَيُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْاَرْضِ مِثْلَ هٰذَا ـ

৪৭২০ ইব্রাহীম ইব্ন হামযা (র) .... হযরত সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট দিয়ে গমন করছিল, তখন তিনি (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন, তোমাদের এর সম্পর্কে কি ধারণা ? তারা উত্তর দিলেন, "যদি কোথাও কোন মহিলার প্রতি এ লোকটি শাদীর প্রস্তাব করে, তার সাথে বিয়ে দেয়া যায়। যদি সে সুপারিশ করে, তাহলে সুপারিশ গ্রহণ করা যায়, যদি কথা বলে, তবে কান লাগিয়ে শোনা উচিত। এরপর সেখান দিয়ে একজন গরীব মুসলমান অতিক্রম করতেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা ? তারা জবাব দিলেন, যদি এ ব্যক্তি কোথাও শাদীর প্রস্তাব করে, তো বিবাহ দেয়া ঠিক হবে না। যদি কারও সুপারিশ করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি কোন কথা বলে, তবে তা শোনার প্রয়োজন নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সমস্ত পৃথিবীতে ঐ ব্যক্তির চেয়ে এ উত্তম (ধনীদের চেয়ে গরীবরা উত্তম)।

٢٤٤٢. بَابُ الْاَكْفَاءُ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيْجُ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ

২৪৪২. অনুচ্ছেদ ঃ শাদীর ব্যাপারে ধন-সম্পদের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে এবং ধনী মহিলার সাথে গরীব পুরুষের শাদী

٤٧٢١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامٰى قَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِيْ هٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِيْ حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِيْ جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيْدُ اَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا ، فَنُهُوْا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا فِيْ اِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ ، قَالَتْ وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ اِلٰى وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَهُمْ اَنَّ الْيَتِيْمَةَ اِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوْا فِيْ نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِيْ اِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَاِذَا كَانَتْ مَرْغُوْبَةً عَنْهَا فِيْ قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ،

تَرَكُوْهَا وَاَخَذُوْا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُوْنَهَا حِيْنَ يَرْغَبُوْنَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَنْكِحُوْهَا اِذَا رَاغِبُوْا فِيْهَا ، اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهَا وَيُعْطُوْهَا حَقَّهَا الْاَوْفٰى فِى الصَّدَاقِ -

৪৭২১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) .... হযরত ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে উরওয়া (র) বলেছেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে 'তোমরা যদি ভয় কর যে ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না'-এই আয়াতের মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে ভাগ্নে! এই আয়াত ঐসব ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা কোন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে। আর অভিভাবক তার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত; কিন্তু শাদীর পর মোহর দিতে অনিচ্ছুক। এই রকম অভিভাবককে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ইনসাফের সাথে পূর্ণ মোহর তাদেরকে দিয়ে দেয় এবং এদেরকে ছাড়া অন্যদের শাদী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, পরবর্তীকালে লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন, "লোকেরা তোমার নিকট স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বল, আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে তোমাদের প্রতি এই নির্দেশ দিচ্ছেন এবং সেই সঙ্গে এই হুকুমগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যা অনেক পূর্ব থেকেই তোমাদেরকে শোনানো হয়েছে। সেই হুকুমগুলো যা এই ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে। যাদের হক তোমরা সঠিক মত আদায় কর না। যাদেরকে শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করার কোন আগ্রহ তোমাদের নেই।" ইয়াতীম বালিকারা যখন সুন্দরী এবং ধনবতী হয়, তখন অভিভাবকগণ তার বংশমর্যাদা রক্ষা এবং শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতঃ তারা এদের পূর্ণ মোহর আদায় না করা পর্যন্ত শাদী করতে পারে না। আর তারা যদি এদের ধন-সম্পদ এবং সৌন্দর্যের অভাবের কারণে শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করতে আগ্রহী না হত, তাহলে তারা এদের ছাড়া অন্য মহিলাদের শাদী করত। সুতরাং যখন তারা এদের মধ্যে স্বার্থ পেতো না তখন তাদের বাদ দিত। এ কারণে তাদেরকে স্বার্থের বেলায় পূর্ণ মোহর আদায় করা ব্যতীত শাদী করতে নিষেধ করা হয়।

٢٤٤٣. بَابٌ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْاَةِ ، وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّالَكُمْ

২৪৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ অশুভ স্ত্রীলোকদের থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে তোমাদের শত্রু রয়েছে

٤٧٢٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

قَالَ : الشُّؤْمُ فِى الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ ، وَالْفَرَسِ -

৪৭২২ ইসমাঈল (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী, বাড়িঘর এবং ঘোড়ার ভিতরে অশুভের লক্ষণ আছে।

٤٧٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرُوْا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِىْ شَىْءٍ فَفِى الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ -

৪৭২৩ মুহাম্মদ ইব্ন মিনহাল (র) .... হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট লোকেরা অশুভ স্ত্রীলোক সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি বলেন, কোন কিছুর মধ্যে যদি অপয়া থাকে, তা হলো ঃ বাড়ি-ঘর, স্ত্রীলোক এবং ঘোড়া।

٤٧٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ -

৪৭২৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) .... হযরত সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন কিছুর মধ্যে কুলক্ষণ থাকে, তা হচ্ছে, ঘোড়া, স্ত্রীলোক এবং বাসগৃহ।

٤٧٢٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِىَّ عَنْ اُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَاتَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ -

৪৭২৫ আদাম (র) .... হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, পুরুষের ওপরে মেয়েলোকের অপেক্ষা অন্য কোন বড় ফিত্না আমি রেখে গেলাম না।

٢٤٤٤. بَابُ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ

২৪৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসের সঙ্গে মুক্ত মহিলার শাদী

٤٧٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِىْ بَرِيْرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ ، وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ خُبْزٌ وَاُدْمٌ مِنْ اُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ لَمْ اَرَالْبُرْمَةَ ، فَقِيْلَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلٰى بَرِيْرَةَ ، وَاَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ -

৪৭২৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'বারীরা' থেকে তিনটি বিষয় জানা গেছে যে, যখন তাকে মুক্ত করা হয় তখন তাকে ইখতিয়ার দেয়া হয় (সে ক্রীতদাস স্বামীর সাথে থাকবে কিনা) ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ক্রীতদাসের আল ওয়ালার[১] অধিকার মুক্তকারী ব্যক্তির। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে প্রবেশ করে চুলার ওপরে ডেকচি দেখতে পেলেন। কিন্তু তাকে রুটি এবং তরকারী দেয়া হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, চুলার ওপরের ডেকচির তরকারী দেখতে পাচ্ছি না যে ? উত্তর দেয়া হল, ডেকচিতে বারীরার জন্য দেয়া সাদকার গোশ্‌ত রয়েছে। আর আপনি তো সাদকার গোশ্‌ত খান না। তখন তিনি বললেন, এটা বারীরার জন্য সাদ্‌কা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া।

٢٤٤٥. بَابٌ لاَيَتَزَوَّجُ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعٍ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبَعَ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ يَعْنِىْ مَثْنٰى اَوْ ثُلاَثَ اَوْ رُبَعَ . وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : اُوْلِىْ اَجْنِحَةٍ مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبَعَ يَعْنِىْ مَثْنٰى اَوْ ثُلاَثَ اَوْ رُبَعَ

২৪৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ চারের অধিক শাদী না করা সম্পর্কে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তোমরা শাদী কর দু'জন, তিনজন অথবা চারজন। আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে দু'জন অথবা তিনজন অথবা চারজন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, (ফেরেশতাদের) দু' অথবা তিন অথবা চারখানা পাখা আছে -এর অর্থ দু' দু'খানা, তিন তিনখানা এবং চার চারখানা।

٤٧٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

১. মুক্ত দাস-দাসীর ব্যাপারে যে অধিকার জন্মে তাকে 'ওয়ালা' বলা হয়।

عَائِشَةَ وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى قَالَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلٰى مَالِهَا وَيُسِئُ صُحْبَتَهَا وَلاَيَعْدِلُ فِىْ مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَاطَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبَعَ ـ

৪৭২৭ মুহাম্মদ (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। 'যদি তোমরা ভয় কর ইয়াতীমদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করতে পারবে না'-এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই আয়াত ঐ সমস্ত ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যাদের অভিভাবক তাদের সম্পদের লোভে শাদী করে। কিন্তু তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এবং তাদের সম্পত্তিকে ইনসাফের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করে না। তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, ঐ বালিকাদের ব্যতীত মহিলাদের মধ্য থেকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী দুইজন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে শাদী করতে পারবে।

٢٤٤٦. بَابٌ وَاُمَّهَاتُكُمُ الَّتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَايَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

২৪৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য দুধমাতাকে হারাম করা হয়েছে। রক্তের সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে শাদী হারাম, দুধের সম্পর্কের কারণেও তাদের সাথে শাদী হারাম

٤٧٢٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَاَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِىْ بَيْتِ حَفْصَةَ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَاْذِنُ فِى بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةَ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا ، لِعَمِّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ ، فَقَالَ نَعَمِ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ ـ

৪৭২৮ ইসমাঈল (র) .... হযরত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে ছিলেন। এমন সময় শোনলেন এক ব্যক্তি হাফসা (রা)-এর

ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকটি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বলেন, আমি জানি, সে ব্যক্তি হাফ্সার দুধের সম্পর্কে চাচা। আয়েশা (রা) বলেন, যদি অমুক ব্যক্তি বেঁচে থাকত সে দুধ সম্পর্কের থেকে আমার চাচা হত (তাহলে কি আমি তার সাথে দেখা করতে পারতাম)? নবী ﷺ বলেন, হাঁ, রক্তের সম্পর্কের কারণে, যাদের সাথে যাদের শাদী নিষিদ্ধ, দুধের সম্পর্কের কারণে তাদের সঙ্গে শাদী নিষিদ্ধ।

٤٧٢٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَلاَ تَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَقَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ -

৪৭২৯ মুসাদ্দাদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলল, আপনি কেন হামযা (রা)-এর মেয়েকে শাদী করছেন না? তিনি বললেন, সে আমার দুধ সম্পর্কের ভাইয়ের মেয়ে। পরে হাদীসের অন্য একটি সনদ বর্ণিত হয়েছে।

٤٧٣٠ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ اَبِيْ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ اَبِيْ سُفْيَانَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحْ اُخْتِيْ بِنْتَ اَبِيْ سُفْيَانَ فَقَالَ اَوْ تُحِبِّيْنَ ذٰلِكَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ اُخْتِيْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ ذٰلِكَ لاَيَحِلُّ لِيْ قُلْتُ فَاِنَّا نُحَدَّثُ اَنَّكَ تُرِيْدُ اَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَوْ اَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِيْ فِيْ حَجْرِيْ مَا حَلَّتْ لِيْ ، اِنَّهَا لاَبْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِيْ وَاَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ وَثُوَيْبَةُ مَوْلاَةٌ ، لاَبِيْ لَهَبٍ كَانَ اَبُوْ لَهَبٍ اَعْتَقَهَا فَاَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ لَهَبٍ اُرِيَهُ بَعْضُ اَهْلِهِ بِشَرِّ حِيْبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَ لَقِيْتَ ، قَالَ اَبُوْ لَهَبٍ لَمْ اَلْقَ

بَعْدُكُمْ غَيْرَ اَنِّىْ سُقِيْتُ فِىْ هٰذِهِ بِعَتَاقَتِىْ ثُوَيْبَةَ -

৪৭৩০ হাকাম ইব্‌ন নাফি .... উম্মে হাবীবা বিন্‌তে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি আমার বোন আবু সুফিয়ানের কন্যাকে শাদী করুন। নবী ﷺ বললেন, তুমি কি এটা পছন্দ কর ? তিনি উত্তর করলেন, হাঁ। এখন তো আমি আপনার একা স্ত্রী নই এবং আমি চাই যে, আমার বোনও আমার সাথে উত্তম কাজে অংশীদার হোক। তখন নবী ﷺ উত্তর দিলেন, এটা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আমরা শুনতে পেলাম, আপনি নাকি আবু সালমার মেয়েকে শাদী করতে চান। তিনি বললেন, তুমি বলতে চাচ্ছ যে, আমি উম্মে সালমার মেয়েকে শাদী করতে চাই। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যদি সে আমার প্রতিপালিতা কন্যা না হত, তাহলেও তাকে শাদী করা হালাল হত না। কেননা, সে দুধ সম্পর্কের দিক দিয়ে আমার ভাতিজী। কেননা, আমাকে এবং আবু সালমাকে সুওয়াইবা দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং, তোমরা তোমাদের কন্যা ও ভগিনীদেরকে শাদীর জন্য পেশ করো না। উরওয়া (রা) বর্ণনা করেন, সুওয়াইবা ছিল আবু লাহাবের দাসী এবং সে তাকে আযাদ করে দিয়েছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দুধ পান করায়। আবু লাহাব যখন মারা গেল, তার একজন আত্মীয় তাকে স্বপ্নে দেখল যে, সে ভীষণ কষ্টের মধ্যে নিপতিত আছে। তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। আবু লাহাব বলল, যখন তোমাদের থেকে দূরে রয়েছি, তখন থেকেই ভীষণ কষ্টে আছি। কিন্তু সুওয়াইবাকে আযাদ করার কারণে কিছু পানি পান করতে পারছি।

٢٤٤٧. بَابٌ مَنْ قَالَ لاَرَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنَ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيْلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيْرِهِ

২৪৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলে দু'বছরের পরে দুধপান করালে দুধের সম্পর্ক স্থাপন হবে না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "পিতামাতা যারা সন্তানের দুধ পান করানো পুরা করতে চায়, তাদের সময়সীমা পূর্ণ দু'বছর।" কম-বেশি যে পরিমাণ দুধ পান করুক না কেন, তাতে সম্পর্ক হারাম হবে না।

٤٧٣١ حَدَّثَنَا اَبُوالْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، فَكَاَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَاَنَّهُ كَرِهَ ذٰلِكَ ، فَقَالَتْ اِنَّهُ اَخِىْ فَقَالَ انْظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ

فَانَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ـ

৪৭৩১ আবূল ওয়ালীদ (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তার কাছে এলেন। সে সময় একজন লোক তার কাছে বসা ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা মুবারকে ক্রোধের ভাব প্রকাশ পেল, যেন তিনি এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এ আমার ভাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যাচাই করে দেখ, তোমাদের ভাই কারা ? যখন দুধই একমাত্র পানীয়, যা খেয়ে শিশুরা প্রাণ রক্ষা করে।[১]

٢٤٤٨. بَابُ لَبَنُ الْفَحْلِ

২৪৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে সন্তান যে মহিলার দুধ পান করে, সে সন্তান ঐ মহিলার স্বামীর দুধ-সন্তান হিসাবে গণ্য হবে

٤٧٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَفْلَحَ اَخَا اَبِى الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَاذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ اَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ ، فَأَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ لَهُ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرْتُهُ بِالَّذِىْ صَنَعْتُ فَامَرَنِىْ اَنْ اٰذَنَ لَهُ ـ

৪৭৩২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার আয়াত নাযিল হবার পর তাঁর (আয়েশা (রা)) দুধ সম্পর্কীয় চাচা আবূল কু'আয়াসের ভাই 'আফলাহ্' তাঁর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। এরপর রাসূল ﷺ এলেন। আমি তার সাথে যে ব্যবহার করেছি, সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি তাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার জন্য আমাকে বললেন।

٢٤٤٩. بَابُ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ

২৪৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ দুধমাতার সাক্ষ্য গ্রহণ

٤٧٣٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلَ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ ابْنُ اَبِىْ

১. সন্তানের দু'বছর বয়সের মধ্যে যদি দুধপান করে থাকে, তবে দুধের সম্পর্ক হবে, নতুবা হবে না।

مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لَكِنِّيْ لِحَدِيْثِ عُبَيْدٍ اَحْفَظُ ، قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَائَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ اَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ فَجَائَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِيْ اِنِّيْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا ، وَهِيَ كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، قُلْتُ اِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ اَنَّهَا قَدْ اَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ وَاَشَارَ اِسْمٰعِيْلُ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى يَحْكِيْ اَيُّوْبَ -

৪৭৩৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... উক্‌বা ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাদী করলাম। এরপর একজন কালো মহিলা এসে বলল, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি। এরপর আমি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললাম, আমি অমুকের কন্যা অমুককে শাদী করেছি। এরপর জনৈকা কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এসে আমাদেরকে বলল যে, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি; অথচ সে মিথ্যাবাদিনী। এই কথা শোনার পর নবী ﷺ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামনে এসে বললাম, সে মিথ্যাবাদী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কেমন করে তোমার সাথে শাদী হল; অথচ তোমাদের উভয়কে ঐ মহিলা দুধ পান করিয়েছে– এ কথা বলছে। অতএব, তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দাও। রাবী ইসমাঈল শাহাদাত এবং মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় উত্তোলন করে ইশারা করেছে যে, তার ঊর্ধ্বতন রাবী আইউব এইরূপ করে দেখিয়েছেন।

٢٤٥٠. بَابٌ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَتَيْنِ اِلٰى قَوْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا .

وَقَالَ اَنَسٌ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ، ذَوَاتُ الْاَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ اِلاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ، لاَيَرَى بَأْسًا اَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ . وَقَالَ : وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَازَادَ عَلٰى اَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَاُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَاُخْتِهِ .وَقَالَ لَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ حَبِيْبٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ثُمَّ قَرَأَ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ اَلْاٰيَةَ وَجَمَعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِىٍّ وَامْرَأَةِ عَلِىٍّ . وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ : لَابَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ لَابَأْسَ بِهِ وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ بَيْنَ ابْنَتَى عَمٍّ فِىْ لَيْلَةٍ وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيْعَةِ ، وَلَيْسَ فِيْهِ تَحْرِيْمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَيُرْوَى عَنْ يَحْيٰى الْكِنْدِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ وَاَبِىْ جَعْفَرٍ فِيْمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِىِّ اِنْ اَدْخَلَهُ فِيْهِ ، فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ اُمَّهُ ، وَيَحْيٰى هٰذَا غَيْرُ مَعْرُوْفٍ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِىْ نَصْرٍ اَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ وَاَبُوْ نَصْرٍ هٰذَا لَمْ يَعْرِفْ بِسَمَاعِهِ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ بَعْضِ اَهْلِ الْعِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَاتَحْرُمُ عَلَيْهِ .حَتّٰى يُلْزِقَ بِالْاَرْضِ يَعْنِىْ تُجَامِعَ وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِىُّ ، وَقَالَ الزُّهْرِىُّ قَالَ عَلِىٌّ لَاتَحْرُمُ وَهٰذَا مُرْسَلٌ .

২৪৫০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ কোন্ মহিলাকে শাদী করা হালাল এবং কোন্ কোন্ মহিলাকে শাদী করা হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা-ভাতিজী-ভাগ্নি এবং ঐ সমস্ত মা, যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছেন এবং তোমাদের দুধবোন, তোমাদের শাশুড়ি এবং তোমাদের স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের ঘরে লালিত-পালিত হয়েছেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

আনাস (রা) বলেছেন, "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ" এই কথা দ্বারা সধবা স্বাধীনা মহিলাদেরকে শাদী করা হারাম বোঝানো হয়েছে; কিন্তু ক্রীতদাসীকে ব্যবহার করা হারাম নয়। যদি কোন ব্যক্তি বাঁদীকে তার স্বামী থেকে তালাক নিয়ে পরে ব্যবহার করে, তাহলে দোষ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র বাণীঃ "কোন মুশরিক মহিলাকে শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা পূর্ণ ঈমান আনে।" ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, চারজনের বেশি শাদী করা ঐরূপ হারাম বা অবৈধ যেরূপ তার গর্ভধারিণী মা, কন্যা এবং ভগিনীকে শাদী করা হারাম। রাবী বলেন, আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রক্তের সম্পর্কের সাতজন ও বৈবাহিক সম্পর্কের সাতজন নারীকে শাদী করা হারাম। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, "তোমাদের জন্যে তোমাদের মায়েদের শাদী করা হারাম করা হয়েছে।" আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর (র) একসাথে হযরত আলী (রা)-এর স্ত্রী[1] ও কন্যাকে শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করেন (তারা উভয়েই সৎ-মা ও সৎ-কন্যা ছিল) ইব্‌ন শিরীন বলেন, এতে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু হাসান বসরী (র) প্রথমত এই মত পছন্দ করেননি; কিন্তু পরে বলেন, এতে দোষের কিছুই নেই। কিন্তু হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী একই রাতে দুই চাচাত বোনকে একই সাথে শাদী করেন। জাবির ইব্‌ন যায়দ সম্পর্কচ্ছেদের আশংকায় এটা মাকরূহ মনে করেছেন; কিন্তু এটা হারাম নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এসব ছাড়া আর যত মেয়ে লোক রয়েছে তা তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যদি কেউ তার শালীর সঙ্গে অবৈধ যৌন মিলন করে তবে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যায় না। শা'বী (রা) এবং আবু জা'ফর (রা) বলেন, যদি কেউ কোনো বালকের সঙ্গে সমকামে লিপ্ত হয়, তবে তার মা তার জন্য শাদী করা হারাম হয়ে যাবে। ইকরামা (রা) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ যদি শাশুড়ির সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়, তবে তার স্ত্রী হারাম হয় না। আবু নসর (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হারাম হয়ে যাবে। ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) জাবির ইব্‌ন যায়দ (রা) আল হাসান (র) এবং কতিপয় ইরাকবাসী থেকে বর্ণনা করেন যে, তার স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়ে যাবে। উপরোক্ত ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ততক্ষণ হারাম হয় না, যতক্ষণ না কেউ তার শাশুড়ির সাথে অবৈধ যৌন মিলনে লিপ্ত হয়। ইব্‌ন মুসাইয়িব, উরওয়া (রা) এবং যুহ্‌রী এমতাবস্থায় স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখা বৈধ বলেছেন। যুহ্‌রী বলেন, আলী (রা) বলেছেন, হারাম হয় না। ঐখানে যুহ্‌রীর কথা মুরসাল অর্থাৎ এই কথা যুহ্‌রী হযরত আলী (রা) থেকে শোনেননি।

---

১. হযরত ফাতিমা (রা)-এর জীবদ্দশায় হযরত আলী (রা) কাউকে শাদী করেননি। পরে তিনি শাদী করেন। আলোচ্য মহিলার নাম লায়লা মাসউদ।

٢٤٥١. بَابٌ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الدُّخُوْلُ وَالْمَسِيْسُ وَاللِّمَاسِ هُوَ الْجِمَاعُ وَمَنْ قَالَ بَنَاتُ وَلَدِهَاهُنَّ مِنْ بَنَاتِه فِى التَّحْرِيْمِ لِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ لِأُمِّ حَبِيْبَةَ لاَتَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اِخْوَاتِكُنَّ وَكَذَالِكَ حَلاَئِلُ وَلَدِ الْاَبْنَاءِ هُنَّ حَلاَئِلَ الْاَبْنَاءِ ، وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيْبَةَ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ فِىْ حَجْرِهِ ، وَدَفَعَ النَّبِىُّ ﷺ رَبِيْبَةً لَهُ اِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا ، وَسَمَّى النَّبِىُّ ﷺ ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا .

২৪৫১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "এবং (তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছ তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে।" এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন যে, 'দুখুল' 'মাসীস' ও 'লিমাস' শব্দত্রয়ের অর্থ হচ্ছে, যৌন মিলন। যে ব্যক্তি বলে যে, স্ত্রীর কন্যা কিংবা তার সন্তানের কন্যা হারামের ব্যাপারে নিজ কন্যার সমান, সে দলীল হিসাবে নবী ﷺ -এর হাদীসখানা পেশ করে। আর তা হচ্ছেঃ নবী ﷺ উম্মে হাবীবা (রা)-কে বলেন, তোমরা তোমাদের কন্যাদের ও বোনদের আমার সঙ্গে শাদীর প্রস্তাব করো না। একইভাবে নাতবৌ এবং পুত্রবধু শাদী করা হারাম। যদি কোন সৎ-কন্যা কারো অভিভাবকের আওতাধীন না থাকে তবে তাকে কি সৎ-কন্যা বলা যাবে ? নবী ﷺ তার একটি সৎ কন্যাকে কারো অভিভাবকত্বে দিয়ে দিলেন। নবী ﷺ স্বীয় দৌহিত্রকে পুত্র সম্বোধন করেছেন।

٤٧٣٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ فِىْ بِنْتِ اَبِىْ سُفْيَانُ ، قَالَ فَأَفْعَلُ مَاذَا ؟ قُلْتُ تَنْكِحُ ، قَالَ اَتُحِبِّيْنَ ؟ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِىْ فِيْكَ اُخْتِىْ ، قَالَ اِنَّهَا لاَتَحِلُّ لِىْ قُلْتُ ، بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتُ اَبِىْ سَلَمَةُ ، قَالَ ابْنَةَ اُمِّ سَلَمَةَ،

قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِيْ مَا حَلَّتْ لِيْ اَرْضَعَتْنِيْ وَاَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُرَّةُ بِنْتُ اَبِيْ سَلَمَةَ ـ

৪৭৩৪ হুমায়দী (র) .... উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আবু সুফিয়ানের কন্যার ব্যাপারে আগ্রহী ? নবী ﷺ উত্তর দিলেন, তাকে দিয়ে আমার কি হবে ? আমি বললাম, তাকে আপনি শাদী করবেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কি তা পছন্দ করবে ? আমি বললাম, হাঁ। এখন তো আমি একাই আপনার স্ত্রী নই। সুতরাং আমি চাই, আমার বোনও আমার সাথে কল্যাণে অংশীদার হোক। তিনি বললেন, তাকে শাদী করা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আমরা শুনেছি যে, আপনি আবু সালামার কন্যা-দুররাকে শাদী করার জন্য পয়গাম পাঠিয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, উম্মে সালামার কন্যা ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, যেদিন আমার প্রতিপালিতা সৎ কন্যা যদি নাও হতো তবুও তাকে শাদী করা আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা সুয়াইবিয়া আমাকে ও তার পিতাকে দুধ পান করিয়েছিল। সুতরাং শাদীর জন্য তোমাদের কন্যা বা বোন কাউকে পেশ করো না। লাইছ বলেন, হিশাম দুরবা বিনত আবী সালামার নাম বলেছেন।

٢٤٥٢. بَابٌ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

২৪৫২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ দুই বোনকে একত্রে শাদী করা (হালাল নয়) তবে অতীতে যা হয়ে গেছে

٤٧٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ اَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ اَبِيْ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحْ اُخْتِيْ بِنْتَ اَبِيْ سُفْيَانَ ، قَالَ وَتُحِبِّيْنَ ؟ قُلْتُ نَعَم لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ اُخْتِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّ ذٰلِكَ لاَيَحِلُّ لِيْ ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ . فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَنَتَحَدَّثُ اَنَّكَ تُرِيْدُ اَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِيْ سَلَمَةَ ، قَالَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيْ حَجْرِيْ مَا حَلَّتْ لِيْ اِنَّهَا لاَبْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِيْ وَاَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ

تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخْوَاتِكُنَّ ـ

৪৭৩৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) .... উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমার বোন আবু সুফিয়ানের কন্যাকে শাদী করুন। তিনি বলেন, তুমি কি তা পছন্দ কর? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি তো আপনার একমাত্র স্ত্রী নই এবং আমি যাকে সবচেয়ে ভালবাসি, তার সাথে আমার বোনকেও অংশীদার বানাতে চাই। নবী ﷺ বললেন, এটা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা শুনেছি যে আপনি আবু সালামার কন্যা-দুররাকে শাদী করতে চান। তিনি বললেন, তুমি কি উম্মে সালামার কন্যার কথা বলেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, যদি সে আমার সৎ কন্যা নাও হতো তবুও তাকে শাদী করা আমার জন্য হালাল হতো না। কারণ সে হচ্ছে আমার দুধ সম্পর্কীয় ভাইয়ের কন্যা। সুওয়াইবা আমাকে এবং তার পিতা আবু সালমাকে দুধ পান করিয়েছিলেন। সুতরাং তোমাদের কন্যা বা বোনদের শাদীর পয়গাম আমার কাছে পেশ করো না।

٢٤٥٣. بَابٌ لاَتُنْكِحُ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا

২৪৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ আপন ফুফু যদি কোন পুরুষের স্ত্রী হয়, তবে যেন কোন মহিলা উক্ত পুরুষকে শাদী না করে

٤٧٣٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ـ

৪৭৩৬ আবদান (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন তার স্ত্রীর ভাইয়ের মেয়ে এবং ভাগ্নীকে শাদী না করে। অপর এক সূত্রে এই হাদীসখানা হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

٤٧٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا ـ

৪৭৩৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যেন ফুফু ও তার ভাতিজীকে এবং খালা এবং তার বোনঝিকে একত্রে শাদী না করে।

٤٧٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَبِيْصَةُ ابْنُ ذُوَيْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهٰى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا فَنُرٰى خَالَةَ اَبِيْهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لاَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرِّمُوْا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَايَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ـ

৪৭৩৮ আবদান (র) .... আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ কাউকে একসাথে ফুফু ও ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং খালা ও তার বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। অধস্তন রাবী যুহরী বলেছেন, আমরা স্ত্রীর পিতার খালার ব্যাপারেও এ নির্দেশ জানি, কেননা উরওয়া আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে আয়েশা (রা) বলেছেন, রক্তের সম্পর্কের কারণে যা হারাম, দুধ পানের কারণেও এসব তোমরা হারাম মনে করো।

٢٤٥٤. بَابٌ الشِّغَارُ

২৪৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ আশ্-শিগার বা বদল বিবাহ

٤٧٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ اَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلٰى اَنْ يُزَوِّجَهُ الْاٰخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ـ

৪৭৩৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ আশ্-শিগার নিষিদ্ধ করেছেন। 'আশ্-শিগার' হলো ঃ কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য এক ব্যক্তির পুত্রের সাথে বিবাহ দিবে এবং তার কন্যা নিজের পুত্রের জন্য আনবে এবং এ ক্ষেত্রে কোন কনেই মোহর পাবে না।

٢٤٥٥. بَابٌ هَلْ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لاَحَدٍ

২৪৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলা কোন পুরুষের কাছে নিজকে সমর্পণ করতে পারে কিনা ?

٤٧٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيْمٍ مِنَ اللاَّئِىْ وَهَبْنَ اَنْفُسَهُنَّ

لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ اَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَرَى رَبَّكَ اِلاَّ يُسَارِعُ فِيْ هَوَكَ - رَوَاهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ -

৪৭৪০ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালাম (র) .... হিশামের পিতা উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, যে সব মহিলা নিজেদেরকে নবী ﷺ-এর নিকট সমর্পণ করেছিলেন, খাওলা বিনতে হাকীম তাদেরই একজন ছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, মহিলাদের কি লজ্জা হয় না যে, নিজেদের পুরুষের কাছে সমর্পণ করছে? কিন্তু যখন কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হল - হে মুহাম্মাদ! তোমাকে অধিকার দেয়া হল যে নিজ স্ত্রীগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা আলাদা রাখতে পার.... ।" আয়েশা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মনে হয়, আপনার রব আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিচ্ছেন। উক্ত হাদীসটি আবু সাঈদ মুয়াদ্দিব, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বিশ্‌র এবং আবদাহ্ হিশাম থেকে আর হিশাম তার পিতা হতে একে অপরের চেয়ে কিছু বেশ-কমসহ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٤٥٦. بَابٌ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ

২৪৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামকারীর বিবাহ

٤٧٤١ حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ -

৪৭৪১ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... জাবির ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় নবী ﷺ বিবাহ করেছেন।

٢٤٥٧. بَابُ نَهْيِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ اَخِيْرًا

২৪৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ অবশেষে রাসূল ﷺ মুতা'আ বিবাহ নিষেধ করেছেন

٤٧٤٢ حَدَّثَنَا مَالِكُ ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ اَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوْهُ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ

اَبِيْهِمَا اَنَّ عَلِيًّا قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ ـ

৪৭৪২ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ও তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ তাঁদের পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) ইব্‌ন আব্বাস বলেছেন, নবী ﷺ খায়বর যুদ্ধে মুতা'আ বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্‌ত খাওয়া নিষেধ করেছেন।

٤٧٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ اِنَّمَا ذٰلِكَ فِى الْحَالِ الشَّدِيْدِ ، وَفِى النِّسَاءِ قِلَّةٌ اَوْ نَحْوَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ ـ

৪৭৪৩ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) .... আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি মহিলাদের মুতা'আ বিবাহ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করতে শুনেছি, তখন তিনি তার অনুমতি দেন। তাঁর আযাদকৃত গোলাম তাঁকে বললেন, যে এরূপ হুকুম অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা, মহিলাদের স্বল্পতা ইত্যাদির কারণেই ছিল? তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, হাঁ।

٤٧٤٤ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالاَ كُنَّا فِيْ جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ اُذِنَ لَكُمْ اَنْ تَسْتَمْتِعُوْا فَاسْتَمْتِعُوْا وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنِيْ اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ ، فَاِنْ اَحَبَّا اَنْ يَتَزَايَدَا اَوْ يَتَتَا رَكَاتَتَا رِكَا فَمَا اَدْرِيْ اَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً ، اَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ مَنْسُوْخٌ ـ

৪৭৪৪ আলী (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ এবং সালামা আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা কোন এক সেনাবহিনীতে ছিলাম। তখন রাসূল ﷺ -এর প্রেরিত এক ব্যক্তি আমাদের নিকট এসে

বললেন, তোমাদেরকে মুতা'আ বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা মুতা'আ করতে পার। ইব্ন আবু যিব বলেন, আয়াস ইব্ন সালামা ইব্ন আকওয়া তার পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে কোন পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে (মুতা'আ করতে) একমত হলে তাদের পরস্পরের এই সম্পর্ক তিন রাতের জন্য গণ্য হবে। এরপর তারা ইচ্ছা করলে এর চেয়ে বেশি সময় স্থায়ী করতে পারে অথবা বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা জানি না এ ব্যবস্থা শুধু আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, না সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। আবু আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) বলেন, আলী (রা) নবী ﷺ থেকে এটা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, মুতা'আ বিবাহ প্রথা রহিত হয়ে গেছে।

٢٤٥٨. بَابٌ عَرْضُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

২৪৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকের সৎ পুরুষের কাছে নিজকে (বিবাহের জন্য) পেশ করা

٤٧٤٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُوْمٌ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ اَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ اَنَسٌ جَائَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَكَ بِىْ حَاجَةٌ ، فَقَالَتْ بِنْتُ اَنَسٍ مَا اَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسَوْ اَتَاهُ وَاَسَوْاَتَاهَ ، قَالَ هِىَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِى النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ـ

৪৭৪৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... সাবিত আল বুনানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-এর কাছে ছিলা। তখন তাঁর কাছে তাঁর কন্যাও ছিলেন। আনাস (রা) বললেন, একজন মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে সমর্পণ করতে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কি আমার প্রয়োজন আছে? এ কথা শুনে আনাস (রা)-এর কন্যা বললেন, সে মহিলা তোমার চেয়ে উত্তম, সে নবী ﷺ -এর সাহচর্য পেতে আকৃষ্ট হয়েছিল। এ কারণেই সে নবী ﷺ -এর কাছে নিজকে পেশ করেছে।

٤٧٤٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ اَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ مَاعِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِىْ شَىْءٌ قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِىْ وَلَهَا نِصْفُهُ قَالَ

سَهْلٌ وَمَالَهُ رِدَاءٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَئٌ ، وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَئٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى اِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَاهُ النَّبِىُّ ﷺ فَدَعَاهُ اَوْ دُعِىَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ مَعِىْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمْلَكْنَا كَهَا بِمَامَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

৪৭৪৬ সাঈদ ইব্‌ন আবু মারয়াম (র) .... সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন মহিলা এসে রাসূল ﷺ -এর কাছে নিজকে পেশ করলেন। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে আমার সঙ্গে শাদী বন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দিন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমার কাছে কি আছে? সে উত্তর দিল, আমার কাছে কিছুই নেই। রাসূল ﷺ বললেন, যাও, তালাশ কর, কোন কিছু পাও কিনা? যদিও একটি লোহার আংটিও পাও (তা নিয়ে এসো)। লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, একটি কিছুই পেলাম না এমনকি একটি লোহার আংটিও না; কিন্তু আমার এ তহবন্দখানা আছে। এর অর্ধেকাংশ তার জন্য। সাহল (রা) বলেন, তার দেহে কোন চাদর ছিল না। অতএব নবী ﷺ বললেন, তোমার তহবন্দ দিয়ে কি করবে? যদি তুমি এটা পরিধান কর, মহিলার শরীরে কিছুই থাকবে না, আর যদি সে এটা পরিধান করে তবে তোমার শরীরে কিছুই থাকবে না। এরপর লোকটি অনেকক্ষণ বসে রইল। এরপর নবী ﷺ তাকে চলে যেতে দেখে ডাকলেন বা ডাকানো হল এবং বললেন, তুমি কুরআন কতটুকু জান? সে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে এবং সে সূরাগুলোর উল্লেখ করল। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান, তার বিনিময়ে তোমাকে এর সাথে শাদী দিলাম।

٢٤٥٩. بَابٌ عَرْضُ الْاِنْسَانِ اِبْنَتَهُ اَوْ اُخْتَهُ عَلَى اَهْلِ الْخَيْرِ

২৪৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের কন্যা অথবা বোনকে শাদীর জন্য কোন নেক্‌কার পরহেজগার ব্যক্তির সামনে পেশ করা

٤٧٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِىِّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقَالَ سَاَنْظُرُ فِيْ اَمْرِيْ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِيْ فَقَالَ قَدْ بَدَالِيْ اَنْ لاَ اَتَزَوَّجَ يَوْمِيْ هٰذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَصَمَتَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيَّ شَيْئًا ، وَكُنْتُ اَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّيْ عَلٰى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ فَلَقِيَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ اَرْجِعْ اِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ فَاِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ اِلاَّ اَنِّيْ كُنْتُ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ اَكُنْ لاُِفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبِلْتُهَا ـ

৪৭৪৭। আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন উমর (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা) খুনায়স ইব্‌ন হুযায়ফা সাহমীর মৃত্যুতে বিধবা হলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একজন সাহাবী ছিলেন এবং মদীনায় ইন্তিকাল করেন। উমর ইবনুল খত্তাব (রা) বলেন, আমি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর কাছে গেলাম এবং হাফসাকে শাদীর জন্য প্রস্তাব দিলাম; তখন তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। এরপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম, তারপর আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, আমার কাছে এটা প্রকাশ পেয়েছে যে, যেন এখন আমি তাকে শাদী না করি। উমর (রা) বলেন, তারপর আমি আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, যদি আপনি চান, তাহলে আপনার সাথে উমরের কন্যা হাফ্‌সাকে শাদী দেই। আবু বকর (রা) নীরব থাকলেন এবং প্রতি-উত্তরে আমাকে কিছুই বললেন না। এতে আমি উসমান (রা)-এর চেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট হলাম, তারপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাফসাকে শাদীর জন্য প্রস্তাব পাঠালেন এবং হাফসাকে আমি তার সাথে শাদী দিলাম। এরপর আবু বকর (রা) আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, সম্ভবত আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনি যখন হাফসাকে আমার জন্য পেশ করেন তখন আমি কোন উত্তর দেইনি। উমর (রা) বলেন, আমি বললাম, হাঁ। আবু বকর (রা) বললেন, আপনার প্রস্তাবে সাড়া না দিতে কোন কিছুই আমাকে বিরত করেনি ; বরং আমি জানি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাফসার বিষয় উল্লেখ করেছেন, কখনও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গোপন ভেদ প্রকাশ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে প্রত্যাহার করতেন তাহলে আমি হাফসাকে গ্রহণ করতাম।

٤٧٤٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ اَبِيْ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا اَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِيْ سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعَلَى اُمِّ سَلَمَةَ لَوْلَمْ اَنْكِحْ اُمَّ سَلَمَةَ مَاحَلَّتْ لِيْ اِنَّ اَبَاهَا اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ

৪৭৪৮ কুতায়বা (র) .... ইরাক ইব্‌ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত যে, যয়নাব বিন্‌তে আবু সালামা (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মে হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বলেছেন, আপনি দুররাহ্ বিন্‌তে আবু সালামাকে শাদী করতে যাচ্ছেন- এ কথা আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি উম্মে সালামা থাকতে তাকে শাদী করব? যদি আমি উম্মে সালামাকে শাদী নাও করতাম, তবুও সে আমার জন্য হালাল হত না। কেননা তার পিতা আমার দুধভাই।

٢٤٦٠. بَابٌ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْ اَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ الْاٰيَةَ اِلٰى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ.

اَكْنَنْتُمْ اَضْمَرْتُمْ ، وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ فَهُوَ مَكْنُوْنٌ. وَقَالَ لِيْ طَلْقٌ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ يَقُوْلُ اِنِّيْ اُرِيْدُ التَّزْوِيْجَ وَلَوَدِدْتُ اَنَّهُ تَيَسَّرَلِيْ امْرَاَةٌ صَالِحَةٌ وَقَالَ الْقَاسِمُ يَقُوْلُ اِنَّكَ عَلَيَّ كَرِيْمَةٌ وَاِنِّيْ فِيْكَ لَرَاغِبٌ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَائِقٌ اِلَيْكَ خَيْرًا اَوْ نَحْوَ هٰذَا ، وَقَالَ عَطَاءٌ يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوْحُ يَقُوْلُ اِنَّ لِيْ حَاجَةً وَاَبْشِرِيْ وَاَنْتَ بِحَمْدِ اللّٰهِ نَافِقَةٌ وَتَقُوْلُ هِيَ قَدْ اَسْمَعُ مَا تَقُوْلُ وَلَا تَعِدُ شَيْئًا وَلَا يُوَاعِدُ وَلِيُّهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا وَاِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِيْ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لَاتُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا الزِّنَا وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْكِتَابُ اَجَلَهُ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ .

২৪৬০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যদি তোমরা শাদীর ইচ্ছা কর প্রকাশ্যে অথবা অন্তরে গোপন রাখ, উভয় অবস্থা আল্লাহ্ জানেন। আল্লাহ্ ক্ষমাকারী এবং ধৈর্যশীল। أَكْنَنْتُمْ আরবী অর্থ - তোমরা গোপনে মনে পোষণ কর, প্রত্যেক বস্তু যা তুমি গোপনে রাখ তা হলো 'মাকনূন'। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইদ্দত পালনকারী কোন মহিলাকে বলে যে, আমার শাদী করার ইচ্ছা আছে। আমি কোন নেক্কার মহিলাকে পেতে ইচ্ছা পোষণ করি। কাসিম (র) বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, যেন কোন ব্যক্তি বলল, তুমি আমার কাছে খুবই সম্মানিতা এবং আমি তোমাকে পছন্দ করি। আল্লাহ্ তোমার জন্য কল্যাণ বর্ষণ করুন। অথবা এই ধরনের উক্তি। আতা (র) বলেন, শাদীর ইচ্ছা ইশারায় ব্যক্ত করা উচিত- খোলাখুলি এই ধরনের কোন কথা বলা ঠিক নয়। কেউ এ ধরনের বলতে পারে, আমার এ সকল গুণের প্রয়োজন আছে। আর তোমার জন্য সুখবর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য আপনি পুনঃ শাদীর উপযুক্ত। সে মহিলাও বলতে পারে আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি কিন্তু এর বেশি ওয়াদা করা ঠিক নয়। তার অভিভাবকদেরও তার অজ্ঞাতে কোন প্রকার ওয়াদা দেয়া ঠিক নয়। কিন্তু যদি কেউ ইদ্দতের মাঝে কাউকে শাদীর কোন প্রকার ওয়াদা করে এবং ইদ্দত শেষে সে ব্যক্তি যদি তাকে শাদী করে তবে সেই শাদী বিচ্ছেদ করতে হবে না। হাসান (র) বলেছেন, (লা তুয়াঈদু হুন্না সির্‌রান) এর অর্থ হল ঃ ব্যভিচার। ইবন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এই কথা বলা হয় যে, কিতাবু আজালাহু তানকাদী ইদ্দাতা অর্থ হল– ইদ্দত পূর্ণ হওয়া।

٢٤٦١. بَابُ النَّظَرُ اِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيْجِ

২৪৬১. অনুচ্ছেদ ঃ শাদী করার পূর্বে মেয়ে দেখে নেয়া

٤٧٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُكِ فِى الْمَنَامِ يَجِئُ بِكِ الْمَلَكُ فِىْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ ، فَقَالَ لِىْ هٰذِهِ امْرَأَتُكَ ، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَاِذَا اَنْتِ هِىَ فَقُلْتُ اِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ ـ

৪৭৪৯ মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বলেছেন, আমি তোমাকে স্বপ্নের মধ্যে দেখেছি, একজন ফেরেশতা তোমাকে রেশমী চাদরে জড়িয়ে আমার কাছে নিয়ে এসে বলল, এ হচ্ছে আপনার স্ত্রী। এরপর আমি তোমার মুখমণ্ডল থেকে চাদর খুলে

ফেলে তোমাকে দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম, যদি স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তা বাস্তবায়িত হবে।

٤٧٥٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ امْرَأَةً جَائَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ لاَهَبَ لَكَ نَفْسِىْ فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ اِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَاَتِ الْمَرْأَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنَيْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَئٍ ؟ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، قَالَ اذْهَبِ اِلٰى اَهْلِكَ فَانْظُرْ هَل تَجِدُ شَيْئًا ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِىْ ، قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِاِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَئٌ ، وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَئٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى طَالَ مَجْلَسُهُ ، ثُمَّ قَامَ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَاَمَرَ بِهِ فَدُعِىَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ مَعِىْ سُوْرَةَ كَذَا وَسُوْرَةَ كَذَا وَسُوْرَةَ كَذَا عَدَّدَهَا قَالَ اَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

৪৭৫০ কুতায়বা (র) .... হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নিজেকে আপনার কাছে সমর্পণ করতে এসেছি। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিকে দেখলেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দৃষ্টি দিলেন। আপাদমস্তক দেখা শেষ করে তিনি মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলা দেখতে পেল, নবী ﷺ তার সম্পর্কে

কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না, তখন সে বসে পড়ল। তারপর একজন সাহাবী দাঁড়িয়ে অনুরোধ করলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনার এ মহিলার কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহলে আমার সাথে তাকে শাদী দিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার কাছে কোন সম্পদ আছে কি ? সে বলল—না, আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে কোন সম্পদ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তোমার পরিবারের কাছে গিয়ে দেখ, কোন কিছু পাও কিনা ? তারপর সে চলে গেল, ফিরে এসে বলল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কিছুই পেলাম না। তখন তিনি বললেন, দেখ, একটি লোহার আংটি পাও কিনা! এরপর সে চলে গেল, ফিরে এসে বলল, ন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, একটি লোহার আংটিও পেলাম না; কিন্তু এই আমার তহবন্দ আছে। [বর্ণনাকারী সাহল (রা) বলেন, তার অন্য কোন চাদর ছিল না] এর অর্ধেক তাকে দিয়ে দেব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমার এ তহবন্দ দ্বারা কি হবে ? যদি তুমি পরিধান কর, তার ওপর কিছুই থাকবে না, আর যদি সে পরিধান করে তাহলে তোমার জন্যও কিছুই থাকবে না। এরপর লোকটি বসে পড়ল। দীর্ঘক্ষণ পরে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে দেখলেন এবং ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কুরআন কতটুকু জানা আছে ? সে বলল, হ্যাঁ, আমার অমুক, অমুক, অমুক সূরা জানা আছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি এগুলো মুখস্থ পড়তে পার ? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, যাও, যে পরিমাণ কুরআন শরীফ মুখস্থ জান, এর বিনিময়ে এই মহিলাকে তোমার সাথে শাদী করিয়ে দিলাম।

٢٤٦٢. بَابٌ مَنْ قَالَ لاَنِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ ، لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ فَدَخَلَ فِيْهِ الثَّيِّبُ ، وَكَذٰلِكَ الْبِكْرُ ، وَقَالَ : وَلاَ تُنْكِحُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا وَقَالَ : وَاَنْكِحُوْا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ

২৪৬২. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলে, ওলী বা অভিভাবক ব্যতীত শাদী শুদ্ধ হয় না, তারা আল্লাহ্ তা'আলার কালাম দলীল হিসাবে পেশ করে ঃ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও তাদের নির্দিষ্ট ইদ্দত পূর্ণ করে তখন তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বামীর সাথে বিবাহে বাধা দিও না" —এ নির্দেশের আওতায় বয়স্কা বিবাহিতা মহিলারা যেমন, তদ্রূপ কুমারী মেয়েরাও এসে গেছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা মুশরিক মহিলাদেরকে কখনও বিবাহ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনবে।" আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন, "তোমাদের ভিতরে যারা অবিবাহিতা আছে তাদের শাদী দিয়ে দাও"

٤٧٥١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ * حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلٰى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ اٰخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِيْ إِلٰى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِيْ مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا ، حَتّٰى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذٰلِكَ الرَّجُلُ الَّذِيْ تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هٰذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الْاِسْتِبْضَاعِ ، وَنِكَاحٌ اٰخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَادُوْنَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيْبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِيَ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتّٰى يَجْتَمِعُوْا عِنْدَهَا تَقُوْلُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِيْ كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ تُسَمِّيْ مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لاَيَسْتَطِيْعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيْرُ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلٰى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُوْنُ عَلَمًا ، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوْا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوْا وَلَدَهَا بِالَّذِيْ يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لاَيَمْتَنِعُ مِنْ ذٰلِكَ ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ ـ

৪৭৫১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান ও আহমদ ইব্ন সালিহ্ (র) .... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, জাহিলী যুগে

চার প্রকারের বিয়ে প্রচলিত ছিল। এক প্রকার হচ্ছে, বর্তমান যে ব্যবস্থা চলছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার অভিভাবকের নিকট তার অধীনস্থ মহিলা অথবা তার কন্যার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিবে এবং তার মোহর নির্ধারণের পর বিবাহ করবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে মুক্ত হওয়ার পর এই কথা বলত যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও এবং তার সাথে যৌন মিলন কর। এরপর তার স্বামী নিজ স্ত্রী থেকে পৃথক থাকত এবং কখনও এক বিছানায় ঘুমাত না, যতক্ষণ না সে অন্য ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হত, যার সাথে স্ত্রীর যৌন মিলন হত। যখন তার গর্ভ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হত তখন ইচ্ছা করলে স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করত। এটা ছিল তার স্বামীর অভ্যাস। এতে উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে সে একটি উন্নত জাতের সন্তান লাভ করতে পারে। এ ধরনের বিবাহকে 'নিকাহুল ইস্‌তিবদা' বলা হত। তৃতীয় প্রথা ছিল যে, দশ জনের কম কতিপয় ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পালাক্রমে একই মহিলার সাথে যৌনমিলনে লিপ্ত হত। যদি মহিলা এর ফলে গর্ভবতী হত এবং কোন সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর কিছুদিন অতিবাহিত হত, সেই মহিলা এ সকল ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাত এবং কেউই আসতে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না। যখন সকলেই সেই মহিলার সামনে একত্রিত হত, তখন সে তাদেরকে বলত, তোমরা সকলেই জান– তোমরা কি করেছ! এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি, সুতরাং হে অমুক! এটা তোমারই সন্তান। ঐ মহিলা যাকে খুশি তার নাম ধরে ডাকত, তখন এ ব্যক্তি উক্ত শিশুটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকত এবং ঐ মহিলা তার স্ত্রীরূপে গণ্য হত। চতুর্থ প্রকারের বিবাহ হচ্ছে, বহু পুরুষ একই মহিলার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হত এবং ঐ মহিলা তার কাছে যত পুরুষ আসত, কাউকে শয্যা-শায়ী করতে অস্বীকার করত না। এরা ছিল বারবনিতা (পতিতা), যার চিহ্ন হিসাবে নিজ ঘরের সামনে পতাকা উড়িয়ে রাখত। যে কেউ ইচ্ছা করলে অবাধে এদের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারত। যদি এ সকল মহিলাদের মধ্য থেকে কেউ গর্ভবতী হত এবং কোন সন্তান প্রসব করত তাহলে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া সকল কাফাহ্ পুরুষ এবং একজন 'কাফাহ্' (এমন একজন বিশেষজ্ঞ, যারা সন্তানের মুখ অথবা শরীরের কোন অঙ্গ দেখে বলতে পারত– অমুকের ঔরসজাত সন্তান)-কে ডেকে আনা হত সে সন্তানটির যে লোকটির সাথে এ সাদৃশ্য দেখতে পেত তাকে বলত, এটি তোমার সন্তান। তখন ঐ লোকটি ঐ সন্তানকে নিজের হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হত এবং লোকে ঐ সন্তানকে তার সন্তান হিসাবে আখ্যা দিত এবং সে এই সন্তানকে অস্বীকার করতে পারত না। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে সত্য দীনসহ পাঠানো হল তখন তিনি জাহেলী যুগের সমস্ত বিবাহ প্রথাকে বাতিল করে দিলেন এবং বর্তমানে প্রচলিত শাদী ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিলেন।

٤٧٥٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ : وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِىْ يَتَامَى النِّسَاءِ الَّلاتِىْ لاَتُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ . قَالَتْ هٰذِهِ فِىْ الْيَتِيْمَةِ الَّتِىْ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَعَلَّهَا اَنْ تَكُوْنَ شَرِيْكَتَهُ فِىْ مَالِهِ ، وَهُوَ اَوْلٰى بِهَا ، فَيَرْغَبُ اَنْ يَنْكِحَهَا ، فَيَعْضُلُهَا لِمَالِهَا وَلاَ يُنْكِحَهَا

غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ اَنْ يُشْرِكَهُ اَحَدٌ فِىْ مَالِهَا ـ

৪৭৫২ ইয়াহ্ইয়া (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এবং যা কিছু তোমার কাছে তিলাওয়াত করা হয় ইয়াতীম নারী সম্পর্কে তোমরা যাদের প্রাপ্য পরিশোধ কর না এবং যাদের তোমরা শাদী করতে আগ্রহী" তিনি বলেন, এই আয়াত হচ্ছে ঐ ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে, যারা কোন অভিভাবকের আওতাধীন রয়েছে এবং তার ধন-সম্পদে সে শরীকানা রাখে কিন্তু তাকে শাদী করা পছন্দ করে না এবং তার সম্পদের জন্য অন্যের কাছে শাদী দিতে আগ্রহীও নয়, যাতে করে অন্য লোক এ সম্পত্তিতে তাদের সাথে অংশীদার হয়ে না বসে (উক্ত আয়াতে অভিভাবকদেরকে এরূপ গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে)।

٤٧٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ حِيْنَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِىِّ ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ تُوُفِّىَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ عُمَرُ لَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ، فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِىْ اَمْرِىْ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِىَ ثُمَّ لَقِيَنِىْ ، فَقَالَ بَدَالِىْ اَنْ لاَ اَتَزَوَّجَ يَوْمِىْ هٰذَا، قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ ـ

৪৭৫৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা) যখন তার স্বামী খুনায়স ইব্ন হুযাফা আস্‌সাহ্‌মীর মৃত্যুর ফলে বিধবা হল, ইনি নবী ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং মদীনায় ইন্তিকাল করেন। উমর (রা) বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাঁর কাছে হাফসার শাদীর প্রস্তাব করলাম এই বলে যে, যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে হাফসাকে আপনার সঙ্গে শাদী দিব। তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। তারপর তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আমি বর্তমানে শাদী না করার জন্য মনস্থির করেছি। উমর (রা) আরো বলেন, আমি আবু বকর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনি যদি চান, তাহলে হাফসাকে আপনার সাথে শাদী দেব।

٤٧٥٤ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ ابْنُ اَبِىْ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنِىْ

اِبْرَاهِيْمُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ اِنَّهَا نَزَلَتْ فِيْهِ قَالَ زَوَّجْتُ اُخْتًا لِىْ مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، حَتّٰى اِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَاَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا * لاَ وَاللّٰهِ لاَتَعُوْدُ اِلَيْكَ اَبَدًا وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيْدُ اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ فَقُلْتُ الْاٰنَ اَفْعَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا اِيَّاهُ ـ

৪৭৫৪ আহমদ ইব্ন আবু আমর (র) .... আল হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি "তোমরা তাদেরকে আটকিয়ে রেখো না"-এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, মা'কিল ইব্ন ইয়াসার (রা) বলেছেন যে, উক্ত আয়াত তার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, আমি আমার বোনকে এক ব্যক্তির সাথে শাদী দেই, সে তাকে তালাক দিয়ে দেয়। যখন তার ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হয় তখন সেই ব্যক্তি আমার কাছে আসে এবং তাকে পুনরায় শাদীর পয়গাম দেয়। কিন্তু আমি তাকে বলে দিই, আমি তাকে তোমার সাথে শাদী দিয়েছিলাম এবং তোমরা মেলামেশা করেছ এবং আমি তোমাকে মর্যাদা দিয়েছি। তারপরেও তুমি তাকে তালাক দিলে ? পুনরায় তুমি তাকে চাওয়ার জন্য এসেছ ? আল্লাহ্র কসম, সে আবার কখনও তোমার কাছে ফিরে যাবে না। মা'কিল বলেন, সে লোকটি অবশ্য খারাপ ছিল না এবং তার স্ত্রীও তার কাছে ফিরে যেতে আগ্রহী ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ "তাদেরকে বাধা দিও না," এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার বোনকে তার কাছে শাদী দেব। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাকে তার সাথে পুনঃ শাদী দিলেন।

٢٤٦٣. بَابٌ اِذَا كَانَ الْوَلِىُّ هُوَ الْخَاطِبَ وَخَطَبَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ اَوْلَى النَّاسِ بِهَا فَاَمَرَ رَجُلاً فَزَوَّجَهُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ لِاُمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ قَارِظٍ اَتَجْعَلِيْنَ اَمْرَكِ اِلَىَّ قَالَتْ نَعَمْ ، فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكِ وَقَالَ عَطَاءٌ لِيُشْهِدْ اَنِّىْ قَدْ نَكَحْتُكِ اَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلاً مِنْ عَشِيْرَتِهَا ، وَقَالَ سَهْلٌ قَالَتِ امْرَاَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَهَبُ لَكَ نَفْسِىْ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا

২৪৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ ওলী বা অভিভাবক নিজেই যদি শাদীর প্রার্থী হয়। মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) এমন এক মহিলার সাথে শাদীর প্রস্তাব দেন, যার নিকটতম অভিভাবক তিনিই ছিলেন। সুতরাং তিনি অন্য একজনকে তার সাথে শাদী বন্ধনে আদেশ দিলে সে ব্যক্তি তার সঙ্গে শাদী করিয়ে দিলেন। আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) উম্মে হাকীম বিন্তে কারিয (রা)-কে বললেন, তুমি কি তোমার শাদীর ব্যাপারে আমাকে দায়িত্ব দেবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবদুর রহমান (রা) বললেন, আমি তোমাকে শাদী করলাম। আতা (রা) বলেন, অভিভাবক লোকদেরকে সাক্ষী রেখে বলবে, আমি তোমাকে শাদী করলাম, অথবা ঐ মহিলার নিকটতম আত্মীয়দের কাউকে তার কাছে তাকে শাদী দেয়ার জন্য বলবে। সাহল (রা) বলেন, একজন মহিলা এসে নবী ﷺ-এর কাছে বলল, আমি নিজকে আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। এরপর একজন লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই মহিলাকে যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে, তাহলে আমার সাথে শাদী দিয়ে দিন

٤٧٥٥ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ قَوْلِهِ : وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ، قَالَتْ هِيَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِيْ حَجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِيْ مَالِهٖ فَيَرْغَبُ عَنْهَا اَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ اَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيْ مَالِهٖ فَيَحْبِسُهَا ، فَنَهَاهُمُ اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ ـ

৪৭৫৫ ইব্ন সালাম (রা) .... হযরত আয়েশা (রা) আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, এ আয়াত হচ্ছে "তারা আপনার কাছে নারীদের সম্পর্কে ফয়সালা চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ......।"

এই আয়াত হচ্ছে ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে, যারা কোন অভিভাবকের অধীনে আছে এবং তারা ঐ অভিভাবকের ধন-সম্পদেও অংশীদার; অথচ সে নিজে ওকে শাদী করতে ইচ্ছুক নয় এবং অন্য কেউ তাদেরকে শাদী করুক এবং ধন-সম্পদে ভাগ বসাক তাও পছন্দ করে না। তাই সে তার শাদীতে বাধার সৃষ্টি করে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

٤٧٥٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوْسًا فَجَاءَتْهُ امْرَاَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَخَفَّضَ فِيْهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يُرِدْهَا

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ زَوِّجْنِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ مَا عِنْدِيْ مِنْ شَيْءٍ قَالَ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، قَالَ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، وَلٰكِنْ اَشُقُّ بُرْدَتِيْ هٰذِهِ فَأُعْطِيْهَا النِّصْفَ ، وَاٰخُذُ النِّصْفَ ، قَالَ لاَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -

৪৭৫৬ আহমদ ইব্ন মিকদাম (র) .... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা নবী করীম ﷺ-এর নিকটে বসা ছিলাম। এমন সময় নবী ﷺ-এর নিকট একজন মহিলা এসে নিজকে পেশ করল। নবী ﷺ তার আপাদমস্তক সুন্দর করে দেখলেন; কিন্তু তার কথার কোন প্রতি-উত্তর দিলেন না। একজন সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে আমার সাথে শাদী দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি ? লোকটি উত্তর করল, না, আমার কাছে কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, একটি লোহার আংটিও নেই ? লোকটি উত্তর করল, না, একটি লোহার আংটিও নেই। কিন্তু আমি আমার পরিধানের তহবন্দের অর্ধেক তাকে দেব আর অর্ধেক নিজে পরব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, না। তোমার কুরআন মজীদের কিছু জানা আছে ? সে বলল, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান, তার পরিবর্তে তাকে তোমার সাথে শাদী দিলাম।

٢٤٦٤. بَابٌ اِنْكَاحُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَالّٰلائِىْ لَمْ يَحِضْنَ فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ اَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوْغِ

২৪৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ কার জন্য ছোট শিশুদের শাদী দেয়া বৈধ। আল্লাহ্ তা'আলার কালাম "এবং যারা ঋতুমতী হয়নি" –এই আয়াতকে দলীল হিসাবে ধরে নাবালেগার ইদ্দত তিন মাস নির্ধারণ করা হয়েছে

٤٧٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ وَاُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكُثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا -

৪৭৫৭ মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন তাঁকে শাদী করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৬ বছর এবং নয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সাথে বাসর ঘর করেন এবং তিনি তাঁর সান্নিধ্যে নয় বছরকাল ছিলেন।

٢٤٦٥. بَابٌ تَزْوِيْجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الْاِمَامِ ، قَالَ عُمَرُ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَيَّ حَفْصَةَ فَاَنْكَحْتُهُ

২৪৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ আপন পিতা কর্তৃক নিজ কন্যাকে কোন ইমামের সঙ্গে শাদী দেয়া। উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ আমার কন্যা-হাফসার সাথে শাদীর প্রস্তাব দিলে আমি তাকে তাঁর সাথে শাদী দেই

٤٧٥٨ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ ، قَالَ هِشَامٌ : وَاُنْبِئْتُ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعِ سِنِيْنَ -

৪৭৫৮ মু'আল্লা ইব্‌ন আসাদ (রা) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন তাঁর ছয় বছর বয়স তখন নবী ﷺ তাঁকে শাদী করেন। তিনি তাঁর সাথে বাসর ঘর করেন নয় বছর বয়সে। হিশাম (রা) বলেন, আমি জেনেছি যে, আয়েশা (রা) নবী ﷺ-এর কাছে নয় বছর ছিলেন।

٢٤٦٦. بَابٌ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

২৪৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ সুলতানই ওলী বা অভিভাবক (যার কোন ওলী নেই)। এর প্রমাণ নবী ﷺ -এর হাদীস ঃ আমি তাকে তোমার কাছে জানা কুরআনের বিনিময়ে শাদী দিলাম

٤٧٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَائَتِ امْرَأَةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّيْ وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِيْ اِلاَّ اِزَارِيْ ، فَقَالَ اِنْ اَعْطَيْتَهَا اِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ اِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا ، فَقَالَ مَا

اَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ اَمَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَئٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -

৪৭৫৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (রা) .... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমি আমার জীবনকে আপনার কাছে পেশ করলাম। এরপর সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এরপর একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, আপনার প্রয়োজন না থাকলে, আমার সঙ্গে এর শাদী দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে মোহরানা দেয়ার মতো কি কিছু আছে? লোকটি বলল, আমার এ তহবন্দ ছাড়া আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি তুমি তহবন্দখানা তাকে দিয়ে দাও, তাহলে তোমার কিছু থাকবে না। সুতরাং তুমি অন্য কিছু তালাশ কর। লোকটি বলল, আমি কোন কিছুই পেলাম না। নবী ﷺ বললেন, তালাশ কর, যদি একটি লোহার আংটিও পাও। সে কিছুই পেল না। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কুরআন শরীফের কিছু অংশ তোমার জানা আছে? লোকটি বলল, হ্যাঁ! অমুক অমুক সূরা আমার জানা আছে এবং সে সূরাগুলোর নাম একে একে উল্লেখ করল। নবী ﷺ বললেন, কুরআনের যে যে অংশ তোমার জানা আছে, তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার নিকট শাদী দিলাম।

٢٤٦٧. بَابٌ لاَيُنْكِحُ الْاَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ اِلاَّ بِرِضَاهَا

২৪৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ পিতা বা অভিভাবক কুমারী অথবা বিবাহিতা মেয়েকে তাদের সম্মতি ব্যতীত শাদী দিতে পারে না

٤٧٦٠. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُم اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَتُنْكَحُ الاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاذَنَ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا ؟ قَالَ اَنْ تَسْكُتَ -

৪৭৬০ মু'আয বিন ফদালা (রা) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, কোন বিধবা নারীকে তার সম্মতি ছাড়া শাদী দেয়া যাবে না এবং কুমারী মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া শাদী দিতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেমন করে তার অনুমতি নেব। তিনি বললেন, তার চুপ করে থাকাটাই তার অনুমতি।

٤٧٦١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو مَوْلٰى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِيْ قَالَ رِضَاهَا صَمْتُهَا ـ

৪৭৬১ আমর ইব্ন রবী (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নিশ্চয়ই কুমারী মেয়েরা লজ্জাশীলা। নবী ﷺ বলেন, তার চুপ থাকাটাই তার সম্মতি।

٢٤٦٨. بَابٌ اِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُوْدٌ

২৪৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার কন্যার অনুমতি ব্যতীত তাকে শাদী দেয়, সে শাদী বাতিল বলে গণ্য হবে

٤٧٦٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيْدَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ ـ

৪৭৬২ ইসমাঈল (র) .... হযরত খান্‌সা বিনতে খিযাম আল আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, যখন তিনি বয়স্কা ছিলেন তখন তার পিতা তাকে শাদী দেন। এ শাদী তার পছন্দ ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলে তিনি এ শাদী বাতিল করে দেন।

٤٧٦٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا يُزِيْدُ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَجُلاً يُدْعٰى خِذَامًا اَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ نَحْوَهُ ـ

৪৭৬৩ ইসহাক (র) .... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ এবং মুজাম্মি ইব্ন ইয়াযীদ উভয়েই বর্ণনা করেন যে, 'খিযামা' নামক এক ব্যক্তি একটা মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া অন্যের সঙ্গে শাদী দেন। পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী হাদীসের বর্ণনার ন্যায়।

٢٤٦٩. بَابٌ تَزْوِيْجُ الْيَتِيْمَةِ ، لِقَوْلِهِ : وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّتُقْسِطُوْا فِيْ

الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ وَاِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِىْ فُلاَنَةً فَمَكُثَ سَاعَةً اَوْ قَالَ مَامَعَكَ فَقَالَ مَعِىْ كَذَا وكَذَا اَوْ لَبِثَا ثُمَّ قَالَ زَوَّجْتُكَهَا فَهُوَ جَائِزٌ فِيْهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২৪৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীম বালিকার শাদী দেয়া। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "যদি তোমরা ভয় কর যে ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি পূর্ণ ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমার পছন্দ মতো অন্য কাউকে শাদী কর।" কেউ কোন অভিভাবককে যদি বলে, অমুক মহিলাকে আমার সঙ্গে শাদী দিন এবং সে যদি চুপ থাকে অথবা তাকে বলে তোমার কাছে কি আছে? সে উত্তরে বলে, আমার কাছে এই এই আছে অথবা নীরব থাকে। এরপর অভিভাবক বলেন, আমি তাকে তোমার কাছে শাদী দিলাম, তাহলে তা বৈধ। এ ব্যাপারে সাহল (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٧٦٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ لَهَا يَا اُمَّتَاه وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى اِلٰى مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ اُخْتِىْ هٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ حَجْرٍ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِىْ جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيْدُ اَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا فَنُهُوْا عَنْ نِكَاحِهِنَّ اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ فِىْ اَكْمَالِ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ اِلٰى وَتَرْغَبُوْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اَنَّ الْيَتِيْمَةَ اِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوْا فِىْ نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ وَاِذَا كَانَتْ مَرْغُوْبًا عَنْهَا فِىْ قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوْهَا وَاَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ فَكَمَا

يَتْرُكُوْنَهَا حِيْنَ يَرْغَبُوْنَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَنْكِحُوْهَا اِذَا رَاغِبُوْا فِيْهَا اِلاَّ اَنْ يَقْسِطُوْا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْاَوْفٰى مِنَ الصَّدَاقِ ـ

৪৭৬৪ আবুল ইয়ামান (র) .... হযরত উরওয়া ইব্ন আবু যুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, খালাম্মা, "যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে পারবে না তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার মালিক .... । এই আয়াত কোন্ প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে ? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, হে আমার ভাগ্নে! এই আয়াত ঐ ইয়াতীম বালিকাদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে এবং সেই অভিভাবক তার রূপ ও সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে তাকে শাদী করতে চায়; কিন্তু তার মোহরানা কম দিতে চায়। এই আয়াতের মাধ্যমে উক্ত বালিকাদের শাদী করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদের ব্যতীত অন্য নারীদের শাদী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশ্য যদি সে এদের পূর্ণ মোহরানা আদায় করে দেয় তবে সে শাদী করতে পারবে। আয়েশা (রা) আরো বলেন, পরবর্তী সময় লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ "তারা তোমার কাছে মহিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ..... এবং তোমরা যাদের শাদী করতে চাও" আল্লাহ্ তা'আলা এদের জন্য এ আয়াত নাযিল করেন; যদি কোন ইয়াতীম বালিকার সৌন্দর্য এবং সম্পদ থাকে, তাহলে এরা তাদেরকে শাদী করতে চায় এবং এদের স্বীয় আভিজাত্যের ব্যাপারেও ইচ্ছা পোষণ করে এবং মোহর কম দিতে চায়। কিন্তু সে যদি তাদের পসন্দমতো পাত্রী না হয়, তার সম্পদ ও রূপ কম হওয়ার কারণে এদেরকে ত্যাগ করে অন্য মেয়ে শাদী করে। আয়েশা (রা) বলেন, যেমনিভাবে এদের প্রতি অনীহার সময় এদের পরিত্যাগ করতে চায় তদ্রূপ যে সময় আকর্ষণ থাকবে, সে সময়েও যেন তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করে পূর্ণ মোহর আদায় করে।

٢٤٧٠. بَابٌ اِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِيْ فُلاَنَةً فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النِّكَاحُ وَاِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ اَرَضِيْتَ اَوْ قَبِلْتَ

২৪৭০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন শাদী প্রার্থী পুরুষ অভিভাবককে বলে, অমুক মেয়েকে আমার কাছে শাদী দিন এবং মেয়ের অভিভাবক বলে, তাকে এত মোহরানার বিনিময়ে তোমার সাথে শাদী দিলাম, তাহলে এই শাদী বৈধ হবে যদিও সে জিজ্ঞেস না করে, তুমি কি রাযী আছ ? তুমি কি কবুল করেছ

٤٧٦٥ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ مَالِيَ الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

زَوِّجْنِيهَا ، قَالَ مَا عِنْدَكَ ؟ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ اَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -

৪৭৬৫ আবু নু'মান .... হযরত সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এলো এবং নিজকে শাদীর জন্য তাঁর কাছে পেশ করল। তিনি বললেন, এখন আমার কোন মহিলার প্রয়োজন নেই। এরপর উপস্থিত একজন লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে আমার সাথে শাদী দিন। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি আছে ? লোকটি বলল, আমার কিছু নেই। নবী ﷺ বললেন, তাকে একটি লোহার আংটি হলেও দাও। লোকটি বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। নবী ﷺ বললেন, তোমার কাছে কি পরিমাণ কুরআন আছে ? লোকটি বলল, এ পরিমাণ কুরআন শরীফ আছে। নবী ﷺ বললেন, তুমি যে পরিমাণ কুরআন শরীফ জান, তার বিনিময়ে এই মহিলাকে তোমার কর্তৃত্বে দিয়ে দিলাম।

٢٤٧١ بَابٌ لاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ اَوْ يَدَعَ -

২৪৭১. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার শাদী হবে অথবা আপন প্রস্তাব উঠিয়ে নেবে

٤٧٦٦ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ اَوْ يَاْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ -

৪৭৬৬ মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কাউকে এক ভাই কোন জিনিসের দাম করলে অন্যকে তার দরদাম করতে নিষেধ করেছেন এবং এক মুসলিম ভাইয়ের শাদী প্রস্তাবের ওপরে অন্য ভাইকে প্রস্তাব দিতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবকারী তার প্রস্তাব উঠিয়ে নেবে বা তাকে অনুমতি দেবে।

٤٧٦٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الاَعْرَجِ قَالَ قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ يَاْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ،

وَلاَ تَبَاغَضُوْا ، وَكُوْنُوْا اِخْوَانًا ، وَلاَيَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَنْكِحَ اَوْيَتْرُكَ ـ

৪৭৬৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তোমরা কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কেননা, খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। একে অপরের ছিদ্রান্বেষণ করো না, এক অন্যের ব্যাপারে মন্দ কথায় কান দিও না এবং একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতা রেখো না; বরং পরস্পর ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম ভাইয়ের প্রস্তাবিত মহিলার কাছে শাদীর প্রস্তাব করো না; বরং ঐ পর্যন্ত অপেক্ষা কর, যতক্ষণ না সে তাকে শাদী করে অথবা বাদ দেয়।

٢٤٧٢. بَابٌ تَفْسِيْرُ تَرْكِ الْخِطْبَةِ

২৪৭২. অনুচ্ছেদ ঃ শাদীর প্রস্তাব বাতিলের ব্যাখ্যা

٤٧٦٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ ، قَالَ عُمَرُ لَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَقِيَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ اِلاَّ اَنِّيْ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ اَكُنْ لاُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا تَابَعَهُ يُوْنُسُ وَمُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ اَبِيْ عَتِيْقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ـ

৪৭৬৮ আবুল ইয়ামান (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন, হাফসা (রা) বিধবা হলে আমি আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে বললাম, আপনি যদি চান তবে হাফসা বিন্‌ত উমরকে আপনার কাছে শাদী দিতে পারি। আমি কয়েকদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার শাদীর পয়গাম পাঠালেন। পরে আবু বকর (রা) আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আপনার প্রস্তাবে উত্তর দিতে কোন কিছুই আমাকে বাধা দেয়নি; তবে আমি জেনেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং আমি কখনও নবী ﷺ -এর গোপন তথ্য প্রকাশ করতে পারি না। তিনি যদি তাকে বাদ দিতেন, তাহলে আমি তাকে গ্রহণ করতাম। ইউনুস, মূসা ইব্‌ন উকবা এবং ইব্‌ন আকিকে যুহরীর সূত্রে উক্ত হাদীসের সমর্থন ব্যক্ত করেন।

٢٤٧٣. بَابُ الْخُطْبَةِ

২৪৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ শাদীর খুতবা

٤٧٦٩ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سَحْرًا ـ

৪৭৬৯ কাবিস (রা) .... ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, পূর্বাঞ্চল থেকে দু'ব্যক্তি এসে বক্তৃতা দিল। তখন নবী ﷺ বললেন, কোন কোন বক্তৃতা জাদুমন্ত্রের মতো।

٢٤٧٤. بَابُ ضَرْبُ الدُّفِّ فِى النِّكَاحِ وَالْوَلِيْمَةِ ـ

২৪৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে এবং বিবাহ ভোজে দফ বাজানো

٤٧٧٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِىَ عَلَىَّ ، فَجَلَسَ عَلٰى فِرَاشِىْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّىْ فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا ، يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِىْ يَوْمَ بَدْرٍ ، اِذْ قَالَتْ اِحْدَا هُنَّ وَفِيْنَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَا فِىْ غَدٍ فَقَالَ دَعِىْ هٰذِهِ وَقُوْلِىْ بِالَّذِىْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ ـ

৪৭৭০ মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত রুবাই বিন্‌ত মুআব্বিয ইব্‌ন আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাসর রাতের পরের দিন নবী ﷺ এলেন এবং আমার চাদরের ওপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার কাছে বসে আছ। সে সময় আমাদের কচি মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদরের যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত আমার বাপ-চাচাদের শোকগাঁথা হচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন এ কথা বলে ফেলল যে, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, যিনি আগামী দিনের কথা জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ কথা বলা ছেড়ে দাও এবং পূর্বে যা বলেছিলে, তাই বল।

٢٤٧٥. بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ،

وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ وَاَدْنَى مَا يَجُوْزُ مِنَ الصَّدَاقِ . وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَاٰتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا. وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ ، وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ۔

২৪৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "এবং তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে সন্তুষ্টচিত্তে মোহরানা পরিশোধ কর।" আর অধিক মোহরানা এবং সর্বনিম্ন মোহরানা কত– এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এবং তোমরা যদি তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না।" এবং আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "অথবা তোমরা তাদের মোহরানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দাও।" সাহ্ল (রা) বলেছেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, যদি একটি লোহার আংটিও হয়, তবে মোহরানা হিসাবে যোগাড় করে দাও

٤٧٧١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ ، فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ۔

৪৭৭১ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) কোন এক মহিলাকে শাদী করলেন এবং তাকে মোহরানা হিসাবে খেজুর দানার পরিমাণ স্বর্ণ দিলেন। যখন নবী ﷺ তার মুখে শাদীর আনন্দের ছাপ দেখলেন তখন তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন; তখন সে বলল ঃ আমি একজন নারীকে খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে শাদী করেছি। কাতাদা আনাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান খেজুরের দানা পরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা হিসাবে দিয়ে কোন মহিলাকে শাদী করেন।

٢٤٧٦. بَابٌ التَّزْوِيْجُ عَلَى الْقُرْاٰنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ

২৪৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শিক্ষা দেয়ার বিনিময় এবং কোন মোহরানা ব্যতীত বিবাহ প্রদান

٤٧٧٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ اَبَا

حَازِمٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِىَّ يَقُوْلُ اِنِّىْ لَفِى الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيْهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيْهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَالَكَ فَرَأْ فِيْهَا رَأْيَكَ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحْنِيْهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لاَ ، قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، فَذَهَبَ فَطَلَبَ ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ ، فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئٌ ؟ قَالَ مَعِى سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ اَنْكَحْتُكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -

৪৭৭২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) .... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, আমি অন্যান্য লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় একজন মহিলা দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নিজেকে আপনার কাছে পেশ করছি, এখন আপনার মতামত দিন। নবী ﷺ কোন উত্তর দিলেন না। এরপর মহিলাটি পুনরায় দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার জীবনকে আপনার কাছে পেশ করেছি। এতে আপনার মতামত কি ? তিনি কোন প্রতি উত্তর করলেন না। তারপর তৃতীয় বারে দাঁড়িয়ে বলল, আমি আমার জীবন আপনার কাছে সোপর্দ করছি। আপনার মতামত কি ? এরপর একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই মহিলাকে আমার সাথে শাদী দিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺবললেন, তোমার কাছে কিছু আছে ? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, যাও তালাশ কর, একটি লোহার আংটি হলেও নিয়ে এসো। লোকটি চলে গেল এবং খুঁজে দেখল। এরপর এসে বলল, আমি কিছুই পেলাম না; এমনকি একটি লোহার আংটিও না। নবী ﷺ বললেন, তোমার কি কিছু কুরআন জানা আছে? সে বলল, অমুক অমুক সূরা আমার মুখস্থ আছে। নবী ﷺ বললেন, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ পার, তার বিনিময়ে এ মহিলাকে তোমার সাথে শাদী দিলাম।

٢٤٧٧. بَابُ الْمَهْرُ بِالْعُرُوْضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ -

২৪৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ মোহরানা হিসাবে দ্রব্যসামগ্রী এবং লোহার আংটি

٤٧٧٣ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ -

৪৭৭৩ ইয়াহ্ইয়া (র) .... হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি শাদী কর একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হলেও।

٢٤٧٨. بَابُ الشُّرُوْطُ فِى النِّكَاحِ ، وَقَالَ عُمَرُ مَقَاطِعُ الْحُقُوْقِ عِنْدَ الشُّرُوْطِ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِىْ مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ فَصَدَقَنِىْ ، وَوَعَدَنِىْ فَوَفَى لِىْ

২৪৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ শাদীতে শর্ত আরোপ করা। হযরত উমর (রা) বলেছেন, কোন চুক্তির শর্ত নির্ধারণ করলেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মিস্ওয়ার (রা) বলেন, নবী ﷺ তাঁর এক জামাতার প্রশংসা করে বলেছেন যে, যখন সে আমার সাথে কথা বলেছে, সত্য বলেছে। যখন সে ওয়াদা করেছে, তখন ওয়াদা রক্ষা করেছে

٤٧٧٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَحَقُّ مَا اَوْ فَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوْطِ ، اَنْ تُوْفُوْا بِهَ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ -

৪৭৭৪ আবুল ওয়ালীদ (র) .... হযরত উক্বা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সকল শর্তের চেয়ে শাদীর শর্ত পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য এই জন্য যে, এর মাধ্যমেই তোমাদেরকে মহিলাদের বিশেষ অংশ ভোগ করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

٢٤٧٩. بَابُ الشُّرُوْطُ الَّتِىْ لاَ تَحِلُّ فِى النِّكَاحِ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ : لاَ تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا

২৪৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ শাদীর সময় মেয়েদের জন্য যেসব শর্ত আরোপ করা বৈধ নয়। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, একজন নারীর জন্য তার হবু স্বামীর কাছে এরূপ শর্ত আরোপ করা বৈধ নয় যে, সে তার (মুসলিম) বোনকে (অর্থাৎ হবু স্বামীর আগের স্ত্রীকে) তালাক দেয়ার কথা বলে

٤٧٧٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ اُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَاِنَّمَا لَهَا مَاقُدِّرَ لَهَا ـ

৪৭৭৫ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, শাদীর সময় কোন নারীর জন্য এরূপ শর্ত আরোপ করা বৈধ নয় যে, তার বোনের তালাক দাবি করবে, যাতে সে তার পাত্র পূর্ণ করে নেয় (সব কিছুর ওপরে তার একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে) কেননা, তার ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে।

٢٤٨٠. بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২৪৮০. অনুচ্ছেদ ঃ বরের জন্য সুফ্‌রা (হলুদ রঙের সুগন্ধি) ব্যবহার করা। আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

٤٧٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَسَأَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ ، قَالَ كَمْ سُقْتَ اِلَيْهَا ؟ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ـ

৪৭৭৬ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকটে এমন অবস্থায় এলেন যে, তার সুফরার চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। রাসূল ﷺ তাকে চিহ্ন সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রা) তার উত্তরে বললেন, তিনি এক আনসারী নারীকে শাদী করেছেন। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি পরিমাণ মোহরানা দিয়েছ? তিনি বললেন, আমি তাকে খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। নবী ﷺ বললেন, ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর যদি একটি বকরী দিয়েও হয়।

٤٧٧٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَوْلَمَ النَّبِىُّ ﷺ بِزَيْنَبَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا ، فَخَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ اِذَا تَزَوَّجَ ، فَأَتٰى حُجَرَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَدْعُوْ وَيَدْعُوْنَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأٰى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ لاَ اَدْرِىْ اَخْبَرْتُهُ اَوْ اُخْبِرَ بِخُرُوْجِهِمَا ـ

৪৭৭৭ মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যয়নাব (রা)-এর শাদীতে ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেন এবং মুসলমানদের জন্য উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। তারপর তার অভ্যাস মত তিনি বাইরে আসেন এবং উম্মুল মু'মিনীনদের গৃহে প্রবেশ করে তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাঁরাও তাঁর জন্য দোয়া করেন। এরপরে ফিরে এসে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, দু'জন লোক বসে আছে। এরপর তিনি ফিরে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না যে, আমি তাকে ঐ লোক দু'টি চলে যাওয়ার সংবাদ দিয়েছিলাম, না তিনি নিজেই কারুর দ্বারা খবর পেয়েছিলেন।

٢٤٨١. بَابٌ كَيْفَ يُدْعٰى لِلْمُتَزَوِّجِ

২৪৮১. অনুচ্ছেদ ঃ বরের জন্যে কিভাবে দোয়া করতে হবে

٤٧٧٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأٰى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ ، قَالَ مَا هٰذَا ؟ قَالَ اِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ـ

৪৭৭৮ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর দেহে সুফ্রার চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, এ কি ? আবদুর রহমান (রা) বললেন, আমি একজন মহিলাকে একটি খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে শাদী করেছি। নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার এ শাদীতে বরকত দান করুন। তুমি একটি ছাগলের দ্বারা হলেও ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর।

٢٤٨٢. بَابُ الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ اللاَّتِىْ يَهْدِيْنَ الْعَرُوْسَ وَلِلْعَرُوْسِ

২৪৮২. অনুচ্ছেদ ঃ ঐ নারীদের দোয়া যারা কনেকে সাজায় এবং বরকে উপহার দেয়

٤٧٧٩ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَتْنِيْ أُمِّيْ فَادخَلَتْنِي الدَّارَ، فَاِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ -

৪৭৭৯ ফারওয়া (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন নবী ﷺ আমাকে শাদী করেন তখন আমার মা আমার কাছে এলেন এবং আমাকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করালেন, আমি সেখানে কয়েকজন আনসারী মহিলাকে দেখলাম। তারা মঙ্গল, বরকত ও সৌভাগ্য কামনা করে দোয়া করছিলেন।

٢٤٨٣. بَابٌ مَنْ اَحَبَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزْوِ

২৪৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন প্রত্যাশী

٤٧٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لاَ يَتْبَعْنِيْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا *

৪৭৮০ মুহাম্মাদ ইব্ন আলা (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্য থেকে কোন একজন নবী জিহাদের জন্য বের হলেন এবং নিজ লোকদেরকে বললেন, ঐ ব্যক্তি যেন আমার সাথে জিহাদে না যায়, যে শাদী করেছে এবং স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে ইচ্ছা করে; অথচ এখনও মিলন হয়নি।

٢٤٨٤. بَابٌ مَنْ بَنَى بِاِمْرَأَةٍ ، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ

২৪৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নয় বছরের মেয়ের সাথে বাসর রাত্রি অতিবাহিত করে

٤٧٨١ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سِتٍّ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا -

৪৭৮১ কাবিসা ইব্‌ন উকবা (র) .... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ আয়েশা (রা)-কে শাদী করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর এবং যখন বাসর করেন তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর এবং (মোট) নয় বছর তিনি নবী ﷺ -এর সাথে জীবন যাপন করেন।

٢٤٨٥. بَابُ الْبِنَاءُ فِي السَّفَرِ

২৪৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে স্ত্রীর মিলন সম্পর্কে

٤٧٨٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلاَثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيِيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَى وَلِيْمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ اَمَرَ بِالاَنْطَاعِ فَاُلْقِيَ فِيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالاَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيْمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ اِحْدَى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، اَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ ، فَقَالُوْا اِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ -

৪৭৮২ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালাম (র) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তিনদিন পর্যন্ত মদীনা এবং খায়বরের মধ্যবর্তী কোন এক স্থানে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি সাফিয়া বিনতে হুয়ায়া (রা)-এর সাথে শাদীবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর আমি মুসলমানদেরকে ওয়ালীমার জন্য দাওয়াত করি, তাতে রুটি ও গোশত ছিল না। নবী ﷺ চামড়ার দস্তরখান বিছাবার জন্য আদেশ করলেন এবং তাতে খেজুর, পনির এবং মাখন রাখা হল। এটাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওয়ালীমা। মুসলমানেরা একে অপরকে বলতে লাগল, সাফিয়া কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্ত্রী হিসাবে গণ্য হবেন, না ক্রীতদাসী হিসাবে। সকলে বলল, নবী ﷺ যদি তাকে পর্দার ভিতরে রাখেন তাহলে তিনি উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে গণ্য হবেন। আর যদি পর্দায় না রাখেন, তাহলে ক্রীতদাসী হিসাবে গণ্য হবে। এরপর যখন নবী ﷺ রওয়ানা হলেন তখন লোকজন এবং তার মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

٢٤٨٦. بَابُ الْبِنَاءُ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلاَ نِيْرَانٍ

২৪৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ দিনের বেলায় শাদীবন্ধনের পর বাসর করা এবং আগুন জ্বালানো ও সওয়ারী ব্যতীত

٤٧٨٣ حَدَّثَنِيْ فَرْوَةُ بْنُ اَبِى الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِى النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَتْنِىْ اُمِّىْ فَأَدْخَلَتْنِىْ الدَّارَ ، فَلَمْ يَرُعْنِى اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضُحًى -

৪৭৮৩ ফারওয়া ইবনে আবু মাগরা (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আমাকে শাদী করার পর আমার আম্মা আমার কাছে এলেন এবং আমাকে নবী ﷺ-এর ঘরে নিয়ে গেলেন। মধ্যাহ্নের সময় আমার কাছে তাঁর আগমন ছাড়া আর কিছুই আমাকে অবাক করেনি।

٢٤٨٧. بَابُ الْاَنْمَاطُ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ

২৪৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের জন্য বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়ার ব্যবহার করা

٤٧٨٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلِ اتَّخَذْتُمْ اَنْمَاطًا ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَنَّى لَنَا اَنْمَاطٌ ؟ قَالَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ -

৪৭৮৪ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা কি বিছানার চাদর ব্যবহার করেছ ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোথায় বিছানার চাদর পাব ? নবী ﷺ বললেন, অতি সত্বর তুমি এগুলো পেয়ে যাবে।

٢٤٨٨. بَابُ النِّسْوَةُ اللاَّتِيْ يَهْدِيْنَ الْمَرْأَةَ اِلَى زَوْجِهَا

২৪৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ যেসব নারী কনেকে বরের কাছে সাজিয়ে পাঠায় তাদের প্রসঙ্গ

٤٧٨٥ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً اِلَى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ يَاعَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ ، فَاِنَّ الْاَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ -

৪৭৮৫ ফযল ইয়াকূব (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, কোন এক আনসারীর জন্য এক মহিলাকে শাদীর কনে হিসাবে সাজালে নবী ﷺ বললেন, হে আয়েশা! এই শাদী উপলক্ষে তুমি কি কোন রকম আনন্দ ফূর্তির ব্যবস্থা করনি ? আনসারদের নিকট এটা খুবই পছন্দনীয়।

٢٤٨٩. بَابُ الْهَدِيَّةُ لِلْعَرُوْسِ ، وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ ، وَاسْمُهُ الْجَعْدُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّبِنَا فِىْ مَسْجِدِ بَنِىْ رِفَاعَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ اُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ عَرُوْسًا بِزَيْنَبَ ، فَقَالَتْ لِىْ اُمُّ سُلَيْمٍ لَوْ اَهْدَيْنَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لَهَا افْعَلِىْ ، فَعَمَدَتْ اِلٰى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَاَقِطٍ فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِىْ بُرْمَةٍ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِىْ اِلَيْهِ ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا اِلَيْهِ ، فَقَالَ لِىْ ضَعْهَا ثُمَّ اَمَرَنِىْ فَقَالَ ادْعُ رِجَالاً سَمَّاهُمْ ، وَادْعُ لِىْ مَنْ لَقِيْتَ قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِىْ اَمَرَنِىْ فَرَجَعْتُ فَاِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِاَهْلِهِ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَاشَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُوْ عَشَرَةً عَشَرَةً يَاكُلُوْنَ مِنْهُ ، وَيَقُوْلُ لَهُمْ اذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيْهِ ، قَالَ حَتّٰى تَصَدَّعُوْا كُلُّهُمْ عَنْهَا فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ وَبَقِىَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُوْنَ قَالَ وَجَعَلْتُ اَغْتَمُّ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ نَحْوَا الْحُجُرَاتِ وَخَرَجْتُ فِىْ اِثْرِهِ فَقُلْتُ اِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوْا فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَاَرْخٰى السِّتْرَ وَاِنِّىْ لَفِى الْحُجْرَةِ ، وَهُوَ يَقُوْلُ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ ، وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا ، فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَانِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ

ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ ﷺ فَيَسْتَحْىِ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَايَسْتَحْىِ مِنَ الْحَقِّ ، قَالَ اَبُوْ عُثْمَانَ قَالَ اَنَسٌ اِنَّهُ خَدَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ

২৪৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ দুলহীনকে উপঢৌকন প্রদান। আবু উসমান বলেন, একদিন আনাস ইব্ন মালিক (রা) আমাদের বনী রিফা'আর মসজিদের নিকট গমনকালে তাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যখনই উম্মে সুলায়মের নিকট দিয়ে নবী ﷺ যেতেন, তাঁকে সালাম দিতেন। আনাস (রা) আরো বলেন, নবী ﷺ-এর যখন যয়নাব (রা)-এর সাথে শাদী হয়, তখন উম্মে সুলায়ম আমাকে বললেন, চল আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্যে কিছু হাদীয়া পাঠাই। আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ, এ ব্যবস্থা করুন। তখন তিনি খেজুর, মাখন ও পনির এক সাথে মিশিয়ে হালুয়া বানিয়ে একটি ডেকচিতে করে আমার মারফত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে পাঠালেন। আমি সেসব নিয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি এগুলো রেখে দিতে বলেন এবং আমাকে কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করে ডেকে আনার আদেশ করলেন। আরো বললেন, যার সাথে দেখা হয় তাকেও দাওয়াত দিবে। তিনি যে ভাবে আমাকে হুকুম করলেন, আমি সেই ভাবে কাজ করলাম। যখন আমি ফিরে এলাম, তখন ঘরে অনেক লোক দেখতে পেলাম। নবী ﷺ তখন হালুয়া (হাইশা) পাত্রের মধ্যে হাত রাখা অবস্থায় ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি মোতাবেক কিছু কথা বললেন। তারপর তিনি দশ দশ জন করে লোক খাবারের জন্য ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু কর এবং প্রত্যেকে পাত্রের নিজ নিজ দিক হতে খাও। যখন তাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হল তাদের মধ্য থেকে অনেকেই চলে গেল এবং কিছু সংখ্যক লোক কথাবার্তা বলতে থাকল। যা দেখে আমি বিরক্তি বোধ করলাম। তারপর নবী ﷺ সেখান থেকে বের হয়ে অন্য ঘরে গেলেন। আমিও সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। যখন আমি বললাম, তারাও চলে গেছে তখন তিনি নিজের কক্ষে ফিরে এলেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন। তিনি তাঁর কক্ষে থাকলেন এবং এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ মু'মিনগণ, তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া হলে তোমরা খাবার তৈরির অপেক্ষা না করে নবীগৃহে খাবার জন্য প্রবেশ করো না। তবে যদি তোমাদেরকে ডাকা হয় তাহলে প্রবেশ কর এবং খাওয়া শেষ করে চলে যাবে। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না এবং তোমাদের এরূপ আচরণ নবীর মনে কষ্ট হয়। তিনি তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। আবু উসমান (র) বলেন, আনাস (রা) বলেছেন যে, তিনি দশ বছর নবী ﷺ-এর খেদমত করেছেন।

٢٤٩٠. بَابٌ اِسْتِعَارَةُ الثِّيَابِ لِلْعَرُوْسِ وَغَيْرِهَا

২৪৯০. অনুচ্ছেদ ঃ দুলহীনের জন্যে কাপড়-চোপড় পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি ধার করা

٤٧٨٦ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِهِ فِيْ طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلُّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ ، فَلَمَّا اَتَوُ النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذٰلِكَ اِلَيْهِ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَانَزَلَ بِكِ اَمْرٌ قَطُّ ، اِلاَّ جَعَلَ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا ، وَجُعِلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةٌ -

৪৭৮৬ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি আসমা (রা) থেকে গলার একছড়া হার ধার হিসাবে এনেছিলেন। এরপর তা হারিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কয়েকজন সাহাবীকে তা খোঁজ করে বের করার জন্য পাঠালেন। এমন সময় সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তারা বিনা ওযূতে সালাত আদায় করলেন। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে হাযির হয়ে অভিযোগ করলেন, তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হল। উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) বললেন, [হে আয়েশা (রা)!] আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন! কারণ যখনই আপনার ওপর কোন অসুবিধা আসে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তা আপনার জন্য বিপদমুক্তির ও উম্মতের জন্য বরকতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

٢٤٩١. بَابٌ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا اَتَى اَهْلَهُ

২৪৯১. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর কাছে গমনকালে কি বলতে হবে ?

٤٧٨٧ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَا لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ يَقُوْلُ حِيْنَ يَاتِيْ اَهْلَهُ بِاسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا ، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِى ذٰلِكَ اَوْ قُضِىَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا -

৪৭৮৭ সা'দ ইব্‌ন হাফ্‌স (র) .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন স্ত্রী-সহবাস করে, তখন যেন সে বলে, 'বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা'– আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে তুমি যা দান করবে তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। এরপরে যদি তাদের দু'জনের মাঝে কিছু ফল দেয়া হয় অথবা বাচ্চা পয়দা হয়, তাকে শয়তান কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।

٢٤٩٢. بَابٌ الْوَلِيْمَةُ حَقٌّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

২৪৯২. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ালীমা একটি অধিকার। আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বলেছেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর, যদি একটি মাত্র বকরীর দ্বারাও হয়।

٤٧٨٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِيْنَ مَقْدَمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةَ فَكَانَ اُمَّهَاتِيْ يُوَاظِبْنَنِيْ عَلٰى خِدْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا ابْنُ عِشْرِيْنَ سَنَةً، فَكُنْتُ اَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِيْنَ اُنْزِلَ، وَكَانَ اَوَّلَ مَا اُنْزِلَ فِيْ مُبْتَنَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ اَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا عَرُوْسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَاَصَابُوْا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوْا وَبَقِيَ رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَطَالُو الْمُكْثَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوْا فَمَشَى النَّبِيُّ ﷺ وَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ عَلٰى زَيْنَبَ فَاِذَا هُمْ جُلُوْسٌ لَمْ يَقُوْمُوْا فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ

حَتّٰى اِذَا بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَظَنَّ اَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَاِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوْا ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَنِيْ وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَاُنْزِلَ الْحِجَابُ -

8৭৮৮ ইয়াহিয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) .... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ মদীনায় আসেন তখন আমার বয়স দশ বছর ছিল। আমার মা, চাচী ও ফুফুরা আমাকে রাসূল ﷺ-এর খাদেম হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। এরপর আমি দশ বছরকাল তাঁর খেদমত করি। যখন নবী ﷺ-এর ইন্তিকাল হয় তখন আমার বয়স ছিল বিশ বছর। আমি পর্দা সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি জানি। পর্দা সম্পর্কীয় প্রাথমিক আয়াতসমূহ যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা)-এর সাথে নবী ﷺ -এর বাসর রাত যাপনের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। সেদিন সকাল বেলা নবী ﷺ দুলহা ছিলেন এবং লোকদেরকে ওয়ালীমার দাওয়াত করলেন। সুতরাং তাঁরা এসে খানা খেলেন। কিছুসংখ্যক ছাড়া সবাই চলে গেলেন। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ নবী ﷺ -এর সাথে কাটালেন। তারপর নবী ﷺ উঠে বাইরে গেলেন। আমিও তাঁর পিছু পিছু চলে এলাম, যাতে করে অন্যেরাও বের হয়ে আসে। নবী ﷺ সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, এমন কি তিনি আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দ্বারপ্রান্তে গেলেন , এরপরে বাকি লোকগুলো হয়ত চলে গেছে এ কথা ভেবে তিনি ফিরে এলেন, আমিও তাঁর সাথে ফিরে এলাম। নবী ﷺ যয়নাব (রা)-এর কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, লোকগুলো বসে রয়েছে– চলে যায়নি। সুতরাং নবী ﷺ পুনরায় বাইরে বেরুলেন এবং আমি তাঁর সাথে এলাম। যখন আমরা আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলাম, তিনি ভাবলেন যে, এতক্ষণে হয়ত লোকগুলো চলে গিয়েছে। তিনি ফিরে এলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে এসে দেখলাম যে, লোকগুলো চলে গেছে। এরপর নবী ﷺ আমার ও তাঁর মাঝখানে একটি পর্দা টেনে দিলেন। এ সময়ে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল।

٢٤٩٣. بَابُ الْوَلِيْمَةُ وَلَوْ بِشَاةٍ

২৪৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ালীমা বা বিবাহ-ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত, যদিও তা একটি বকরীর দ্বারা হয়

٤٧٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدٌ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا قَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ كَمْ اَصْدَقْتَهَا ، قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ عَلَى الْاَنْصَارِ ، فَنَزَلَ

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَلٰى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ اُقَاسِمُكَ مَالِىْ وَاَنْزِلُ لَكَ عَنْ اِحْدَى امْرَاَتَىَّ ، قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ ، فَخَرَجَ اِلَى السُّوْقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى ، فَاَصَابَ شَيْئًا مِنْ اَقِطٍ وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৪৭৮৯ আলী (র) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) একজন আনসারী মহিলাকে শাদী করলেন। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ? তিনি উত্তর করলেন, একটি খেজুরের আঁটির পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। আনাস (রা) আরও বলেন, যখন নবী ﷺ -এর সাহাবিগণ মদীনায় আগমন করলেন, তখন মুহাজিরগণ আনসারদের গৃহে অবস্থান করতেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) সা'দ ইবনুর রাবী (রা)-এর গৃহে অবস্থান করতেন। সা'দ (রা) আবদুর রহমান (রা)-কে বললেন, আমি আমার বিষয়-সম্পত্তি দু'ভাগ করে আমরা উভয়ে সমান ভাগে ভাগ করে নেব এবং আমি আমার দুই স্ত্রীর মধ্যে একজন তোমাকে দেব। আবদুর রহমান (রা) বললেন, আল্লাহ্ তোমার সম্পত্তি ও স্ত্রীদেরকে বরকত দান করুন। তারপর আবদুর রহমান (রা) বাজারে গেলেন এবং ব্যবসা করতে লাগলেন এবং লাভ হিসাবে কিছু পনির ও ঘি পেলেন এবং শাদী করলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, একটি ছাগল দ্বারা হলেও ওয়ালীমার ব্যবস্থা কর।

٤٧٩٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اَوْلَمَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى شَىْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلٰى زَيْنَبَ اَوْلَمَ بِشَاةٍ -

৪৭৯০ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোন শাদী করেন, তখন ওয়ালীমা করেন, কিন্তু যয়নাব (রা)-এর শাদীর সময় যে পরিমাণ ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা অন্য কারো বেলায় করেননি। সেই ওয়ালীমা ছিল একটি ছাগল দিয়ে।

٤٧٩١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، وَاَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ -

৪৭৯১ মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ

সাফিয়া (রা)-কে আযাদ করে শাদী করেন এবং এই আযাদ করাকেই তাঁর মোহরানা নির্দিষ্ট করেন এবং 'হাইস' বা এক প্রকার সুস্বাদু হালুয়ার দ্বারা ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেন।

٤٧٩٢ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ بَيَانٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ بَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَاَةٍ فَأَرْسَلَنِيْ فَدَعَوْتُ رِجَالاً اِلَى الطَّعَامِ -

৪৭৯২ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর এক সহধর্মিণীর সাথে বাসর ঘরের ব্যবস্থা করলেন এবং ওয়ালীমার দাওয়াত দেয়ার জন্য আমাকে পাঠালেন।

٢٤٩٤. بَابٌ مَنْ اَوْلَمْ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ اَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

২৪৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীর শাদীর সময় অন্যদের শাদীর সময়কার ওয়ালীমার চেয়ে বড় ধরনের ওয়ালীমার ব্যবস্থা করা

٤٧٩٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيْجُ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ عِنْدَ اَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ اَوْلَمَ عَلٰى اَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَيْهَا اَوْلَمَ بِشَاةٍ -

৪৭৯৩ মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যয়নাবের শাদীর আলোচনায় আনাস (রা) উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন, যয়নাব বিনতে জাহাশের সাথে নবী ﷺ-এর শাদীর সময় যে ওয়ালীমার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার চেয়ে অধিক ওয়ালীমার ব্যবস্থা আর কারো শাদীর সময় করতে আমি দেখিনি। এই শাদী অনুষ্ঠানে তিনি একটি ছাগল দ্বারা ওয়ালীমা করেন।

٢٤٩٥. بَابٌ مَنْ اَوْلَمَ بِاَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

২৪৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ একটি ছাগলের চেয়ে কম কিছুর দ্বারা ওয়ালীমা করা

٤٧٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنَ صَفِيَّةَ عَنْ اُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ اَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ -

৪৭৯৪ মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ (র) .... হযরত সাফিয়া বিন্তে শায়বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর কোন এক স্ত্রীর শাদীতে দুই মুদ (চার সের) পরিমাণ যব দ্বারা ওয়ালীমার ব্যবস্থা করেন।

٢٤٩٦. بَابُ حَقُّ اِجَابَةِ الْوَلِيْمَةِ وَالدَّعْوَةِ وَمَنْ اَوْلَمَ سَبْعَةَ اَيَّامَ وَنَحْوَهُ ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ

২৪৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ালীমার দাওয়াত গ্রহণ করা কর্তব্য। যদি কেউ একাধারে সাত দিন অথবা অনুরূপ বেশি দিন ওয়ালীমার ব্যবস্থা করে, কেননা নবী ﷺ ওয়ালীমার সময় এক বা দুই দিন ধার্য করেননি

٤٧٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَاتِهَا ـ

৪৭৯৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কাউকে ওয়ালীমার দাওয়াত করলে তা অবশ্যই গ্রহণ করবে।

٤٧٩٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : فُكُّوْا الْعَانِىَ ، وَاَجِيْبُوْا الدَّاعِىَ ، وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ ـ

৪৭৯৬ মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, বন্দীদেরকে মুক্তি দাও, দাওয়াত কবূল কর এবং রোগীদের সেবা কর।

٤٧٩٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَشْعَثِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ اَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ ، وَاِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ ، وَاِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَاِجَابَةِ

الدَّاعِيْ : وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ انِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيَّةِ ، وَالْاِسْتَبْرَقِ ، وَالدِّيْبَاجِ تَابَعَهُ اَبُوْ عَوَانَةَ وَالشَّيْبَانِيُّ عَنْ اَشْعَثَ فِيْ اِفْشَاءِ السَّلَامِ ـ

৪৭৯৭ হাসান ইব্‌ন রবী (র) .... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেছেন, নবী ﷺ আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে বলেছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে রোগীর সেবাযত্ন করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, হাঁচি দিলে তার জবাব দেয়া, কসম পুরা করায় সহযোগিতা করা, মজলুমকে সাহায্য করা, সালামের বিস্তার করা এবং কেউ দাওয়াত দিলে তা কবূল করা– এইসব করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন স্বর্ণের আংটি পরতে, রূপার পাত্র ব্যবহার করতে, ঘোড়ার পিঠের ওপরে রেশমী গদি ব্যবহার করতে এবং 'কাস্‌সিয়া' বা পাতলা রেশমী কাপড় এবং দ্বীবাজ ব্যবহার করতে। আবু আওয়ানা এবং শায়বানী আশ্‌আস সূত্রে সালামের বিস্তারের কথা সমর্থন করে বর্ণনা করেন।

٤٧٩٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا اَبُوْ اُسَيْدِنِ السَّاعِدِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ عُرْسِهِ وَكَانَتِ امْرَاَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوْسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُوْنَ مَاسَقَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ الَّيْلِ فَلَمَّا اَكَلَ سَقَتْهُ اِيَّاهُ ـ

৪৭৯৮ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু উসায়দ আস্‌ সাঈদী (রা) নবী ﷺ-কে তার শাদী উপলক্ষে ওয়ালীমায় দাওয়াত করলেন। তাঁর নববধু সেদিন খাদ্য পরিবেশন করছিলেন। সাহল বলেন, তোমরা কি জান, সে দিন নবী ﷺ -কে কি পানীয় সরবরাহ করা হয়েছিল ? সারারাত ধরে কিছু খেজুর পানির মধ্যে ভিজিয়ে রেখে তা থেকে তৈরি পানীয়। নবী ﷺ যখন খাওয়া শেষ করলেন, তখন তাঁকে ঐ পানীয়ই পান করতে দেয়া হয়।

٢٤٩٧. بَابٌ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

২৪৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে দাওয়াত কবূল করে না, সে যেন আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-কে নাফরমানী করল

٤٧٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ ، يُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصٰى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ ـ

৪৭৯৯ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ওয়ালীমায় শুধুমাত্র ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদেরকে দাওয়াত করা হয় না সেই ওয়ালীমা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে নাফরমানী করে।

٢٤٩٨. بَابٌ مَنْ اَجَابَ اِلٰى كُرَاعٍ

২৪৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ বকরীর পায়া খাওয়ানোর জন্যও যদি দাওয়াত করা হয়

٤٨٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ دُعِيْتُ اِلٰى كُرَاعٍ لَاَجَبْتُ ، وَلَوْ اُهْدِىَ اِلَىَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ ـ

৪৮০০ আবদান (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, আমাকে যদি কেউ পায়া খেতে দাওয়াত দেয় আমি তা কবুল করব এবং আমাকে যদি কেউ পায়া হাদীয়া দেয়, তবে আমি তা অবশ্যই গ্রহণ করব।

٢٤٩٩. بَابٌ اِجَابَةُ الدَّاعِىْ فِى الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا

২৪৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ শাদী বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে দাওয়াত গ্রহণ করা

٤٨٠١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجِيْبُوْا هٰذِهِ الدَّعْوَةَ اِذَا دُعِيْتُمْ لَهَا ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَأْتِى الدَّعْوَةَ فِى الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ ـ

৪৮০১ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেন, যদি তোমাদেরকে শাদী অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হয়, তবে তা গ্রহণ কর। নাফে বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি রোযাদার হলেও শাদী বা এ ধরনের দাওয়াত পেলে সে দাওয়াত রক্ষা করতেন।

٢٥٠٠ بَابٌ ذَهَابُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ اِلَى الْعُرْسِ

২৫০০. অনুচ্ছেদ ঃ বরযাত্রীদের সাথে মহিলা ও শিশুদের অংশগ্রহণ

٤٨٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِيْنَ مِنْ عُرُسٍ فَقَامَ مُمْتَنًّا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتُمْ مَنْ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ ـ

৪৮০২ আবদুর রহমান ইব্‌নুল মুবারক (র) .... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ কিছু সংখ্যক মহিলা এবং শিশুকে শাদীর অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসতে দেখলেন। তিনি আনন্দের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ্‌র নামে বলছি, তোমরা সকল মানুষের চেয়ে আমার কাছে প্রিয়।

٢٥٠١. بَابٌ هَلْ يَرْجِعُ اِذَا رَاَى مُنْكَرًا فِى الدَّعْوَةِ ، وَرَاَى ابْنُ مَسْعُوْدٍ صُوْرَةً فِى الْبَيْتِ فَرَجَعَ ، وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ اَبَا اَيُّوْبَ فَرَاَى فِىْ الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ ، فَقَالَ مَنْ كُنْتُ اَخْشٰى عَلَيْهِ فَلَمْ اَكُنْ اَخْشٰى عَلَيْكَ وَاللّٰهِ لاَ اَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ ـ

২৫০১. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন অনুষ্ঠানে দীনের খেলাফ বা অপছন্দনীয় কোন কিছু নজরে আসে, তা হলে ফিরে আসবে কি ? ইব্‌ন মাসউদ (রা) কোন এক বাড়িতে (প্রাণীর) ছবি দেখে ফিরে এলেন। ইব্‌ন উমর (রা) আবু আইয়ুব (রা)-কে দাওয়াত করে বাড়িতে আনলেন। তিনি এসে ঘরের দেয়ালের পর্দায় ছবি দেখতে পেলেন। এরপর হযরত ইব্‌ন

উমর (রা) এ ব্যাপারে বললেন, মহিলারা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। হযরত আবু আইয়ূব (রা) বললেন, আমি যাদের সম্পর্কে আশংকা করেছিলাম, আপনি তাদের মধ্যে হবেন না বলেই মনে করেছিলাম। আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার ঘরে কোন খাদ্য গ্রহণ করব না। এরপর তিনি চলে গেলেন।

٤٨٠٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ ، فَلَمَّا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ ، مَاذَا اَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَابَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ ، قَالَتْ فَقُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ ، وَقَالَ اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لاَتَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ ـ

৪৮০৩ ইসমাঈল (র) .... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি বালিশ বা গদি কিনে এনেছিলাম, যার মধ্যে ছবি ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই ছবিটি দেখলেন, তিনি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে গেলেন; ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর চোখে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্র কাছে তওবা করছি এবং তাঁর রাসূলের কাছে ফিরে আসছি। আমি কী অন্যায় করেছি ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এই বালিশ কিসের জন্য ? আমি বললাম, এটা আপনার জন্য খরিদ করে এনেছি, যাতে আপনি বসতে পারেন এবং হেলান দিতে পারেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এই ছবি নির্মাতাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি প্রদান করা হবে এবং বলা হবে, যা তুমি সৃষ্টি করেছ তার প্রাণ দাও এবং তিনি আরও বলেন, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে, সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

٢٥٠٢. بَابٌ قِيَامُ الْمَرْاَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِى الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ

২৫০২. অনুচ্ছেদ ঃ নববধু কর্তৃক শাদী অনুষ্ঠানে খেদমত করা

٤٨٠٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ

اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ لَمَّا عَرَّسَ اَبُوْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ اِلاَّ امْرَاَتُهُ اُمُّ اُسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِيْ تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ اَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُحْفَةً بِذٰلِكَ ـ

৪৮০৪ সাঈদ ইব্‌ন আবু মারয়াম (র) .... হযরত সাহ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবু উসায়দ আস্‌সাঈদী (রা) তাঁর ওয়ালীমায় নবী করীম ﷺ এবং তাঁর সাহাবিগণকে দাওয়াত দিলেন, তখন তাঁর নববধু উম্মু উসায়দ ছাড়া আর কেউ উক্ত খাদ্য প্রস্তুত এবং পরিবেশন করেনি। তিনি একটি পাথরের পাত্রে সারা রাত পানির মধ্যে খেজুর ভিজিয়ে রাখেন। যখন ﷺ খাওয়া-দাওয়া শেষ করেন, তখন সেই তোহফা রাসূল ﷺ -কে পান করান।

٢٥٠٣. بَابُ النَّقِيْعُ وَالشَّرَابُ الَّذِيْ لاَ يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ

২৫০৩. অনুচ্ছেদ ঃ আন্‌-নাকী বা অন্যান্য শরবত বা পানীয়, যার মধ্যে মাদকতা নেই। এই রকম শরবত ওয়ালীমাতে পান করানো

٤٨٠٥ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ اَنَّ اَبَا اُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ امْرَاَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوْسُ ، فَقَالَتْ اَوْ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَنْقَعَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِيْ تَوْرٍ ـ

৪৮০৫ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) .... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু উসায়দ আস্‌সাঈদী (রা) তাঁর ওয়ালীমায় নবী ﷺ -কে দাওয়াত দেন। তাঁর নববধু সেদিন নবী ﷺ -কে খাদ্য এবং পানীয় পরিবেশন করেন। সাহ্‌ল (রা) বলেন, তোমরা কি জান সেই নববধু রাসূল ﷺ -কে কি পান করিয়েছিলেন। তিনি নবী ﷺ -এর জন্য একটি পানপাত্রে কিছু খেজুর সারারাত ধরে ভিজিয়ে রেখেছিলেন।

٢٥٠٤. بَابُ الْمُدَارَاةُ مَعَ النِّسَاءِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ

২৫০৪. অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, আর এ সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন, নারীরা পাঁজরের হাড়ের মত

٤٨٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ اَبِيْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ -

৪৮০৬ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নারীরা হচ্ছে পাঁজরের হাড়ের ন্যায়। যদি তোমরা তাকে একেবারে সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং, যদি তোমরা তাদের থেকে লাভবান হতে চাও, তাহলে ঐ বাঁকা অবস্থাতেই লাভবান হতে হবে।

٢٥٠٥. بَابُ الْوَصَاةُ بِالنِّسَاءِ

২৫০৫. অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার ওসীয়ত

٤٨٠٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِيْ جَارَهُ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ اَعْلاَهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا -

৪৮০৭ ইসহাক ইব্ন নসর (র) .... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যে আল্লাহ্ এবং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর তোমরা নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে এবং সবচেয়ে

বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপরের হাড়। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তুমি তা যেভাবে আছে সে ভাবে রেখে দাও তাহলে বাঁকাই থাকবে। অতএব, তোমাদেরকে ওসীয়ত করা হলো নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার।

٤٨٠٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَّقِي الْكَلاَمَ وَالْاِنْبِسَاطَ اِلٰى نِسَائِنَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ هَيْبَةَ اَنْ يَنْزِلَ فِيْنَا شَيْءٌ فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا ـ

৪৮০৮ নুআয়ম (র) .... হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সময় আমাদের স্ত্রীদের সাথে কথা-বার্তা ও হাসি-ঠাট্টা থেকে দূরে থাকতাম এই ভয়ে যে, এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে কোন ওহী নাযিল হয়ে যায়। নবী ﷺ -এর ইন্তিকালের পর আমরা তাদের সাথে অবাধে কথাবার্তা বলতাম ও হাসি-ঠাট্টা করতাম।

٢٥٠٦. بَابٌ قَوْلُهُ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

২৫০৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা নিজেকে এবং তোমাদের পরিবারকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও

٤٨٠٩ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ ، فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُلٌ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ ، وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُلَةٌ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ ، اَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ ـ

৪৮০৯ আবু নু'মান (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। একজন শাসক সে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের রক্ষক, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে।

٢٥٠٧ بَابٌ حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الْاَهْلِ

২৫০৭. অনুচ্ছেদ ঃ পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম ব্যবহার

٤٨١٠. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَسَ اِحْدٰى عَشَرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ اَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ اَخْبَارِ اَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا ، قَالَتِ الْاُولٰى زَوْجِىْ لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلٰى رَأْسِ جَبَلٍ لاَ سَهْلٍ فَيُرْتَقٰى وَلاَ سَمِيْنٍ فَيُنْتَقَلُ ، قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِىْ لاَ أَبُثُّ خَبَرَهُ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ لاَ اَذَرَهُ اِنْ اَذْكُرْهُ اَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ قَالَتِ الثَّالِثَةُ زَوْجِى الْعَشَنَّقُ اِنْ اَنْطِقْ اُطَلَّقْ وَاِنْ اَسْكُتْ اُعَلَّقْ ، قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِىْ كَلَيْلِ تِهَامَةَ لاَحَرٌّ وَلاَ قَرٌّ وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَامَةَ ، قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِىْ اِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَاِنْ خَرَجَ اَسِدَ ، وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ ، قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِىَ اِنْ اَكَلَ لَفَّ ، وَاِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ ، وَاِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ ، وَلاَ يُوْلِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ ، قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِىْ غَيَايَاءُ اَوْ عَيَايَاءَ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ اَوْ فَلَّكِ اَوْ جَمَعَ كَلاًّلَكِ قَالَتِ الثَّامِنَةِ زَوْجِى الْمَسُّ مَسُّ اَرْنَبٍ ، وَالرِّيْحُ رِيْحُ زَرْنَبٍ ، قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِىْ رَفِيْعُ الْعِمَادِ ، طَوِيْلُ النِّجَادِ ، عَظِيْمُ الرَّمَادِ ، قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ ، قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِىْ مَالِكٌ وَمَا مَالَكٌ ، مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكِ لَهُ اِبِلٌ كَثِيْرَاتُ الْمَبَارِكِ ، قَلِيْلاَتُ الْمَسَارِحِ ، وَاِذَا اَسَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ ، اَيْقَنَّ اَنَّهُنَّ هَوَالِكُ ، قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ زَوْجِى اَبُوْ زَرْعٍ فَمَا اَبُوْزَرْعٍ اَنَاسَ مِنْ حُلِىٍ اُذُنَّى ،

وَمَلاَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَىَّ وَبَجَّحِىْ فَبَجِّحَتْ اِلَىَّ نَفْسِىْ ، وَجَدَنِىْ فِىْ اَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ فَجَعَلَنِىْ فِىْ اَهْلِ صَهِيْلٍ وَاَطِيْطٍ ، وَدَأْسٍ وَمُنْقٍ ، فَعِنْدَهُ اَقُوْلُ فَلاَ أُقَبَّحُ ، وَاَرْقُدُ فَاَتَصَبَّحُ ، وَاَشْرَبُ فَاَتَقْنَحُ ، اُمُّ اَبِىْ زَرْعٍ ، فَمَا اُمُّ اَبِىْ زَرْعٍ عُكُوْمُهَا رَدَاحٌ ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ ، ابْنُ اَبِىْ زَرْعٍ ، فَمَا ابْنُ اَبِىْ زَرْعٍ ، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ ، وَتَشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ ، بِنْتُ اَبِىْ زَرْعٍ ، فَمَا بِنْتُ اَبِىْ زَرْعٍ طَوْعُ اَبِيْهَا ، وَطَوْعُ اُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَاءِ هَا ، وَغَيْظُ جَارَتِهَا ، جَارِيَةُ اَبِىْ زَرْعٍ ، فَمَاجَارِيَةُ اَبِىْ زَرْعٍ ، لاَتَبُثُّ حَدِيْثَنَا تَبْثِيْثًا ، وَلاَ تُنَقِّثُ مِيْرَتَنَا تَنْقِيْثًا ، وَلاَ تَمْلاُ بَيْتَنَا تَعْشِيْشًا قَالَتْ خَرَجَ أَبُوْ زَرْعٍ وَالاَوْطَابُ تُمْخَضُ ، فَلَقِىَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ ، فَطَلَّقَنِىْ وَنَكَحَهَا ، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا ، رَكِبَ شَرِيًّا ، وَأَخَذَ خَطِّيًّا ، وَأَرَاحَ عَلَىَّ نَعَمًا ثَرِيًّا ، وَاَعْطَانِىْ مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا ، وَقَالَ كُلِىْ اُمَّ زَرْعٍ ، وَمِيْرِى أَهْلَكِ ، قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَىْءٍ اَعْطَانِيَةِ مَا بَلَغَ اَصْغَرَ اَنِيَةِ اَبِىْ زَرْعٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ لَكِ كَاَبِىْ زَرْعٍ لاُمِّ زَرْعٍ-

৪৮১০ সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) .... ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ১১ জন মহিলা এক স্থানে একত্রিত হয়ে বসল এবং সকলে মিলে এই কথার ওপর একমত হল যে, তারা নিজেদের স্বামীর ব্যাপারে কোন তথ্যই গোপন রাখবে না। প্রথম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে অত্যন্ত হাল্‌কা-পাতলা দুর্বল উটের গোশতের ন্যায় যেন কোন পাহাড়ের চুড়ায় রাখা হয়েছে এবং সেখানে আরোহণ করা সহজ কাজ নয় এবং গোশতের মধ্যে এত চর্বিও নেই, যে কারণে সেখানে উঠার জন্য কেউ কষ্ট স্বীকার করবে। দ্বিতীয় মহিলা বলল, আমি আমার স্বামী সম্পর্কে কিছু বলব না, কারণ আমি ভয় করছি যে, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেষ করা যাবে না। কেননা, যদি আমি তার সম্পর্কে বলতে যাই, তা হলে আমাকে তার সকল দুর্বলতা এবং মন্দ দিকগুলো সম্পর্কেও বলতে হবে।

তৃতীয় মহিলা বলল, আমার স্বামী একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তি। আমি যদি তার বর্ণনা দেই (আর সে যদি তা শোনে) তাহলে সে আমাকে তালাক দিবে। আর যদি আমি কিছু না বলি, তাহলে সে আমাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবে। অর্থাৎ তালাকও দেবে না, স্ত্রীর মতো ব্যবহারও করবে না। চতুর্থ মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে তিহামার রাতের মত মাঝামাঝি– অতি গরমও না, অতি ঠাণ্ডাও না, আর আমি তাকে ভয়ও করি না, আবার তার প্রতি অসন্তুষ্টও নই। পঞ্চম মহিলা বলল, যখন আমার স্বামী ঘরে প্রবেশ করে তখন চিতা বাঘের ন্যায় থাকে। যখন বাইরে যায় তখন সিংহের ন্যায় তার স্বভাব থাকে এবং ঘরের কোন কাজের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলে না। ৬ষ্ঠ মহিলা বলল, আমার স্বামী যখন খেতে বসে, তখন সব খেয়ে ফেলে। যখন পান করে, তখন সব শেষ করে। যখন নিদ্রা যায়, তখন একাই চাদর বা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। এমনকি হাত বের করেও আমার খবর নেয় না। সপ্তম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে পথভ্রষ্ট অথবা দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন এবং চরম বোকা, সব রকমের দোষ তার আছে। সে তোমার মাথায় বা শরীরে অথবা উভয় স্থানে আঘাত করতে পারে। অষ্টম মহিলা বলল, আমার স্বামীর পরশ হচ্ছে খরগোশের মত এবং তার দেহের সুগন্ধ হচ্ছে যারনাব (এক প্রকার বনফুল-এর মত)। নবম মহিলা বলল, আমার স্বামী হচ্ছে অতি উচ্চ অট্টালিকার মত এবং তার তরবারি ঝুলিয়ে রাখার জন্য সে চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করে (অর্থাৎ সে দানশীল ও সাহসী)। তার ছাইভস্ম প্রচুর পরিমাণের (অর্থাৎ প্রচুর মেহমান আছে এবং মেহমানদারীও হয়) এবং মানুষের জন্য তার গৃহ অবারিত। লোকজন তার সঙ্গে সহজেই পরামর্শ করতে পারে। দশম মহিলা বলল, আমার স্বামীর নাম হল মালিক। মালিকের কি প্রশংসা আমি করব। যা প্রশংসা করব সে তার চেয়ে উর্ধ্বে। তার অনেক মঙ্গলময় উট আছে, তার অধিকাংশ উটকেই ঘরে রাখা হয় (অর্থাৎ মেহমানদের যবাই করে খাওয়ানোর জন্য) এবং অল্প সংখ্যক মাঠে চরার জন্য রাখা হয়। বাঁশির শব্দ শুনলেই উটগুলো বুঝতে পারে যে, তাদেরকে মেহমানদের জন্য যবাই করা হবে। একাদশতম মহিলা বলল, আমার স্বামী আবু যার'আ। তার কথা আমি কি বলব। সে আমাকে এত বেশি গহনা দিয়েছে যে, আমার কান ভারী হয়ে গেছে, আমার বাজুতে মেদ জমেছে এবং আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে, আমি নিজকে গর্বিত মনে করি। সে আমাকে এনেছে অত্যন্ত গরীব পরিবার থেকে, যে পরিবার ছিল মাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক। সে আমাকে অত্যন্ত ধনী পরিবারে নিয়ে আসে, যেখানে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি এবং উটের হাওদার আওয়াজ এবং শস্য মাড়াইয়ের খসখসানি শব্দ শোনা যায়। সে আমাকে ধন-সম্পদের মধ্যে রেখেছে। আমি যা কিছু বলতাম, সে বিদ্রূপ করত না এবং আমি নিদ্রা যেতাম এবং সকালে দেরী করে উঠতাম এবং যখন আমি পান করতাম, অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পান করতাম। আর আবু যার'আর আম্মার কথা কি বলব! তার পাত্র ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং তার ঘর ছিল প্রশস্ত। আবু জার'আর পুত্রের কথা কি বলব! সেও খুব ভাল ছিল। তার শয্যা এত সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হত যেন কোষবদ্ধ তরবারি অর্থাৎ সে অত্যন্ত হালকা-পাতলা দেহের অধিকারী। তার খাদ্য হচ্ছে ছাগলের একখানা পা। আর আবু যার'আর কন্যা সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে কতই না ভাল। সে বাপ-মায়ের সম্পূর্ণ বাধ্যগত সন্তান। সে অত্যন্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী, যে কারণে সতীনরা তাকে হিংসা করে। আবু যার'আর ক্রীতদাসীরও অনেক গুণ। সে আমাদের গোপন কথা কখনো প্রকাশ করত না, সে আমাদের সম্পদকে কমাত না এবং আমাদের বাসস্থানকে আবর্জনা দিয়ে ভরে রাখত না। সে মহিলা আরও বলল, একদিন দুধ দোহন করার সময় আবু যার'আ বাইরে বেরিয়ে এমন একজন মহিলাকে দেখতে পেল, যার দু'টি পুত্র-সন্তান রয়েছে। ওরা মায়ের স্তন্য নিয়ে চিতা

বাঘের মতে খেলছিল (দুধ পান করছিল)। সে ঐ মহিলাকে দেখে আকৃষ্ট হল এবং আমাকে তালাক দিয়ে তাকে শাদী করল। এরপর আমি এক সম্মানিত ব্যক্তিকে শাদী করলাম। সে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের গৃহপালিত জন্তু থেকে এক এক জোড়া আমাকে দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মে যার'আ! তুমি এ সম্পদ থেকে খাও, পরিধান কর এবং উপহার দাও। মহিলা আরও বলল, সে আমাকে যা কিছু দিয়েছে, তা আবু যার'আর একটি ক্ষুদ্র পাত্রও পূর্ণ করতে পারবে না (অর্থাৎ আবু যার'আর সম্পদের তুলনায় তা খুবই সামান্য ছিল)। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, "আবু যার'আ তার স্ত্রী উম্মে যার'আর প্রতি যেরূপ (আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ (পার্থক্য এতটুকুই) আমি তোমাকে তালাক দেব না এবং তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করব)।

٤٨١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُوْنَ بِحِرَابِهِمْ فَسَتَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَنْظُرُ فَمَا زِلْتُ اَنْظُرُ حَتّٰى كُنْتُ اَنَا اَنْصَرِفُ فَأَقْدِرُا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ ـ

৪৮১১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... হযরত উরওয়া, হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন হাবশীরা তাদের বর্শা নিয়ে খেলা করছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে নিয়ে পর্দা করে তার পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আমি সেই খেলা দেখছিলাম। যতক্ষণ আমার ভাল লাগছিল ততক্ষণ আমি দেখছিলাম। এরপর আমি স্বেচ্ছায় সেস্থান ত্যাগ করলাম। সুতরাং তোমরা অনুমান করতে পারলে যে,, অল্প বয়স্কা মেয়েরা কী পরিমাণ আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করে।

٢٥٠٨. بَابٌ مَوْعِظَةُ الرَّجُلِ اِبْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا

২৫০৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে তার স্বামী সম্পর্কে উপদেশ দান করা

٤٨١٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ اَزَلْ حَرِيْصًا عَلٰى اَنْ اَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا حَتّٰى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ ، وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ ، بِاِدَاوَةٍ

فَتَبَرَّزَ ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلٰى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ لَهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمَرْاَتَانِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ، قَالَ وَاَعْجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوْقُهُ قَالَ كُنْتَ اَنَا وَجَارٌ لِيْ مِنَ الْاَنْصَارِ فِيْ بَنِيْ اُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِيْ الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا ، وَاَنْزِلُ يَوْمًا ، فَاِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ اَوْ غَيْرِهِ ، وَاِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْاَنْصَارِ اِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْاَنْصَارِ فَصَخَبْتُ عَلَى امْرَأَتِيْ فَرَاجَعَتْنِيْ فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَجِعَنِيْ قَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللّٰهِ اِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَاِنَّ اِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتّٰى اللَّيْلِ ، فَأَفْزَعَنِيْ ذَالِكَ وَقُلْتُ لَهَا قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ مِنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ ، فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَيْ حَفْصَةُ اَتُغَاضِبُ اِحْدَاكُنَّ النَّبِيُّ ﷺ الْيَوْمَ حَتّٰى اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، فَقُلْتُ قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ اَفَتَأْمَنِيْنَ أَنْ يَغْضَبَ اللّٰهُ لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَتَهْلِكِيْ لَاتَسْتَكْثِرِى النَّبِيَّ ﷺ وَلَا تُرَجِعِيْهِ فِيْ شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيْهِ وَسَلِيْنِيْ مَابَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ اَوْ ضَأَمَنُكِ وَأَحَبَّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ ، قَالَ عُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا اَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزْوِنَا ، فَنَزَلَ صَاحِبِي الْاَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ ، فَرَجَعَ اِلَيْنَا عِشَاءً

فَضَرَبَ بَابِىْ ضَرْبًا شَدِيْدًا وَقَالَ أَثَمَّ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ ، فَقَالَ قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ اَمْرٌ عَظِيْمٌ ، قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَ غَسَّانُ ؟ قَالَ لاَ ، بَلْ اَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ وَأَهْوَلُ ، طَلَّقَ النَّبِىُّ ﷺ نِسَاءَهُ ، فَقُلْتُ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، قَدْ كُنْتُ اَظُنُّ هٰذَا يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ فَجَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِىْ ، فَصَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِمَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيْهَا ، وَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَاِذَا هِىَ تَبْكِىْ ، فَقُلْتُ مَا يُبْكِيْكِ اَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هٰذَا اَطَلَّقَكُنَّ النَّبِىُّ ﷺ قَالَتْ لاَ اَدْرِىْ هَا هُوَ ذَامُعْتَزِلٌ فِى الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ اِلَى الْمِنْبَرِ فَاِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِىْ بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيْلاً ، ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرَبَةَ الَّتِىْ فِيْهَا النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ لِغُلاَمٍ لَهُ اَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ الْغُلاَمُ فَكَلَّمَ النَّبِىَّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلاَمِ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا أَجِدُ ، فَجِئْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَىَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا، قَالَ اِذَا الْغُلاَمُ يَدْعُوْنِىْ ، فَقَالَ قَد اَذِنَ لَكَ النَّبِىُّ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى رِمَالِ حَصِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ اَثَّرَا الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ اَدَامٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَطَلَقْتَ

نِسَائِكَ فَرَفَعَ اِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ
اَسْتَانِسُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ رَأَيْتَنِيْ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ
فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ اِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ
قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ رَأَيْتَنِيْ وَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لاَ
يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ اَوْضَأَمِنْكِ وَاَحَبَّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ
عَائِشَةَ ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ تَبَسُّمَةً اُخْرَى ، فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَاَيْتُهُ
تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ فِيْ بَيْتِهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ فِيْ بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُّ
الْبَصَرَ غَيْرَ اَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلٰى
اُمَّتِكَ فَاِنَّ فَارِسًا وَالرُّوْمَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَاُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ
لاَيَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ اَوْفِيْ هٰذَا اَنْتَ يَا
ابْنَ الْخَطَّابِ ، اِنَّ اُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوْا طَيِّبَاتِهِمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ،
فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَغْفِرْلِيْ ، فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ اَجْلِ
ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ اَفْشَتْهُ حَفْصَةُ اِلٰى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ،
وَكَانَ قَالَ مَا اَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ
عَاتَبَهُ اللّٰهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ ،
فَبَدَابِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ كُنْتَ قَدْ اَقْسَمْتَ اَنْ لاَ
تَدْخُلَ عَلَيْهَا شَهْرًا ، وَاِنَّمَا أَصْبَحْتُ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَعُدُّهَا عَدًّا
، فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ ، فَكَانَ ذٰلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً
، قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اٰيَةَ التَّخْيِيْرِ فَبَدَأَبِيْ اَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ
نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَائَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ -

৪৮১২ আবুল ইয়ামান (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বহুদিন ধরে উৎসুক ছিলাম যে, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করব, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিবিগণের মধ্যে কোন্ দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন ঃ "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্র নিকট তওবা কর (তবে এটা উত্তম) কেননা, তোমাদের মন সঠিক পথ থেকে সরে গেছে।" এরপর একবার তিনি [হযরত উমর (রা)] হজ্জের জন্য রওয়ানা হলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে হজ্জে গেলাম। (ফিরে আসার পথে) তিনি ইস্তিনজার জন্য রাস্তা থেকে সরে গেলেন। আমি পানি পূর্ণ পাত্র হাতে তাঁর সাথে গেলাম। তিনি ইস্তিনজা করে ফিরে এলে আমি ওযূর পানি তাঁর হাতে ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি যখন ওযূ করছিলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে কোন্ দু'জন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্র কাছে তওবা কর (তবে তোমাদের জন্য উত্তম), কেননা, তোমাদের মন সঠিক পথ থেকে সরে গেছে।" জবাবে তিনি বললেন, হে ইব্ন আব্বাস! আমি তোমার প্রশ্ন শুনে অবাক হচ্ছি। তাঁরা দুজন তো আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা)। এরপর হযরত উমর (রা) এই ঘটনাটি বর্ণনা করলেন, "আমি এবং আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী যিনি উমাইয়া ইব্ন যায়দ গোত্রের লোক এবং তারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করত। আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে পালাক্রমে সাক্ষাত করতাম। সে একদিন নবী ﷺ -এর দরবারে যেত, আমি আর একদিন যেতাম। যখন আমি দরবারে যেতাম, ঐ দিন দরবারে ওহী অবতীর্ণসহ যা ঘটত সবকিছুর খবর আমি তাকে দিতাম এবং সেও অনুরূপ খবর আমাকে দিত। আমরা কুরাইশরা নিজদের স্ত্রীগণের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলাম। কিন্তু আমরা যখন আনসারদের মধ্যে এলাম, তখন দেখতে পেলাম, তাদের স্ত্রীগণ তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব করে চলেছে। সুতরাং আমাদের স্ত্রীরাও তাদের দেখাদেখি সেরূপ ব্যবহার করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি নারাজ হলাম এবং তাকে উচ্চস্বরে কিছু বললাম, সেও প্রতি-উত্তর দিল। আমার কাছে এ রকম প্রতি-উত্তর দেয়াটা অপছন্দ হল। সে বলল, আমি আপনার কথার পাল্টা উত্তর দিচ্ছি এতে অবাক হচ্ছেন কেন ? আল্লাহ্র কসম, নবী ﷺ-এর বিবিগণ তাঁর কথার মুখে মুখে পাল্টা উত্তর দিয়ে থাকেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এক দিন এক রাত পর্যন্ত কথা না বলে কাটান। [হযরত উমর (রা) বলেন], এ কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং আমি বললাম, তাদের মধ্যে যারা এরূপ করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর আমি আমার কাপড় পরিধান করলাম এবং আমার কন্যা হাফসার ঘরে প্রবেশ করলাম এবং বললাম ঃ হাফ্সা! তোমাদের মধ্য থেকে কারো প্রতি রাসূল ﷺ কী সারা দিন রাত পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেননি ? সে উত্তর করল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ। তোমরা কি এ ব্যাপারে ভীত হচ্ছো না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন ? পরিণামে তোমরা ধ্বংসের মধ্যে পড়ে যাবে। সুতরাং তুমি নবী ﷺ-এর কাছে অতিরিক্ত কোন জিনিস দাবি করবে না এবং তাঁর কথার প্রতি-উত্তর করবে না এবং তাঁর সাথে কথা বলা বন্ধ করবে না। তোমার যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে আমার কাছে চেয়ে নেবে। আর তোমার সতীন তোমার চেয়ে অধিক রূপবতী এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অধিক প্রিয়– তা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এখানে সতীন বলতে হযরত আয়েশা (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত উমর (রা) আরো বলেন, এ সময় আমাদের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, গাস্সানের শাসনকর্তা আমাদের ওপর আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে তাদের

ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। আমার প্রতিবেশী আনসার তার পালার দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমত থেকে রাতে ফিরে এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করল এবং জিজ্ঞেস করল, আমি ঘরে আছি কিনা ? আমি শংকিত অবস্থায় বেরিয়ে এলাম। সে বলল, আজ এক বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম, সেটা কি ? গাস্‌সানিরা কি এসে গেছে? সে বলল, না, তার চেয়েও বড় ঘটনা এবং তা ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়েছেন। আমি বললাম, হাফ্‌সা তো ধ্বংস হয়ে গেল, ব্যর্থ হলো। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম, খুব শীগগীরই এরকম একটা কিছু ঘটবে। এরপর আমি পোশাক পরিধান করলাম এবং ফজরের সালাত নবী ﷺ -এর সাথে আদায় করলাম। নবী ﷺ ওপরের কামরায় (মাশরুবা) একাকী আরোহণ করলেন, আমি তখন হাফ্‌সার কাছে গেলাম এবং তাকে কাঁদতে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছ কেন ? আমি কি তোমাকে এ ব্যাপারে পূর্বেই সতর্ক করে দেইনি ? নবী ﷺ কি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়েছেন ? সে বলল, আমি জানি না। তিনি ওখানে ওপরের কামরায় একাকী রয়েছেন। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মিম্বরের কাছে বসলাম। সেখানে কিছু সংখ্যক লোক বসা ছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই কাঁদছিল। আমি তাদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম, কিন্তু আমার অন্তর এ অবস্থা সহ্য করতে পারছিল না। সুতরাং যে ওপরের কামরায় নবী ﷺ অবস্থান করছিলেন আমি সেই ওপরের কামরায় গেলাম এবং তাঁর হাবশী কালো খাদেমকে বললাম, তুমি কি উমরের জন্য নবী ﷺ -এর কাছে যাওয়ার অনুমতি এনে দেবে ? খাদেমটি গেল এবং নবী ﷺ -এর সাথে কথা বলল। ফিরে এসে উত্তর করল, আমি নবী ﷺ-এর কাছে আপনার কথা বলেছি ; কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। তখন আমি ফিরে এলাম এবং যেখানে লোকজন বসা ছিল সেখানে বসলাম। কিন্তু এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। তাই আবার এসে খাদেমকে বললাম! তুমি কি উমরের জন্য অনুমতি এনে দিবে ? সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি তাঁর কাছে আপনার কথা বলেছি; কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। সুতরাং আমি আবার ফিরে এসে মিম্বরের কাছে ঐ লোকজনের সাথে বসলাম। কিন্তু এ অবস্থা আমার কাছে অসহ্য লাগছিল। পুনরায় আমি খাদেমের কাছে গেলাম এবং বললাম, তুমি কি উমরের জন্য অনুমতি এনে দেবে ? সে গেল এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে বলতে আসল, আমি আপনার কথা উল্লেখ করলাম; কিন্তু তিনি নিরুত্তর আছেন। যখন আমি ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি, এমন সময় খাদেমটি আমাকে ডেকে বলল, নবী ﷺ আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট প্রবেশ করে দেখলাম, তিনি খেজুরের চাটাইর ওপর চাদরবিহীন অবস্থায় খেজুরের পাতা ভর্তি একটি বালিশে ভর দিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীরে পরিষ্কার চাটাইয়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং দাঁড়ানো অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আপনার বিবিগণকে তালাক দিয়েছেন ? তিনি আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, না (অর্থাৎ তালাক দেইনি)। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার। এরপর আলাপটা নমনীয় করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি শোনেন তাহলে বলি ঃ আমরা কুরাইশগণ, মহিলাদের ওপর আমাদের প্রতিপত্তি খাটাতাম; কিন্তু আমরা মদীনায় এসে দেখলাম, এখানকার পুরুষদের ওপর নারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান। এ কথা শুনে নবী ﷺ মুচকি হাসলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনি আমার কথার দিকে একটু নজর দেন। আমি হাফ্‌সার কাছে গেলাম এবং আমি তাকে বললাম, তোমার সতীনের রূপবতী হওয়া ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রিয় পাত্রী হওয়া তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। এর দ্বারা আয়েশা (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা

হয়েছে। নবী ﷺ পুনরায় মুচকি হাসলেন। আমি তাঁকে হাসতে দেখে বসে পড়লাম। এরপর আমি তাঁর ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, আল্লাহ্‌র কসম, শুধুমাত্র তিনটি চামড়া ছাড়া আমি আর তাঁর ঘরে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! দোয়া করুন, আল্লাহ্‌ তা'আলা যাতে আপনার উম্মতদের সচ্ছলতা দান করেন। কেননা, পারস্য ও রোমানদের প্রাচুর্য দান করা হয়েছে এবং তাদের দুনিয়ার আরাম প্রচুর পরিমাণে দান করা হয়েছে ; অথচ তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না। এ কথা শুনে হেলান দেয়া অবস্থা থেকে নবী ﷺ সোজা হয়ে বসে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এখনো এই ধারণা পোষণ করছ ? ওরা ঐ লোক, যারা উত্তম কাজের প্রতিদান এ দুনিয়ায় পাচ্ছে! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। হাফ্‌সা (রা) কর্তৃক আয়েশা (রা)-কে কথা ফাঁস করে দেয়ার কারণে নবী ﷺ উনত্রিশ দিন তার বিবিগণ থেকে আলাদা থাকেন। নবী ﷺ বলেছিলেন, আমি এক মাসের মধ্যে তাদের কাছে যাব না তাদের প্রতি গোস্বার কারণে। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন। সুতরাং যখন উনত্রিশ দিন হয়ে গেল, নবী ﷺ সর্বপ্রথম আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে দিয়েই শুরু করলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনি কসম করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু এখন তো উনত্রিশ দিনেই এসে গেলেন। আমি প্রতিটি দিন এক এক করে হিসাব করে রেখেছি। নবী ﷺ বললেন, উনত্রিশ দিনেও এক মাস হয়। নবী ﷺ বলেন, এ মাস ২৯ দিনের। হযরত আয়েশা (রা) আরও বলেন, ঐ সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা ইখতিয়ারের আয়াত নাযিল করেন[১] এবং তিনি তাঁর বিবিগণের মধ্যে আমাকে দিয়েই শুরু করেন এবং আমি তাকেই গ্রহণ করি। এরপর তিনি অন্য বিবিগণের অভিমত চাইলেন। সকলেই তাই বলল, যা হযরত আয়েশা (রা) বলেছিলেন।

٢٥٠٩. بَابٌ صَوْمُ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

২৫০৯. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অনুমতিক্রমে স্ত্রীদের নফল রোযা রাখা

٤٨١٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَتَصُوْمُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ ـ

৪৮১৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোন স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতিতে তাঁর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখবে না।

٢٥١٠. بَابٌ اِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

২৫১০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন মহিলা তার স্বামীর বিছানা বাদ দিয়ে আলাদা বিছানায় রাত কাটায়

১. সূরা আহযাবের ২৮ নং আয়াত নাযিল হয়।

٤٨١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ اَنْ تَجِىءَ ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ -

৪৮১৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (রা) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সাথে একই বিছানায় শোয়ার জন্য ডাকে, আর তার স্ত্রী অস্বীকার করে, তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা ঐ মহিলার ওপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকে।

٤٨١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتّٰى تَرْجِعَ -

৪৮১৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন আর'আরা (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে এবং যতক্ষণ না সে তার স্বামীর শয্যায় ফিরে আসে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার ওপর লা'নত বর্ষণ করতে থাকে।

٢٥١١. بَابٌ لاَتَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا لِاَحَدٍ اِلاَّ بِإِذْنِهِ

২৫১১. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে স্বামীগৃহে প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয়

٤٨١٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنُ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدّٰى اِلَيْهِ شَطْرُهُ ، وَرَوَاهُ اَبُو الزِّنَادِ اَيْضًا عَنْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِى الصَّوْمِ -

৪৮১৬ আবুল ইয়ামান (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

যখন স্বামী উপস্থিত থাকবে, তখন স্বামীর অনুমতি ছাড়া রোযা রাখবে না এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে তার গৃহে প্রবেশ করতে দেবে না। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ ছাড়া তার সম্পদ থেকে খরচ করে, তাহলে স্বামী তার অর্ধেক সওয়াব পাবে। হাদীসটি সিয়াম অধ্যায়ে আবূয্যানাদ মূসা থেকে, তিনি নিজ পিতা থেকে এবং তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

٤٨١٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانُ عَنْ أُسَامَةَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنَ ، وَاَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ ، غَيْرَ اَنَّ اَصْحَابُ النَّارِ قَدْ أُمِرَبِهِمْ اِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلٰى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءِ ـ

৪৮১৭ মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত উসামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আমি জানাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই গরীব-মিসকীন; অথচ ধনবানগণ আটকা পড়ে আছে। বিপরীতে জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি জাহান্নামের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়ালাম এবং দেখলাম যে, অধিকাংশই নারী।

٢٥١٢ـ بَابٌ كُفْرَانُ الْعَشِيْرِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَهُوَ الْخَلِيْطُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ فِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৫১২. অনুচ্ছেদ ঃ 'আল-আশীর' অর্থাৎ স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া। 'আল-আশীর' বলতে সাথী-সঙ্গী বা বন্ধুকে বোঝায়। এ শব্দ মু'আশারা থেকে গৃহীত। এ প্রসঙ্গে আবু সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন

٤٨١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ خَسَفَت الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْوًا مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً

وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ ، لاَيَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَاِذَ رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُو اللّٰهَ ، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ هٰذَا ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ ، فَقَالَ اِنِّيْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ ، اَوْ اُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهُ لاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا ، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ اَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ ، قَالُوْا لِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ ، قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ ؟ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ ، وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلٰى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا ، قَالَتْ مَارَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ـ

৪৮১৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জীবদ্দশায় একদিন সূর্য গ্রহণ আরম্ভ হলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাল্লাতুল খুসুফ বা সূর্যগ্রহণের সালাত পড়লেন এবং লোকেরাও তার সাথে অংশগ্রহণ করল। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন, যাতে সূরা বাকারার সমপরিমাণ কুরআন পাঠ করা যায়। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন এবং মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকলেন; এ প্রথম কিয়ামের চেয়ে কম সময়ের ছিল। তারপর কুরআন তিলাওয়াত করলেন, পুনরায় দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন। কিন্তু এবারের রুকূর পরিমাণ পূর্বের চেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিল। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং সিজদায় গেলেন। এরপর তিনি কিয়াম করলেন, কিন্তু এবারের সময় ছিল পূর্বের কিয়ামের চেয়ে স্বল্পস্থায়ী। এরপর পুনরায় তিনি রুকূতে গেলেন, কিন্তু এবারের রুকূর সময় পূর্ববর্তী রুকূর সময়ের চেয়ে কম ছিল। এরপর পুনরায় তিনি দাঁড়ালেন। কিন্তু এবারে দাঁড়াবার সময় ছিল পূর্বের চেয়েও কম। এরপরে রুকূতে গেলেন; এবারের রুকূর সময় পূর্ববতী রুকূর চেয়ে কম ছিল। তারপর সিজদায় গেলেন এবং সালাত শেষ করলেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। এরপর নবী ﷺ বললেন, চন্দ্র এবং সূর্য এ দু'টি আল্লাহ্র নিদর্শনের অন্যতম। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে এদের গ্রহণ হয় না। তাই

তোমরা যখন প্রথম গ্রহণ দেখতে পাও, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। এরপর তাঁরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনাকে দেখতে পেলাম যে, আপনি কিছু নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছেন, এরপর আবার আপনাকে দেখতে পেলাম যে, আপনি পিছনের দিকে সরে এলেন। নবী ﷺ বললেন, আমি জান্নাত দেখতে পেলাম অথবা আমাকে জান্নাত দেখানো হয়েছে এবং আমি সেখান থেকে আঙ্গুরের থোকা ছিঁড়ে আনার জন্য হাত বাড়ালাম এবং তা যদি আমি ধরতে পারতাম, তবে তোমরা তা থেকে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত খেতে পারতে। এরপর আমি দোযখের আগুন দেখতে পেলাম। আমি এর পূর্বে কখনও এত ভয়াবহ দৃশ্য দেখিনি এবং আমি আরও দেখতে পেলাম যে, তার অধিকাংশ অধিবাসীই নারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর কারণ কি? তিনি বললেন, এটা তাদের অকৃতজ্ঞতার ফলস্বরূপ। লোকেরা বলল, তারা কি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে নাফরমানী করে? তিনি বললেন, তারা তাদের স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং তাদের প্রতি যে অনুগ্রহ দেখানো হয়, তার জন্য তাদের শোকর নেই। তোমরা যদি সারা জীবন তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর; কিন্তু তারা যদি কখনও তোমার দ্বারা কষ্টদায়ক কোন ব্যবহার দেখতে পায়, তখন বলে বসে, আমি তোমার থেকে জীবনে কখনও ভাল ব্যবহার পেলাম না।

٤٨١٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ ، فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاَطَّلَعْتُ فِى النَّارِ ، فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ تَابَعَهُ اَيُّوْبُ وَسَلْمُ بْنُ زَرِيْرٍ-

৪৮১৯ উসমান ইব্‌ন হায়সাম (র) .... হযরত ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, আমি জান্নাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম, দেখলাম, অধিকাংশ বাসিন্দাই হচ্ছে গরীব এবং দোযখের দিকে তাকিয়ে দেখি তার অধিকাংশ অধিবাসী হচ্ছে নারী। আইউব এবং সালম বিন যরীর উক্ত হাদীসের সমর্থন ব্যক্ত করেন।

٢٥١٣- بَابٌ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ قَالَهُ اَبُوْ جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৫১৩. অনুচ্ছেদ ঃ তোমার স্ত্রীর তোমার ওপর অধিকার আছে। হযরত আবু হুযায়ফা (রা) এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

٤٨٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَبْدَ اللّٰهِ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارِ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ ، قُلْتُ بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ـ

৪৮২০ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে আবদুল্লাহ্! আমাকে কি এ খবর প্রদান করা হয়নি যে, তুমি রাতভর ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাক এবং দিনভর সিয়াম পালন কর ? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তুমি এরূপ করো না, বরং সিয়ামও পালন কর, ইফতারও কর, রাত জেগে ইবাদত কর এবং নিদ্রাও যাও। তোমার শরীরেরও তোমার ওপর হক আছে; তোমার চোখেরও তোমার উপর হক আছে এবং তোমার স্ত্রীরও তোমার ওপর হক আছে।

٢٥١٤. بَابٌ اَلْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا

২৫১৪. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী স্বামীগৃহের রক্ষক

٤٨٢١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْاَمِيْرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ـ

৪৮২১ আবদান (র) .... হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আমীর রক্ষক, একজন ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের রক্ষক, একজন নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের রক্ষক। এ ব্যাপারে তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক, আর তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীনস্ত লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

٢٥١٥ـ بَابٌ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلٰى قَوْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

২৫১৫. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ মহিলাদের ওপর কর্তৃত্বকারী এবং দায়িত্বশীল, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন ...... নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান ও শ্রেষ্ঠ

৪৮২২ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِىْ مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ اٰلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ اِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ ـ

৪৮২২ খালিদ ইব্‌ন মাখ্‌লাদ (র) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ শপথ করলেন যে, এক মাসের মধ্যে তিনি স্ত্রীদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন না। তিনি নিজস্ব একটি উঁচু কামরায় অবস্থান করছিলেন। উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে তিনি সেখান থেকে নিচে নেমে এলেন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি শপথ করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে কোন স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করবেন না। তিনি বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

٢٥١٦ـ بَابُ هِجْرَةِ النَّبِىِّ ﷺ نِسَاءَهُ فِىْ غَيْرِ بُيُوْتِهِنَّ ، وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفْعُهُ غَيْرَ اَنْ لاَ تُهْجَرَ اِلاَّ فِى الْبَيْتِ وَالْاَوَّلُ اَصَحُّ

২৫১৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর আপন স্ত্রীদের সাথে আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত এবং তাদের কক্ষের বাইরে অন্য কক্ষে অবস্থানের ঘটনা

৪৮২৩ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِىٍّ اَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَلَفَ اَنْ لاَيَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ اَهْلِهِ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ اَوْرَاحَ ، فَقِيْلَ لَهُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ حَلَفْتَ اَنْ لاَتَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا ؟ قَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا ـ

৪৮২৩ আবু আসিম (র) .... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ শপথ গ্রহণ করলেন যে, এক মাসের মধ্যে তাঁর কতিপয় বিবির নিকট তিনি গমন করবেন না; কিন্তু যখন উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হল তখন তিনি সকালে কিংবা বিকালে তাঁদের কাছে গেলেন। কোন একজন তাঁকে বললেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি শপথ করেছেন এক মাসের মধ্যে কোন বিবির কাছে যাবেন না। তিনি বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেরও হয়ে থাকে।

٤٨٢٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَعْفُوْرٍ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ اَبِى الضُّحٰى ، فَقَال حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِىِّ ﷺ يَبْكِيْنَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ اَهْلُهَا ، فَخَرَجْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ ، فَاِذَا هُوَ مَلاَنُ مِنَ النَّاسِ ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَصَعَدَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ فِىْ غُرْفَةٍ لَهُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ، فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ؟ فَقَالَ لاَ، وَلٰكِنْ اٰلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا ، فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلٰى نِسَائِهٖ ـ

৪৮২৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন প্রত্যুষে দেখতে পেলাম নবী ﷺ-এর বিবিগণ কাঁদছেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে পরিবারের লোকজনও রয়েছে। আমি মসজিদে গেলাম এবং সেখানকার অবস্থা ছিল জনাকীর্ণ। হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) সেখানে এলেন এবং নবী ﷺ-এর উপরিস্থিত কক্ষে আরোহণ করলেন এবং সালাম করলেন, কিন্তু নবী ﷺ কোন উত্তর দিলেন না। পুনরায় তিনি সালাম দিলেন ; কিন্তু কেউ কোনরূপ সাড়া দিল না। আবার তিনি সালাম দিলেন; কিন্তু কেউ কোনরূপ জবাব দিল না। এরপর খাদেমকে ডাকলেন এবং তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আপনার বিবিগণকে তালাক দিয়েছেন ? তিনি বললেন, না, কিন্তু আমি শপথ করেছি যে, তাদের কাছে এক মাস পর্যন্ত যাব না। নবী ﷺ উনত্রিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে তাঁর বিবিগণের কাছে গমন করেন।

٢٥١٧. بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَقَوْلِهٖ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ .

২৫১৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের প্রহার করা নিন্দনীয় কাজ এবং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ (প্রয়োজনে) তাদেরকে মৃদু প্রহার কর

٤٨٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَيَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِىْ اٰخِرِ الْيَوْمِ ـ

৪৮২৫ মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীদেরকে গোলামের মত প্রহার করো না। কেননা, দিনের শেষে তার সাথে তো মিলিত হবে।

٢٥١٨. بَابٌ لاَتُطِيْعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِىْ مَعْصِيَةٍ

২৫১৮. অনুচ্ছেদ ঃ অবৈধ কাজে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে না

٤٨٢٦ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَاسِهَا ، فَجَائَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجَهَا اَمَرَنِىْ اَنْ اَصِلَ فِىْ شَعَرِهَا ، فَقَالَ لاَ اِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوْصِلاَتُ ـ

৪৮২৬ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক আনসারী মহিলা তার মেয়েকে শাদী দিলেন। কিন্তু তার মাথার চুলগুলো উঠে যেতে লাগল। এরপর সে নবী ﷺ-এর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলল, আমার স্বামী আমাকে বলেছে আমি যেন আমার মেয়ের মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করিয়ে দেই। তখন নবী ﷺ বললেন, না তা করো না, কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের মহিলাদের ওপর লা'নত বর্ষণ করে থাকেন, যারা মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করে।

٢٥١٩. بَابٌ قَوْلُهُ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا

২৫১৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, কোন স্ত্রীলোক যখন তার স্বামীর পক্ষ থেকে অশোভন ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে

٤٨٢٧ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا ، قَالَتْ هِىَ

الْمَرْأَةُ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيْدُ طَلاَقَهَا ، وَ يَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا ، تَقُوْلُ لَهُ اَمْسِكْنِيْ وَلاَ تُطَلِّقْنِيْ ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِيْ ، فَاَنْتَ فِيْ حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِيْ ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ -

৪৮২৭ ইব্‌ন সালাম (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, "যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে নিষ্ঠুরতা বা উপেক্ষার আশংকা করে" এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াত হচ্ছে ঐ মহিলা সম্পর্কে, যার স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখতে চায় না; বরং তাকে তালাক দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে শাদী করতে চায়। তখন তার স্ত্রী তাকে বলে, আমাকে রাখ এবং তালাক দিও না বরং অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করে নাও এবং তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে খোরপোষ না-ও দিতে পার আর আমাকে শয্যাসঙ্গিনী না-ও করতে পার। আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী যদি পারস্পরিক সন্ধি করে নেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই এবং সন্ধি করা উত্তম।

٢٥٢٠. بَابُ الْعَزْلُ

২৫২০. অনুচ্ছেদ ঃ আযল প্রসঙ্গে

٤٨٢٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ -

৪৮২৮ মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর যুগে আমরা 'আযল' করতাম।

٤٨٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ -

৪৮২৯ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আযল' করতাম, তখন কুরআন নাযিল হত। অন্য সূত্র থেকেও হযরত জাবির (রা) এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٨٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ

مَالك بْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ ، فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَوَ اِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ قَالَهَا ثَلاَثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الاَّ هِيَ كَائِنَةٌ -

৪৮৩০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আসমা (র) .... হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধকালীন সময় গনীমত হিসাবে কিছু দাসী পেয়েছিলাম। আমরা তাদের সাথে আযল করতাম। এরপর আমরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন ঃ আরে! তোমরা কি এমন কাজও কর ? একই প্রশ্ন তিনি তিনবার করলেন এবং পরে বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত যে রূহ পয়দা হবার, তা অবশ্যই পয়দা হবে।

٢٥٢١. بَابٌ الْقُرْعَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

২৫২১. অনুচ্ছেদ ঃ যখন সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করে নেবে

٤٨٣١ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ بْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اذَا خَرَجَ اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اذَا كَانَ بِالَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ الاَ تَرْكَبِيْنَ الَّيْلَةَ بَعِيْرِىْ وَارْكَبُ بَعِيْرَكِ تَنْظُرِيْنَ وَاَنْظُرُ ، فَقَالَتْ بَلٰى فَرَكِبَتْ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتّٰى نَزَلُوْا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةَ ، فَلَمَّا نَزَلُوْا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الاِذْخِرِ وَتَقُوْلُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَىَّ عَقْرَبًا اَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِىْ وَلاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقُوْلَ لَهُ شَيْئًا -

৪৮৩১ আবু নু'আয়ম (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই নবী ﷺ সফরে যাওয়ার ইরাদা করতেন, তখনই বিবিগণের মাঝে লটারী করতেন। এক সফরের সময় হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত হাফসা (রা)-এর নাম লটারীতে ওঠে। নবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যখন রাত হত তখন হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে এক সওয়ারীতে আরোহণ করতেন এবং তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। এক রাতে হযরত হাফসা (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, আজ রাতে তুমি কি আমার উটে আরোহণ করবে এবং আমি তোমার উটে, যাতে করে আমি তোমাকে এবং তুমি আমাকে এক নতুন অবস্থায় দেখতে পাবে? হযরত আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি রাযী আছি। সে হিসাবে হযরত আয়েশা (রা) হযরত হাফসা (রা)-এর উটে এবং হযরত হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-এর উটে সওয়ার হলেন। নবী ﷺ হযরত আয়েশা (রা)-এর নির্ধারিত উটের কাছে এলেন, যার ওপর হযরত হাফসা (রা) বসা ছিলেন। তিনি সালাম করলেন এবং তাঁর পার্শ্বে বসে সফর করলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সবাই অবতরণ করলেন। হযরত আয়েশা (রা) নবী ﷺ-এর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। যখন তাঁরা সকলেই অবতরণ করলেন তখন আয়েশা (রা) নিজ পদযুগল 'ইযখির' নামক ঘাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য কোন সাপ বা বিচ্ছু পাঠিয়ে দাও, যাতে আমাকে দংশন করে। কেননা, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কিছু বলতে পারব না।

٢٥٢٢. بَابٌ الْمَرْأَةُ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا ، وَكَيْفَ يُقْسِمُ ذٰلِكَ

২৫২২. অনুচ্ছেদ ঃ যে স্ত্রী স্বামীকে নিজের পালার দিন সতীনকে দিয়ে দেয় এবং এটা কিভাবে ভাগ করতে হবে

٤٨٣٢ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ ـ

৪৮৩২ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সওদা বিনতে যাম'আ (রা) তাঁর পালার রাত আয়েশা (রা)-কে দান করেছিলেন। নবী ﷺ হযরত আয়েশা (রা)-এর জন্য দু'দিন বরাদ্দ করেন– একদিন আয়েশা (রা)-এর জন্য নির্দিষ্ট দিন এবং সওদা (রা)-এর দিন।

٢٥٢٣. بَابٌ الْعَدْلُ بَيْنَ النِّسَاءِ : وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ اِلٰى قَوْلِهِ : وَاسِعًا حَكِيْمًا

২৫২৩. অনুচ্ছেদ ঃ আপন স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ করা। আল্লাহ্ বলেন, "স্ত্রীদের মধ্যে পুরাপুরি সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তোমাদের ক্ষমতার বাইরে ...... বস্তুত আল্লাহ্ বিশাল ক্ষমতার মালিক এবং মহাজ্ঞানী"

٢٥٢٤. بَابٌ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ

২৫২৪. অনুচ্ছেদ ঃ যদি বিধবা বিবাহিতা স্ত্রী'র উপস্থিতিতে কুমারী মেয়ে শাদী করে

٤٨٣٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ وَلَوْشِئْتُ اَنْ اَقُوْلَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَلٰكِنْ قَالَ السُّنَّةُ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ـ

৪৮৩৩ মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সুন্নত এই যে, যদি কেউ কুমারী মেয়ে শাদী করে, তবে তার সাথে সাত দিন-রাত্রি যাপন করতে হবে আর যদি কেউ কোন বিধবা মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে তার সাথে যেন তিন দিন অতিবাহিত করে।

٢٥٢٥. بَابٌ اِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

২৫২৫. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় শাদী করে কোন বিধবাকে

٤٨٣٤ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ وَ خَالِدٌ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ ، وَاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ ، وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ اِنَّ اَنَسًا رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَو شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ ـ

৪৮৩৪ ইউসুফ ইব্‌নে রাশিদ (র) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সুন্নত হচ্ছে, যদি কেউ বিধবা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী শাদী করে তবে সে যেন তার সঙ্গে সাত দিন

অতিবাহিত করে এবং এরপর পালা অনুসারে এবং কেউ যদি কোন বিধবাকে শাদী করে এবং তার ঘরে পূর্ব থেকেই কুমারী স্ত্রী থাকে তবে সে যেন তার সাথে তিন দিন কাটায় এবং তারপর পালাক্রমে। হযরত আবু কিলাবা (র) বলেন, আমি ইচ্ছা করলে বলতে পারতাম যে, হযরত আনাস (রা) এ হাদীস রাসূল ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। হযরত আবদুর রাযযাক বলেন, আমি ইচ্ছা করলে বলতে পারতাম যে, খালেদ এই হাদীস রাসূল ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন।

٢٥٢٦. بَابٌ مَنْ طَافَ عَلٰى نِسَائِهِ فِىْ غُسْلٍ وَاحِدٍ

২৫২৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি একই গোসলে একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়

٤٨٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ ـ

৪৮৩৫ আবুল আলা ইব্‌ন হাম্মাদ (র) .... হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ একই রাতে সকল বিবির সাথে মিলিত হয়েছেন। ঐ সময় তাঁর সর্বমোট ন'জন বিবি ছিল।

٢٥٢٧. بَابٌ دُخُوْلُ الرَّجُلِ عَلٰى نِسَائِهِ فِى الْيَوْمِ

২৫২৭. অনুচ্ছেদ ঃ দিবাভাগে স্ত্রীদের নিকট গমন করা

٤٨٣٦ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلٰى نِسَائِهِ فَيَدْنُوْ مِنْ اِحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ ، فَاحْتَبَسَ اَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ ـ

৪৮৩৬ ফারওয়া (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ আসরের সালাত শেষ করতেন, তখন স্বীয় স্ত্রীদের মধ্য থেকে যে কোন একজনের নিকট গমন করতেন। একদিন তিনি বিবি হাফসা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি সময় কাটালেন।

٢٥٢٨. بَابٌ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِىْ اَنْ يُمَرَّضَ فِىْ بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَاَذِنَّ لَهُ

২৫২৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থতার সময় স্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে এক স্ত্রীর কাছে সেবা-শুশ্রূষার জন্য থাকে এবং তাকে যদি সবাই অনুমতি দেয়

٤٨٣٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ اَيْنَ اَنَا غَدًا اَيْنَ اَنَا غَدًا يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ اَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِىْ بَيْتِ عَائِشَةَ حَتّٰى مَاتَ عِنْدَهَا ، قَالَتْ عَائِشَةَ فَمَاتَ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ كَانَ يَدُوْرُ عَلَىَّ فِيْهِ فِىْ بَيْتِىْ ، فَقَبَضَهُ اللّٰهُ وَاِنَّ رَاْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِىْ وَسَحْرِىْ ، وَخَالَطَ رِيْقُهُ رِيْقِىْ -

৪৮৩৭ ইসমাঈল (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর যে অসুখে ইন্তিকাল করেছিলেন, সেই অসুখের সময় জিজ্ঞেস করতেন, আগামীকাল আমার কার কাছে থাকার পালা ? আগামীকাল আমার কার কাছে থাকার পালা ? তিনি আয়েশা (রা)-এর পালার জন্য এরূপ বলতেন। সুতরাং উম্মাহাতুল মু'মিনীন তাঁকে যার ঘরে ইচ্ছা থাকার অনুমতি দিলেন এবং তিনি ওফাত পর্যন্ত আয়েশা (রা)-এর ঘরেই অবস্থান করেন এবং সেখানে তাঁর স্বাভাবিক পালার দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমার কাছে থাকার পালার দিনই আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী ﷺ-কে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে গেলেন এ অবস্থায় যে, আমার বুক ও গলার মাঝখানে তাঁর বুক ও মাথা ছিল এবং তাঁর মুখের লালা আমার মুখের লালার সঙ্গে মিশেছিল।[১]

٢٥٢٩. بَابٌ حُبُّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ اَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ

২৫২৯. অনুচ্ছেদ ঃ এক স্ত্রীকে অন্য স্ত্রীর চেয়ে বেশি ভালবাসা

٤٨٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ دَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ ، فَقَالَ

১. হযরত আয়েশা (রা) কাঁচা মিসওয়াক চিবিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিলেন এবং তিনি নিজ দন্ত দ্বারা চিবালেন, এমনি করে একজনের মুখের লালা অন্যের মুখে গেল।

يَابُنَيَّةُ ، لاَ يَغُرَّنَّكِ هٰذِهِ الَّتِيْ اَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِيَّاهَا ، يُرِيْدُ عَائِشَةَ ، فَقَصَصْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَبَسَّمَ -

৪৮৩৮ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হযরত উমর (রা) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর (রা) হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে আমার কন্যা! তার আচরণ-ব্যবহার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ো না, কারণ সে তার সৌন্দর্য ও তার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ভালবাসার কারণে গর্ব অনুভব করে। এ কথার দ্বারা তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বুঝিয়েছিলেন। তিনি আরো বললেন, আমি এ ঘটনা আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে বললাম। তিনি এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন।

٢٥٣٠. بَابُ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يَنَلْ وَمَا يَنْهٰى مِنِ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ

২৫৩০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন নারী কর্তৃক কৃত্রিম সাজ-সজ্জা করা এবং সতীনের মুকাবিলায় আত্মগরিমা প্রকাশ করা নিষেধ

٤٨٣٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ فَاطِمَةُ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ اِنْ تَشَبَّعَتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِيْ يُعْطِيْنِيْ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَالَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ -

৪৮৩৯ সুলায়মান ইব্‌ন হারব্ (র) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসান্না (র) .... হযরত আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, কোন একজন মহিলা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সতীন আছে। এখন তাকে রাগানোর জন্য যদি আমার স্বামী আমাকে যা দেয়নি তা বাড়িয়ে বলি, তাতে কি কোন দোষ আছে ? রাসূল ﷺ বললেন ঃ যা তোমাকে দেয়া হয়নি, তা দেয়া হয়েছে বলা ঐরূপ প্রতারকের কাজ, যে প্রতারণার জন্য দু প্রস্থ মিথ্যার পোশাক পরল।

٢٥٣١. بَابُ الْغَيْرَةِ وَقَالَ وَرَّادٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِيْ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرِ مُصْفَحٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، لَاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّيْ

২৫৩১. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মমর্যাদাবোধ। হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, আমি যদি অন্য কোন পুরুষকে আমার স্ত্রীর সাথে দেখতে পাই; তাহলে আমি তাকে তরবারির ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করব অর্থাৎ হত্যা করব। নবী ﷺ তাঁর সাহাবিগণকে বললেন, তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদাবোধের কারণে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ ? (আল্লাহ্র কসম!) আমার আত্মমর্যাদাবোধ তার চেয়েও অনেক বেশি এবং আল্লাহ্র আত্মমর্যাদাবোধ আমার চেয়েও অনেক বেশি

٤٨٤٠. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَامِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ ، مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ -

৪৮৪০ উমর ইব্ন হাফ্স (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্র চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাশীল কেউ নয় এবং এ কারণেই তিনি সকল অশ্লীল কাজ হারাম করেছেন আর (আল্লাহ্র) প্রশংসার চেয়ে আল্লাহ্র অধিক প্রিয় কিছু নেই।

٤٨٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا اَحَدٌ اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَرَى عَبْدَهُ اَوْ اَمَتَهُ تَزْنِيْ ، يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا -

৪৮৪১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, হে উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহ্র চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ আর কারো নেই। তিনি তার কোন বান্দা নর হোক কি নারী হোক তার ব্যভিচার তিনি দেখতে চান না। হে উম্মতে মুহাম্মদী! যা আমি জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে খুব কম হাসতে এবং বেশি বেশি কাঁদতে।

٤٨٤٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّهِ اَسْمَاءَ اَنَّهَا سَمِعَتْ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَاشَئَ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ ، وَعَنْ يَحْيٰى اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ ـ

৪৮৪২ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) .... হযরত আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্র চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ আর কারো নেই। ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সালামা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে অনুরূপ হাদীস বলতে শুনেছেন।

٤٨٤٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَغَارُ ، وَغَيْرَةُ اللّٰهِ اَنْ يَاتِىَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ـ

৪৮৪৩ আবু নুআয়ম (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার আত্মমর্যাদাবোধ আছে এবং আল্লাহ্র আত্মমর্যাদাবোধ এই যে, যেন কোন মু'মিন বান্দা হারাম কাজে লিপ্ত না হয়।

٤٨٤٤ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ تَزَوَّجَنِى الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِى الْاَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوْكٍ وَلَا شَئٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ ، فَكُنْتُ اَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِى الْمَاءَ وَاَخْرِزُ غَرْبَهُ وَاَعْجِنُ ، وَلَمْ اَكُنْ اُحْسِنُ اَخْبِزُ ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِىْ مِنَ الْاَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ اَنْقُلُ النَّوَى مِنْ اَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِى اَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَأْسِىْ وَهِىَ مِنِّىْ عَلٰى ثُلُثَى فَرْسَخٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلٰى رَأْسِىْ، فَلَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَدَعَانِىْ ثُمَّ قَالَ اِخْ اِخْ لِيَحْمِلَنِىْ خَلْفَهُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسِيْرَ مَعَ الرِّجَالِ ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ اَغْيَرَ النَّاسِ ، فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ قَدْ

اسْتَحْيَيْتُ فَمَضٰى فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ لَقِيَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى رَأْسِي النَّوٰى ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ اَصْحَابِهِ ، فَأَنَاخَ لاَرْكَبَ ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ ، فَقَالَ وَاللّٰهِ لَحَمْلُكِ النَّوٰى كَانَ اَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوْبِكِ مَعَهُ ، قَالَتْ حَتّٰى اَرْسَلَ اِلَيَّ اَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذٰلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِيْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا اَعْتَقَنِي -

৪৮৪৪ মাহমুদ (র) .... হযরত আসমা বিন্‌তে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যুবায়র (রা) আমাকে শাদী করলেন, তখন তার কাছে কোন ধন-সম্পদ ছিল না, এমন কি কোন স্থাবর জমি-জমা, দাস-দাসীও ছিল না; শুধু মাত্র কুয়ো থেকে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও একটি ঘোড়া ছিল। আমি তাঁর উট ও ঘোড়া চরাতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম; কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে পারতাম না। তাই আনসারী প্রতিবেশী মহিলারা আমার রুটি তৈরিতে সাহায্য করত। আর তারা ছিল খুবই উত্তম নারী। রাসূল ﷺ যুবায়র (রা)-কে একখণ্ড জমি দিয়েছিলেন। আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতাম। ঐ জমির দূরত্ব ছিল প্রায় দু'মাইল। একদিন আমি মাথায় করে খেজুরের আঁটি বহন করে নিয়ে আসছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাক্ষাত হল, তখন রাসূল ﷺ-এর সাথে কয়েকজন আনসারও ছিল। নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁর উটের পিঠে বসার জন্য তাঁর উটকে আখ্! আখ্! বললেন, যাতে উটটি বসে এবং আমি তাঁর পিঠে আরোহণ করতে পারি। আমি পরপুরুষের সাথে একত্রে যাওয়াকে লজ্জাবোধ করতে লাগলাম এবং যুবায়র (রা)-এর আত্মসম্মানবোধের কথা আমার মনে পড়ল। কেননা, সে ছিল খুব আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বুঝতে পারলেন, আমি খুব লজ্জিত বোধ করছি। সুতরাং তিনি এগিয়ে চললেন। আমি যুবায়র (রা)-এর কাছে পৌছলাম এবং বললাম, আমি খেজুরের আঁটির বোঝা মাথায় নিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে রাসূল ﷺ-এর সাথে আমার দেখা হয় এবং তাঁর সাথে কিছুসংখ্যক সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁর উটকে হাঁটু গেড়ে বসালেন, যেন আমি তাতে সওয়ার হতে পারি। কিন্তু আমি তোমার আত্মসম্মানের কথা চিন্তা করে লজ্জা অনুভব করলাম। এ কথা শুনে যুবায়র (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! খেজুরের আঁটির বোঝা মাথায় বহন করা তাঁর সাথে উটে চড়ার চেয়ে আমার কাছে বেশি লজ্জাজনক। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ঘোড়া দেখাশুনার জন্য আমার সাহায্যার্থে একজন খাদেম পাঠিয়ে দিলেন। এরপরই আমি যেন রেহাই পেলাম।

٤٨٤٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَارْسَلَتْ اِحْدَى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِصَحْفَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ

فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِىُّ ﷺ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ الَّذِىْ كَانَ فِى الصَّحْفَةِ وَيَقُوْلُ غَارَتْ اُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتّٰى اُتِىَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِى هُوَ فِىْ بَيْتِهَا ، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيْحَةَ اِلَى الَّتِىْ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا ، وَاَمْسَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِىْ بَيْتِ الَّتِىْ كُسِرَتْ ـ

৪৮৪৫ আলী ইব্‌ন মাদানী (র) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সময় রাসূল ﷺ তার জনৈকা বিবির কাছে ছিলেন। ঐ সময় উম্মুহাতুল মু'মিনীনের আর একজন একটি পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠালেন। যে বিবির ঘরে নবী ﷺ অবস্থান করছিলেন সে বিবি খাদেমের হাতে আঘাত করলেন। ফলে খাদ্যের পাত্রটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। নবী ﷺ পাত্রের ভাঙ্গা টুকরোগুলো কুড়িয়ে একত্রিত করলেন, তারপর খাদ্যগুলো কুড়িয়ে তাতে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের আম্মাজীর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে। তারপর তিনি খাদেমকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং যে বিবির কাছে ছিলেন তাঁর কাছ থেকে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভেঙ্গেছিল, তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি যে ভেঙ্গেছিল তার কাছেই রাখলেন।

٤٨٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ الْمَقْدَمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ اَوْ اَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَاَبْصَرْتُ قَصْرًا ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا ؟ قَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَاَرَدْتُ اَن اَدْخَلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِى اِلاَّ عِلْمِىْ بِغَيْرَتِكَ ، قَالَ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّى يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَوْ عَلَيْكَ اَغَارُ ـ

৪৮৪৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর (র) .... হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এটি কার প্রাসাদ ? তাঁরা (ফেরেশতাগণ) বললেন, এই প্রাসাদটি হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর। আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলাম; কিন্তু [তিনি সেখানে উপস্থিত হযরত উমর (রা)-এর উদ্দেশ্যে বললেন] তোমার আত্মমর্যাদাবোধ আমাকে সেখানে প্রবেশে বাধা দিল। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা) বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনার ক্ষেত্রেও আমি (উমর) আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করব ?

٤٨٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوْسٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا ؟ قَالَ هٰذَا لِعُمَرَ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ، فَبَكٰى عُمَرُ وَهُوَ فِىْ الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ اَوَ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغَارُ ـ

৪৮৪৭ আবদান (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বসা ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় জান্নাতে একটি প্রাসাদের পার্শ্বে একজন মহিলাকে ওযু করতে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই প্রাসাদটি কার ? আমাকে বলা হলো, এটা উমর (রা)-এর। তখন আমি উমরের আত্মমর্যাদার কথা স্মরণ করে পিছন ফিরে চলে এলাম। এ কথা শুনে হযরত উমর (রা) সেই মজলিসেই কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাথেও কি আমি আত্মসম্মানবোধ বজায় রাখব ?

٢٥٣٢ـ بَابٌ غَيْرَةُ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

২৫৩২. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের বিরোধিতা এবং তাদের ক্রোধ

٤٨٤٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اِذَا كُنْتِ عَنِّىْ رَاضِيَةً ، وَاِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبٰى ، قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ اَيْنَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ ، فَقَالَ اَمَّا اِذَا كُنْتِ عَنِّىْ رَاضِيَةً فَاِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَاِذَا كُنْتِ غَضْبٰى قُلْتِ لَا وَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ ، قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَهْجُرُ اِلاَّ اسْمَكَ ـ

৪৮৪৮ উবায়দ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, "আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশী থাক এবং কখন রাগান্বিত হও।" আমি বললাম, কি করে আপনি তা বুঝতে সক্ষম হন ? তিনি বললেন, তুমি প্রসন্ন থাকলে বল, না! মুহাম্মদ ﷺ

-এর রব-এর কসম! কিন্তু তুমি আমার প্রতি নারাজ থাকলে বল, না! ইবরাহীম (আ)- এর রব-এর কসম! শুনে আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে ক্ষেত্রে শুধু আপনার নাম মুবারক উচ্চারণ করা থেকেই বিরত থাকি।

٤٨٤٩ حَدَّثَنِي اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَمَا غِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ اُوْحِيَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ـ

৪৮৪৯ আহমদ ইব্‌ন আবু রাজা (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিবিগণের মধ্য থেকে খাদীজা (রা)-এর চেয়ে অন্য কোন বিবির প্রতি বেশি ঈর্ষা-পোষণ করিনি। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায় তাঁর কথা স্মরণ করতেন এবং তাঁর প্রশংসা করতেন। তাছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ওহীর মাধ্যমে তাঁকে [খাদীজা (রা)]-কে জান্নাতের মধ্যে একটি মতির প্রাসাদের সুসংবাদ দেবার জন্য জ্ঞাত করানো হয়েছিল।

٢٥٣٣ـ بَابٌ ذَبُّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِى الْغَيْرَةِ وَالْاِنْصَافِ

২৫৩৩.অনুচ্ছেদ ঃ কন্যার মধ্যে ঈর্ষা সৃষ্টি হওয়া থেকে বাধা প্রদান এবং ইনসাফমূলক কথা

٤٨٥٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اِنَّ بَنِيْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اسْتَاذَنُوْانِيْ فِيْ اَنْ يُنْكِحُوْا اَبْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ ، فَلاَ اَذَنُ ، ثُمَّ لاَ اٰذَنُ ، ثُمَّ لاَاذَنُ ، اِلاَّ أَنْ يُرِيْدَ ابْنُ اَبِيْ طَالِبٍ اَن يُطَلِّقَ ابْنَتِيْ وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَاِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّيْ يُرِيْبُنِيْ مَا اَرَابَهَا وَيُؤْذِيْنِيْ مَا اٰذَاهَا هٰكَذَا ـ

৪৮৫০ কুতায়বা (র) .... হযরত মিসওয়ার ইব্‌ন মখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মিম্বরে বসে বলতে শুনেছি যে, বনি হিশাম ইব্‌ন মুগীরা, আলী ইব্‌ন আবু তালিবের

কাছে তাদের মেয়ে শাদী দেবার জন্য আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে ; কিন্তু আমি অনুমতি দেব না, আমি অনুমতি দেব না, আমি অনুমতি দেব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আলী ইব্‌ন আবু তালিব আমার কন্যাকে তালাক দেয় এবং এর পরেই সে তাদের মেয়েকে শাদী করতে পারে। কেননা, ফাতেমা হচ্ছে আমার কলিজার টুকরা এবং সে যা ঘৃণা করে, আমিও তা ঘৃণা করি এবং তাকে যা কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়।

٢٥٣٤۔ بَابٌ يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ وَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدُ تَتْبَعُهُ اَرْبَعُوْنَ امْرَاَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِبْلَةِ الرِّجَالِ ، وَكَثِيْرَةِ النِّسَاءِ

২৫৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের সংখ্যা কম হবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। আবু মূসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (এমন একটা সময় আসবে যখন) একজন পুরুষ দেখতে পাবে, তার পেছনে চল্লিশজন নারী অনুসরণ করছে আশ্রয়ের জন্য। কেননা, তখন পুরুষের সংখ্যা অনেক কমে যাবে আর নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে

٤٨٥١ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَاُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَايُحَدِّثُكُمْ بِهِ اَحَدٌ غَيْرِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ ، وَيَكْثُرَ الزِّنَا ، وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَتَقِلَّ الرِّجَالُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ ـ

৪৮৫১ হাফ্‌স ইব্‌ন উমরুল হাওদী (র) .... হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের কাছে একখানি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে শুনেছি এবং আমি ছাড়া আর কেউ সে হাদীস বলতে পারবে না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের আলামতের মধ্যে রয়েছে ইল্‌ম ওঠে যাবে, অজ্ঞতা বেড়ে যাবে, ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে, মদ্য পানের মাত্রা বেড়ে যাবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীদের সংখ্যা এত অধিক হারে বেড়ে যাবে যে, একজন পুরুষকে পঞ্চাশজন নারীর দেখাশুনা করতে হবে।

٢٥٣٥۔ بَابٌ لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ اِلاَّ ذُوْ مَحْرَمٍ وَالدُّخُوْلُ عَلَى الْمُغِيْبَةِ

২৫৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ 'মাহ্‌রম' অর্থাৎ যার সাথে শাদী হারাম সে ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সাথে কোন নারী নির্জনে দেখা করবে না এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর কাছে কোন পুরুষের গমন (হারাম)

٤٨٥٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ ـ

৪৮৫২ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... হযরত উকবা ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। জনৈক আনসার জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! দেবরদের ব্যাপারে কি নির্দেশ ? তিনি উত্তর দিলেন, দেবর তো মৃত্যুতুল্য।

٤٨٥٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَايَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ امْرَأَتِىْ خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا كَذَا ، قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ـ

৪৮৫৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মাহ্‌রমের উপস্থিতি ব্যতীত কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে সাক্ষাত করবে না। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার স্ত্রী হজ্জ করার জন্য বেরিয়ে গেছে এবং অমুক অমুক জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। নবী ﷺ বললেন, ফিরে যাও এবং স্বীয় স্ত্রীর সাথে হজ্জ সমাপন কর।

٢٥٣٦ـ بَابٌ مَا يَجُوْزُ اَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

২৫৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ লোকজনের উপস্থিতিতে স্ত্রীলোকের সাথে পুরুষের কথা বলা বৈধ

٤٨٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَائَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَلاَبِهَا ، فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنَّكُنَّ لَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ ـ

৪৮৫৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) .... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক আনসারী মহিলা নবী ﷺ -এর নিকট এলে, তিনি তাকে ডেকে এক পার্শ্বে নিয়ে বললেন, আল্লাহ্র কসম ! আল্লাহ্র কসম! তোমরা আমার কাছে সকল লোকের চেয়ে অধিক প্রিয়।

٢٥٣٧ـ بَابُ مَا يُنْهٰى مِنْ دُخُوْلِ الْمُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ

২৫৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে পুরুষ মহিলার মত সাজ-গোজ করে, তার সাথে কোন নারীর চলাফেরা নিষেধ

٤٨٥٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لِاَخِيْ اُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اُمَيَّةَ اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَدًا اَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلاَنَ فَاِنَّهَا تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَاتَدْخُلَنَّ هٰذَا عَلَيْكُمْ ـ

৪৮৫৫ উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) .... হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তার কাছে থাকাকালে সেখানে একজন মেয়েলী ভাবাপন্ন পুরুষ ছিল। ঐ মেয়েলী পুরুষটি উম্মে সালামার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু উমাইয়াকে বলল, যদি আগামীকাল আপনাদেরকে আল্লাহ্ তায়েফ বিজয় দান করেন, তবে আমি আপনাকে গায়লানের মেয়েকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিচ্ছি। কেননা, সে এত মেদবহুল যে, সে সম্মুখ দিকে আগমন করলে তার পেটের চামড়ায় চার ভাঁজ পড়ে আর পিছু ফিরে যাওয়ার সময় আট ভাঁজ পড়ে। একথা শোনার পর নবী ﷺ বললেন, (এ মেয়েলী পুরুষ হিজড়া) সে যেন কখনো তোমাদের কাছে আর না আসে।

٢٥٣٨ـ بَابُ نَظَرُ الْمَرْأَةِ اِلَى الْحَبْشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيْبَةٍ

২৫৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ হাব্শী বা অনুরূপ লোকদের প্রতি মহিলাদের সন্দেহজনক না হলে দৃষ্টি দেয়া যায়

٤٨٥٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ عَنْ عِيْسٰى عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَسْتُرُنِىْ بِرِدَائِهِ ، وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُوْنَ فِى الْمَسْجِدِ ، حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا الَّذِىْ اَسْاَمُ فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ ـ

৪৮৫৬ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন হাবশীদের খেলা দেখছিলাম। তারা মসজিদের আঙ্গিনায় খেলা খেলছিল। আমি খেলা দেখে বিরক্ত না হওয়া পর্যন্ত দেখছিলাম। তখন নবী ﷺ তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। তোমরা অনুমান কর যে, অল্পবয়স্কা মেয়েরা খেলাধূলা দেখতে কি পরিমাণ আগ্রহী।

٢٥٣٩ـ بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

২৫৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনে মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়া

٤٨٥٧ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ اَبِى الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلاً فَرَاٰهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ اِنَّكِ وَاللّٰهِ يَاسَوْدَةُ مَاتَخْفَيْنَ عَلَيْنَا ، فَرَجَعَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ وَهُوَ فِىْ حُجْرَتِىْ يَتَعَشّٰى ، وَاِنَّ فِىْ يَدِهِ لَعَرْقًا فَاُنْزِلَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُوْلُ قَدْ اَذِنَ اللّٰهُ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ ـ

৪৮৫৭ ফারওয়া ইব্‌ন আবুল মাগ্‌রা (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে উম্মেহাতুল মু'মিনীন সওদা বিন্‌ত জামাআ (রা) কোন কারণে বাইরে গেলেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে দেখে চিনে ফেললেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! হে সাওদা (রা) তুমি নিজকে আমাদের কাছ থেকে লুকাতে পারনি। এতে তিনি নবী ﷺ -এর নিকট ফিরে গেলেন এবং উক্ত ঘটনা তাঁর কাছে বললেন। তিনি তখন আমার ঘরে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন এবং তাঁর হাতে গোশ্‌তপূর্ণ একখানা হাড় ছিল। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে ওহী নাযিল হল। যখন ওহী নাযিল হওয়া শেষ হল, তখন নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রয়োজনে তোমাদের জন্য বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন।

٢٥٤٠. بَابٌ اسْتِئْذَانُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِى الْخُرُوْجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

২৫৪০. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে অথবা অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য মহিলাদের স্বামীর অনুমতি গ্রহণ

٤٨٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا اسْتَاذَنَتِ امْرَأَةُ اَحَدِكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا ـ

৪৮৫৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .... সালিমের পিতা [ইব্ন উমর (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তাহলে তাকে নিষেধ করো না।

٢٥٤١. بَابٌ مَايَحِلُّ مِنَ الدُّخُوْلِ ، وَالنَّظَرِ اِلَى النِّسَاءِ فِى الرَّضَاعِ

২৫৪১. অনুচ্ছেদ ঃ যে সমস্ত মহিলার সাথে দুধ পান করার কারণে দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়তা হয়েছে তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করা এবং তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়

٤٨٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَاذَنَ عَلَيَّ فَاَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ لَهُ حَتّٰى اَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ اِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِيْ لَهُ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِى الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِى الرَّجُلُ ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَذٰلِكَ بَعْدَ اَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَايَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ـ

৪৮৫৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দুধ সম্পর্কের চাচা এলেন এবং আমার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন ; কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে অনুমতি নেয়া ছাড়া প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসার পর তাঁকে আমি জিজ্ঞেস্ করলাম। তিনি বললেন, তিনি হচ্ছেন তোমার চাচা। সুতরাং তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দাও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাকে মহিলা দুধ পান করিয়েছেন ; কিন্তু কোন পুরুষ আমাকে দুধ পান করায়নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে তোমার চাচা, সুতরাং তাঁকে তোমার কাছে আসার অনুমতি দাও। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এই ঘটনা পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। তিনি আরও বলেন, জন্মসূত্রে যারা হারাম, দুধ সম্পর্কের কারণেও তারা হারাম।

٢٥٤٢ـ بَابٌ لاَتُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

২৫৪২. অনুচ্ছেদ ঃ এক মহিলা আর এক মহিলার সঙ্গে দেখা করে তার বর্ণনা যেন নিজের স্বামীর কাছে না দেয়

٤٨٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا ـ

৪৮৬০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন নারী যেন অন্য কোন নারীর সঙ্গে সাক্ষাত করে তার বর্ণনা নিজ স্বামীর নিকট এমনভাবে না দেয়, যেন সে (স্বামী) তাকে (ঐ নারীকে) দেখতে পাচ্ছে।

٤٨٦١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ شَقِيْقٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا ـ

৪৮৬১ উমর ইব্‌ন হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াস (র) ....হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন নারী যেন অন্য কোন নারীর সঙ্গে সাক্ষাত করে তার বর্ণনা নিজ স্বামীর নিকট এমনভাবে না দেয়, যেন সে তাকে দেখতে পাচ্ছে।

٢٥٤٣ـ بَابٌ قَوْلُ الرَّجُلِ لَاَطُوْفَنَّ الَّيْلَةَ عَلٰى نِسَائِهِ

২৫৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির এ কথা বলা যে, নিশ্চয়ই আজ রাতে আমি আমার সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হব

٤٨٦٢ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَاَطُوْفَنَّ الَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَاَةٍ ، تَلِدُ كُلُّ امْرَاَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِىَ ، فَأَطَافَ بِهِنَّ ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ اِلاَّ امْرَاَةٌ نِصْفَ اِنْسَانٍ ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ اَرْجٰى لِحَاجَتِهِ ـ

৪৮৬২ মাহমুদ (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত দাউদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ) একদা বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আজ রাতে আমি আমার একশত বিবির সঙ্গে মিলিত হব এবং তাদের প্রত্যেকেই একটি করে পুত্র সন্তান প্রসব করবে, যারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। এ কথা শুনে একজন ফেরেশতা বলেছিলেন, আপনি 'ইন্শাআল্লাহ্' বলুন ; কিন্তু তিনি এ কথা ভুলক্রমে বলেননি। এরপর তিনি তার বিবিগণের সঙ্গে মিলিত হলেন ; কিন্তু তাদের কেউ কোন সন্তান প্রসব করল না। শুধুমাত্র একজন বিবি একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। নবী ﷺ বলেন, যদি হযরত সুলায়মান (আ) 'ইন্শাআল্লাহ্' বলতেন, তাহলে আল্লাহ্ তাঁর আশা পূর্ণ করতেন। আর সেটাই ছিল তাঁর প্রয়োজন মেটানোর জন্য উত্তম।

٢٥٤٤ـ بَابٌ لَايَطْرُقُ اَهْلَهُ لَيْلاً اِذَا اَطَالَ الْغَيْبَةَ مَخَافَةَ اَنْ يُخَوِّنَهُمْ اَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَتَهُمْ

২৫৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন লোক দূরে থাকে অথবা পরিবার থেকে অনেকদিন অনুপস্থিত থাকে, তাহলে বাড়ি আসার পর সঙ্গে সঙ্গেই রাতে ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়, যাতে করে সে এমন কিছু পায় যা তাকে আপন পরিবার সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে, অথবা তাদের কোন ত্রুটি আবিষ্কার করে।

٤٨٦٣ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ قَالَ

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ اَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ طُرُوْقًا ـ

৪৮৬৩ আদম .... হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সফর থেকে এসে রাতে ঘরে প্রবেশ করা অপছন্দ করতেন।

٤٨٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانُ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَطَالَ اَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ اَهْلَهُ لَيْلاً ـ

৪৮৬৪ মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাতিল (র) .... হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকে রাতে আকস্মিকভাবে তার ঘরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

٢٥٤٥ـ بَابٌ طَلَبُ الْوَلَدِ

২৫৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান কামনা করা

٤٨٦٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِيْ رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِيْ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا اَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا يُعْجِلُكَ ؟ قُلْتُ اِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ اَمْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا ، قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوا لَيْلاً اَىْ عِشَاءً لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنِى الثِّقَةُ اَنَّهُ قَالَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ الْكَيْسُ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ ، يَعْنِى الْوَلَدَ ـ

৪৮৬৫ মুসাদ্দাদ (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে আমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা ফিরে আসছিলাম, আমি আমার মন্থর গতি উটের পিঠে ত্বরা করতে

লাগলাম। তখন আমার পিছনে একজন আরোহী এসে মিলিত হলেন। তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি রাসূল ﷺ। তিনি বললেন, তোমার এ ব্যস্ততার কারণ কি ? আমি বললাম, আমি সদ্য শাদী করেছি। তিনি বললেন, কুমারী, না পূর্ব-বিবাহিতা বিয়ে করেছ ? আমি বললাম, পূর্ব বিবাহিতা। তিনি বললেন, কুমারী করলে না কেন ? তুমি তার সাথে আমোদ-প্রমোদ করতে, আর সেও তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত। (রাবী) বলেন, আমরা মদীনায় পৌছে নিজ নিজ বাড়িতে যাইতে চাইলাম। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর– পরে রাতে অর্থাৎ এশা নাগাদ ঘরে যাবে, যাতে এলোকেশী নারী তার চুল আঁচড়িয়ে নিতে পারে এবং প্রবাসী স্বামীর স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করতে পারে। (রাবী) বলেন, আমাকে এক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বলেছেন, রাসূল ﷺ এ হাদীসে এও বলেছেন যে, হে জাবির। বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও। (কোন রাবী বলেন) অর্থাৎ সন্তান কামনা কর, সন্তান কামনা কর।

٤٨٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلْ عَلٰى اَهْلِكَ حَتّٰى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْكَيْسِ -

৪৮৬৬ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, সফর থেকে রাতে প্রত্যাবর্তন করে গৃহে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না স্বামীর অবিদ্যমান স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করতে পারে এবং রুক্ষকেশী স্ত্রী চিরুনী করে নিতে পারে। (রাবী), বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমর কর্তব্য সন্তান কামনা করা, সন্তান কামনা করা। উবায়দুল্লাহ্ (র) ওয়াহাব (র) থেকে জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে 'সন্তান অন্বেষণ' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

٢٥٤٦ـ بَابُ تَسْتَحِدُّ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَشِطُ

২৫৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অবিদ্যমান স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করবে এবং রুক্ষকেশী নারী (মাথায়) চিরুনি করে নেবে

٤٨٦٧ حَدَّثَنِىْ يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِىْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيْبًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ تَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ لِىْ

قَطُوْف فَلَحِقَنِىْ رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِىْ فَنَخَس بَعِيْرِىْ بِعَنْزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَسَارَ بَعِيْرِىْ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْاِبِلِ ، فَالْتَفَتُّ فَاِذَا اَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، قَالَ اَتَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ اَبِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا ، قَالَ فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلاً اَىْ عِشَاءً لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ، وَتَسْتَحِدُّ الْمُغِيْبَةُ -

৪৮৬৭ ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী ﷺ -এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনকালে যখন আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম, আমি আমার মন্থর গতি সম্পন্ন উটের পিঠে ত্বরা করতে লাগলাম। একটু পরেই জনৈক আরোহী আমার পিছনে এসে মিলিত হলেন এবং তাঁর লাঠি দ্বারা আমার উটটিকে খোঁচা দিলেন। এতে আমার উটটি সর্বোৎকৃষ্ট উটের ন্যায় চলতে লাগল। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম যে, তিনি রাসূল ﷺ। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি সদ্য বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, বিয়ে করেছ ? বললাম, জি- হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিধবা ? আমি বললাম, বরং বিধবা। তিনি বললেন, কুমারী করলে না কেন ? তুমি তার সাথে আমোদ-প্রমোদ করতে আর সেও তোমার সাথে আমোদ-প্রমোদ করত। রাবী বলেন, এরপর আমরা যখন মদীনায় উপস্থিত হয়ে (নিজ নিজ গৃহে) প্রবেশে উদ্যত হলাম, তখন তিনি বললেন, আস, সকলে রাতের অর্থাৎ সন্ধ্যায় প্রবেশ করবে, যাতে এলোকেশী নারী চিরুনি করে নিতে পারে এবং স্বামী অবিদ্যমান স্ত্রী ক্ষুর ব্যবহার করে নিতে পারে।

٢٥٤٧- بَابٌ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اِلٰى قَوْلِهِ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

২৫৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ "তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে।" (২৪ ঃ ৩১)

٤٨٦٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ بِاَىِّ شَىْءٍ جُرِحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فَسَاَلُوْا سَهْلَ

بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ وَكَانَ مِنْ أُخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلِيٌّ يَأْتِيْ بِالْمَاءِ عَلٰى تُرْسِهِ ، فَأُخِذَ حَصِيْرٌ فَحُرِّقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ -

৪৮৬৮ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) .... আবু হাযিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ক্ষতস্থানে কি ঔষধ লাগানো হয়েছিল, এ নিয়ে লোকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। পরে তারা সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সাঈদীকে জিজ্ঞেস করল, যিনি মদীনার অবশিষ্ট নবী ﷺ সাহাবিগণের সর্বশেষ ছিলেন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট নেই। ফাতেমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডল হতে রক্ত ধৌত করছিলেন আর আলী (রা) ঢালে করে পানি আনছিলেন। পরে একটি চাটাই পুড়ে, তা ক্ষতস্থানে চতুর্দিকে লাগিয়ে দেয়া হল।

٢٥٤٨ـ بَابٌ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحُلُمَ

২৫৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি

٤٨٦٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعِيْدَ اَضْحًى اَوْ فِطْرًا ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَلَوْلاَ مَكَانِيْ مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ ، يَعْنِيْ مِنْ صِغَرِهِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَذَانًا وَلاَ اِقَامَةً ، ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَاَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ اِلٰى اٰذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ يَدْفَعْنَ اِلٰى بِلاَلٍ ، ثُمَّ اَرْتَفَعَ هُوَ وَبِلاَلٌ اِلٰى بَيْتِهِ -

৪৮৬৯ আহ্‌মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবিস থেকে বর্ণিত যে, আমি জনৈক ব্যক্তিকে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করতে শুনেছি যে, আপনি আযহা বা ফিতরের কোন ঈদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে উপস্থিত ছিলেন ? তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ'। তবে তাঁর সাথে আমার এত ঘনিষ্ঠতা না থাকলে স্বল্প বয়সের দরুন আমি তাঁর সাথে উপস্থিত হতে পারতাম না। তিনি (আরও) বলেন,

রাসূল ﷺ বের হলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন, এরপর খুতবা দিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) আযান ও ইকামতের কথা উল্লেখ করেননি। এরপর তিনি মহিলাদের কাছে এলেন এবং তাদেরকে ওয়াজ ও নসীহত করলেন ও তাদেরকে সাদকা করার আদেশ দিলেন। (রাবী বলেন,) আমি দেখলাম, তারা তাদের কর্ণ ও কণ্ঠের দিকে হাত প্রসারণ করে (গয়নাগুলো) বিলালের কাছে অর্পণ করছে। এরপর রাসূল ﷺ ও বিলাল (রা) গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

٢٥٤٩. بَابٌ قَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ وَطَعْنُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ

২৫৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির তার সাথীকে এ কথা বলা যে, তোমরা কি গত রাতে সহবাস করেছ ? এবং ধমক দেয়া কালে কোন ব্যক্তির তার কন্যার কোমরে আঘাত করা

٤٨٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَاتَبَنِي اَبُوْ بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِيْ بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرَتِيْ فَلاَ يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَأْسُهُ عَلٰى فَخِذِيْ ـ

৪৮৭০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আমাকে ভর্ৎসনা করলেন এবং আমার কোমরে তাঁর হাত দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। আমার উরুর ওপর রাসূল ﷺ -এর মস্তক থাকায় আমি নড়াচড়া করতে পারিনি।

ইফাবা-২০০০-২০০১-প্র/৪৩৮২ (উ)-৭২৫০